

नाश्था गिर्विष्य

में के किया है जिल्हा के किया है जिल्हा के किया है जिल्हा के जिल्हा के किया है जिल्हा के किया है जिल्हा किया क

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

जाश्था निविष्ठेरी अञ्चल

'গীতায় ঈশর্বাদ', 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর', 'প্রেমধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহীব্রেক্স শাথ দক্ত, এম্, এ, বি, এন্, বেদান্তরত্ব প্রণীত

नव ১७८७ मान

সর্বস্থত্ব স্থ্রিকিত ]

[ यूना २॥ •

প্রকাশক : শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩৯-বি, কর্ণওয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা

> প্রিন্টার—জ্রীভোলানাথ মিত্র অর্ক্যান প্রেস ২৪, কাশী দত্ত স্থীট, কলিকাতা

### বিজ্ঞপ্তি

প্রায় ৩৫ বংসর পূর্বে আমি সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে এক বিস্তৃত গ্রন্থরচনার সংকল্প করিরা, বক্তব্য বিষয়ের একটি চুম্বক প্রস্তুত করি, কিন্তু তৃংখের বিষয় ঐ চুম্বক ধনড়ারূপ ভ্রাণেই পঞ্চত প্রাপ্ত হয়। ঐরপ হওয়া বিচিত্র নয়, কারণ প্রাচীন প্রবচন আছে—উংথায় হৃদি লীয়ন্তে উকীলানাং মনোর্থাঃ। পরে ১৩২৯ বন্ধাব্দের মাঘ মাসে, বঙ্গীর সাহিত্য পরিবদের আহ্বানে পরিবদ-মন্দিরে সাংখ্য-সম্পর্কে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিই এবং ঐ সকল মৌথিক বক্তুভার নোট অবলম্বনে বারটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া ১৩৩০-৬৩ সনের 'ব্রন্ধবিষ্যা'য় ক্রমশং প্রকাশিত করি। ঐ প্রবন্ধ-ধারার নামকরণ করিরাছিলাম—'সাংখ্য-পরিচর' (বিন্তাসাগর মহাশরের অমুকরণে ) ; কারণ, ঐ প্রবন্ধাবলী আদৌ পাণ্ডিতা-বিজ্ঞিত ছিল না, উহা দারা সাধারণ শিক্ষিত পাঠক সাংখ্য-জ্ঞানের সহিত পরিচয় লাভ क्त्रित्वन, रेरारे উদ्দেশ ছিল। वञ्चनः मारिना পরিবদে আমি যে ধারা-বাহিক বক্তৃত। দিয়াছিলাম, তাহা Extension Lectures (জ্ঞান-বিন্তারী বজ্জা) ধরণের ছিল। পরিষং বিদ্বং-সমাজ হইলেও আমার বৃক্তা বাহাতে সাধারণ খ্রোভা,—পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেরই বোধগম্য হয়, তাহারই চেষ্টা করিরাছিলাম; ঐ প্রবন্ধ-ধারারও আমার সেইরপ চেষ্টা ছিল। ঐরপ করাই আমার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। কারণ, আমি নিজে পাণ্ডিত্য-বিবর্জিত। সেই জন্ম উপনিষদের নিমোক্ত বাণীটি আমার বড় প্রিয়—

জন্মাৎ পাণ্ডিভ্যং নির্বিষ্ণ বাল্যেন ভিষ্ঠাসেৎ—বৃহদারণ্যক

'অতএব পাণ্ডিতা হইতে নির্বিপ্ন হইয়া বালকভাবে অবস্থান করিবে।' বিশুখুষ্টের মূখেও আমরা ঐ ধরণের কথা শুনিয়াছি—

> দাও কুদ্র শিশুদের আসিতে নিকটে মম। স্বর্গরাজ্য তাহাদের—বারা কুদ্র শিশু সম॥

সেই জন্ম জ্ঞানপর্বিত পাশ্চাত্যেরাও বলিতে বাধ্য হইরাছেন বে, পাণ্ডিত্যের বিজ্ঞনা মান্থবকে মন্ত করে মাত্র।\* এ কথা অসঙ্গত নয়—কারণ, আর্য সত্য (Ultimate Truth) আয়ন্ত করিতে হইলে, ননন ও নিধি-ধ্যাসন আবশ্যক—তজ্জ্ম ধ্যানী ও সমাহিত হওয়া চাই। তল্বের মর্মস্থানে প্রবেশ করিতে হইলে, পাণ্ডিত্যের সম্বল বে বৃদ্ধি, তাহাকে নহে—ধ্যানের পরিপাক বে বোধি—তাহাকেই পাথেয় করিতে হয়।

উক্ত প্রবন্ধাবলী পরিবর্তিত ও পরিবর্ধি ত হইরা, এবং বহু স্থানে পুনলিখিত হইরা, এখন 'সাংখ্য পরিচয়'-গ্রন্থরূপে প্রচারিত হইল।

পুরুষ ও প্রকৃতি লইয়। সাংখ্যতর। সাংখ্য পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে পুরুষতত্ত্বের বিবরণ এবং দিতীয় খণ্ডে প্রকৃতিতত্ত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উপক্রম অবতরণিকা-স্বরূপ—উহাতে সাংখ্যতত্ত্বের সাধারণ কথা বিবৃত হইয়াছে।

দিতীয় খণ্ডভূক কয়েকটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে 'পরিচয়' মাদিক পত্রে মৃদ্রিত ইইয়াছিল।

১০ই বৈশাথ ১৩৪৬ বন্ধাৰ

<u>ज</u>ीशीदतन नाथ पछ

<sup>\*</sup> Much learning hath made thee mad CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

## সূচীপত্ৰ

ञ्यशांत्र विषय			পত্ৰাহ
উপক্রম		5-	-98
প্রথম—সাংখ্য নামের নিক্ষক্তি		•••	v
দ্বিতীয়—সাংখ্য গ্রন্থের স্বন্ধতা	•••	•••	9
ভূতীয়—সাংখ্যমতের প্রাচীনতা	***		هرد
ঐ পরিশিষ্ট			96
চতুর্থ-আদি-বিদ্বান্	***	4.1	85
পঞ্চম—সাংখ্যীয় তৃঃথবাদ		***	62
ষষ্ঠ—'ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ'			40
প্রথম খণ্ড—পুরুষ		90-	<b>२</b> •8
প্রথম খণ্ড — পুরুষ প্রথম—সাংখ্যের পুরুষ		۹۵	<b>२</b> •8
প্রথম—সাংখ্যের পুরুষ		•••	99
প্রথম—সাংখ্যের পুরুষ দিতীয়—সাংখ্যের সংবিত্তি ভৃতীয়—সাংখ্যের সাংপরায়			99
প্রথম—সাংখ্যের পুরুষ দিতীয়—সাংখ্যের সংবিত্তি			99 20 20b
প্রথম—সাংখ্যের পুরুষ দিতীয়—সাংখ্যের সংবিত্তি তৃতীয়—সাংখ্যের সাংপরায় চতুর্থ—বিবেক-সিদ্ধির উপায়			99 20 204 204
প্রথম—সাংখ্যের পূরুষ দ্বিতীয়—সাংখ্যের সংবিত্তি ভৃতীয়—সাংখ্যের সাংপরায় চতুর্থ—বিবেক-সিদ্ধির উপায় শ্র পরিশিষ্ট			99 30 400 700 700
প্রথম—সাংখ্যের পূরুষ দ্বিতীর—সাংখ্যের সংবিত্তি তৃতীয়—সাংখ্যের সাংপরায় চতুর্থ—বিবেক-সিদ্ধির উপায় ঐ পরিশিষ্ট পঞ্চম—বিবেক-সিদ্ধির ফল — মোক্ষ			99 30 400 700 700 800

1	
1000	_
$\sim$	•

क्यात्र विवन्न			
			পত্ৰান্ত
দ্বিতীয় খণ্ড—প্রকৃ	9	200-	-010
প্রথন-প্রকৃতির স্বরূপ			209
দ্বিতীয়—বৈপ্তণ্য ···			२७२
হতীর—প্রহাতির পরিণাম			289
চতুর্থ – নপ্ত প্রক্বভি-বিক্বভি	•••		269
পঞ্চনমহং-তত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব		47	367
বষ্ট-প্রভার সর্গ ···	120	34	
	THE RESERVE		228
উপসংহার		950-	-७७২
প্রথম—সাংখ্যের স্বতঃপরিণাম	•••	j.,.	959
্ৰিতীয়—ঈক্ষতে নাশৰস্	' '	v.)	995
তৃতীয়—হৈতে অধৈত	•••		480
			000

# উপক্রম

### প্রথম অধ্যায়

### সাংখ্য নামের নিরুক্তি

মহাভারত-কার 'শান্তিপর্বে' মৃক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—নান্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানম্। শ্বেভাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন—তৎকারণং সাংখ্য-যোগাধিগম্যম্
—'সেই পরমকারণ সাংখ্য-যোগের অধিগম্য'। এমন কি, দেখা যায় প্রাচীন
ভারতে সাংখ্য ও জ্ঞান পর্যায়-শব্দ (convertible terms))-ক্লপে ব্যবহৃত
হইও। তাই ভগবদ্গীতার জ্ঞান-যোগের নাম 'সাংখ্য'—

জ্ঞান-বোগেন সাংখ্যানাম্—গীতা, ৩।৩ যং সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্—গীতা ৫।৫

এবং গীতা সাংখ্যকে 'কৃতান্ত' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত শাস্ত্র বলিন্নাছেন—

সাংখ্যে কুতান্তে প্রোক্তানি—গীতা, ১৮৷১৩

অতএব সাংখ্য শাস্ত্রের আলোচনার বিশেষ উপযোগিতা আছে।

সাংখ্যকে 'সাংখ্য' বলে কেন ? সাংখ্য-নামের সার্থকতা কি ? সাংখ্য-শব্দের নিরুক্তি ( etymology ) কি ?

সং পূর্বক 'খ্যা' ধাতৃ হইতে 'সংখ্যা' শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। 'সংখ্যা' ইইতে 'সাংখ্য' শব্দের বৃংপত্তি। ঐ সংখ্যা শব্দের অর্থ কি ?

সংখ্যা শব্দের প্রচলিত অর্থ Number—এক, ছুই, তিন, চার প্রভৃতি গণনা। যে শাস্ত্রে তত্ত্বসকলের সংখ্যা বা গণনা করা হয়, তাহার নাম সাংখ্য। ইহাই সাংখ্য নামের প্রচলিত ব্যুৎপত্তি।

সাংখ্যং সংখ্যাত্মকত্বাচ্চ কপিলাদিভি ক্নচ্যতে—মংস্থপুরাণ, ৩।২৬ CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

### সাংখ্য পরিচয়

মহাভারতেও এই মতের সমর্থন দেখা বার—
সংখ্যাং প্রকুর্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তথানি চ চতুর্বিংশং তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥—শান্তিপর্ব
অর্থাং চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করে বলিয়া সাংখ্যশাস্তের নাম
'সাংখ্য'। \*

বস্ততঃ তত্ত্বসমাসে আমরা এই তুইটি স্ত্রের সাক্ষাং পাই—অষ্ট্রৌ প্রকৃতন্তঃ
বাড়শ বিকারাঃ—প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহন্ধারতত্ত্ব, পঞ্চতনাত্র এই আটটি
প্রকৃতি এবং একাদশ ইন্দ্রির ও পঞ্চস্থুলভূত এই বোড়শ বিকার—উভরে
মিলিয়া চতুবিংশতি তত্ত্ব; ইহার উপর পুরুষ—তাহাকে গণনা করিলে
তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি হয়। । এই পঞ্চবিংশতি গণনা লক্ষ্য করিয়া গৌড়পাদগুত
একটি প্রাচীন বচন আমরা প্রাপ্ত হই।

The 'Sankhya' philosophy is so termed, because it observes precision of reckoning in the enumeration of its principles, 'Sankya' being understood to signify 'numeral', agreeable to the usual acceptance of সংখ্যা (number).

† ঈশরকৃষ্ণ তাহার কারিকায় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের এইরূপ গণনা করিয়াছেন :—
"মূলপ্রকৃতিরাবকৃতির্মহদাদ্যা: প্রকৃতিবিকৃতয়: সপ্ত।

বোড়শকস্ত বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতি: পুরুব: ॥—সাংখাকারিকা, ৩ সাংখাস্ত্রের গণনা এইরুণ :—

"সম্বরজ্বনসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্ মহতোংহজারঃ অহজারাৎ পঞ্চন্মাত্রাণি উভয়্যিক্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থুলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চিংশতির্গণঃ

—সাংখ্যসূত্ৰ ১া৬১

অর্থাৎ, সন্থ রজঃ ও তম:— এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা মূল প্রকৃতি, তাহার বিকার মহৎতত্ত্ব, মহতের বিকার অহন্ধার-তত্ত্ব, অহন্ধারের বিকার গঞ্চন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রির ও গঞ্চন্মাত্রের বিকার পঞ্চ মহাভূত; আর পুরুষ—এই পঞ্চবিংশন্তি তত্ত্ব। CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

8

<sup>\*</sup> ইহার অনুসরণ করিয়া অধ্যাপক হোরেশ উইল্সন্ লিথিয়াছেন—

C

### সাংখ্য নামের নিক্নজি

পঞ্চবিংশতিতত্বজ্ঞো যত্ত তত্তাশ্রমে বদেং।
জটী মৃণ্ডী শিখী বাপি মৃচ্যতে নাত্র সংশন্তঃ॥
অর্থাৎ বিনি পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বজ্ঞ, তিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, তিনি
ব্রহ্মচারী হউন, গৃহস্থ হউন, বানপ্রস্থী হউন অথবা সন্মাসী হউন—তাঁহার
মক্তি স্থনিশ্চিত।

কিন্ত 'সংখ্যা' শব্দের আর একটি অর্থ আছে—সে অর্থ জ্ঞান বা বিচারণা। সংখ্যা সম্যক্ বিবেকেন আত্মকথনম্ ( বিজ্ঞানভিক্ষ্ )

যথা মহাভারতে—

যো বেন্তি সংখ্যাং নিক্কতো বিধিজ্ঞ: — ১২।৫৭।৭
'খ্যা' ধাতুর এই অর্থ হইতে প্রাচীন খ্যাতি শব্দ ব্যুৎপন্ন হইরাছে। এখন
'খ্যাতি' বলিলে, আমরা স্থখাতি বা অখ্যাতি বৃঝি; কিন্তু প্রাচীন কালে
খ্যাতির অর্থ ছিল জ্ঞান বা বিবেক। পঞ্চশিথের একটি স্থত্র আছে—
একনেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্। পাতঞ্জল দর্শনেও আছে—বিবেকখ্যাতিঃ
অবিপ্লবা হানোপায়ঃ—যোগস্ত্র ২।২৭। ইহা হইতে দর্শনের পরিভাষার
স্থপ্রচলিত 'অন্যতা খ্যাতি' শব্দ। সেখানেও খ্যাতিশব্দে বৃদ্ধি বা বিবেক।

'সংখ্যা' শব্দের সমানার্থক 'সংখ্যান' শব্দেরও বৃদ্ধি বা বিবেক অর্থে অনেক স্থলে প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন ভগবদ্গীতায়—

প্রোচ্যন্তে গুণসংখ্যানে—১৮।১৯

অথবা ভাগবতে---

নমো ভগবতে মহাপুরুষার সর্বগুণসংখ্যানার \*—৫।১৭।১৭
এই বৃদ্ধি বা বিবেককে 'সংখ্যা' না বলিরা, কোথার কোথার 'প্রখ্যা'
বলা হইরাছে; যেমন যোগস্থত্তের ব্যাস-ভাষ্যে—

চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলমাৎ ত্রিগুণং.

\* \* তৎপরং প্রসংখ্যানম্ ইত্যাচক্ষতে ধ্যায়িন:—ব্যাসভাষ্য।

<sup>\*</sup> मर्दिबार खुनानार मः शानः अकारमा बन्नार हेि औधत्रयामी।

#### সাংখ্য পরিচয়

প্র ও সং মিলাইয়া ঐ 'প্রসংখ্যান' শব্দ। উহারও অর্থ বিচার বা বিবেক। প্রসংখ্যানেহপি অকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতেঃ ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ

—যোগস্ত্র, ৪।২৯

শ্রীধরস্বামী বলেন, বে সংখ্যা শব্দ হইতে সাংখ্য শব্দের উৎপত্তি হইরাছে, তাহার অর্থ সম্যক্ জ্ঞান এবং বে শাস্ত্রে এই সম্যক্ জ্ঞান প্রকাশিত বা উপদিষ্ট হইরাছে, তাহারই নাম সাংখ্য।

সম্যক্ খারতে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বম্ অনরা ইতি সংখ্যা সম্যক্জানং ; তদ্যাং প্রকাশমানম্ আত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্—গীতার ২।২৯ শ্লোকের শ্রীধরভাষ্য।

মহাভারতে এই মতের অন্নমোদন আছে—

4

সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যান-দর্শনম্।

শ্রীধর স্বামীর মতই যুক্ততর মনে হয়। অতএব 'সাংখ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি—গণনার্থ সংখ্যা শব্দ হইতে নহে—ইহার নিরুক্তি বিবেকার্থ সংখ্যা শব্দ হইতে।

### দ্বিতীয় অধ্যায়

### সাংখ্য প্রন্থের স্বল্পতা

সাংখ্য তত্ত্বের যথোচিত আলোচনার প্রধান অন্তরায় প্রামাণিক গ্রন্থের স্বল্পতা (paucity of materials)। বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ে বেরূপ উপনিবদ, ব্রহ্মস্থ ও তাহার বহুবিধ ভাষ্য, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, পঞ্চলী, এবং শত শত নিবদ্ধগ্রন্থ প্রচলিত আছে, সাংখ্যবিষয়ে সেরূপ নহে। তত্ত্বসমাসস্থর, সাংখ্যপ্রবচনস্থর এবং ঈশ্বরয়্রফ্রের কারিকা—এই তিন খানি গ্রন্থের উল্লেখ করিলেই সাংখ্যমতের মূল গ্রন্থের গণনা শেষ হইল। এই তিনের মধ্যে তত্ত্বসমাসস্থরই প্রাচীনতম। ইহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। অনেকে ইহাকে সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত ক কপিল ক্ষরের মূল দর্শন মনে করেন। ইহাকে কিন্তু দর্শনগ্রন্থ না বলিয়া দর্শনের স্চীপত্র বা বিষয়তালিকা বলিলেই ঠিক্ হয়। তত্ত্বসমাসের কয়েকটা স্থ্র এইরূপ—পুরুষয়, ত্রৈগুলাং, সঞ্চয়ঃ, প্রতিসঞ্চয়ঃ, অত্রেমপ্রকরঃ, বোড়শ বিকারাঃ ইত্যাদি। এই তত্ত্বসমাসের কপিলশিয়্য আস্থরির নামে প্রচলিত এক উপাদেয় ভাষ্য এবং ১৭৯৩ শকান্ধে লিখিত ভূদেব শ্রীনরেন্দ্র-কৃত এক টীকা প্রচলিত আছে।

সাংখ্যপ্রবচনস্থ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত বিস্তৃত স্থা-গ্রন্থ। প্রচলিত মত এই য়ে, ইহাই কপিল্ঝবির মূল স্থা। এ সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞান-ভিক্ষ্ লিখিয়াছেন—শ্রুতাবিরোধিনীঃ উপপত্তীঃ বড়ধ্যায়ীরূপেণ বিবেকশাস্ত্রেণ কপিলমূর্তি র্ভগবান উপদিদেশ।

একই কপিলঝিষি যদি তত্ত্বসমাস ও প্রবচনস্থ্য—উভয় গ্রন্থই রচনা করিয়া থাকেন, তবে ত' পৌনরুক্ত্য হইল ? এই আপত্তির নিরাস জন্ত বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিতেছেন—নম্বেবমপি তত্ত্বসমাসাখ্যস্থলৈঃ সহ অস্তাঃ

4

### সাংখ্য পরিচয়

ষড়ধ্যায়্যাঃ পৌনকক্তাম্ ইতি চেৎ মৈবং সংক্ষেপ-বিস্তররূপেণ উভরোরণি অপৌনকক্ত্যাৎ।

অর্থাৎ কপিলখবি তত্ত্বসমাসে যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন, প্রবচনস্ত্রে তাহারই বিস্তার করিয়াছেন—অতএব প্রবচনস্ত্রকে তত্ত্বসমাসের পুনক্ষজি বলা বায় না। বিজ্ঞানভিক্ষ্র এই মত যুক্তিসঙ্গত কিনা আমরা ক্রমশঃ তাহার বিচার করিব।

এই <mark>প্রবচন-স্তত্ত্বের অনিক্ষক্ত্</mark>বত বৃত্তি ও বিজ্ঞানভিক্ষ্কৃত ভাস্ত প্রচলিত আছে।

অনিরুদ্ধ খৃষ্টীর পঞ্চদশ শতকের ও বিজ্ঞানভিক্ষ্ বোড়শ শতকের লোক।
সাংখ্য মতের বিবরণ করিয়া পঞ্চশিখাচার্য বিষ্টিতন্ত্র নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ
রচনা করিয়াছিলেন।\* সেই গ্রন্থ এখন লুপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বরক্তম্বের
কারিকা—ইতিপূর্বে আমরা যাহার নামোল্লেখ করিয়াছি—ঐ কারিকা-গ্রন্থ
পঞ্চশিখের বিষ্টিতন্ত্র অবলম্বনে রচিত। সাখ্যকারিকা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ—উহাতে
আর্যাছন্দোনিবদ্ধ মাত্র ৭০টা শ্লোক আছে। গ্রন্থকার ঈশ্বরক্তৃষ্ণ গ্রন্থের শেষে
বলিতেছেন—

সপ্তত্যাঃ কিল বেহর্থা স্তেহর্থাঃ ক্বংস্মশ্র ষ্টিতন্ত্রশ্র ।
আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদ-বিবর্জিতাশ্চ ॥
অর্থাং 'ষ্টিতন্ত্র গ্রন্থে যে অর্থ বিবৃত হইয়াছে, আমি এই ৭০টী শ্লোকে সেই
অর্থই প্রকাশিত করিলাম। তবে ষ্টিতন্ত্রে আখ্যায়িকা ও পরবাদ আছে,
আমার গ্রন্থে তাহা নিবদ্ধ হইল না।'

এই কারিকার গৌড়পাদক্বত প্রামাণিক ভাষ্য ও বাচস্পতিনিশ্র-ক্বত 'সাংখ্যতত্ত্বকৌম্দী' নামক উপাদেয় টীকা প্রচলিত আছে। বাচস্পতি মিশ্র

<sup>\*</sup> কেহ কেহ বলেন যঞ্জিজন্ত্রের প্রণেড। বার্ষগণ্য। এ মত ভিত্তিহীন। আরও দেখা বায়—A Chinese tradition attributes the authorship of বঞ্জিতন্ত্র to পঞ্চশিব।

বড়্দর্শনের টীকাকার—নবম শতাব্দীর লোক। তাঁহার তুল্য দার্শনিক আধুনিক কালে অত্লভি। গৌড়পাদ শ্রীশঙ্করাচার্বের গুরুর গুরু—শঙ্করের গুরু গোবিন্দের গুরু। তাঁহার আবিভাবকাল বোধ হয় খৃষ্টীয় বর্চ শতাব্দী। কারিকার আর একথানি প্রাচীন ভান্ত আছে—তাহার নাম মাঠরবৃত্তি। সম্ভবতঃ এ বৃত্তি গৌড়পাদক্কত ভান্ত হইতে প্রাচীনতর।

ইহা ছাড়া সাংখ্যকারিকার আর তুইটি টীকা আছে – নারায়ণ তীর্থের সাংখ্যচন্দ্রিকা এবং রামক্ষের সাংখ্যকৌমূদী। সাংখ্যকৌমূদীতে সাংখ্যচন্দ্রিকার প্রায় অক্ষরে অক্সরণ—অতএব রামক্ষ্যকে টীকা প্রণয়নে কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানুভিক্ষ্-কৃত সাংখ্যসারের উল্লেখ করিলেই সাংখ্যসম্বদ্ধীয় গ্রন্থতালিকা সম্পূর্ণ হয়।

বোগদর্শন সাংখ্যের সজাতীয় দর্শন—কারণ, পতঞ্চলির বোগস্ত্তের তত্ত্বাংশে সাংখ্যমত অঙ্গীকৃত হইরাছে এবং কপিল দর্শনের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সমর্থিত হইরাছে। পতঞ্জলি ঐ ২৪ তত্ত্বের বিভাগ করিয়া বলিরাছেন:—

विटमवाविटमविक्रमाखानिकानि खनन्यां । - २। > >

অলিঙ্গ—( মূলপ্রকৃতি ), লিঙ্গমাত্র ( মহংতর ), অবিশেব ( অহন্ধার ও পঞ্চতন্মাত্র ) এবং বিশেব ( বোড়শ বিকার )—ত্রৈগুণ্য বা প্রকৃতির এই চারি পর্ব।

দেই জন্ম ব্রহ্মস্ত্রে সাংখ্যমতের নিরাস করিরা স্ত্রকার লিখিরাছেন—
অনেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ অর্থাৎ ইহার দ্বারা যোগদর্শনও নিরাক্বত হইল।
এইরপ বলিবার তাৎপর্য এই যে, যোগদর্শনে যখন সাংখ্যাক্ত পদার্থাবলিই
স্বীক্বত হইয়াছে, তখন সাংখ্যনিরাস দ্বারাই পাতঞ্বলও নিরাক্বত হইল।
ঐ স্ত্রের ভাল্রে শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,—এতেন সাংখ্যম্বতি-প্রত্যাধ্যানেন যোগস্থাতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রপ্টব্যা ইত্যতিদিশতি। ত্রাপি
শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং, মহদাদীনি চ কার্যানি অলোকCCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

বেদপ্রসিদ্ধানি কল্পান্তে। অতএব সাংখ্য-তত্ত্বের আলোচনায় পাতঞ্জলস্ত্ত্বের সাহায্য উপেক্ষণীয় নহে।

বোগস্থত্যের ব্যাসভাস্থ নামে এক প্রাচীন ও প্রামাণিক ভাস্থ প্রচলিত আছে। এই ভান্তের উপরই বাচম্পতি মিশ্র 'তত্ত্বৈশারদী' নামে ও বিজ্ঞান-ভিক্ষ্ 'বোগবার্তিক' নামে টীকা রচনা করিয়াছেন। পাতঞ্জল-স্থত্যের ভোজদেব-ক্বত বৃত্তি ঐ ব্যাসভান্তেরই সংক্ষিপ্তসার।

পঞ্চশিথের ষষ্টিতন্ত্র করেক শতান্ধী পূর্বেও দার্শনিক-সমাজে প্রচলিত ছিল। কারণ, দেখা যায় গৌড়পাদাচার্য ১৭তম কারিকার ভায়ে পঞ্চশিথের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার বচন উকৃত করিয়াছেন—তথাচ পঞ্চশিখঃ পুরুষাধিষ্টিতং প্রধানং প্রবর্ততে। তৎপূর্ববর্তী ব্যাসভায়্যেও প্রমাণস্বরূপ ব্যিতন্ত্র হইতে ১০।১২টি বচন উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। তথাচ স্থত্রং একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্। বাচম্পতি মিশ্র ইহার টীকার লিখিরাছেন—পঞ্চশিখা-চার্যস্ত স্ত্রং একমের দর্শনং খ্যাতিরের দর্শনম্। এইরূপ ২।৫ স্ত্রের ব্যাস-ভাব্তে লিখিত হইয়াছে—তথৈতন্ অত্যোক্তং ব্যক্তম্ অব্যক্তমেব বা সন্তম্ ইত্যাদি। ইহার টীকাতেও বাচস্পতি বলিয়াছেন—উক্তং পঞ্চশিখেন। এইরূপ ২া৬, ২!১৩, ২৷১৭, ২৷১৮ প্রভৃতি স্থত্তেও ষষ্টিতত্ত্বের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ত ১৷১২৭ সাংখ্যস্ত্তের ভায়্যে পঞ্চশিখের বচন উদ্ধৃত করিয়া-ছেন—অত্ৰ আদিশৰতাফাঃ পঞ্চশিখাচাইৰ্ফক্তা, যথা সন্তং নাম প্ৰকাশ-লাঘবাভিষদ ইত্যাদি। বিজ্ঞানভিক্ষ্ খৃষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর লোক— দেখা যাইতেছে তাঁহার সমরেও পঞ্চশিখের গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক কীথ বলেন,—জৈন 'অনুযোগদার' সত্তে ষষ্টিতন্ত্রের উল্লেখ আছে এবং অহিবুগ্ন্যসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে সাংখ্যের পরিচয়ে যে বলা হইয়াছে— It is a theistic system of 60 divisions in two parts of 32 (Prakriti) and 28 (Vikriti)—তদ্ দারা নিঃসংশরে 'ষ্ঠিতন্ত্র' লক্ষিত হইতেছে। অতএব আশা হয়, হয়ত এখনও কোন পুঁথিশালার কীটদষ্ট

### সাংখ্য গ্রন্থের সমতা

ন্তৃপের মধ্যে বন্ধিতন্ত্র প্রাক্তর প্রাক্তর বহিরাছে এবং কালে হয়ত হঠাং একদিন উহা আবিদ্ধৃত হইতে পারিবে। যদি কোন দিন ঐরপ হয়, তবে সাংখ্যতন্ত্রের আলোচনায় সেদিন নবর্গের স্ত্রপাত হইবে। কারণ, খ্ব সম্ভব প্রবচনস্ত্র মূল কাপিল দর্শন নহে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে পঞ্চশিধের বিষ্ঠিতন্ত্রের মূল্য অত্যবিক। সাংখ্য-পরস্পরা (tradition) এই যে, মহর্বি কপিল এই সাংখ্যশান্ত্র তাঁহার শিশ্র আত্মরিকে প্রদান করেন এবং আত্মরি পঞ্চশিধকে প্রদান করেন; আর পঞ্চশিধই এই সাংখ্যশান্ত্রের বিস্তার করেন—তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্।

আমরা বলিরাছি বে, খুব সম্ভব প্রচলিত সাংখ্যপ্রবচনস্থত মূল কাপিল দর্শন নহে। \* এ মত বিজ্ঞান ভিক্ষ্র মতের বিপরীত; কারণ, আমরা দেখিরাছি, তাঁহার মতে এই বড়ধ্যায়ী স্ত্র কপিলম্তি: ভগবান্ উপদিদেশ। অথচ বিজ্ঞানভিক্ষ্ তাঁহার ভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন—'কালরূপ রাছ সাংখ্য-চন্দ্রকে ভক্ষণ করিয়াছে, এখন আমি বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা তাহার পূর্ণ করিতেছি।'

কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যং \* \* প্রয়িয়ে বচোমুতৈ:। প্রবচনস্ত্রকে বাহারা মূল কাপিল দর্শন বলিতে চান, তাঁহাদিগকে

করেকটী আপত্তির মীমাংসা করিতে বলি।

(ক) প্রবচনস্থ যদি কপিল-প্রণীত হয়, তবে তাহার মধ্যে পঞ্চশিখ, সনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী সাংখ্যাচার্যদিগের মত কিয়পে উদ্ধৃত ইইল ?

আধেরশক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ—৫।৩২
অবিবেক-নিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ—৬।৬৮
লিঙ্গশরীর-নিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্যঃ—৬।৬৯
লরবিক্ষেপরো ব্যাবুত্তা ইত্যাচার্যাঃ—৬।৩০

<sup>\*</sup> স্তার রাধাক্ষনের মতে সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের বয়স মতে ৫০০ বংগর--'It probably belongs to the 14th century.'

(খ) কপিন আদি-বিদ্বান্—দর্শনশান্ত্রের আছাচার্য। সাংখ্যস্ত্র সকলদর্শন অপেক্ষা প্রাচীনত্য। অথচ সাংখ্যপ্রবচনস্ত্রে আমরা অন্যান্ত দর্শন
হইতে স্বর্গমূহ উদ্ধৃত দেখি কেন? সেই সকল স্ত্রের প্রকরণের
(context) প্রতি দৃষ্টি করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেই সেই স্ত্র কাপিল দর্শন হইতে উদ্ধৃত হইয়া ঐ ঐ দর্শনে সন্নিবিষ্ট হয় নাই—উহায়া
সেই সেই দর্শনের নিজস্ব। যথা—বেদান্ত স্ত্র হইতে—

আবৃত্তি রসকৃদ্ উপদেশাং।—৪।৩

পাতঞ্জল হত হইতে—

স্থিরস্থনাসনম। -- ৩। ৩৪

বৃত্তরঃ পঞ্চতরাঃ ক্রিষ্টাক্লিষ্টাঃ।—২।৬৬

(গ) এই প্রাচীনতম সাংখ্যদর্শনে পরবাদ কেন ?
ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনো বৈশেষিকবং—১।২৫
ন সমবায়োহস্তি প্রমাণাভাবাং—৫।৯৯

—এই ছই স্থত্তে আমরা পরবর্তী বৈশেষিক দর্শনের স্পষ্ট উল্লেখ পাইলাম। পঞ্চাবয়বযোগাৎ স্থখদম্বিত্তিঃ—৫।২ ৭

—এই ত্ই স্তত্তে ভায়দর্শনের প্রতি লক্ষ্য করা হইল।
ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্-প্রতীত্তে:—১।৪২
অপবাদমাত্রম্ অবৃদ্ধানাম্—১।৪৫

—এই হুই স্থত্তে বৌদ্ধমতের প্রতি স্পষ্ট কটাক্ষ করা হুইল।\*

ইহা হইতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, কপিলের প্রাচীন স্ত্র যদিই বা বিভয়ান ছিল, কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনস্ত্র-সংকলনের সময়ে বেদাস্ত, পাতঞ্জল, ভায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনও প্রচলিত হইয়াছিল।

শুধু তাহাই নহে। যত দূর দেখা যায় তাহাতে এ কথা বলা অসঙ্গত নহে

<sup>\*</sup> এই अन्द्रम elbe, ৮৯ ए ৯० स्वर्ध स्ट्रेसा।

### সাংখ্য গ্রন্থের স্বল্পতা

যে, ঈশরক্ষের কারিকাও প্রবচনস্ত্র হইতে প্রাচীনতর। শার্রারক ভায়ে শঙ্করাচার্য, এমন কি সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য সাংখ্যমতের উপস্থাস করিতে গিয়া প্রবচনস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত না করিয়া ঈশরক্ষফের কারিকা হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাও লক্ষ্যের বিষয় যে, খৃষ্টীয় নবম শতকে বাচম্পতি মিশ্রা, একাদশ শতকে আলবেকণি—এমনকি চতুর্দশ শতকে 'বড়দর্শন-সম্চেরবৃত্তি'-কার গুণরত্ব প্রবচনস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। তাঁহাদের সময়ে সাংখ্য-প্রবচনস্ত্রের প্রচলন থাকিলে এরপ হইত কি ? আরও দেখা যায়, সাংখ্য-প্রবচনস্ত্রের প্রানে স্থানে কারিকার আর্বাছন্দোনিবদ্ধ শ্লোকাংশ স্থেরপে গৃহীত হইয়াছে। নিয়ে আময়া এইরূপ কয়েকটী স্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন, ইহারা কারিকার শ্লোকের অবিকল অফ্রুপ।

অচেতনত্বেহপি ক্ষীরবং চেষ্টিতং প্রধানশ্য—৩/৫৯ স্থত রূপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বগ্গাতি প্রধানং কোষকারবং বিমোচয়ত্যেকরূপেণ—৩/৭৩

( এ স্ত্রে 'কোষকারবং' এই উপমা-বাক্যটি অতিরিক্ত )
সান্ত্রিকমেকাদশকং প্রবর্ততে বৈক্বতাদ্ অহংকারাং—২।১৮
সামান্তকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদি বায়বঃ পঞ্চ—২।৩১
হেতুমদ্ অনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিস্বম্—১।১২৪

বাঁহারা এ বিষয়ে আরও প্রমাণ চাহেন, তাঁহাদিগকে ১৫ কারিকার সহিত ১।১২৯-৩২ স্ত্র এবং ১৭ কারিকার সহিত ১৪০-৪৪ স্ত্র মিলাইতে বলি। সপ্তদশ কারিকাটি এইরপঃ—

সজ্যাত-পরার্থতাং ত্রিগুণাদিবিপর্যরাদ্ অধিষ্ঠানাং। পুরুষোহন্তি ভোক্তভাবাং কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥ ইহার সহিত সাংখ্যস্ত্র ১।১৪০-৪৪ তুলনীয়।

<sup>\*</sup> বালগন্ধর ভিলকেরও ঐ বত—The Karikas are older than the Sutras (B. G. Tila k's Vedic chronology and Vedanga-jyotisa.) / CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

>8

সংহতগরার্থকাং ॥ ত্রিগুণাদি বিপর্যরাৎ ॥ অধিষ্ঠানাচ্চেতি ॥ ভোকৃ-ভাবাং ॥ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

পঞ্চনশ কারিকাটি এইরূপ:-

ভেদানাং পরিমাণাং সমন্বরাৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ। কারণকার্ষবিভাগাং এবিভাগাদ্বৈশ্বরূপস্থ ॥

ইহার সহিত ১।১২৯-৩২ সাংখ্যস্ত্র তুলনীয়। উভরান্তথাৎ কার্যজ্ব মহদাদে: ঘটাদিবং॥ পরিমাণাৎ॥ সমন্বয়াং॥ শক্তিতশ্চেতি॥

অতএব দাঁড়াইল বে, সাংখ্যমতের বিবরণ করিবার জন্ম সাংখ্যদর্শনের স্থাচিপত্রস্থানীয় তর্বসমাস এবং এই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন প্রবচনস্থ্র ব্যতীত একমাত্র ঈশরক্ষম্বের কারিকার উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। সেই জন্মই বলিয়াছি বে, সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনার প্রধান অন্তরায় প্রামাণিক গ্রম্বের অন্তরা।

কিন্তু অন্ন গ্রন্থের সাহাব্যেও বে আলোচনা সম্ভবপর ছিল, তুঃথের বিষয়
আমাদের এই বঙ্গদেশে ক্যার, শ্বৃতি ও তন্ত্রের অত্যবিক চর্চার সেটুক্ চর্চাও
বিরল হইরাছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পূর্বতন অধ্যক্ষ হোরেশ
উইল্সন্ সাহেব ১৮৩৭ সালের ১লা জুলাই সাংখ্যতত্ত্বালোচনা-প্রসঙ্গে
আক্ষেপ করিরা লিখিয়াছিলেন যে, 'বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণকে সাংখ্যমতের
অন্নই আলোচনা করিতে দেখা বায়। আমি অনেক পণ্ডিতেরই সংস্পর্শে
আসিরাছি কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজনই সাংখ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়া
আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন।'ক

<sup>\*</sup> The subject indeed is little cultivated by the pandits and during the whole of my intercourse with learned natives I met with but one Brahmin who professed to be acquainted with the writings of this school.

উইল্সন্ সাহেব সহাদয় সদাশয় লোক ছিলেন—পাশ্চাত্যস্ত্রভ বিদ্যাভিষান ও অংকার-ফীতি তাঁহাতে আদে ছিল না। তিনি এ দেশের পণ্ডিতের মর্যাদা বুরিতেন

স্থাের বিষয় এখন বান্ধালাদেশে অনেক সাংখ্যতীর্থের সাক্ষাৎ পাওয়া বাইতেছে। ইংরাজি-শিক্ষিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সাংখ্যদর্শনের আলোচনার প্রবৃত্ত হইরাছেন। আমার যতদুর জানা আছে—ইহার প্রবর্ত ক বৃদ্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনিই প্রথম সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া ইংরাজি শিক্ষিতদিগের এ সহয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাহার পূর্বেই কিন্তু পশ্চিম দেশে এ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইরাছিল—সে কথা পরে বলিতেছি। ইহার পর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বন্ধীয় তত্ত্ব সভা হইতে দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী উইল্সন্ সাহেবের প্রকাশিত সাংখ্যকারিকা ও গৌড়পাদ-ভাস্ত অবলঘন করিয়া তাহার বন্ধাহ্যবাদ প্রকাশ করেন। বোধ হয় এই সময়েই পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত সাংখ্যস্তত্তের অনিরুদ্ধবৃত্তি প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক প্রকাশিত সাহ্যবাদ সাংখ্যস্ত্র ও বিজ্ঞানভিক্ষ্কত ভাষ্যও উল্লেখযোগ্য। ইহার অনেক পরে পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশর বাচম্পতি মিশ্রের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী অন্থবাদসহ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত পূর্ণচক্র বেদাস্তচুঞ্চু মহাশয়ের গ্রন্থও উল্লেখ করার যোগ্য। ইহার কিছুদিন পরে স্বর্গগত দেবেজ্রবিজয় বস্থ মহাশয় 'নব্যভারতে' সাংখ্যপ্রবচন-স্থত্তের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। মৎপ্রণীত 'গীতায় ঈশরবাদে' আমিও সাংখ্যদর্শনের মূল প্রতিপাগু সকলের সন্নিবেশ ও সমালোচনা করিয়া-ছিলাম।

এবং ভাষাদের নিকট নিজ ধণ মুক্তকঠে স্থীকার করিতেন। ভিনি লিখিয়াছেন :—
It is the fashion with some of the most distinguished Sanskrit scholars on the continent to speak slightingly of native Scholists and Pandits \* \* Without therefore in the least degree undervaluing European industry and ability. I cannot consent to hold in less esteem the attainments of my former masters and friends, the Sanskrit learning of learned Brahmanas.

যে সকল বান্ধালী সাংখ্যতন্ত-প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের
মধ্যে ত্রিবেণীতে প্রতিষ্ঠিত কপিলাশ্রমের শ্রীমৎ সচিদানন্দ আরণ্য ও
হরিহরানন্দ স্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সাংখ্যতত্ত্বালোক'
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচার করিয়া এবং যোগ-দর্শনের ব্যাসভান্ত-সম্বলিত এক স্ববৃহৎ
পুত্তক প্রকাশ করিয়া ইহারা দর্শনামোদী মাত্রেরই ধন্তবাদভান্ধন
হইয়াছেন।

বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী সাংখ্যদর্শনের আলোচনা করিরাছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল সিংহের নাম গণনীর। বন্দ্যোপাধ্যার মহাশর সাংখ্যকারিকার সভায়্য অন্তবাদ প্রচার করিরা এবং সিংহ মহোদর প্ররাগ হইতে প্রকাশিত 'Sacred Books of the Hindus' শ্রেণীগ্রন্থে প্রবচন-স্ত্রের ইংরাজি অন্তবাদ (বিজ্ঞানভিক্ষ্ণত ভাষ্য ও অনিকন্ধ-কৃত বৃত্তি সমেত) এবং নরেন্দ্র-কৃত টীকার সহিত তত্ত্বসমাস স্ত্রের ইংরাজি অন্তবাদ প্রকাশ করিরা প্রশংসার্হ হইরাছেন। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যার গঙ্গানাথ ঝা মহাশরের সাংখ্যতত্ত্বকৌমৃদীর ইংরাজি অন্তবাদও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু ইহার বহুপূর্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনার প্রবৃত্ত হইরাছিলেন। দেখা যার, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হেন্রি টমাস্ কোলব্রুক্ Transactions of the Royal Asiatic Societyতে সাংখ্যতত্ত্ব সহদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইয়ুরোপে বোধ হয় এই প্রথম সাংখ্যালোকের প্রবেশ। কোলব্রুক্ অতি ধীর, মনীধী ব্যক্তি ছিলেন। অধ্যাপক গোল্ডইকর তাঁহাকে প্রাচ্য-বিভাবিদ্গণের প্রধান (Prince of Orientalists) বলিয়াছেন। এ বর্ণনা অত্যক্তি নহে। তাঁহার আলোচনার ফলে সাংখ্যমত অনেকাংশে বিশদ হইয়াছিল। তিনি সাংখ্যকারিকার মূল ও ইংরাজি অমুবাদ সম্পাদন করিয়া প্রকাশার্থ প্রস্তুত্ত করেন, কিন্তু অকাল মৃত্যুর জন্ম এ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া থাইতে পারেন নাই। ১৮৩৭

খুষ্টাব্দে হোরেশ উইল্সন্ সাহেব নিজ টিপ্পনী সহ ঐ গ্রন্থ প্রচার করেন। ইতিমধ্যে কিন্তু ১৮৩২ খুষ্টাব্দে অধ্যাপক লাসেন (Lassen) সাংখ্যকারিকার ( Pantheir ) প্যারিসে রোমান অক্ষরে কারিকা ও তাহার ফরাশি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথনও প্রবচন-স্থ ইয়ুরোপে অপরিজ্ঞাত ছিল। ১৮৫৪-৫৫ খুষ্টাব্দে হল ( Hall ) বিজ্ঞান-ভিক্নুর ভাষ্মসহ সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র Bibliothica Indica-শ্রেণীতে প্রচার করেন। পরে ১৮৬২-৬৫ খুষ্টাব্দে ব্যালানটাইন (Ballantyne) Sankhya Aphorisms of Kapila এই নাম দিয়া সাংখ্য স্থত্তের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পর ১৮৯৪ খুটাব্দে গাবের (Garbe) Die Sankhya Philosophie জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। সাংখ্য সম্বন্ধে ইহাই পাশ্চাতা দেশে সর্বোত্তম গ্রন্থ। শুনিরাছি ফরাসি দার্শনিক কুঁজের দর্শনের ইতিহাস (Cousin's History of Philosophy)-গ্রন্থেও সাংখ্য মতের সংক্রিপ্ত আলোচনা আছে। ইহার পর অধ্যাপক ম্যাকৃসমূলর তাঁহার Six Systems of Hindu Philosophy-গ্রন্থে তত্ত্বসমাস ও আস্থরিকত ভাষ্য অবলম্বন করিয়া সাংখ্যতত্ত্বের বিবরণ করেন। পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কিথু সাহেবের The Sankhya System নামক উপাদের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। \*

বিগত দশ বংসরের মধ্যে কয়েকজন এদেশীয় পণ্ডিত সাংখ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নাম

<sup>\*</sup> ১৯০২ খুষ্টাব্দে জোসেফ ভাহাল্যন (Joseph Dahlman) জার্মান ভাষায় তাহার Sankhya Philosophy after the Mahabharata-গ্রন্থ প্রচার করিয়া-ছিলেন। জার্মান ভাষাভিজ্ঞ কোন বাঙ্গালীকে এই গ্রন্থের আলোচনা করিতে দেখিলে আমি মুখী হইব।

সাংখ্য পরিচয়

16

এ স্থলে উল্লেখ করা নিশুরোজন—তবে অন্ধ্র প্রদেশের সার সবেপিঃ
রাধাকৃষ্ণনের History of Indian Philosophy দ্বিতীয় থণ্ড এক
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ স্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের বোগদর্শন
-বিষয়ক গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয়েই স্থপণ্ডিত এবং সাংখ্য
শাল্রে স্থপ্রবিষ্ট। তবে আমার মনে হয় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণনের আলোচন
বেন অধিকতর উপাদের ও স্বদরগ্রাহী।

# তৃতীয় অধ্যায়

### সাংখ্যমতের প্রাচীনতা

সাংখ্যমত কত দিনের ? এ মত কি প্রাচীন কিম্বা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ?

প্রাচ্যবিত্যাবিং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ( বাঁহাদের Orientalists বলে ) মধ্যে এক দল আছেন—আর এই দলের মতই পশ্চিমে প্রবল—বাঁহারা ভারতবর্ষের কোন কিছুকেই প্রাচীন বলিতে রাজি নহেন। তাঁহাদের মতে বেদ ত' রুষকের গান বটেই—সে গান আবার মাত্র ৩০০০ বংসর পূর্বে উৎসারিত হইয়াছিল। এ দল বলেন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ—যাহা আমরা ৫০০০ বংসরের ঘটনা বলি—১৬০০ খৃষ্ট-পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। পুরাণ— ষাহাকে এ দেশের পণ্ডিভেরা বেদব্যাসের সংকলিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা ঐ দলের পণ্ডিতদিগের মতে নিতান্তই আধুনিক গ্রন্থ। এমন কি 'প্রত্ন ওক:' হইতে আমাদের আর্য পিতৃপ্রুষদিগের ভারতাগমন, বাহা স্থ্যু অতীতের কুল্মাটকাচ্ছন্ন, তাহাও নাকি (ঐ সকল প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে ) মাত্র ৪০০০ বংসরের ঘটনা ! যদি একেবারে অসম্ভব না হইত, তবে ঐ দলের পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই বুদ্ধদেবকে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক এবং শঙ্করাচার্যকে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সমসাময়িক বলিতেন। ষতদিন ইয়ুরোপের লোকেরা তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের কদর্থ করিয়া, স্ষ্টিব্যাপারকে ছয় হাজার বংসরের ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিতেন, ততদিন ভারতীয় স্থপ্রাচীন গ্রন্থাদিকে অর্বাচীন বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ক্তি এখন যখন তাঁহারা ভূতত্ত-বৈজ্ঞানিকের আবিদ্ধারের ফলে আমাদের

এই পৃথিবীর বর্ষ এককোটি বংসরেরও অধিক বলিয়া স্বীকার করিছে; তথন ভারতীর ঘটনাবলিকে ২।১ হাজার বংসর পিছাইয়া দিলেও কিছু ক্ষ্ আছে কি ?

ঐ দলের প্রত্নতাত্ত্বিকের। যে, সাংখ্যমতের প্রাচীনতার অপলাপ করিছে ইহা বিচিত্র নহে। স্থার চার্লস ইলিয়ট্কে এই দলের প্রতিনিধিছা ধরা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার Hinduism and Buddhis -গ্রন্থের ২৯৬ পৃষ্ঠার সাংখ্যমতের মূল গ্রন্থের—তত্ত্বসমাস, প্রবচনস্থ্র সাংখ্যকারিকা—সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেছেন :— 'এই সকল গ্রন্থই আ নিক। সাংখ্য প্রবচনস্থর, যাহা কপিলস্থর বলিয়া সম্মানিত হয়, জ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে খৃষ্টার চতুর্দশ শতান্দ্রীর গ্রন্থ। সাংখ্যকারি —যাহা তদানীং প্রচলিত গ্রন্থবিশেষের সংকলন মাত্র এবং যাহা ৫৬০ খৃষ্টা হৈনিক ভাষার অনুদিত হইয়াছিল—ঐ গ্রন্থ হয়ত ২।১ শতান্দ্রীর পূর্বেকা তত্ত্বসমাস—বাহা সাংখ্যতত্ত্বের বিষয়তালিকামাত্র এবং যাহাকে অধ্যাপ ম্যাক্সমূলার সাংখ্যমতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বিবেচনা করিতেন—ঐ গ্রন্থ প্রাচীনতা সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সন্দিহান।' \*

অধ্যাপক গাবে—ি যিনি সাংখ্য সম্বন্ধে ইয়ুরোপে সর্বোত্তন গ্রন্থ রু করিয়াছেন—তাঁহার মতে সাংখ্যমতের উৎপত্তি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতানীয়ে

<sup>\*</sup>The accepted text books are all late. The most respect is the Sankya Prabachana attributed to Kapila but general assigned by European critics to the 14th century A. D. Considerably more ancient but still clearly a metrical epitome of a System already existing, is the Sankya-Karika, a poem of 70 verses who was translated into Chinese about 560 A. D. and may be attached the Tatwasamass, short tract consisting chiefly of an enumeration of topics, as most ancient Sankhya formulary, but the opinion of scholars as its age is not unanimous.—Sir Charles Elliot's Hinduism a Buddhism, and you have a proposed to the proposed to the scholars and the proposed to the scholars are scholars.—Sir Charles Elliot's Hinduism and the proposed to the scholar and the proposed to the scholar and the proposed to the scholar and the scholar and the proposed to the scholar and the sc

'তংপরে করেক শতাব্দী ধরিয়া ঐ মত ভারতীয় স্থণীসমাজে প্রসার লাভ করিয়া অবশেষে বড়্দর্শনের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। ইহারও পরে মহাভারত, মহ্মশংহিতা এবং পুরাণাদি হিন্দুদিগের শান্ত্রগ্রেই ঐ সাংখ্যমত সনাদরে গৃহীত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ সাংখ্যমতের পরিচায়ক বে গ্রন্থ এখন প্রচলিত আছে (অধ্যাপক গাবে নিশ্চয়ই এখানে সাংখ্যকারিকাকে লক্ষ্য করিতেছেন)—ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে।' \* অধ্যাপক গার্বে বলিলেন, সাংখ্যকারিকা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নর। এ কথার একটু বিচার করিতে চাই। অনেক প্রাচ্য বিছ্যাবিৎই এখন স্বীকার করেন বে, 'সাংখ্যকারিকা'কার বৌদ্ধ-দার্শনিক বন্ধবন্ধুর পূর্ববর্তী। ঐ বন্ধবন্ধুর করেকখানি গ্রন্থ ৪০৪ খৃষ্টাব্দে । এবং বন্ধবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গের 'যোগাচার্য্য ভূমিশান্ত্র' ৪১৪-২১ খৃষ্টাব্দে ধর্মরক্ষ কর্তৃক চৈনিক ভাষায় অম্দিত হইয়াছিল। অতএব সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরক্ষ নিশ্চয়ই চতুর্থ

5

In the first century B. C. the Brahmans began to adopt the doctrines of the Sankhyas and later on it was received into the so-called orthodox systems. The Sankhya system flourished chiefly in the early centuries of our era. Since that time the whole of the Indian literature, so far as it touches philosophical thought, beginning with the Mahabharata and the Laws of Manu, especially the literature of the mythical and legendary Puranas, has been saturated by the doctrines of the Sankhyas—R. Garbe in his article on Sankhya in Encyclopedia of Religion and Ethics.

† According to Noel Peri (see his A propos de la date de Vasubandhu, pp 339-40), some books of Vasubandhu were translated into the Chinese in A. D. 404. So he must have lived in the 4th century of the Christian era. Vincent Smith in his 'Early History of India' (3rd. Edn. App. N p 328) carries it back still further by about 200 years.

<sup>\*</sup> The oldest text book of this system that has come down to us complete belongs to the 5th century A. D.

শতকের পূর্ববর্তী। শতারও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই নে, ঈশ্বরক্লফের কারির (মাঠর বৃত্তিসহ) পঞ্চম শতকে পণ্ডিত পরমার্থ কর্তৃক চৈনিক ভাষা অমূদিত ইইরাছিল। শ কোন গ্রন্থের খ্যাতি বিদেশে পাঁছছিতে এবং তাহার প্রচলনের ফলে তত্বপরি বৃত্তি রচিত ইইতে অন্ততঃ তুই এক শতাবীর প্রয়োজন নর কি? বিদিই তর্কস্থলে অধ্যাপক গার্বের মত সত্য বিদ্ধি স্থীকার করা বায়, কিন্তু পঞ্চশিখাচার্বের বৃষ্টিতন্ত্র ? তাহার বয়াক্রম কতা! এ সহন্ধে অধ্যাপক গার্বেকে আলোচনা করিতে দেখিলে আমরা মুখী ইইতাম। কারন, খুব সম্ভব ঐ গ্রন্থ শৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে রচিত্ত ইইরাছিল। সে কথা আমরা পরে বলিব।

চৈনিক ভাষায় অন্দিত টীকা 'মাঠর বৃত্তি' কিনা, কেহ কেহ তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ টীকা বদি মাঠর বৃত্তি না হয়, ভবে কি ? পরমার্থ গৌড়পাদের পূর্ববর্তী—অত এব তাঁহার অন্দিত টীকা গৌড়পাদ-ভাষ্য হইতে পারে না—বিশেষতঃ বংন মেলন করিলে দেখা যায় গৌড়পাদ-ভাষ্যের সহিত ঐ টীকার মিল নাই।

১৯২২ শ্বষ্টাব্দে বারাণদী চৌধাখা দিরিজে পণ্ডিত বিক্প্রসাদ শর্মার সম্পাদকতার ঐ নাঠর বৃত্তি প্রকাশিত হইয়ছিল। পণ্ডিত জী বলেন, পৌড়পাদ ভাষ্য নাঠর বৃত্তিরই সংক্ষেপ— মতো গৌড়পাদীয়ং নাঠরবৃত্তা। এব সংক্ষেপ ইতি ভাতি। নাঠর বৃত্তিতে গীতা, ভাগবত প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ৩১ কারিকার বৃত্তিতে 'হস্তামলক' হইতে একাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব এ বৃত্তি গৌড়পাদ হইতে প্রাচীনতর কিনা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। শুনিলাম পুণা হইতে সম্প্রতি নাঠর বৃত্তির অন্ত সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে—তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

<sup>\*</sup> Prof. Radha Krishnan places him in the 3rd century A. D. and says that he is earlier than Vasubandhu, who is now assigned to the 4th century A. D.

<sup>†</sup> Dr. Takasaku (who in 1904 published in the Bulletin de l' E'cole Française d' Extreme Orient', Tome iv, a French version of the Chinese translation of the Sankya Karika with the commentary) assigns to Paramartha a period from A. D. 449 to 509.

আর এক কথা। অধ্যাপক গার্বে উল্লেখ করিলেন বে, মহাভারতে, মনুসংহিতায় এবং পুরাণাদিতে সাংখ্যমতের সন্নিবেশ আছে। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থকে তিনি খুষ্টের পরবর্তী গ্রন্থ বলিলেন কি প্রমাণে? আশ্বলায়ন গৃহ্থসূত্রে ভারতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় :—

স্ত্র-ভাশ্য-ভারত-ধর্মাচার্যা বে চান্মে আচার্যা ন্তে সর্বে তৃপ্যস্ক—৩।৪
পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়াছেন বে, আশ্বলায়ন-গৃহ্বস্ত্র খৃষ্টপূর্ব
তৃতীয় শতান্দীর গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে আমরা ভারতের উল্লেখ পাইলাম।
অধ্যাপক গার্বে হয়ত বলিবেন বে, আশ্বলায়ন ঐ স্থত্রে বেদব্যাস-প্রশীত
মূল ভারতসংহিতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন—বৈশপায়ন ও সৌতি কর্তৃক
সংপ্রসারিত মহাভারতকে লক্ষ্য করেন নাই।

চাতৃর্বিংশতি-সাহশ্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্—মহাভারত, আদি পর্ব।

এ কথার আমরা প্রতিবাদ করিব না—তবে তাঁহাকে শ্বরণ করাইয়া দিব যে,
আশ্বলায়নের পূর্ববর্তী পাণিনি-স্ত্ত্রেও সামরা মহাভারতের উল্লেখ পাই।

মহান্ ব্রীহৃপরাহুগৃটীষাসজাবালভার-ভারত-হেলিহলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু
——পাণিনি, ৬৷২৷৩৮

—এই স্তত্তে পাণিনি 'মহাভারত' পদ সিদ্ধ করিলেন। আমরা জানি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাণিনিকেও আধুনিক বলিতে চান। কিন্তু তাঁহারা, অধ্যাপক গোল্ডপ্টকর্ পাণিনির প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহার খণ্ডন করিতে পারিয়াছেন কি? পাণিনির সময়ে 'নির্বাণ' শব্দে 'মোক্ষ' বুঝাইত না—'নির্বাত' বুঝাইত—

निर्वारगार वारा - शागिन, भारा ६०

পাণিনির সময়ে 'আরণ্যক' শব্দে অরণ্যে অহচ্যমান আরণ্যক-গ্রন্থ বুঝাইত না—'অরণ্যবাসী, বনচর' বুঝাইত—

অরণ্যাৎ মনুয়ো—পাণিনি, ৪।২।১২৯

অতএব পাণিনি বে বৃদ্ধদেবের পূর্ববর্তী, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।
সেই পাণিনির সময়ে মহাভারত প্রচলিত ছিল। অতএব মহাভারতঃ
খুষ্টের পরবর্তী কিরপে বলিব ? তার পর মহাসংহিতা। এখন বে ভৃঃ
প্রোক্ত মহাসংহিতা প্রচলিত আছে, নিঃসন্দেহে তাহার বয়স নির্ণর ক্র
ছরহ। তবে আমরা দেখিতে পাই বে, রামারণ-রচনার সময়েও শ্লোকাল্ল
মহাসংহিতা ভারতীর ঋষিসমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্ধিন্ধ্যা কাণ্ডে শ্রীরামচ
আত্মক্ত বালি-বধ-ক্ষালনের জন্ম বলিতেছেন—

শ্রুরেতে মন্থনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবংসলৌ। রাজভির্ব ত-দণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ। নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ স্বকৃতিনো বথা॥ শাসনাদ্বাপি নোক্ষাদ্বা স্তেনঃ পাপাং প্রমূচ্যতে।

রাজা তশাসন্ পাপশু তদবাপ্নোতি কিবিবং ॥ — ১৮ সর্গ, ৩:২ এ শ্লোকদ্বর প্রচলিত মহুসংহিতার অন্তম অধ্যায়ে কিঞ্চিং পরিবর্তিঃ আকারে পাওয়া যায়।† অতএব মহুসংহিতাও খৃষ্টের পরবর্তী নহে।

আর পুরাণ ? পুরাণের মধ্যে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, আর অস্বীকার করি না। কিন্তু খৃষ্টের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে বে, পুরাণসক্ষ প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অথর্ববেদে এবং ব্রান্ধণ ও উপনিবদে বে পুরাণ-সাহিত্যের উল্লেখ আছে, তাহার কথা আমরা ধরি

<sup>\*</sup> পাশ্চাতা পণ্ডিতেরা এখন পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে ফেলেন।

† শাসনাঘা বিমোক্ষাঘা ভেনঃ স্তেয়াদ্ বিমৃচ্যতে।
অশাসিদ্ধা তু তং রাজা ভেনস্থাগ্রোতি কিবিবম্ ॥
রাজনিধ্তি-নণ্ডান্ত ক্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্মনাঃ স্বর্গ নায়ান্তি সন্তঃ স্কৃতিনো যথা॥

না ।\* কারণ, ঐ পুরাণ ও আমাদের প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ অভিন্ন না-ও ছইতে পারে। কিন্ত বেদব্যাস বে পুরাণ সংকলন করিয়াছিলেন— আখ্যানৈশ্চাপ্যপাখ্যানৈ: গাথাভি:কল্পন্তদ্ধিভি:। পুরাণসহিতাং চক্রে, পুরাণার্থ-বিশারদ:॥ †

—বিষ্ণুপুরাণ, তাখা১৬

—বে পুরাণ-সংহিতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার শিশ্বপ্রশিষ্যগণ অষ্টাদশ পুরাণ ( বৃদ্ধপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বৃদ্ধাওপুরাণ প্রভৃতি ) প্রচার করেন—সে সকল পুরাণ কি খৃষ্ট জন্মের পূর্বে প্রচলিত ছিল না ? যদি না ছিল তবে খৃষ্ট-পূর্ববর্তী আপত্তথ—নাম করিয়া ভবিষ্য-পুরাণ হইতে বচন উদ্ধত ক্রিলেন কিরূপে ?

আভৃতসংপ্ৰবাং তে সৰ্গজিতঃ পুনঃ সৰ্গে বীজাৰ্থা ভৰম্ভীতি ভবিষ্যং পুরাণে —আপত্তম ধর্মসূত্র, ২।২৪।৫-৬

আবার তিনি অন্তত্র 'অথ পুরাণে শ্লোকৌ উদাহর্নন্ত' বলিয়া আর্যসংস্কৃতে লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিলেন কিরূপে—বে শ্লোক সর্বাপেক্ষা

আথর্বণং চতুর্বমৃ ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পৈত্রং রাশিং বৈবং নিধিং वारकावाकाम् इंछाानि—ছात्माना, १। ३।२

† পুরাণের প্রাচীৰতা সম্বন্ধে বিভৃতভাবে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ইইবে। ভবে বিষ্ণুরাণের ঐ উদ্ভ শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পাহিলান বে. বেদবাাসের সমরে বে সকল আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পত্তি ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল, তিনি তাহা সংকলন করিয়া পুরাণ-সংহিতা রচনা করেন। অতএব বেদব্যাস क्टिन (वरमञ्ज 'वानि' ( Compiler ) नरहन, পুরাণেরও 'वानि' वरहेन।

का नामानि इन्सारित পুরাণং यक्षा प्रश्न — अथर्वत्वम ১১।१।२8 পুরাণং বেদঃ সোহরমিতি কিঞ্চিৎ পুরাণনাচক্ষীত —শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩।৪।৩।১৩ ইতিহাস: পুরাণ: বিদ্যা উপনিবদ: শ্লোকা: স্ত্রাণি অস্ব্যাধ্যানানি ব্যাখ্যানানি व्यटेक्टेबर्जान गर्वानि निःश्वतिकानि—वृश्वात्रमात्रक २।8।>•

অর্বাচীন ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এখনও পাঞ্জা বাইতেছে ?

"অথ পুরাণে শ্লোকাবুদাহরন্তি।
অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজামীসিরর্বয়ঃ।
দক্ষিণেনার্বয়ঃ পদ্ধানং তে শ্মশানানি ভেজিরে॥
অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজাং নেষিরর্বয়ঃ।
উত্তরেণার্বয়ঃ পদ্ধানং তেহমৃতত্বং হি কল্পতে॥

— আপত্তম ধর্মস্ত্র, ২৷২৩৷১৫:

আপত্তম-ধর্মস্ত্রের অন্থবাদক ডাক্তার বুল্হার্ (Dr. Bullier) বলেন,
ঐ স্ত্রেগ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পরে রচিত হয় নাই, এমন কি পাণিনির
পূর্ববর্তীও হইতে পারে। ইহা হইতে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না য়ে,
খৃষ্টজন্মের পূর্ব হইতেই বিভিন্ন পুরাণসমূহ প্রচলিত ছিল ?

অতএব মহাভারত, মন্তুসংহিতা এবং পুরাণাদিতে যথন সাংখ্যমতের সবিশেষ বিবরণ রহিয়াছে, তখন খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এই মতের উৎপত্তি—গার্বের এই সিদ্ধান্ত আমরা কিরুপে স্বীকার করিব ?

ধাঁহারা মহাভারতের ভীম্মপর্বাস্তর্গত ভগবদ্গীতার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন কিরূপে সাংখ্যমত ওতপ্রোতভাবে গীতার মধ্যে

অষ্টাশীতি সহস্রাণি প্রোক্তানি গৃহদেখিনান্।
অর্থমো দক্ষিণা যে তু পিতৃবানং সমাশ্রিতা: ।
দারাগ্নিংহাত্তিণন্তে বৈ যে প্রজাহেতব: স্মৃতা: ।
গৃহদেখিনান্ত সংখ্যোয়া: শ্মশানান্তাশ্রমন্তি যে ॥
অষ্টাশীতি সহস্রাণি নিহিতা উন্তর্গায়ণে।
যে শ্রেমন্তে দিবং প্রান্তা ক্ষম উর্জ্যেতস: ॥—৬০/১০৩-৪

<sup>\*</sup> বন্ধাওপুরাণে এই সোক্ষয়ের অনুরূপ যে শ্লোক পাওয়া যায়, আমরা নিমে
ভাহা উদ্বৃত করিলাম—পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।

অনুস্যত আছে। এ সম্বন্ধে আমার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'-গ্রন্থে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না। তবে
অভিজ্ঞ পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিব বে, গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান্
সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক কপিল ঋবিকে সিদ্ধগণের অগ্রণী বলিয়াছেন—
সিদ্ধানাং কপিলো মৃনিঃ। মহাভারতের অগ্রন্তও \* সাংখ্যশাস্ত্রের উল্লেখ
আছে—

সাংখ্যস্ত বক্তা কপিলঃ পরমর্বিঃ স উচ্যতে

—শান্তিপর্ব, ৩৪৯।৬৫

**माःशु**ळानः প्रवक्तामि পরিসংখ্যান-দর্শনম্

—শান্তিপর্ব, ৩০৬।২৬

পুরাণেরও নানা স্থানে সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে। ভাগবতের দেবহুতি-কপিল-সংবাদ—বেখানে কপিলদেব নিজ মুখে সাংখ্যতত্ত্বের বিবরণ করিতে-ছেন—পুরাণ-পাঠকমাত্রেরই স্থবিদিত। অন্তত্ত্ব ভাগবত বলিয়াছেন—

কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্টিতাদ্ অভূং ॥—২।৫।২২
এইরূপ বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে পরাশর বলিতেছেন—
একঃ শুদ্ধঃ ক্ষরো নিত্যঃ সর্বব্যাপী পুরাতনঃ।
সোহপ্যংশঃ সর্বভূতস্ত মৈত্রেয় ! পরমাত্মনঃ॥
প্রকৃতির্বা ময়া খ্যাত্যা ব্যক্তাব্যক্রস্বর্নপিনী।

'পূরুষ এক, শুদ্ধ, অক্ষর, নিত্য ও সর্বব্যাপী; তিনি সর্বভূতময় পরমাত্মার অংশ। আমি তোমাকে যে ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপা প্রকৃতির কথা বলিয়াছি,

পুরুষ-চাপ্যভাবেতো লীয়েতে পরমাত্মনি ॥—৬।৪।৩৫, ৬৮

<sup>\*</sup> এ প্রসঙ্গে অনুগীতা, নোক্ষপর্বাধার এবং শান্তিপর্বের ৩০২ হইতে ৩০৭ অবাায় জটবা। ঐ সকল অধ্যায়ে সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে এবং পঞ্চবিংশ তত্ত্ব পুক্রবের উপর বড়্বিংশ তত্ত্ব পর্মাত্মার বিবরণ আছে।

সেই প্রকৃতি ও এই পুরুষ—উভয়ই পরমাত্মাতে বিলীন হন।'

ইহা ছাড়া বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের বিতীয় অধ্যারে, পদ্দপুরাণের পাতালখণ্ডের ১৭তম অধ্যারে, মার্কণ্ডের পুরাণের ৪৪তম অধ্যারে,
মংস্থাপুরাণের তৃতীর অধ্যারে এবং অগ্নিপুরাণের ১৭তম অধ্যারেও
সাংখ্যতত্ত্বের বিবরণ আছে। মহুসংহিতার প্রথম অধ্যারে বে স্পৃতিত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা অনেকাংশে সাংখ্যমতের অহ্বায়ী। মহুসংহিতার
বাদশ অধ্যারে গুণত্ররের বিবেকপ্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে সাংখ্যমতের উল্লেখ
আছে।

> তার্ভৌ ভূতসম্পৃক্তো মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ। উচ্চাবচের্ ভূতের্ স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি॥

তমদো লক্ষণং কামো রজসন্থর্থ উচ্যতে।
সন্ধশ্য লক্ষণং ধম : শ্রৈষ্ঠ্যমেবাং যথোত্তরম্ ॥
দেবত্বং সাত্তিকা বান্তি মন্ত্ব্যত্ত্বঞ্চ রাজসা:।
তির্বক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥

->21>8, UF, 80

'সেই মহান্ ও ক্ষেত্রজ্ঞ ভূত-সম্পূক্ত হইয়া নানারপ ভূতে অবস্থিত তাঁহাকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে। \* \* তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ এবং সত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম। উত্তরোক্তর গুণত্রমের শ্রেষ্ঠতা। সাত্ত্বিক লোকেরা দেবম, রাজসিক লোকেরা মনুষ্যম্ব এবং তামসিক লোকেরা তির্যক্ষ প্রাপ্ত হয়—এইরূপ জীবের ত্রিবিধা গতি।'

অধিকন্ত স্থশ্রতসংহিতার শারীর স্থানের প্রথম অধ্যারে সাংখ্য মতের বির্তি আছে।

কিন্তু এই সকল বিবাদাস্পদ মহাভারতাদি গ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া, যে সকল গ্রন্থের কাল সম্বন্ধে বিবাদ নাই, সেই সকল গ্রন্থ অবলম্বন

করিয়াই আমরা সাংখ্যমতের প্রাচীনতা স্থাপন করিতে চাই। প্রথমতঃ কালিদাসের কথা ধরা বাউক,—তিনি পঞ্চম শতকের লোক। বাঁহারা তাঁহার কাব্য ও নাটকাদির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন কালিদাস সাংখ্য মতের সহিত স্থপরিচিত ছিলেন; শক্স্তলার নান্দীশ্লোকে প্রকৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে,—'বাম্ আছঃ সর্ববীজ-প্রকৃতিরিতি' এবং রঘ্বংশের নমস্কার স্তোত্রে আমরা ত্রিগুণের উল্লেখ পাই—

'নমন্ত্রিমৃত'রে তৃভ্যং প্রাকৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে। গুণত্রর-বিভাগায় পশ্চাদ ভেদম্ উপেয়্বে॥

বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ কালিদাসের পূর্ববর্তী,—তাঁহার বৃদ্ধ-চরিতের দাদশ সর্গে সাংখ্যমতের সম্পূর্ণ বিবৃতি আছে। অশ্বঘোষ বলেন, বৃদ্ধদেবের কিশোর অবস্থায় অরাড নামক তাঁহার এক আচার্য ছিলেন,—তিনি বৃদ্ধদেবকে সম্পূর্ণ সাংখ্য সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন:—

ইত্যরাজ্য কুমারস্ত মাহাজ্যাদেব চোদিতঃ। সংক্ষিপ্তং কথরাঞ্চত্রে স্বস্ত শাস্ত্রস্ত নিশ্চরম্॥ শ্রুতাম্ অয়মস্মাকম্ সিদ্ধান্তঃ শৃগ্ধতাং বর! যথা ভবতি সংসারো যথা বৈ পরিবর্ততে॥

—বুদ্ধ চরিত ১২৷১৫-১৬

ইহার পর অরাড—প্রকৃতি, বিকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্র, অব্যক্ত, ব্যক্ত, আবিশেষ, বিশেষ, তমঃ, মোহ, মহামোহ ইত্যাদি সাংখ্যমতের এক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিলেন। আমরা পরিশিষ্টে ঐ বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক লক্ষ্য করিবেন অশ্বঘোষের সময়ে সাংখ্যমত ভারতবর্ষে কিরূপ প্রসার ও বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

অশ্ববোষের পূর্ববর্তী 'ব্রহ্মজালস্থত্র'ও আমরা সাংখ্যমতের উল্লেখ পাই। ঐ স্তুক্তার বলেন, সাংখ্যেরা প্রকৃতি ও পুরুষকে নিত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অতঃপর আমরা ন্থায়দর্শনের বাৎসায়ন-ভাষ্যের উল্লেখ করিব। বাৎসায়ন ও চন্দ্রগুপ্তের সচিব চাণক্য এক ব্যক্তি কিনা নিশ্চয় করা কঠিন, তবে গোতমস্থ্রের এই প্রাচীন ভাষ্য যে খুইপূর্ববর্তী, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। এই বাৎসায়ন-ভাষ্যে আমরা সাংখ্যমতের উল্লেখ পাই— যথা—নাসত আত্মলাভঃ ন সত আত্মহানং। নিরতিশরাশ্চেতনা দেহেন্দ্রিয়-মনঃস্থ বিষয়ের তংতংকারণের চ বিশেষ ইতি সাংখ্যানাম।

বাংসায়ন-ভাষ্যের পূর্ববর্তী কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রেও সাংখ্যমতের উল্লেখ
আছে —সাংখ্যং যোগং লোকায়তঞ্চ ইত্যাম্বক্ষকী। কৌটিল্য বলিতেছেন—
সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত—এই তিন লইয়া আমীক্ষিকী বিচ্যা।

বাদরায়ণের ব্রহ্মহত খুব সম্ভবতঃ কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রের পূর্ববর্তী; কারণ, পাণিনিতে আমরা পারাশর্ষের এক 'ভিক্ষুহত্রে'র উল্লেখ পাই। পারাশর্ষ পরাশর-তনয় বাদরায়ণ ভিয়্ন আর কে ? 'ভিক্ষুহত্র'ও সন্ত্যাসী বা চতুর্থাপ্রমী ভিক্ষ্দিগের পঠনীয় বেদাস্ত বা ব্রহ্মহত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে। দর্শনাভিক্র পাঠক নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ঐ ব্রহ্মহত্রের অনেক স্থলেই সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে 'ঈক্ষতে নাশন্দম্' 'প্রস্কৃতিশ্চ গীয়তে' ইত্যাদি অনেক স্ত্রেরই উদ্ধার করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা করা নিপ্রার্জন। \*

কৌটিল্যের ও বাদরায়ণের পূর্ববর্তী উপনিষদেও স্থানে স্থানে সাংখ্য-মতের উল্লেখ এবং তদক্ষবারী উপদেশ দৃষ্ট হয়। নিম্নে আমরা কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম। সাংখ্যমতাক্ষবারী পৃক্ষবের নিঃসন্ধতা লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিতেছেন—অসঙ্গোহ্যয়ং পুক্ষঃ—৪।০।১৫

তমো বা ইদমগ্র আসীং একম্। তৎ পরে স্থাৎ। তৎপরেণ ঈরিতং

<sup>\*</sup> দিজাস্ পাঠক বন্ধপত্তের ১।১।৫ হইতে ১।১।১১ স্থ্র, ১।৪।১ হইতে ১।৪।১৪ স্ত্র, ১।৪।২০ হইতে ১।৪।২৭ স্ত্র, ২।১।১ হইতে ২।১।১২ স্ত্র, ২।২।১ হইতে ২।২।১০ স্ত্র, দৃষ্টি করিবেন।

বিষমত্বং প্রয়াতি। এতদ্ রূপং বৈ রক্ষ:। তং রক্ষ: খলু ঈরিতং বিষমত্বং প্রয়াতি। এতদ্ বৈ সত্বশু রূপম্—মৈত্রা, ৫।২

ক্র মৈত্রায়নী উপনিবদে ত্রিগুণ (২া৫, ৫।২) ও তর্মাত্রের (৩।২) উল্লেখ আছে এবং পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভূতানি পঞ্চত্মাত্রাণি পঞ্চ মহাভূতানি – মহ, ১ তন্মাত্রাণি সদস্থা মহাভূতানি প্রযাজাঃ – প্রাণাগ্নি, ৪

তন্মাত্রাণ সদস্যা নহাপুতানে প্রধান্তা — প্রাণান, ত পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চ আপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়্শ্চ বায়্মাত্রা চ, আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ—প্রশ্ন, ৪৮

কঠ উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় ঐ উপনিষদ্ অনেকস্থলে সাংখ্যভাবে ভাবিত।

মনসন্ত পরাবৃদ্ধিঃ বৃদ্ধে রাত্মামহান্ পরঃ।

মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।

পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ।—কঠ, ০।১১-২

এখানে আমরা অব্যক্ত, মহান্, বৃদ্ধি, মনস্ ও পুরুষের উল্লেখ পাইলাম।

পুনশ্চ— মনসং সন্তম্ভমন্।
সন্তাং অধিমহান্ আত্মা মহতোহব্যক্তম্ভমন্ ॥ — ৬। ৭
অষ্টো প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ — গর্ভ, ৩
বিকারজননীং মায়াম্ অষ্টরূপাম্ অজাং ধ্রুবাম্ — চ্লিকা \*

বদা শেতে রুদ্র: তদা সংহার্ষতে প্রজা:। উচ্চুসিতে তমো ভবতি তমস: আপ: মহুমানং ফেণো ভবতি।—অথর্বশির, ৬ অক্ষরং তমসি লীয়তে, তম: পরে দেবী একীভবতি।

<sup>\*</sup> এমন কি অধ্যাপক কীথ (Keith) বলিতেছেন—There is in detail in the Sankya, little that cannot be found in the Upanisads in some place or other.—p 60.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS সাংখ্য পার্কয়

এই সকল রচনে আমরা তমংশব্দবাচ্য সাংখ্যদিগের প্রকৃতি এবং দর্, রক্ষঃ ও তমং—প্রকৃতির এই গুণত্রয়, পঞ্চতন্মাত্র, প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি প্রভৃতি সাংখ্যমতের বিবরণ পাইলাম। এই প্রসঙ্গে খেতাশ্বজ্ঞ উপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোক:—

"অজানেকাং লোহিতগুরুক্কফাং, বহুবীঃ প্রজাঃ স্থজমানাং সন্ধ্রপাঃ" —শেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪০

(প্রকৃতি একা, প্রকৃতি অজা, প্রকৃতি লোহিতশুরুক্কফা (ত্রিগুণমন্ত্রী), প্রকৃতি সজাতীয় বিবিধ বিকারের স্পষ্টকর্ত্রী)—সকলেরই শ্বরণ ইইবে। উদ্ধৃত শ্লোকে সাংখ্যাক্ত ত্রিগুণমন্ত্রী প্রকৃতিকে যে লক্ষ্য করা ইইতেছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ ইইতে পারে না। কিন্তু শদ্ধরাচার্য তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে এ বিষয়ে বিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন; কারণ, তাহা না করিলে সাংখ্যমতকে বেদসম্মত স্বীকার করিতে হয়। তিনি বলেন, ঐ শ্লোকের লক্ষ্য সাংখ্যাক্ত প্রকৃতি নহে—বেদান্তের অনির্বচনীয় মায়া। তর্কস্থলে বদি তাহাই স্বীকার করা বায়, তথাপি পৈঙ্গল-উপনিষত্ক্ত নিমোক্ত বচনটির কি গতি হইবে?—তন্মিন্ লোহিতশুরুক্কফগুণমন্ত্রী গুণসাম্যা নির্বাচ্যা মূলপ্রকৃতিরাসীং—পৈঙ্গল, ১। এই বচনে যে সাংখ্যোক্ত মূলপ্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হইল, ইহা বোধ হয় কেইই অস্বীকার করিবেন না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অন্তর্জ্ব মহেশ্বকে প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতি বলা ইইয়াছে—

প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ—শ্বেত ৬।১৬

প্রধান = প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ = পূরুষ। অতএব এই শ্লোকেও যে সাংখ্যমতকে
লক্ষ্য করা হইল, ইহা নিঃসন্দেহ। পূনশ্চ খেতাশ্বতর প্রকৃতিকে মায়া
বলিয়াছেন – মায়াংতু প্রকৃতিং বিছাং।

আরও কথা আছে। খেতাশ্বতর উপনিষদ্ স্পষ্টাক্ষরে সাংখ্যশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন—তংকারণং সাংখ্য-যোগাধিগম্যম্।

অন্তত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিতেছেন— শ্ববিং প্রস্তুতং কপিলং যন্তমগ্রে, জ্ঞানৈ বিভতি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ

—বেতাশ্ব, থা২

'যিনি আদিতে 'কপিল' ঋষিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভূষিত করিয়াছিলেন'—এই শ্লোকের লক্ষিত 'কপিল' ঋষি কি সাংখ্য-শান্ত্র-প্রবর্তক কপিল ঋষি ?—সাংখ্যেরা যাঁহাকে আদি বিদ্বান্ বলেন এবং যিনি জ্ঞান-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্যাদি সহজাত গুণ লইয়া আদিসর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? অতএব প্রমাণিত হইল ুষে, সেই প্রাচীন উপনিবদ্-যুগেও সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল।

এমন কি, স্থপ্রাচীন অথর্ব বেদেও সাংখ্যাক্ত গুণত্তরের প্রতি লক্ষ্য আছে:—

অস্থং তে আয়ু: পুনরাভরামি রজন্তমো মোপগা মা প্রমেষ্টা—অষ্টম কাণ্ড, প্রথম অন্থবাক্, তৃতীয় স্কু।

এ মন্ত্রের ভাষ্য এইরপ—তদর্থ তে তব অহং প্রাণং মৃত্যুনা
অপস্থতম্ আয়ুন্চ পুনঃ আভরামি আহরামি। হং চ রক্তঃ রাগম্ অমাকম্
সম্বন্তণ-প্রতিবন্ধকং মোপগা মা প্রাপুহি, এবং তমঃ আবরকং হিতাহিতবিবেক-প্রতিরোধকং তম-আখ্য-গুণম্ মোপগাঃ। ন কেবলং রক্তন্তমসোঃ
অপ্রাপ্তিরেব প্রার্থতে কিং তু মৃতিনিবারণমপি মা প্রমেষ্টা ইতি। হিংসাং
চ মা প্রাপুহি। মীঙ্ হিংসায়াম্।

এই অথর্ব মন্ত্রের ভাবাহ্নবাদ এই :—"তোমার প্রাণ ও আয়ুকে ( বাহা
মৃত্যু কর্তৃকি অপহাত হইয়াছে ) তাহাকে পুনরার আহরণ করি,—তুমি
রজ্ঞাকে ও তমাকে ( বাহা সক্ত্রণের প্রতিবন্ধক ) প্রাপ্ত হইও না—অপিচ
মৃত্যুকেও প্রাপ্ত হইও না।" এই মন্ত্রে আমরা স্পষ্টতঃ সাংখ্যোক্ত রজঃ ও
তমঃ গুণের উল্লেখ পাইলাম।

অতএব সাংখ্যমতকে স্থপ্রাচীন না বলিয়া উপায় কি ?

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধারণা যে, তাঁহারা যাহাকে বৈদিক দ্ব বলেন, সেই যুগে বেদের গান ও যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন অন্ত কোন সাহিত্যই প্রচলিত ছিল না। এ মত কিন্তু ভ্রমাত্মক। যে উপনিম্ব দ্বরকে পাশ্চাত্যেরা প্রাচীনতম উপনিষদ্ বলিয়া স্বীকার করেন, দেই ছান্দোগ্য ও বৃহদারণাক উপনিষদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যান্ন—দেই স্প্রোচীন যুগেও ঋষি-সমাজে বিবিধ বিদ্যা ও সাহিত্যের কিরূপ প্রসাহ

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাই, এক সমরে নারদ সনংক্ষারের সমীপে বিষ্যার্থী হইয়া উপনীত হন—অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনংক্ষারং নারদঃ।—ছা, ৭।১।১

সনংক্ষার শিব্যভাবে উপসন্ন নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বি
বিছা অধ্যয়ন করিরাছ ? তছত্তরে নারদ নিজের অধীত বিছার এই দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিলেন :—ঝগ্বেদম্ ভগবো অধ্যেমি বজুর্বেদং সামবেদ আথর্বণং চতুর্থম্, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং, পিত্রাং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যম্ একারনং দেববিছাং ব্রহ্মবিছাং ভূতবিছাং ক্ষত্রবিছাং নক্ষত্রবিছাং সর্পদেবজনবিছাম্ এতং সর্বং ভগবোহধ্যেমি।

'আমি ঋথেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, বজুর্বেদ ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; চতুর্থ অথববেদ, তাহাও অধ্যয়ন করিয়াছি। পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি। পিত্রা (পিতৃবিছা), রাশি (গণিত), দৈব (Science of portents), নিধি (জ্যোতিব), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিছা, ব্রহ্মবিছা, ভূতবিছা, ক্ষত্রবিছা (ধুহুর্বেদ), নক্ষত্রবিছা, সর্পবিছা, দেবজনবিছা (নৃত্য-গীত-বাছ-শিল্পাদি-বিজ্ঞানানি—শঙ্কর)—এ সমন্তই অধ্যয়ন করিয়াছি।

বৃহদারণ্যক-উপনিবদে নিম্নোক্ত বচনটি দেখিতে পাই—অস্ত মহর্তো ভূতস্ত নিয়সিতম্ এতা বদ ঋগ্বেদো বজুর্বেদ: সামবেদঃ অথবাঙ্গিরস

ইতিহাস: পুরাণং বিছা উপনিষদ: শ্লোকা: স্ত্রাণি অন্ন্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি জন্মের এতানি সর্বাণি নিশ্বসিতানি—বৃহ, ২।৪।১০

'দেই মহাভূত (মহেশরেরই) নিংশাস এই সমন্ত—ঝথেদ, বজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাসপুরাণ, বিচ্ছা, উপনিষদ, শ্লোক, স্ত্রে, অন্থ্যাখ্যান, ব্যাখ্যান—এ সমস্তই তাঁহার নিংশাসমাত্র।

কে জানে উদ্ধৃত বচনোক্ত 'হ্যত্রাণি'র মধ্যে কপিলোক্ত প্রাচীন সাংখ্য-হ্যত্র গণনা করা হয় নাই ?

এ সথম্বে এ দেশীয় পণ্ডিতদিগের একটা আশম্বা হইতে পারে। তাঁহারা वित्यन, (वह यथन अनाहि, अर्शाङ्ख्यम् - उथन छाष्ट्रात्र मर्था क्षिलात नाम বা তংপ্রবর্তিত সাংখ্যমতের উল্লেখ থাকিবে কিরুপে ? অতএব কষ্ট-কল্পন। করিয়া 'কপিল' অর্থে অন্ত কিছু এবং সাংখ্য অর্থে বেদান্ত কর। কিন্ত বুঝিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইবে। কারণ, বেদ নিত্য বটে, কিন্তু কি ভাবে বেদ নিত্য ? বেদকে নিত্য বনিলে কি বুবিতে হইবে य, तरामत्र भन्न वा ভाষा मनाजन ? जर्थार, तम এখन य जाकाद्र निवन्न রহিয়াছে, অনাদি কাল হইতে সেইরূপই ছিল এবং চিরকাল সেইরূপই থাকিবে। এ মত যুক্তিসহ নহে। ইহা সিদ্ধ করিবার জন্ম অনেক কষ্ট-ক্ষ্ণনার সাহায্য লইতে হয়; অথচ বেদের নিত্যম্ব প্রতিপাদন ক্রিবার জন্ম, বেদের শব্দ বা ভাষাকে নিত্য বলা অনাবশ্যক। সেই জ্বা পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন, বেদের শব্দ নিত্য নহে, অর্থই (contents বা idea-ই) নিত্য—'শান্ধী ভাবনা' নিত্য নহে, 'আর্থী ভাবনা'ই নিত্য। উহাই 'राम' वा विमा। এই विमा हिन्नमिनरे चाट्छ এवः हिन्नमिनरे थांकिता। रेरा निज्ञ, रेरात्र जेनत्र या विनाम नारे। अयित्रा धानमृष्टित घात्रा व विमा দর্শন করেন মাত্র। এই দর্শনের পূর্বেও এ বিছা বিছমান ছিল, পরেও থাকিবে। "ঋষ্ দর্শনে"—ইহাই ঋষি নামের সার্থকতা। অর্থাৎ ঋষিরা বেদের দ্রষ্টা, বিছার আবিষ্কারকর্তা বা প্রচারক—প্রবর্ত ক নহেন। কলম্ম আমেরিকা আবিকার করিবার পূর্বেও আমেরিকা বিগুমান ছিল। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিকার করিবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণ সম্পূর্ণ বলে নিজের শক্তি প্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু সে শক্তি ইয়ুরোপে তথনও কেহ দর্শন করেন নাই। অত এব ঐ বিগুার দ্রন্তা বা আবিকারকর্তা নিউটন। এইরূপ 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (ব্রহ্ম সচিদানন্দ-স্বরূপ)'—এই বিগু তৈন্তিরীয় উপনিষদে প্রকাশিত হইবার পূর্বেও ছিল। কোন ঝির খ্যান্দৃষ্টিবলে এই সত্য সাক্ষাং করিয়া তাহার প্রচার করিলেন। তিনি এই আর্যসত্যের দ্রন্তা মাত্র। সে সত্য নিত্য, সে বেদ বা বিগ্রা অনাদি। অশরীরিভাবে এই বিগ্রা পূর্বাপর বিগ্রমান ছিল। খ্রিষ তাহাকে শরীর দান করিলেন মাত্র।

এই অশরীরী বিভাকে শান্ত্রকারেরা ফোট বলিতেন। প্রত্যক্তারে (subjectively) বাহা বিভা, পরাক্তাবে (objectively) তাহাই শব্দ বা 'ফোট'। এই ফোটবাদের সহিত প্লেটো (Plato)-প্রচারিত ''Idea"-বাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ফোটরূপে বেমন বেদ নিত্য, Idea -রূপে সেইরূপ বিদ্যা নিত্য। প্রলয়কালে এই ফোট বা Idea ভগবানে অব্যক্ত হইয়া থাকে। স্পষ্টের পরে ইহা আবার ব্যক্ত বা ব্যক্তিত হয়। এই ভাবেই বেদ অনাদি, অপৌরুবেয় ও সনাতন। ঋষিরা কালে কালে তাহা দর্শন করিয়া প্রচার করেন। সেই জন্ম ঋগ্রেদে পুরাতন ও স্ত্রে ঋষির উল্লেখ আছে—অয়রীডাঃ পূর্বেভি দ্র্তিন রুত। এইরূপে কোন গ্রুতন ঋবি কর্ত্বক বেদ বা বিদ্যার একাংশ প্রচারিত হইবার পূর্বে মহর্ষি কপিলের আবিভূতি হইবার ও সাংখ্যমত প্রচার করিবার পর্ফে বাধা কি ?

আমার বিশ্বাস, পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে অধ্যাপক হোরেশ উইল্সন্ই এ বিষয়ে স্থাসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইনি ষ্টিতন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—It evidently represents doctrines of high

#### সাংখ্যমতের প্রাচীনতা

9

antiquity—doctrines exhibiting profound reflection and subtle reasoning .......We must go back to a remoter age (than the Neo-platonists) for the origin of the dogmas of Kapila.—Preface to his edition of Sankhyakarika.

এতক্ষণ আমরা সাংখ্যমতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। আগামী অধ্যায়ে সাংখ্যমত-প্রবর্তক আদি বিদ্বান্ কপিল সম্পর্কে আলোচনা করিব।

## তৃতীয় অধাায়ের পরিশিষ্ট

প্রকৃতিশ্চ বিকারশ্চ জন্ম মৃত্যু র্জরৈব চ। তত্তাবং দম্বমিত্যুক্তং স্থিরসন্তঃ পরোহি নঃ। তত্ত্ব প্রকৃতির্নাম বিদ্ধি প্রকৃতিকোবিদ। পঞ্চ ভূতাগ্রহংকারং বৃদ্ধিম্ অব্যক্তমেব চ॥ বিকার ইতি বুদ্ধিং তু বিষয়ানিজ্রিয়ানি চ। পাণিপাদং চ বাদং চ পায়্পস্থং তথা মনঃ॥ অস্ত ক্ষেত্রস্থ বিজ্ঞানাং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি সংজ্ঞি চ। ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি চাত্মানং কথয়ংত্যাত্ম-চিংতকাঃ॥ দশিষ্যঃ কপিলশ্চেহ প্রতিবৃদ্ধ ইতি স্মৃতিঃ। সপ্ত্ৰ: প্ৰতিবৃদ্ধশ্চ প্ৰজাপতিরিহোচ্যতে॥ জান্নতে শীৰ্ষতে চৈব বধ্যতে ত্ৰিন্নতে চ যং। তদ্যক্তমিতি বিজেয়ন্ অব্যক্তং চ বিপর্যয়াং ॥ অজ্ঞানং কর্ম ভূষণ চ জ্ঞেয়াঃ সংসারহেতবঃ। স্থিতোহস্মিন্ ত্রিতরে যস্ত তংসত্বং নাভিবর্ততে ॥ বিপ্রত্যরাদহংকারাৎ সংদেহাদভিসংপ্রবাং। অবিশেষাত্মপায়াভ্যাম্ সংগাদ্ অভ্যবপাততঃ ॥ তত্র বিপ্রতারো নাম বিপরীতং প্রবর্ততে। অশ্রথা কৃতন্তে কার্যং মন্তব্যং মন্ততেহন্তর্থা। ववीगारमरः (वित्र गष्टामारमरः स्ठिः। ইতীহৈবম্ অহংকার স্থনহংকার বর্ততে॥ বস্তু ভাবেন সনিশ্বান্ একীভাবেন পশ্যতি। म्९ शिखवनमत्मदः मत्मदः म ই हा हा ।

य এवारः न এবেদः गत्। वृद्धिक कर्म ह। য শৈচবং সগণঃ সোহহম্ ইতি বং সোহভিসংপ্লবঃ ॥ অবিশেষং বিশেষজ্ঞ ! প্রতিবৃদ্ধাপ্রবৃদ্ধরোঃ। প্রকৃতীনাং চ যো বেদ সোহবিশেব ইতি স্মৃত: ॥ नग्कात ववहेकाद्यो त्थाक्षणाञ्चाकामाः। অমুপায় ইতি প্রাক্তৈরূপায়ক্ত প্রবেদিত: ॥ সক্ততে যেন হুর্মেধা মনোবাক্কর্যবৃদ্ধিভি:। বিবয়েষনভিষক: নোহভিষক ইতি শৃত: । মমেদম অহমস্তেতি বদঃখমভিমন্ততে। বিজ্ঞেয়ে। ইভাবপাতঃ স সংসারে যেন পাতাতে ॥ ইত্যবিদ্যা হি বিদ্বাংসঃ পঞ্চপর্বা সমীহতে। তমো মোহং মহামোহং তামিশ্রবয়মেব চ। তত্রালস্তং তমো বিদ্ধি মোহং মৃত্যু চ জন্ম চ। মহামোহস্থসংমোহ কাম ইত্যবগম্যতাম্ ॥ যশাদত্র চ ভূতানি প্রমূহংতি মহাংত্যপি। তত্মাদেষ মহাবাহো! মহামোহ ইতি শ্বত:। ভামিশ্রমিতি চাক্রোধ ক্রোধমেবাধিকুর্বতে। বিষাদং চান্ধতামিশ্রম অবিষাদ প্রচক্ষতে। व्यनग्राविषात्रा वानः मःयुक्तः शक्शर्वत्रा। সংসারে তৃ:খভূয়িষ্ঠে জন্মস্বভি নিষিচ্যতে। দ্রষ্টা শ্রোতা চ মংতা চ কার্যং করণমেব চ। অহমিত্যেবমাগন্য সংসারে পরিবর্ততে ॥ ইত্যেভিৰ্হেতৃভিৰ্ধীমন্ তম: শ্ৰোত: প্ৰবৰ্ত তে। হেম্বভাবে ফলাভাব ইতি বিজ্ঞাতুমর্হদি।

80

তত্র সমাগ্মতি বিদ্যামোক্ষকাম চতুষ্ট্রং। প্রতিবৃদ্ধা প্রবৃদ্ধে চ ব্যক্তমব্যক্তমেব চ॥ ৰথাবদেতদিজ্ঞায় ক্ষেত্ৰজ্ঞো হি চতুষ্টয়ং। আর্জবং জবতাং হিম্বা প্রাপ্নোতি পরমক্ষরং॥ ইতার্থং বান্ধণা লোকে পর্মবন্ধবাদিনঃ। ব্ৰন্দচৰ্যং চরম্ভীহ বান্দণান্ বাসয়ন্তি চ॥ ইতি বাক্যমিদং শ্ৰুষা মূনেন্তস্ত নৃপাত্মঙ্গः। অভ্যূপারং চ পপ্রচ্ছ পদমেব চ নৈষ্টিকং॥

–বুদ্ধচরিত, ১২।১৭-৪৩

# চতুর্থ অধ্যায়

### व्यापि-विधान्

সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক কপিল দেব।

সাংখ্যশ্র বক্তা কপিলঃ পরমধিঃ পুরাতনঃ—মহাভারত, ১২।১৩৭।১১

'সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা কপিল—তাঁহাকে 'পরমবি' বলে।'

ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিরাছেন—

প্রুষার্থজ্ঞানমিদং গুহুং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।—৬৯ কারিকা

'এই গুহু পুরুষার্থজ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষশাস্ত্র পরমর্ষি কপিল আদিতে প্রচার
করেন।'

ঋষ্ —দর্শনে। যাহারা সত্য 'দর্শন' করেন, তত্ত্বের অপরোক্ষ অমুভূতি বা সাক্ষাংকার লাভ করেন, সত্য যাহাদের নিকট করকলিত কুবলয়বং—
এক কথায় যাহারা দ্রন্তা (Seer), তাহারাই ঋষি। যাহারা ঋষি, তাহাদের
নিকট সত্য একটা পরোক্ষ জনশ্রুতি (hearsay) মাত্র নহে—প্রত্যক্ষসিদ্ধ,
সাক্ষাংকৃত ব্যাপার। তাহারা বলেন না—'ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং'—তাহারা
বলেন—'অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্'—'আমরা জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছি,
আমরা দেবতাকে সাক্ষাং জানিয়াছি।' \*

ঋষির উপর মহর্ষি—তাঁহার উপর পরমর্ষি (পরম-ঝবি)। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ।

<sup>\*</sup> পাশ্চাত্যেরা সত্যের এই প্রতাক্ষ ও পরোক্ষণ্ডেদ লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, বাঁহারা সত্যকে দর্শন করেন—বাঁহাদের temperamental reaction to the vision of reality আছে তাঁহারাই Prophets, আর বাঁহারা সত্যের গতাহুসন্তিক ব্যাখ্যাতা নাত্র তাঁহারা Priests।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ৪২ সাংখ্য পরিচয়

কপিলদেব একজন পরমবি। সাংখ্য-ঐতিহ্ন (tradition) এই বে, কপিলদেব সাংখ্যশাস্ত্র তাঁহার শিশু আস্থরিকে প্রদান করেন। ভাগবক্ত পুরাণকার এই ঐতিহ্ন স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

> পঞ্চম: কপিলো নাম সিদ্ধেশ: কালবিপ্পৃত্ন্। প্রোবাচান্ত্রয়ে সাংখ্যং তত্ত্বামবিনির্ণয়ম ॥

অর্থাৎ, যে সাংখ্যশাস্ত্রে তত্ত্বসমূহ নির্ণীত হইরাছে, সেই জ্ঞান সিদ্ধরাজ কপিন আহ্বরিকে প্রদান করেন। আহ্বরি উহা তাঁহার শিশ্ব পঞ্চশিখকে শিক্ষা দেন এবং পঞ্চশিখ এই শাস্ত্রের বহুল প্রচার করেন। এই পঞ্চশিখকে লক্ষ্য করিরা মহাভারতকার বলিয়াছেন:—

षाञ्चतः अथगः निष्णः यमान्नित्रजीविनम्।

ঈশ্বরক্ষ তাঁহার কারিকার ঐ সাংখ্য-পরম্পরার উল্লেখ করিয়া বলিতে-ছেন যে, পঞ্চশিথের পর শিশুপরম্পরাক্রমে যে সাংখ্যজ্ঞান প্রবর্তিত ছিল, তিনি আর্যাছন্দে তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়া, তাঁহার 'সাংখ্যকারিকা'য় নিবন্ধ করিয়াছেন।

> এতং পবিত্রমগ্রাং মৃনিরাস্থরয়েংমকম্পন্না প্রদদৌ। আস্থরিরপি পঞ্চশিখার তেন চ বহুধা ক্বতং তন্ত্রম্ । শিশুপরস্পরাগতম্ ঈশ্বরকৃফেণ চৈতদার্যাভি:।

সংক্ষিপ্তমার্যমতিনা সম্যগ্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্ ॥—কারিকা, ৭০-৭১
মাঠরবৃত্তিকার ঐ পরম্পরার এইরপ নির্দেশ করিয়াছেন—কপিলাৎ
আস্ত্রিণা প্রাপ্তম্ ইদং জ্ঞানং। ততঃ পঞ্চশিখেন। তত্মাৎ ভার্গব-উলুক্
বাল্মীকি-হারীত-দেবল-প্রভৃতীন্ আগতম্। ততঃ তেভা ঈশ্বরক্ষেপ
প্রাপ্তম।

ঐ ভার্গব, উনুক প্রভৃতি নাংখ্যাচার্যগণের কোন গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না।
তবে বার্যগণ্য ও ব্যাড়ি (ইহার অপর নাম বিদ্ধাবাদী)—এই তুই আচার্যের
তুই একটি বচন পরবর্তী গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায়। ৩৫২ যোগস্ত্রের ব্যাস-

ভাব্যে বার্বগণ্যের এই বচনটি প্রাপ্ত হওরা ধায়—মৃতি ব্যবধিজাতিভেদা-ভাবাং নান্তি মূল-পৃথক্তম্ ইতি বার্বগণ্যঃ। বাচম্পতি মিশ্রও ৪৭ কারিকার তত্তকৌম্দীতে লিধিয়াছেন—'পঞ্চপর্বা অবিদ্যা' ইত্যাহ ভগবান্ বার্বগণ্যঃ।

এইরপ গুণরত্ব স্থার-কৃত বড় দর্শনসমৃচ্চর-টাকার (বিদ্ধাবাসী তু এবম্ আচষ্ট—প্রুষোহবিবৃতাত্মৈব স্থানিভাসম্ অচেতনম্ ইত্যাদি), বাদমহার্ণবে এবং যোগস্ত্রের ভোজবৃত্তিতে বিদ্ধাবাসীর বচন উদ্ধার করা হইরাছে। যতদুর বুঝা বায়—ঐ বার্ধগণ্য ও বিদ্ধাবাসী ঈশ্বরক্তফের পূর্ববর্তী।

সাংখ্যশান্ত-প্রচারক এই তিন জন ঋষির নাম আমরা প্রচলিত তপ্রণ-মন্তে\* পাই—

> সনকশ্চ সনকশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাস্থরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিথত্তথা। সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্ত মদ্দত্তেনাম্বনা সদা॥

গৌড়পাদাচার্য তাঁহার ভাষ্যের উপক্রমে লিখিয়াছেন :—ইহ ভগবান্ ব্রহ্মস্থতঃ কপিলো নাম। তদ্ যথা—

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ মনাতনঃ । আস্থরিঃ কপিলদ্বৈ বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখন্তথা। ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পূত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ॥ —এই প্রাচীন শ্লোকেও আমরা সাংখ্যশান্তপ্রচারক কপিন, আস্থরি ও

স্বস্তু জৈমিনি বৈশস্পায়ন পৈল স্ত্ৰ ভাষ্য ভাষ্ত ধৰ্মাচাৰ্যা যে চাজে আচাৰ্যাতে সৰ্বে গুপাস্তু ৩।৪

বাঁহারা জগতে জ্ঞানবিজ্ঞানধারা অফুগ্ন রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের আত্মার তর্পন করা কি সন্দর প্রধা!

<sup>\*</sup> শ্ববি-তর্পণের ব্যবস্থা আর্থজাতির একটি প্রাচীন পদ্ধতি। গৃহাত্তে আর্লারন লিপিয়াছেন—

পঞ্চশিথের\* উল্লেখ পাইলাম। এখানে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের
মধ্যে গণনা করা হইল। ইহার অর্থ এই বে, ইহারা সাধারণ মান্তবের মত
পিতামাতার সহযোগে উৎপন্ন নহেন—ব্রহ্মার ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে তাঁহাদের
দেহ গঠিত হইয়াছিল। সেইজন্ম তাঁহারা চিরজীবী। মহাভারতের
শান্তিপর্বেও আমরা কপিলাদি 'ষট্ ব্রহ্মপুত্রান্ মহান্থভাবান্'-এর উল্লেখ পাই।

কপিলস্তা সহোৎপন্না ধর্মোজ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যক্ষেতি—গৌড়পাদ
অর্থাৎ, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এইগুলি তাঁহার সাংসিদ্ধিক বা
সহোৎপন্ন ভাব। গৌড়পাদ ৪৩ কারিকার ভাব্যে বলিয়াছেন—

তত্র সাংসিদ্ধিকা বথা ভগবতঃ কপিলস্ত আদিসর্গে উৎপদ্যমানস্থ চম্বারো ভাবাঃ সহোৎপদ্মাঃ ধর্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যম্ ঐশ্বর্যমিতি। অর্থাৎ স্বাস্টির আদিতে উৎপদ্ম ভগবান্ কপিলদেবের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই ভাবচতৃষ্টয় সহজাত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আমরা ঐ কথা পাইয়াছি।

শ্বনিং প্রস্তুতং কপিলং বস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।—৫।২
অর্থাৎ, মহেশ্বর আদিসর্গে উৎপন্ন কপিল শ্ববিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা ভূবিত
করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান, ধর্ম, বৈরাগ্য ঐশ্বর্য—তাঁহার এ জন্মের সাধনল
সম্পত্তি নৃহে, জন্মান্তরীণ সিদ্ধির উত্তরাধিকার-স্তত্তে প্রাপ্ত। এইরূপ সিদ্ধদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

ইদং জ্ঞানমূপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। সর্গেহপি নোপজারন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি তে ।—গীতা

<sup>\*</sup> কেং কেং আহরিকে খুষ্টপূর্ব ষঠ শতকে এবং পঞ্চশিখকে খুষ্টপর প্রথম শতকে ত্রাপন করিতে চান—এ মত ভিত্তিহীন।—'Asuri probably lived before 600 B. C.—if he be one with the Asuri of বৃহদারণ্যক, পঞ্চশিখ may be assigned to the 1st century A. D. (Garbe).

তেই মোক্ষজ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাহারা আমার সাধর্ম্য (সাধর্ম্য=সমান ধর্ম অর্থাং ব্রহ্মভাব) পাইয়াছেন, তাহারা স্বষ্টিতে উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়ে ব্যথিত হন না।' ইহাদিগকেই 'শিষ্ট' বলে। ইহারা পূর্বকল্লের অবশিষ্ট (Remnants)। আমরা জানি, স্বষ্টি প্রবাহরূপে অনাদি। এখন যে স্বাষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার পূর্বে অনেকবার স্বাষ্টি হইয়াছিল এবং পরেও অনেকবার স্বাষ্টি হইবে। এক এক স্বাষ্টির অবসানে বখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন সেই স্বষ্টির চরম উৎকর্ম জীবমুক্ত মহর্মিগণ ব্রহ্মে নির্বাণ না লইয়া, জগতের হিতার্থে অবস্থান করেন। সেই জন্মই তাহাদিগকে 'শিষ্ট' বলে। শিষ্ +ক্ত=শিষ্ট। এই শিষ্টদিগকে লক্ষ্য করিয়া মংস্থ-প্রয়াণকার বলিয়াছেন :—

মন্বস্তবস্থাতীতস্থ শ্বধা তন্ মন্বরবীং।
তন্মাৎ স্মাতঃ শ্বতো ধর্মো \* \* শিষ্টাচারঃ স উচ্যতে।
শিবেধ তিশিক নিষ্ঠান্তাং শিষ্টশবং প্রচক্ষতে।
মন্বস্তবেমু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্মিকাঃ।
মন্তঃ সপ্তর্বরশ্বৈত্ব লোকসন্তানকারিণঃ।
তিষ্ঠন্তীহ চ ধর্মার্থং তান্ শিষ্টান্ সম্প্রচক্ষতে।
শিষ্টেরাচর্বতে ক্সাং প্নকৈব যুগক্ষরে।
পূর্বৈঃ পূর্বৈর্মতবাচ্চ শিষ্টাচারঃ স শাশ্বতঃ।
স্থিবঃ পূর্বের্মতবাচ্চ শিষ্টাচারঃ স শাশ্বতঃ।
স্থাক্র বি প্রাধিকার প্রবৃদ্ধির পাকের (মহু, সং

অর্থাং, 'কল্পের অবসানে বে ধার্মিকগণ 'অবশিষ্ট' থাকেন (মহু, সপ্তর্মি প্রভৃতি), যাহারা পরস্পরার বিচ্ছেদ বারণ করেন, যাহারা ধর্মার্থ পৃথিবীতে অবস্থান করেন,—তাহাদিগকে 'শিষ্ট' বলে। তাহাদের প্রবর্ভিত বে আচার, তাহাই শিষ্টাচার।' কপিলদেব এইরপ একজন 'শিষ্ট' সিদ্ধপুরুষ। তিনি জগতের হিতার্থে ব্রহ্মার ক্রিয়াশক্তি দ্বারা রচিত দেহ ধারণ করিয়া অতি প্রাচীনকালে সাংখ্যজ্ঞান প্রচার করেন। আদি-বিদ্বান্ তাহা হইতে শিষ্যপ্রশিক্ষক্রমে এই সাংখ্যজ্ঞানের প্রচার হয়।

'মম সাধর্ম্যনাগতাঃ'—বিনি পরমবি', তিনি ঈশ্বের সমানধর্মপ্রাপ্ত,
ব্রহ্মভাবে ভাবিত। ঈশ্বরভাবাপর সিদ্ধপৃক্ষকে ঈশ্বর বলা অসমত নহে—
বরং সহজ ও স্বাভাবিক। অতএব কপিলদেব বে ঈশ্বেরে অবতার বিনিয়
বোবিত হইবেন, ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। বিজ্ঞানভিক্ষ্ বলিতেছেন :—
তদিদং শাস্তং কপিলম্ত্রা ভগবান্ বিষ্ণুর্থিললোকহিতার প্রকাশিতবান্।
'ভগবান্ বিষ্ণু অথিললোকহিতের জন্ম কপিলমৃতি' ধারণ করিয়া এই
শাস্ত্র প্রকাশ করেন।' মহাভারতেও এই ধরণের কথা আছে—

বাহ্নদেবেতি যং প্রাহুঃ কপিলং মূনিপূদবাঃ।

'ম্নিগণ কপিলকে 'বাস্থদেব' বলিয়া থাকেন।' \*

রামায়ণেও আমরা কপিল ঋষির সাক্ষাং পাই। সেখানে তিনি সগর রাজার যজ্ঞীয় অথের সঙ্গে সম্পূক্ত। সে আখ্যায়িকার সার মর্ম এই ;— স্থ্বিংশীয় সগর রাজার ছই পত্নী ছিল, জোষ্ঠার নাম কেশিনী ও কনিষ্ঠার নাম স্থমতি। কেশিনীর গর্ভে রাজার অসমগ্র নামে একটি পুত্র ও স্থমতির গর্ভে ষাট হাজার তনর জন্মগ্রহণ করে। রাজা, অসমজ্ঞকে পাপাচারী ও প্রজার অহিতকারী দেথিয়া, নির্বাসিত করেন। অংশুমান্ নামে তাহার এক পুত্র ছিল। এ পুত্র অতিশয় প্রিয়বাদী ও সকলের স্বেহের পাত্র হইয়া উঠে।

সগর রাজা অশ্বনেধ বজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, অংশুসান্কে বজ্ঞীর অধ্বর অনুসরণ করিতে বলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বজ্ঞবিত্র সম্পাদনের জন্ম রাক্ষনী মৃতি গ্রহণ করিয়া, সেই অশ্ব অপহরণ করিলেন। তথন উপাধ্যায়গণ সগরকে বলিলেন—'মহারাজ! আপনি অপহারককে সংহার করিয়া, শীপ্র অশ্ব আনয়ন করুন। নতুবা আপনার ইপ্ত হইবে না।' তথন রাজা সগর

<sup>\*</sup> এক স্থলে তাহাকে স্বান্তির অবতার বলা হইয়াছে — অগ্নি: স কশিলো নাব সাংখাশাস্ত্র-প্রবর্ত ক ইতি স্থতে:। কিন্তু বিজ্ঞানভিচ্ছ এ মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন— ৬। শুত্রের ভিক্ষভাষ্য।

সভামধ্যে বাইসহস্র প্রক্রকে আহ্বানপূর্বক আদেশ করিলেন—'তোমরা এই সাগরাম্বরা বস্তব্ধরার সকল স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া, অম্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হও। যে পর্বন্ত সেই অত্থাপহারকের দর্শন না পাও, তাবং এই পৃথিবী খনন কর'। সগর-সম্ভানেরা তাহাই করিতে লাগিল।

ততঃ প্রাপ্তত্তরাং গন্থা সাগরা প্রথিতাং দিশম্।
রোষাদভাধনন্ সর্বে পৃথিবীং সগরাত্মধ্বা: ।
তে তু সর্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলা:।
দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাস্থদেবং সনাতনম্।
হয়ঞ্চ তন্তা দেবত চরস্তম্ অবিদূরতঃ।—আদিকাণ্ড, ৪০।২৪-৬

সগরাত্মদের। পূর্বোত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া পৃথিবী খনন করিতে লাগিল এবং তথায় কপিলরূপধারী সনাতন বাস্থদেবকে নিরীক্ষণ করিল এবং দেখিল, তাহারই অদ্রে সেই বজ্ঞীয় অশ্ব বিচরণ করিতেছে। তাহারা কপিলকেই অশ্বাপহারক মনে করিয়া, 'তিষ্ঠ' 'তিষ্ঠ' বলিয়া তাহার দিকে ধাবমান হইল। কপিল তাহাদিগের এই বাক্য প্রবণ করিয়া মহাক্রোধে হুয়ার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হুয়ার করিবা-মাত্র সগর-সম্ভানগণ ভুশীভূত হইয়া গেল।

শ্রুষা তদ্বচনং তেবাং কপিলো রঘুনন্দন!
রোবেণ মহতাবিষ্টো হুদ্ধারমকরোৎ তদা ।
ততন্তেনাপ্রমেয়েন কপিলেন মহাত্মনা।
তত্মরাশীক্ষতাঃ সর্বেঃ কাকুংস্থ! সগরাত্মগাঃ ॥

—बाहिकाख, ४०।२२, ७०

ইহার পর অংশুমান্ কপিলকে প্রসন্ন করিয়া, কিরপে যজ্ঞীয় অখ সগর-রাজার নিকট ফিরাইয়া আনেন এবং কিরপে তিন পুরুষব্যাপী চেষ্টা ও তপস্থার ফলে গঙ্গাদেবী ভগীরথের তপস্থায় তুষ্ট হইয়া, পৃথিবীতে অবতরণ ক্ষতঃ ভস্মীভূত সগর-সম্ভানগণকে উদ্ধার করেন—এ সকল কথা বর্তমান Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ৪৮ শীৰ্ষ্ট্য পৰিচয়

প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনীয় নহে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও কপিনের উল্লেখ আছে :—

ৰভেরং বস্থধা কৃৎসা বাস্থদেবস্ত ধীমতঃ।
মহিধী মাধবন্তেপ্তা স এব ভগবান্ প্রভৃঃ।
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্॥

মহাভারতের বনপবে সগর রাজার যজ্ঞীর অশ্বের সম্পর্কে আনর কপিলের যে বিবরণ প্রাপ্ত হই, সে বিবরণ রামায়ণের বিবরণেরই অমুরূপ।

ততঃ পূর্বে ত্তিরে দেশে সম্জ্র মহীপতে !
বিদার্য পাতালমথ সংক্রুদ্ধাঃ সগরাত্মদ্ধাঃ ॥
অপশ্রম্ভ হরং তত্র বিচরস্তং মহীতলে ।
কপিলং চ মহাত্মানং তেজোরাশিমন্ত্রমম্ ।
তেজসা দীপ্যমানং তু জ্ঞালাভিরিব পাবকম্ ॥—৯৩।৫৩-৫৫

'সম্ব্রের পূর্বোন্তর দেশে পাতাল বিদারণ করিলে, ক্রুদ্ধ সগর-সন্তানগণ সেই যজ্ঞীর অশ্বকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইল এবং জ্ঞালা-সমাকুল অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান তেজ্ঞপুঞ্জ মহাত্মা কপিলকে দর্শন করিল।' তথন কাল-প্রেরিত সগর-সন্তানগণ মহাত্মা কপিলকে জনাদর করিয়া, অশ্বগ্রহণ-মানসে ধাবিত হইল।

ততঃ কুন্ধো মহারাজ কপিলো মৃনিসভমঃ।
বাস্বদেবেতি যং প্রান্থ: কপিলং মৃনিপুঙ্গবম্ ॥
স চক্ষ্বিকৃতং কৃতা তেজন্তের্ সমৃৎস্তজন্।
দদাহ স্বমহাতেজা মন্দব্দীন্ স সাগরান্ ॥—৯৩।৫৭-৮

'তখন মৃনিসত্তম কপিল ( যাহাকে বাস্থদেব বলা হয় ) ক্রুদ্ধ হইয়া, চক্ষ বিকৃত করতঃ, তাহাদের উপর তেজোবর্ধণ করিলেন এবং সেই মন্দর্গি সগর-সম্ভানগণকে দম্ম করিয়া ফেলিলেন।'

রামায়ণ ও মহাভারতে সগর-সম্ভানগণের সম্পর্কে আমরা মৃনিপুঞ্চয ক্পিলের যে বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে তিনি বে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক বা সাংখ্যজ্ঞানের প্রচারক, তাহার কোন উল্লেখ পাইলাম বা। তবে মহা-ভারতের অক্সত্র কপিলশ্ববি যে সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা, তাহার উল্লেখ আছে—

সাংখ্যস্ত বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ পুরাতনঃ।—শান্তিপর্ব এবং তংশিষ্য-প্রশিশ্ব আস্থরি ও পঞ্চশিখের নামোল্লেখ আছে— আস্থরির্মণ্ডলে তন্মিন্ প্রতিপেদে তদব্যয়ং। তন্ত্য পঞ্চশিখঃ শিশ্যো মামুশ্রপর্যাভৃতঃ॥

শান্তিপর্বে নোক্ষধর্মপর্বাধ্যারে সাংখ্যমতের সবিশেষ বিবরণ আছে; সে বিষয়ের এখানে আলোচনা করিব না। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থেই কপিলকে বাস্থদেব বলা হইল। ভাগবতের প্রথম স্কন্মের তৃতীয় অধ্যায়ে—যেখানে ভগবানের অবতার-সমূহের গণনা আছে, তাহার মধ্যে আমরা কপিলের উল্লেখ পাই।

পঞ্চম: কপিলো নাম সিদ্ধেশ: কালবিপ্পৃত্য্।
প্রোবাচাস্থরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্ ॥—ভাগ, ১।৩।১০
[ এই অবতারগণ পরমপুরুষের অংশকলা—এতে চাংশকলা: পুংস: ]

অবতার-গণনায় কপিল পঞ্চম অবতার, সিদ্ধগণের অগ্রণী—তিনি কালবিপ্নৃত সাংখ্যজ্ঞান আস্থরিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ভাগবতের তৃতীয় ব্দদ্ধে (২৫ হইতে ৩৩ অধ্যায়ে) প্রসিদ্ধ দেবহুতি-কপিল-সংবাদ। সেখানে কপিলদেবের যে বিবরণ আছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি বে, তিনি কর্দম প্রজাপতির উরসে দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

কপিল: তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবান্ আত্মমাররা।
জাত: স্বরমজ: সাক্ষাৎ আত্মপ্রজপ্তরে নৃগাম্ ॥—ভাগ, ৩।২৫।১
'অজ্ (জন্মরহিত) ভগবান্ জীবকে আত্মজ্ঞান দিবার জন্ম, নিজ মারা
দারা তত্ত্বসংখ্যাতা কপিলব্ধপে জন্মগ্রহণ করিলেন' এবং ষ্থাকালে জননী

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
ে সাংখ্য পরিচয়

দেবহুতির অজ্ঞান অপনোদন জন্ত, তাঁহার নিকট সেই সাংখ্যজ্ঞা উপদেশ করিলেন।

> তত্তামান্তং বং প্রবদন্তি সাংখ্যং প্রোবাচ বৈ ভক্তিবিতানযোগম্।—ভাগ, ৩।২৫।৩১

ভাগবতে সাংখ্যমত বেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রচন্তি সাংখ্যমতের করেক বিষয়ে মর্মান্তিক প্রভেদ আছে। এ স্থানে তাহা আলোচ নহে। এখানে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে কপিলদেবের বে বিদ্ধা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই সঙ্কলন করিলাম মাত্র।

# পঞ্চম অধ্যায়

#### সাংখ্যীয় তুঃখবাদ

সাংখ্যাশান্ত্রের আরম্ভ ত্থেবাদে – পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বাহাকে Pessimism বলেন। এ বাদের মুখ্য কথা এই, জগং ত্থেষয়। জগতে স্থুখ আদৌ নাই, তাহা নহে; তবে স্থুখ অত্যন্ত্র,— ত্থেই বেশী। ত্থেবাদের বিপরীত মতকে Optimism (শুভবাদ বা স্থুখবাদ) বলে। শুভবাদীরা বলেন, জগতে ত্থেখ আছে বটে; কিন্তু স্থুখের তুলনার তাহা অকিঞ্চিংকর। এক পক্ষে সার্ জন্ লাবাক্-এর (Sir John Lubback) মত লোক জীবনের স্থুখরাশির (Pleasures of Life) গণনা করিতেছেন; অন্তপক্ষে সোপেন্হয়ার্ (Shopenhauer) এবং হার্টম্যান্ (Hartman) বলিতেছেন যে, জীবন-দীপের নির্বাণই শ্রেমস্কর। এ দেশের দার্শনিকদিগের মধ্যে চার্বাক্কে স্থুখবাদী বলিতে পারা যায়। চার্বাক্-দর্শন বলেন যে, জগতে ত্থে আছে বটে, কিন্তু ত্থের ভয়ে স্থুকে আলিঙ্গন না করা মূঢ়তা। পুন্পে কীট থাকে বলিয়া, আমরা কি পুন্পের আল্লাণ লইব না ?

সে যা' হ'ক, সাংখ্যেরা কিন্তু নিপট ছঃখবাদী—তাঁহারা বলেন, ছঃখই
জগতের স্বভাব। এ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকা নিখিয়াছেন—

তত্র জরামরণকৃতং তৃংখং প্রাপ্নোতি চেতনং পুরুষ:।

লিক্ষ্মাবিনিরুত্তে স্তম্মাদ্যংখং স্বভাবেন ॥—কারিকা, ৫৫ - - - -

'জীব ষডদিন শরীর থারণ করে, ততদিন তাহাকে জরা-মরণ জন্ম হংখ ভোগ করিতেই হয় ; অতএব তুংখ-ভোগ জীবের স্বভাব।'\*

<sup>\*</sup> Pain is the fundamental fact in life. Wherever life is, there is pain. Canon Street's Reality, p 57.

সাংখ্যেরা বলেন, জগতে স্থথ আদৌ নাই,—তাহা নর ; তবে দ্ব কদাচিং কাহারও ভাগ্যে মিলে। সে স্থথও আবার অতি অন্ন ও দ্বং সংভিন্ন। তাহাও আবার স্থায়ী হয় না। অতএব সে স্থথ দুংখপদ্ধে ধর্তব্য। তাই স্তুকার বলিয়াছেন—

কুত্রাহপি কোহপি স্থখীতি। তদপি ত্বংশননম্ ইতি ত্বংশপক্ষে নিদ্ধি পন্তে বিবেচকাঃ।—সাংখ্যস্তুত্র, ৬।৭-৮

অন্তত্র স্ত্রকার বলিতেছেন—

সমানং জরামরণাদিজং তুঃখম -- ৩।৫৩

উদ্ধাধো-গতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরাস্তানাং সর্বেধামেব জরামরণাদিজং ফুং সাধারণম্—বিজ্ঞান-ভিক্ষ্।

উচ্চ নীচ, উর্দ্ধ অধঃ—সকলেরই তৃংখ সাধারণ (common property) সাংখ্যমতাহ্বায়ী পাতঞ্জল-দর্শন এই মতের প্রতিধ্বনি করিরা বলেন— তৃঃখ্যমেব সর্বং বিবেকিনঃ\* —২।১৫

হেয়ং হঃথম্ অনাগতম্—২।১৬

\* বিবেকিনঃ ন তু সংসারিণঃ। যাহারা সুলদশাঁ, সংসারী,—তাহারা হয় চ ছঃখাদর্ক স্থাকে স্থা ভাবিয়া বছমান করিতে পারে, কিন্তু স্থাদর্শাঁ বিবেকীর চাই সে বৃত্ত হুংখেরই পূর্বরপ্রপা—অতএব হেয়়। সেইজন্ম বাসভাব্য বলিতেছেন—অক্লিপাত্রকল্পা

বোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যের এক স্থলে জৈগীষ্ব্য ঋষির এক আখ্যান উদ্ধৃত হইরাছে। জৈগীষ্ব্য নামে দশমহাকল্পজীবী এক জাতিশ্বর মহর্ষি ছিলেন। তাঁহাকে একদিন আবট্য ঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আপনি ত' এই স্থদীর্ঘ কালে অশেষবিধ বোনিতে ভ্রমণ করিয়া, অশেষ প্রকারের ভোগ উপলব্ধি করিয়াছেন। আপনার উপলব্ধির সার মর্ম কি ?" ইহার উত্তরে মহর্ষি জৈগীষ্ব্য বলিয়াছিলেন :—"আমার অভিজ্ঞতার সার মর্ম তৃংখ। যত যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছি, যত ভোগ উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার মূলে তৃংখ।" \*

অন্যান্ত ভারতীয় দর্শনেও এই তৃংখবাদের সমর্থন দেখা যায়। স্থায়দর্শনের দিতীয় স্থত্ত এইরূপ —

তুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তিদোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াৎ অপবর্গঃ।—ন্তায়স্থতা, ১।১।২

হয়, অথচ ভোগদারা সে আকাজনের তৃত্তি ঘটে না—ন জাতু কানঃ কানানান্
উপভোগেন শামাতি—ইহাই পরিণাম-দ্রঃধ। ভোগকালে ভোগের পরিপত্তী নিবরে
কতঃই দেব উৎপন্ন হয়—ইহাই ভাপ-দ্রঃধ। ভোগমাত্রেরই—ভা সে ভোগ সুথকর
হো'ক বা দুঃথকর হো'ক—একটা সংস্কার চিন্তে নিরুত্ হইয়া যায়, এবং ভাহার
ফলম্বরূপ যে ভাবী দুঃধ—ভাহাই সংস্কার-দুঃধ। ইহা ছাড়া সমস্ত চিন্তবৃত্তি যথন
সন্ত, রজঃ ও তমের দারা অত্বিদ্ধ—অতএব মুগপৎ সুথ-দুঃধ-মোহাত্মক, তথন কোন
ভোগই দুঃধাত্বিক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। উক্ত কারণ-চতুইয়ের প্রতি লক্ষ্য
করিয়া বিবেকী ব্যক্তি বিষয়-জনিত সুথভোগ কালেও ভাহার দুঃধাত্মকতা অত্তব
করেন। ভাই বলা হইল— দুঃধ্যের স্বর্থং বিবেকিনঃ।

\* অথ ভগবান্ আবট্য গুন্ধর: তমুবাচ—দশস্থ মহাসর্গেরু ভব্যথাদ্ অনভিভূতবৃদ্ধিসন্তোন দ্বা দেবমন্থ্যের পূনঃ পূনঃ উৎপদ্যমানেন স্থবঃখয়োঃ কিম্ অধিকম্
উপলক্ষমিতি। ভগবস্তমাবট্যং জৈগীবব্য উবাচ—দেবমন্থ্যের পূনঃ পূনঃ উৎপদ্যমানেন
বিংকিঞ্জি অন্তভূতং তৎ সর্বং হঃখমেব প্রত্যবৈদি।—৬/১৮ স্ত্রের ব্যাসভাব্য

ইহা হইতে দেখা বাইতেছে যে, স্থারদর্শনের মতেও সংসার জ্বন্ধ নৈয়ায়িকের মতে স্থখাত্রেই ত্থান্থ্যক্ত; অতএব গৌণরূপে স্থখকেও ত্ব বলিয়া গণ্য করা উচিত। জন্মিলেই ত্থা বিদি ত্থথের নাশ করিতে র তবে জন্মের বারণ করিতে হইবে। সেইজন্ম স্থায়দর্শন জন্মের জ্বে অমুসদ্ধানে প্রবৃত্ত হইরা, কিরূপে জন্মের এবং তাহার চির-সহচর ত্বার বারণ হইতে পারে, তাহারই উপায়-উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনের মতেও সংসার তৃঃথময়। সেই তৃঃথের অত্যন্ত নির্নায় নিঃশ্রেষ্মন।

নিংশ্রেসম্ আত্যন্তিকী তৃঃথনিবৃত্তিঃ—শঙ্কর মিশ্র-কৃত বৈশেষিক স্ক্রে পঞ্চার, ১৷১৷২

ঁ সকলেই অবগত আছেন, পূর্বমীমাংসাদর্শনের প্রতিপাত্য—যজ্ঞ।

স্বৰ্গকামো বজেত—'স্বৰ্গপ্ৰাপ্তির সাধন বজের অনুষ্ঠান কর।' কার বজের দারা স্বৰ্গলাভ হয়। স্বৰ্গ স্থ্যধাম, সেধানে ত্বংথের লেশমাত্র নাই সেধানে চাহিলেই স্থ্য মিলে।

> यन्न प्रः त्यन मिखनः न ह श्रेष्ठम् व्यनस्त्रम् । व्यक्तिमार्यापनीज्यः जर स्वयः स्वः प्रानम्वामम्

'বে স্থাব্য ছংখের মিশ্রণ নাই, বে স্থাব্য ক্রংখে পরিণত হয় না, দি স্থাব্য ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হয়, স্থাবলিতে সেই স্থাব্য বুঝায়।' সামা ছাজালা স্থাব্য ক্রান্ত ক্রমালয় স্থাব্য সামালা ক্রান্ত ক্রমালয় স্থাব্য অধিকারী হইতে পারে, ইহাই মীমাংসা-দর্শনের উদ্দেশ্য। অভ্যাব্য মাতেও সংসার ছংখময়।

ষড় দর্শনের শেষ দর্শন উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। বেদান্তদর্শনের ভিত্তি হংথবাদ,—বেদান্তদর্শনের মতেও সংসার হংথময়। শঙ্করা<sup>চার</sup> সংসারকে উত্তালতরঙ্গসঙ্গুল আবর্ত বহুল নক্ত-কুন্তীর-ভীষণ সমুদ্রের স্থি CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi তুলনা করিয়াছেন। এই সংসার-সমৃদ্রের তরম্বাভিঘাতে জীব সর্বদাই সম্রস্ত হইতেছে। বেদান্তসার বলিতেছেন —

অরম্ অধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসম্ভগ্তোদীগুশিরা জলরাশিমিব উপহার পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং বন্ধনিষ্ঠং গুরুষ্ উপস্থতা তমমুসরতি।—১১

অর্থাং, যাহার শিরে অগ্নি প্রজ্ঞলিত হইয়াছে, সে বেমন ব্যাকুল হইয়া জলরাশির অন্বেষণ করে, সংসারানল-তাপিত অধিকারী পুরুষও সেইরূপ সন্গুরুর অন্বেষণ করেন।

বেদান্তদর্শনের প্রথম স্থা, "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"—"অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" কিসের অনন্তর ? সংসাররূপ দাবদহনে পুনঃ পুনঃ দয় হইয়া
চিত্তে বৈরাগ্য ও সংসার হইতে মোক্ষেচ্ছা উদয় হইবার অনন্তর। কারণ,
সংসার তৃঃখালয়, অনিত্য, অস্থা। গীতা বলিতেছেন—তৃঃখালয়মশাশ্বতম্—
অনিত্যম্ অস্থাং লোকম্। অতএব বেদান্তদর্শনেরও আরম্ভ তৃঃখবাদে।

সাংখ্যের তৃঃথবাদে ও বেদান্তের তৃঃথবাদে বেশ একটু প্রভেদ আছে —
তাহা আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। বেদান্তো নাম উপনিষদ্—
উপনিষদ্ই প্রকৃত বেদান্ত। এই উপনিষদ্ বলিতেছেন—অতোহন্তং
আর্তম্—কৃথস্বরপ ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু, সমস্তই আর্ত (তৃঃথময়)। কারণ,
অমৃতের পূত্র জীবের মধ্যে অদম্য ব্রহ্মকৃথা (hunger for the Absolute) সর্বক্ষণ সন্ধুক্ষিত হইতেছে। সেইজন্ত জীব ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেমীর
সহিত সমন্বরে বলে—যেনাহং নামৃতা স্তাং তেন কিং কুর্যাম্—'বাহার
দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না, তাহা লইয়া আমি কি করিব ?' সেইজন্ত
জীবের যুগব্যাপী অভিজ্ঞতা এই যে, ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মন্থন্যঃ—বিত্ত
(Possessions) দ্বারা মান্ত্রের কথনও তৃপ্তি হয় না, হইতে পারে না;
কারণ, অমৃতত্বস্ত তু নাশান্তি বিত্তেন—'বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা
কোথার ?' সেইজন্ত ঋষিবালক নচিকেতাকে যম রাজ্য, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়ভোগ
প্রভৃতি নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করিলে—মহাভূমৌ নচিকেত স্বমেধি

—ইমা রামা: সরথা: সত্র্বা ইত্যাদি—নচিকেতা দৃঢ়তার সহিত বিদ্যা ছিলেন—'খোভাবা মত্র'য়'—এ সকলই ত' নশ্বর—অমৃতের পুত্র আদি— ভঙ্গুর ভোগে আমার কি হইবে ? উপনিষদ্ আরও বলিতেছেন যে, ক্রি বিষয়-ভোগে আমরা বে ক্ষণিক স্থথের আস্বাদ পাই, তাহার কারণ এই রে সমস্ত বস্তুর মধ্যে স্থথস্বরূপ যে ব্রহ্ম প্রচ্ছের আছেন, বিষয়ের সংস্পর্শকার আমরা তাহাকেই স্পর্শ করি এবং সেইজগুই বিষয়ে স্থথ হয়। এই ক্রি

অস্ত্রৈব আনন্দশু অগ্রানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি—বৃহ, ৪।৩।৩২
'সমস্ত ভূত সেই আনন্দময়ের কণিকা হইয়া জীবিত আছে।' র্চিন রসম্বরূপ, আনন্দময়। বিষয়ের মধ্যে, ভোগ্যবস্তুর মধ্যে, তাঁহার রসের র কণা প্রচ্ছন্ন আছে, জীব তাহারই আম্বাদ করিয়া আনন্দী হয়।

রসো বৈ সং। রসং ছেবারং লব্ধানন্দী ভবতি—তৈন্তি, ২।৪।৭ সেইজন্মই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

## অতঃ অন্তঃ আত্ম।

শুধু হিন্দু-দর্শন নহে, বৌদ্ধ-দর্শনেরও ঐ স্থর। তাহারও ভিঞ্চি হংথবাদ। বস্তুতঃ বৃদ্ধদেব বোধিক্রমতলে সম্বোধি-লাভের পর যে আধি সত্যচত্ইয় প্রচার করিয়াছিলেন—'তৃথ্থ, তৃথ্থ-সম্প্পাদ, তৃথ্থাতিক্রম তৃথ্থোপদমগমী মগ্গ'\* —বাহা সমস্ত বৌদ্ধশিক্ষার মূল এবং সমস্ত বৌদ্ধ

<sup>\*</sup> এই পালি শব্দত্ষ্টয়ের সংস্কৃত প্রতিশব্দ এই ঃ—ছ্:খ, ছ:খ-সমুৎপাদ (ছারে নিদান), ছ:খাতিক্রম (ছ:খের অতিক্রম বা নিরোধ), এবং ছ্:খোপশমগামী মার্থ (ছ:খ-নিরোধের উপায়)। বৃদ্ধেবের প্রচারিত এই আর্থ-সত্য-চত্ষ্টয়ের সহিষ্ণ পাতপ্রল দর্শনের হেয়, হেয়হেত্, হান ও হানোপায়—এই পদার্থ-চত্ষ্টয়ের বেশ নাদৃশ্য আছে। যেমন চিকিৎসাশাল্প চত্ব্রিহ—রোগ, রোগহেত্, আরোগ্য ও ভিষল্পা—নেইরূপ যোগশাল্পও চত্ব্রিহ—সংসার, সংসারহেত্, মোক্ষও মোক্ষোপারা এ সম্বন্ধে ব্যাসভাষ্য বলিতেছেন—যথা চিকিৎসাশাল্পং চতুর্রহং—রোগঃ, রোগহেত্ন

দর্শনের ভিত্তি,— তাহার প্রথম কথাই হংথ, অর্থাৎ সংদার হংখমর, জগৎ তৃংখালর এবং ঐ হৃংখের নিদান অমুসন্ধান করিয়া তাহার অতিক্রমের উপায় উদ্ভাবন করা আবশুক।

অতএব সাংখ্যোক্ত হঃথবাদ সমস্ত ভারতীয় দর্শনেরই অমুমোদিত। সাংখ্যগ্রন্থে হঃথবাদ সম্বন্ধে নিমোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত দেখা যায়—

কাকমাংসং শুনোচ্ছিষ্টং স্বল্প: তদপি তুল ভিম্।

জগতের স্থপ কাকমাংসের সহিত তুলনীয়। কাকমাংস স্বভাবতঃই তিজ্ব ও বিস্থান। সেই মাংস যদি কুর্কুরের উচ্ছিট্ট হয়, তবে থাইতে কেমন হয় ? আবার সেই উচ্ছিট্ট মাংস যদি পরিমাণে অত্যন্ন হয়, অর্থাৎ, তাহার কট্টসাধ্য ভোজনে উদরের পূর্তির যদি না সম্ভাবনা থাকে এবং চেট্টা করিয়াও যদি সেই মাংসের সন্ধান না মিলে, তবে ভোজনকারীর বে অবস্থা হয়, স্বধের সম্বন্ধে মান্ত্যেরও সেই অবস্থা।

সাংখ্যেরা বলেন,—হঃখমর জগতের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যার ধে, ছঃখ ত্তিবিধ।

অধ্যাত্মম্ অধিভূতম্ অধিদৈবঞ্চ—তত্ত্বসমাস, গ সেইজন্ম কারিকা বলিতেছেন—

হ:থত্রয়াভিঘাতাং--->

স্ত্রকারের গণনাও ঐরপ—

অথ ত্রিবিধ-হ:থাত্যন্তনিবৃত্তি:-->।>

এই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক হংশই শিবের ত্রি-শূল। এই ত্রিশ্লের আঘাতে জীব অহরহং পীড়িত হইতেছে।

আধ্যাত্মিক তুঃথ ছিবিধ—শারীরিক ও মানসিক।

আরোগ্যং ভৈষজামিতি এবন্ ইদম্পি শাস্ত্রং চতুর্গৃহবেব। তদ্ যথা সংসার-হেতুং যোক্ষঃ মোকোপায় ইতি। তত্র ছঃখবছল: সংসারো হেয়ং। প্রধানপুরুষরোঃ বংবোগঃ বেয়হেতুঃ। সংযোগভাতান্তিকী নিবৃত্তিধানং। হানোপায়ঃ স্বাগ্ দর্শনিব্। শারীরং বাতপিত্তশ্লেশ্ববিপর্যরক্বতং জরাতিসারাদি। মানসং <sub>প্রির</sub> বিয়োগাপ্রিয়সংযোগাদি—গৌড়পাদ।

ধাতৃবিপর্যমন্তনিত জরাদি পীড়া শারীর হৃঃথ এবং প্রিয়বিয়োগ ও অগ্রিন সংযোগজনিত হৃঃথ মানসহঃথ।

অন্ত ভূত বা প্রাণী হইতে উৎপন্ন হৃঃথ আধিভৌতিক হৃঃথ এবং শীতোঞ্চ -বাতবর্বাদি জনিত হৃঃথ আধিদৈবিক হৃঃথ।

আধিতৌতিকং চতুর্বিধং ভূতগ্রামনিমিত্তং মন্থগ্রপশুমগপক্ষিসরীস্পদ্দশ্দ মশক-যুকা-মংকুণ-মংশু-মকর-গ্রাহ-স্থাবরেভ্যো জরায়ুজাওজস্বেদজোদ্ভিজ্জ্জ্য সকাশাত্বপজায়তে ॥ আধিদৈবিকং। দেবানামিদং দৈবিকং। দিবং প্রভন্দ তীতি বা দৈবং। তদধিকৃত্য যত্বপজায়তে শীতোক্ষবাতবর্ধাশনিপাতাদিক্ষ্॥

আধিভৌতিক দুঃখ চতুর্বিধ ; কারণ, ঐ দুঃধ জরায়ুজ, অগুজ, স্বেদজ খ উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ ভূত হইতে উৎপন্ন হয়। যে ত্রংথের মূল দেবতা অধ্ব দৈব হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাই আধিদৈবিক দুঃখ–শীত, উঞ্চ, বাত, বৰ্ণ, বজ্ঞাঘাত প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন। এ বিষয়ে অনিক্লদ্ধ আর একটু স্কল্প করিয়া বলেন—ছু:থ একবিংশতি প্রকার। তথাহি হেয়ং ছু:খমনাগতম্ একবিংশডি প্রকারং—শরীরং, ষড়িন্দ্রিরাণি, ষড়্বিষয়াং, ষড়্ব্দ্ধয়ং, স্থং তুংথঞ্তি। তর শরীরং ত্থায়তনতাৎ ::খং ইক্রিয়াণি, বিষয়া বৃদ্ধয়শ্চ তৎসাধনভাবাদু;গং ছঃখানুষঙ্গাৎ, ছঃখং যাতনাপীড়াসম্ভাপাত্মকং মুখ্যত এবেতি। অর্থাৎ, শরীর, চক্ষ্, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক্ ও মনঃ—এই ছয় ইন্ত্রি এবং রূপ, রদ, গন্ধ প্রভৃতি ঐ ছয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ছয় বৃদ্ধি এবং স্থ্ ছঃথ—ছঃথের এই একবিংশতি প্রকার ভেদ। শরীর যথন ছঃথের আয়তন তখন ত' ছঃখ বটেই। ইল্রিয়, বিষয় ও বুদ্ধি যথন শরীরে সাধন—তথন তাহারা অবশ্রই ত্থাত্মক। স্থপও ত্থে—যেহেতু তাহ হংখাহ্বক ; আর হুঃখ ত' হুঃখ বটেই, যেহেতু তাহা যাতনা, পীড়া <sup>ও</sup> সন্তাপকর।

সে যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে তুঃখ আমাদের উপাদের নহে—হের;
আমরা তুঃখ চাই না, তুঃখনিবৃত্তি চাই। সেইজন্ত স্ত্রকার বলিতেছেন—
অথ ত্রিবিধ-তুঃখাতান্ত-নিবৃত্তিরতান্ত-পুরুষার্থ:—১।১
অত্যন্ততঃখ-নিবৃত্তা ক্রতক্রতাতা—৬।৫

জীব তথনই কৃতকৃত্য হয়, যখন তাহার অত্যন্ত তৃ:খনিবৃত্তি হয়—কারণ, তৃ:খনিবৃত্তিই জীবের পুরুষার্থ।

কারিকা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

তঃখত্ররাভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদভিঘাতকে হেতৌ—১

জীব ত্রিবিধ তৃংথের অভিঘাতে পীড়িত হইরা তৃংথহানির উপার অন্ধ্র-সন্ধান করে এবং সেই উপার আরত্ত করিতে পারিলে, তবেই কৃতকৃত্য হয়। তাই তত্ত্বসমাস বলিতেছেন—এতৎ সম্যক্ জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ স্থাৎ ন পুনস্ত্রিবিধেন তৃংথেনামুভূয়তে।

ত্ঃথহানির উপায়-অন্নেষণে প্রবৃত্ত হইয়া মান্থম দেখে যে, তঃখনিবৃত্তির জন্ম সাধারণতঃ সে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পারে—প্রথম দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় এবং দিতীয় অদৃষ্ট বা বৈদিক উপায়। লৌকিক উপায় ওয়ধ সেবন দ্বারা সে শারীরিক তঃথের এবং ইষ্টসাধন দ্বারা সে মানসিক তঃথের নিবৃত্তি করিতে পারে বটে। এইরপ, সশস্ত্র হইয়া এবং সাঁজোয়া পরিয়া সে ব্যাদ্রবৃক্ষাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে এবং উণাবস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া শীত এবং ছত্রাদি ধারণ করিয়া বাত-বর্ষার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে বটে; কিন্তু এই সকল লৌকিক উপায় দ্বারা বে তঃখনিবৃত্তি হয়, তাহা সাময়িক মাত্র—আত্যন্তিক নিবৃত্তি নহে। আজ্ব পরিপাটি ভোজন করিয়া ক্ষ্ধা-তৃষ্ণার নিবারণ করিলাম বটে, কিন্তু কাল ম্ব্রা ক্ষ্থিপিগাসার অভিঘাত সহিতে হইবে। সেইজন্ত স্ব্রকার বলিতেতেন—

न मृष्टो९ जश्मिकिः निवृत्खंशि षञ्चवृत्तिमर्ननार->।२

আরও দেখা যার, শুধু যে এই সব লৌকিক উপারের ফল অস্থারী, তার নহে—সেই সকল উপার আবার অব্যভিচারীও (unfailing) নহে। আছ কুইনাইন-সেবনে জ্বর ত্যাগ হইল, কিন্তু মন্তু সময়ে ১০০ গ্রেণেও বিজ্ঞা হইল না। সেইজন্ত স্ত্রকার বলিতেছেন—

সর্বাসম্ভবাৎ তৎসম্ভবেহপি অত্যন্তাসম্ভবাৎ হেন্ধ: প্রমাণকুশলৈ: —১।৪ কারিকা এই কথার নিম্বর্ধ করিয়া বলিয়াছেন —

দৃষ্টে দাপার্থা চেৎ ন একাস্তাত্যস্ততোহভাবাৎ—কা, ১ অতএব, ছংখনিবৃত্তির দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় যখন একাস্তিক ও আত্যস্তিক নহে, তখন তদ্বারা ছংখনিবৃত্তির আশা হুরাশামাত্র।

তুংথনিবৃত্তির যে অদৃষ্ট বা বৈদিক উপায় অর্থাৎ, যজ্ঞাদির অমুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও পর্যাপ্ত নহে। যজ্ঞাদির অমুষ্ঠানের ফলে যজমান স্থাধাম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু তথাপি এ উপায় সত্পায় নহে। কারণ, উহা ত্রিবিধদোষ-তুষ্ট।

দৃষ্টবদ্ আনুশ্রবিকঃ স হৃবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়য়ুক্তঃ—কারিকা, ২
'লৌকিক উপায়ের স্থায়, আনুশ্রবিক বা বৈদিক উপায়ও পর্যাপ্ত নহে।
অধিকস্ক উহাতে ত্রিবিধ দোষ আছে—অতিশয়, অবিশুদ্ধি ও অস্থায়িষ।'
কর্মের তারতম্য-অমুসারে অর্জিত স্বর্গলোকেরও তারতম্য বা অতিশয় ঘটে।
তাহার ফলে কেহ উচ্চতর, কেহ নিয়তর স্বর্গের অধিকারী হয়। তাহাতে
পরম্পরের উৎকর্ম-অপকর্ষের ভেদ-দর্শনে স্বর্গবাসীর তৃঃখায়ভব অপরিহার্ম।
দ্বিতীয় কথা, বজ্জসাধনের জন্ম যাজ্ঞিককে অবশ্রই জীবহিংসা করিতে হয়।
অতএব, হিংসাবছল যজ্ঞায়প্রচানে যেমন পুণ্য আছে, তেমনি পাপের স্পর্শপ্র
ম্বিশ্চিত। আর সেই পাপের ফলে তৃঃখভোগ অনিবার্ম। কিন্ত বৈদিক্
উপায়ের মারাত্মক ফ্রেটি এই যে, যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহার
ভোগ স্থায়ী হয় না। কর্মবাদীরা যে বলেন—অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্মায়্র
বাজিনো ফলং ভবতি—চাতুর্মাম্য-যাগকারীর অক্ষয় ফল হয়—ইহা অর্থবাদি
CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

মাত্র । কর্মবাদীরা বলেন বটে—অপাম সোমন্ অমৃতা অভূম বজ্ঞীর সোম পান করিলে অমৃতত্ব লাভ হয় – কিন্তু সে অমৃতত্ব আপেক্ষিক অমৃতত্ব — চিরস্থায়ী নয়। আভূতসংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে— 'প্রলয়াবধি স্থিতিকে অমৃতত্ব বলা বায়।' পুণাকর্মের ফলভোগান্তে কর্মীর পতন অবশাস্তাবী। অতএব কর্মীকে আবার তৃংখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। সেইজন্ম সাংখ্যাচার্মেরা বলেন বে, তৃংখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক উপায় বেমন যথেষ্ট নহে, তেমনি বৈদিক উপায়ও বথেষ্ট নহে।

অবিশেষশ্চোভয়ো: — সাংখ্যস্তত্ত্ব, ১৷৬

স্ত্রকার আরও বলিতেছেন—

নাত্রশ্রবিকাদ্ অপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যথেনার্ভিবোগাদ্ অপুরুষার্থত্বম্ — ১৮২

'বৈদিক উপায় বজ্ঞাদির দারা তাহার সিদ্ধি সম্ভবপর নহে; কারণ, যাহা কর্মসাধ্য, তাহা অস্থায়ী — তাহার ফলে আবৃত্তি (পুনর্জন্ম) অবশাস্তাবী।' দেখ, তুঃখাং তুঃখং জলাভিবেকবন্ন জাড়াবিমোকঃ—১৮৪

ক্রলসেকের দারা শীত-নিবারণের আশা বেমন ছরাশা, এই সকল উপায় দারা ছঃথনিবৃত্তির আশাও তদ্ধপ।

তবে হংখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় কি ? বে উপায় অবলম্বন করিলে, হংখের আতান্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি হইবে ? সেই উপায়নির্দারণের জন্মই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তনা।

সাংখ্যাচার্যদিগের মতে ত্বঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়—জ্ঞান।

জ্ঞানাং মৃক্তি—সাংখ্যস্ত্ত্র, ৩২৩ জ্ঞানেন চাপবর্গঃ—কারিকা, ৪৪

কিসের জ্ঞান ? ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ—কারিকা, ২ প্রকৃতি-পূরুষের বিবেকজ্ঞান বা অন্যতা-খ্যাতি—সাংখ্য-পরিভাষার মাহাকে 'বিবেকখ্যাতি' বলে।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়:—বোগস্ত্র, ২।২৬

'নিশ্চল বা অবিপ্লব বিবেকখ্যাতিই হঃখহানির একমাত্র উপায়।'\*
বিবেকাৎ নিঃশেষ-হঃখনিবৃত্তী ক্বতক্বত্যতা নেতরাৎ নেতরাৎ

—সাংখ্যস্ত্র, ৩৮৪

'বিবেক হইতেই নিঃশেষে ছঃখনিবৃত্তি—তাহারই ফলে জীব কুভকুত। হন্ন—বিবেক হইতেই হন্ন, অন্ত কিছু হইতে নহে, অন্ত কিছু হইতে নহে।' কারিক। বলিতেছেন—

এবং তত্ত্বাভ্যাসাল্লাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।

অবিপর্বয়াদিশুদ্ধং কেবলম্ উৎপছতে জ্ঞানম্ ॥—সাংখ্যকারিকা, ৬৪
'এইরপ তত্ত্বের পুনঃ পুনঃ চর্চা করিলে, সংশয় ও ভ্রম-রহিত, বিশুদ্ধ বিমল, নিঃশেষ জ্ঞান উৎপয় হয়।' তাহার ফলে, জীব জীবমুক্তির অধিকারী হইরা প্রারন্ধকর্মের ক্ষয় পর্যন্ত দেহ ধারণ করিয়া থাকে। সে অবস্থায় জীব ব্রিতে পারে যে, আমি কর্তা নই, ভোক্তা নই; আমার কোনও বিছু ব্যাপার নাই।

সেইরপ নিঃসঙ্গ নিরহন্ধার ব্যক্তির পক্ষে ধর্মাধর্মের বীজভাব নষ্ট হইয় যায়, অর্থাৎ, ধর্মাধর্ম আর জন্মাদিরপ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। বাচম্পতি-মিশ্র বলিয়াছেন—

ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং ফি বুজিভ্নৌ কর্মবীজান্তক্ষ্রং প্রস্থবতে, তত্তজান-নিদাঘনিপীত-সকলসলিলায়াম্ উষরায়াং কুতঃ কর্মবীজানাম্ অঙ্কুরপ্রসবং।

'জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রথর স্থাকরে যদি কোন ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিশুদ্ধ হইয়া যায়, তবে সে উষর ভূমিতে কি আর অঙ্কুরোক্ষাই হইতে পারে ? অজ্ঞান-সিক্ত বৃদ্ধিতেই সঞ্চিত্তকর্ম ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়; কিন্তু যথন তত্ত্জান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়া চিত্তকে উষর করিয়াকেলে, তথন সে ক্ষেত্রে আর কর্মবীক্ষ অঙ্কুরিত হইবে কির্মেণ ?'

७ळ (देकवनाः) प्रवश्कवाश्चावावाजिनवस्वनम्—छद्दकांमूनी, २>

এইব্নপ বিবেকীকে লক্ষ্য করিয়া কারিকায় উক্ত হইয়াছে— প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাং প্রধানবিনিবৃত্তৌ। ঐকান্তিকমাতান্তিকমূভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি॥—সাংখ্যকারিকা, ৬৮

'তাঁহার শরীরের নাশ হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, তিনি ঐকান্তিক (অবশ্যস্তাবী) ও আত্যন্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য (ছঃখত্রয়ের নিবৃত্তি) লাভ করেন।'

জীবকে এই কৈবল্যের অধিকারী করাই সাংখ্যশান্তের লক্ষ্য। সাংখ্যা-চার্যেরা বলেন যে, অণিমাদি ঐশ্বর্যলাভ বা বিভৃতিযোগ জীবের পুরুষার্থ (summum bonum) নছে—

ন ভূতিবোগেহপি কৃতক্বত্যতা উপাশুসিদ্ধিবং—সাংখ্যস্ত্র, ৪।৩২ সম্ববিশাল ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তিও জীবের পুরুষার্থ নহে। কারণ, সেখান হইতেও সংসারে আবার আবৃত্তি হইয়া থাকে—

আর্ত্তিঃ তত্রাপি উত্তরোত্তর-বোনিবোগাদ্ হেয়ঃ – সাংখ্যস্তত্ত, ৩।৫২ প্রকৃতিলয়ও জীবের পুরুষার্থ নহে। কারণ, মগ্রের পুনরুখান অবশ্যন্তাবী—

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা, মগ্নবদ্ উত্থানাৎ—সাংখ্যস্তত্ত্ব, ৩/৫৪ তবে পুরুষার্থ কি? পুত্রকার দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন:—

যদ্বা তদ্বা তহচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ তহচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ—৬/৭০

'ত্রিবিধ হঃথের উচ্ছেদ বা অত্যন্ত নিবৃত্তি—ইহাই পুরুষার্থ, ইহাই পুরুষার্থ।'

আমরা দেখিলাম, পুরুষ-প্রকৃতির বিবেকই এই ছঃখনিবৃত্তির এক-মাত্র উপায়—কারণ, সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেকই বন্ধহেতু এবং তয়োবিবেক এব মোক্ষহেতু: (ভিক্স্, ১।৫৭)। এই মোক্ষই উৎকর্বের চরম—উহাই নিঃশ্রেয়স।

উৎকর্বাৎ অপি মোক্ষস্ত সর্বোৎকর্বশ্রুতে।—১।৫
মোক্ষম্ভ সর্বোৎকৃষ্টঃ নিত্যত্বাৎ একত্বাৎ সর্বত্বঃখোচ্ছেদকরূপত্বাং
অনিকৃষ্ণ।

দৃষ্ট-সাধন-জন্ম লাভের অপেকা, অদৃষ্ট-সাধন-জন্ম নোক্ষের উংল অবশাই সুমধিক—কারণ, মোক্ষে হংখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নির্দ্ধি। অতএব ইহাই প্রকৃত পুরুষার্থ—যদা তদা তদ্বচ্ছিন্তি: পুরুষার্থ:।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

#### 'ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ'

নাংখ্যাক্ত হংথবাদের আলোচনার আমরা দেখিরাছি বে, সাংখ্যমতে ত্তিবিধ হংথের অত্যন্ত নির্ভিই জীবের পুরুষার্থ—

যদ্বা তদ্বা তহচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৭০

—জার এই হুঃখ নিবৃত্তির এক মাত্র উপার—বিবেকজ্ঞান।

ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ—কারিকা, ২

বিবেকাং নিংশেষত্বংখনিবৃত্তী কৃতকৃত্যতা নেতরাং নেতরাং—৩৮৪
'বিবেক হইতেই নিংশেষে ত্বংখনিবৃত্তি—তাহারই কলে জীব কৃতকৃত্য
হয়—বিবেক হইতেই হয় —অন্ত কিছু হইতে নহে, অন্ত কিছু হইতে নহে।'
কিসের বিবেক—যাহার কলে নিংশেষে ত্বংখ-নিবৃত্তি হয় । প্রকৃতি-পুক্ষের
বিবেক। বিবেক অর্থে বিবিক্ততা-জ্ঞান—সাংখ্য পরিভাষায় যাহাকে
'অন্ততা-খ্যাতি' বলে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে পুক্ষের অন্ততা-খ্যাতি
বা বিবেক জ্ঞান হইলেই ত্বংখন্ত্রের অত্যন্তনিবৃত্তি হয়।

তচ্চ ( কৈবল্যং ) স্বত্বপুরুষাক্ততাখ্যাতি-নিবন্ধনম্—তত্তকোমূদী, ২১ সাংখ্যকারিকা বলিতেছেন—

তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাং—কারিকা, ২ প্রকৃতি ও তাহার বিকৃতি হইতে পুরুষের ভেদজ্ঞান সিদ্ধ হইলে, তবেই দীব নিংশেরস লাভ করে। ( সাংখ্য-পরিভাষার বিকৃতির নাম ব্যক্ত, Natura naturata, প্রকৃতি নাম অব্যক্ত, Natura naturrans এবং পুরুষের নাম জ্ঞ।)

সাংখ্যের। বিশ্বের বিশ্লেষণের ফলে ঐ চরম দৈতে উপনীত হইনাছে

—এক দিকে বিক্বতির সহিত প্রকৃতি, এবং অন্ত দিকে প্রুষ। ইহারাই দ্রাদ্দর্শনের স্তপ্তা ও দৃশ্য। এই তত্ত্বহয় অত্যন্ত 'বি-রূপ'—'দ্রমেতে বিশ্লীটি
বিষ্ টা'। প্রুষ চেতন, প্রকৃতি অচেতন; প্রুষ বিষয়ী, প্রকৃতি দিয়
প্রুষ স্তপ্তা, প্রকৃতি দৃশ্য; প্রুষ নিগুণি, প্রকৃতি ত্রিগুণ; ক্
কৃটয়, প্রকৃতি পরিণামী; প্রুষ অকতা, প্রকৃতি কর্ত্তী—এক ক্রা
প্রুষ চিং, অজ্ঞ, Spirit—আর প্রকৃতি অচিং, জ্ঞ, 'মাল
(Matter)—'An undifferentiated manifold, containing the potentialities of all things.'

'It (প্রকৃতি) is the prius of all creation—the one home geneous substance, the basis of the world of becoming —Prof. Radha Krishnan.

সাংখ্যকারিকা এই 'ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ' সম্বন্ধে বলিতেছেন—
হত্মদ্ অনিত্যম্ অব্যাপি সক্রিয়ন্ অনেকম্ আশ্রিতং লিক্ষং।
সাবরবং পরতন্ত্রং ব্যক্তং—বিপরীত্যম্ অব্যক্তং ॥—কারিকা, ১০
অর্থাং, ব্যক্ত বা বিকৃতি হেতুমং (created), অনিত্য, অব্যাপী, দর্গি
(পরিস্পন্দবং—বাচম্পতি), অনেক, আশ্রিত, লিক্ষ (mergent), সাবরবং
পরতন্ত্র; কিন্তু অব্যক্ত বা প্রকৃতি উহার বিপরীত—অর্থাং, প্রন্থি
আহেতুমং (uncaused), নিত্য, ব্যাপী (all-pervasive),
(inactive), এক, অনাশ্রিত (নিরাধার), অলিক্ষ (not resolvable
নিরবরব (partless) এবং স্বতন্ত্র (self-governed)। এইরপে বিকৃতিঃ
প্রকৃতির বৈধর্য্য প্রদর্শন করিয়। একাদশ কারিকা উভয়ের সাধর্য্য প্রাণি

ত্তিগুণম্ অবিবেকি বিষয়ং সামাশুম্ অচেতনং প্রস্বধর্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং \* \* ।—কারিকা, ১১

অর্থাৎ, প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়ই ত্রিগুণ, অবিবেকী (unintelligent), বিষয় ( দৃশ্য বা Object ), সামান্য (সাধারণ), ক অচেতন (জড়), ও প্রস্ব-ধর্মী (বিকারী)।

আর পুরুষ ? কারিকা বলিতেছেন—'তদ্বিপরীতঃ তথাচ পুমান্'—
অর্থাৎ, পুরুষ ব্যক্ত ও অব্যক্ত, বিকৃতি ও প্রকৃতি উভয়েরই
বিপরীত-ধর্ম। তবেই, পুরুষ অহেতুমান্ (uncaused), নিত্য, ব্যাপী
(all-pervasive) অক্রিয় (inactive, because self-complete),
এক, অনাপ্রিত (নিরাধার), অলিঙ্গ (not resolvable), নিরবয়ব
(impartible), স্বতম্ব (self-sufficing), অন্তব, বিবেকী, বিষয়ী
(Subject), অসামান্য (specific, unique), চেতন ও অপরিণামী
(নির্বিকার)।

এইরপে সাংখ্যাচার্বেরা সাধারণভাবে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ নির্দেশ করিলেন। কিন্তু স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে বে পুরুষ ও প্রকৃতি—অর্থাৎ, অব্যক্ত ও জ্ঞ—উভয়েই যখন স্থন্ধ বস্তু, যখন তাহারা আমাদের প্রত্যক্ষের গোচরীভূত হইতে পারে না—সৌন্ধাৎ তদ্-অনুপলিন্ধ:—কারিকা, ৮—তখন
উহাদের অন্তিত্বের প্রমাণ কি? সাংখ্যাচার্যেরা এই ত্ই চরম ভত্তের
অন্তিত্ব সিদ্ধির জন্য অনুমানের সাহায্য লইয়াছেন। প্রথমতঃ প্রকৃতি বা
অব্যক্তের কথা বলি। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রকৃতি বা অব্যক্তের অন্তিত্বের প্রমাণ জন্য
পর পর পাঁচটি হেতুর উপন্যাস করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার কারিকা
এই—

ভেদানাং পরিমাণাৎ, সমন্বরাৎ, শক্তিতঃ প্রব্বক্তেচ। কারণ-কার্য-বিভাগাদ্ অবিভাগাদ্ বৈশ্বরূপস্ত ।—কারিকা, ১৫

<sup>†</sup> সামান্ত্রন্ = সাধারণং, ঘটাদিবৎ অনেক-পুরুষে গৃ'হীতন্—বাচম্পতি

এ সম্পর্কে ঈশবর্ককের প্রতিজ্ঞা (Inference) এই—কারণ ক্র অব্যক্তং। তিনি বলেন কার্য হইতে ত' কারণের অনুমান।\* কি কি দ্বি উপর এই প্রতিজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ?

(১) ভেদানাং (বিশেষাণাং) পরিমাণাৎ (পরিচ্ছন্নত্বাৎ)—Since specified objects (e. g. ঘট, পট) are finite.

পরিমাণাং চ ভেদানাং, অন্তি প্রধানং যন্মাৎ ব্যক্তম্ উৎপন্নম্।

—গৌড়পা

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া স্থ্রকার বলিতেছেন –পরিমাণাৎ—১১১৬

If there were no certain and defined cause, the effects would be indefinite and unlimited, which is rethe case: the water-jar is limited by the earth of which it is composed.—Horace Wilson.

এই বিচিত্র বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সমস্তই পরিচ্ছিন্ন ( of finish measure )। এই সমস্তের যাহা উপাদান, তাহা অপরিচ্ছিন্ন, বাগি বিভূ (unlimited)। সেই সর্বোপাদানই প্রকৃতি বা অব্যক্ত।

পরিচ্ছিন্নং ন সর্বোপাদানম্—সাংখ্যস্ত্ত্র, ১।৭৬

#### (२) ममन्त्रांश-

সাংখ্যস্ত ইহার প্রতিধানি করিয়াছেন—সমন্বরাং—১।১৩১ সমন্বরাং—সম্যক্ অন্বরাং, সাহিত্যাং (association), প্রধান-ধ্র্ণা সর্বপদার্থের্ দর্শনাং ( অনিরুদ্ধ )।

স্ত্রকার আরও বলিতেছেন—

কার্যক্ষং সহদাদেঃ ঘটাদিবৎ –১।১২৯ মহদাদি যথন কার্য—তথন তাহাদের নিশ্চরই কারণ আছে—দেই কারণ প্রকৃতি।

<sup>\*</sup> সাংখ্যস্তত্ত্বেও আমরা এই কথা গুনিতে পাই—
কার্যাৎ কারণাত্ম্মানং তৎসাহিত্যাৎ—১।১৩৫
তৎকার্যতঃ তৎসিদ্ধোঃ—১।১৩৭

কুখ-তু:খমোহসমিথিতা হি বুদ্ধাদিয়োঃ প্রতীয়ন্তে (বাচস্পতি)।
বিশ্বের আছা উপাদান প্রকৃতি বা অব্যক্ত হুখ-তু:খ-মোহময় বলিয়াই
জাগতিক সমন্ত পদার্থে ঐ ত্রিগুণের অনুস্যতি। এই মর্মে স্ত্রকার
বলিয়াছেন—

অব্যক্তং ত্রিগুণাৎ লিঙ্গাৎ—১।১৩৬

(৩) শক্তিতঃ প্রবৃত্তঃ—

সাংখ্যস্তত্ত্বে আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই— শক্তিতক্ষ—২০১২

কারণশক্তিতঃ কার্যং প্রবর্ততে ইতি সিদ্ধম্—( বাচম্পতি )।
মহদাদয়ঃ ক্ষীণাঃ সম্ভঃ প্রক্নতাম্পূরণেন কার্যং জনমন্তি—( অনিরুদ্ধ )।
গৌড়পাদ ইহার ভায়ো বলিয়াছেন—

ইহ যো যন্মিন্ শক্তঃ স তন্মিন্ এব অর্থে প্রবর্ততে যথা কুলালে। ঘটস্ত করণে সমর্থো ঘটমেব করোভি ন পটং রথং বা।

অর্থাৎ, যে যে কার্যে সমর্থ, সে সেই কার্যে প্রব্নন্ত হয়। এই বিচিত্র বিশ্ব প্রকৃতি ভিন্ন কে রচনা করিতে সমর্থ ?

(৪) কারণ-কার্য-বিভাগাৎ—

ব্যক্তাবস্থায়, অর্থাৎ, সৃষ্টি দশায় কার্য-কারণের বিভাগ দৃষ্ট হয়—Since there is the division of cause and effect in সৃষ্টি— ব্যক্তাবস্থায়াং মৃৎপিগুাৎ ঘটঃ, হেমপিগুাৎ মৃকুটঃ বিভজ্ঞাতে।

(৫) কিন্তু, বৈশ্বরূপশু অবিভাগাং—প্রলয়ে যখন সমন্ত ব্যক্ত পদার্থ একাকার হইয়া যায়, তখন এই বিবিধ বিচিত্র বিশ্বের একীভাব হয়। এই অবিভাগ হইতেও প্রকৃতির অন্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

এবং ত্রয়ো লোকাঃ প্রলয়কালে প্রকৃতাববিভাগং গচ্ছন্তি তন্মান্ অবিভাগাৎ ক্ষীরদধিবৎ ব্যক্তাব্যক্তমোরস্তাব্যক্তং কারণম্—গৌড়পাদ

অন্নলোম ক্রমে স্থাষ্টতে তর্বনমূহের আবির্ভাব ও বিভাগ; ছ বিলোমক্রমে প্রলয়ে তত্ত্বনমূহের তিরোভাব ও অবিভাগ। বস্তুর এই ফি: ও অবিভাগ হইতেও অব্যক্তের অন্তিম্ব প্রমাণিত হইতেছে।

গীতায় এই কথার সমর্থন আছে—

অব্যক্তাৎ ব্যক্তরঃ সর্বাঃ প্রভবস্তাহরাগমে। রাজ্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্ত্বৈবাব্যক্ত-সংজ্ঞকে॥—৮।১৮

অর্থাৎ, স্থাষ্টর দিবাগমে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত হার্ক প্রবার প্রবার ব্যক্ত ব্যাকৃত হার প্রবারে নিশাগমে সেই সমস্ত ব্যক্ত আবার অব্যক্তে তিরোহিত हা পর্যায়ক্রমে এই স্থাষ্ট ও প্রবার —প্রবায়ের পর স্থাষ্ট এবং স্থাষ্টর পর দ্ব প্রবায়

এইবার পুরুষ বা 'জ্ঞ'-এর কথা বলি।

জড়বাদী বলেন বটে, চৈতন্ত 'মদ-শক্তিবং'—জড় অণ্-পর্না chemical reaction বা রাসায়নিক পরিম্পন্দ মাত্র। স্ত্রকার ইং প্রতিবাদ করিয়া বলেন —মদের দৃষ্টান্ত অপ্রযুক্ত—কারণ, মন্ত-ঘটক প্রয়ে উপাদানে যে মাদকতা প্রচ্ছন্ন ছিল, মন্তে তাহারই প্রকাশ হয় মাত্র। দি দেহের ঘটক কোন উপাদানেই চৈতন্ত ছিল না —তবে তাহাদের মং! দেহে চৈতন্ত আসিবে কোথা হইতে ?

মদশক্তিবৎ চেৎ প্রত্যেক-পরিদৃষ্টে সাংহত্যে তহুম্ভবঃ

—সাংখ্যস্ত, গ

কিন্তু—ন সাংসিদ্ধিকং ( স্বাভাবিকং ) চৈতন্তং, প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ —ঐ, এই আর দেহেরই যদি চৈতন্ত হইত, তবে দেহসত্ত্বেও মৃত্যুতে, স্বর্গী চৈতন্তের অভাব হয় কেন ?

প্রপঞ্চমরণান্তভাবঃ—সাংখ্যস্তুত্র, ৩।২১.

**षाज्यव किज्ज कथनरे (मर्ट्य रहेर्ज शांत्र ना ।** 

অতংপর ঈশ্বরক্তম্ব পুরুষ বা 'জ্ঞ'-এর অন্তিত্বের প্রেমাণ জন্ম বে <sup>পার্চ</sup>

হেতুর উপত্যাস করিরাছেন, তাহার আলোচনা করি। এ সম্বন্ধে তাঁহার কারিকা এই—

সংঘাত-পরাথ ছাৎ, ত্রিগুণাদি বিপর্যনাদ্, অধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোহন্তি ভোক্তভাবাং, কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেন্দ্র ॥ – কারিকা, ১৭
সাংখ্যস্ত্রে ইহার অবিকল অমুসতি আছে। অতএব সেই সকল
স্ত্রে (১১৪০-৪৪) এখানে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। তবে ঐ পাঁচটি যুক্তির
আমরা পর পর আলোচনা করিব। পুরুষ সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা এই —
শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্—সাংখ্যস্ত্র, ১১১১
দেহাদিব্যতিরিক্তোহসৌ বৈচিত্র্যাং—এ, ৬২

ইহা প্রতিজ্ঞাস্ত্র। ইহার ভাষ্মে ভিক্ষ্ বলিতেছেন —শরীরাদি-, প্রকৃত্যন্তং যং চতুর্বিংশতিতত্বাত্মকং বস্তু ততঃ অতিরিক্তঃ পুমান্।

পুরুষোহন্তি অব্যক্তাদে ব্যতিরিক্ত:—বাচস্পতি

অথ'ণ্ড, চতুর্বিংশতিতত্ত্বের অতিরিক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব পুরুষ কেন স্বীকার করিব ? ইহার যুক্তি কি ?

#### (১) সংঘাত পরার্থবাৎ—

বাহা সংঘাত, যাহা সংহনন-জাত (due to assemblage of parts)—
তাহা নিজের জন্ম হইতে পারে না, তাহা পরের জন্ম। গৌড়পাদ পর্যক্ষের
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলেন, তুলা, আচ্ছাদন, আন্তর্মন, উপাধানের
সংহননে রচিত পর্যন্ধ কথনও নিজের জন্ম হইতে পারে না—a bed
implies a sleeper—অতঃ অবগম্যতে অন্তি পুরুষো যঃ পর্যন্ধে শেতে,
বস্যার্থং পর্যক্ষঃ—গৌডপাদ। \*

<sup>\*</sup> অধ্যাপক কোলক্রক্ ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :--

<sup>.....</sup>As a bed, which is an assemblage of bedding, props, cords, cotton, coverlid and pillows, is for another's use, not for its own; and its several component parts render no mutual service; thence it is concluded that there is a man who sleeps upon the bed, and for whose use it was made: so this body, which is an assemblage of the five elements is for another's use.

এই শরীররপ সংঘাত (Organism) পঞ্চভূতের সংহননে র্ক্টা অতএব ইহারও একজন অসংহত 'পর' আছেন—

ইদং শরীরং পঞ্চানাং মহাভূতানাং সংঘাতো বর্ততে; অন্তি গুরু যস্যেদং ভোগ্যশরীরং ভোগ্যং মহদাদিসংঘাতরূপং সমুৎপন্নমিতি।

— भीषुभार

সংহতত্বাং শয্যাসনাদিবং ইত্যন্ত্বমানেন প্রক্বতেঃ পরোহসংহত এব গ্রু সিদ্ধতি—বিজ্ঞান-ভিক্ষ্

#### (२) जिल्लामिविभर्यद्याः—

শরীরের স্থত্ঃথাদি ধর্ম সকলেরই অমুভবসিদ্ধ। ধর্মী ভিন্ন কাহার ভ অমুভব ?

শরীরাদীনাং হি বং স্থাদ্যাত্মকত্বং ধর্মঃ স স্থাদিভোক্তরি ন সম্বর্দি স্বরং স্থাদি গ্রহণে কর্মকর্ভু বিরোধাৎ—বিজ্ঞানভিক্ষু। এই ধর্মীই আত্মা পুরুষ)—তিনি ত্রিগুণাতীত, নিগুণ।

#### (৩) অধিষ্ঠানাৎ—

বেমন সার্থি ভিন্ন রথ চলিতে পারে না, সেইরপ আত্মার অধিষ্ঠান রি শরীর অচল।

বৃথা ইহ অশৈষ্টুক্তো রথঃ সার্রথিনা অধিষ্ঠিতঃ প্রবর্ততে, তথা আত্মাদি ষ্ঠানাৎ শরীরম্—গৌড়পাদ।

এ প্রসঙ্গে গৌড়পাদ ষষ্টিতম্ব হইতে নিম্নোক্ত বচনটা উদ্ধৃত করিয়াছেন-পুরুষাধিষ্টিতং প্রধানং প্রবর্ততে।

#### (৪) ভোক্তভাবাং—

ভোগ্য কখনও নিজের ভোক্তা হইতে পারে না—স্বস্থ সাক্ষা স্বভোক্তত্ত্বামূপপত্তেরিতার্থ: (বিজ্ঞানভিক্ষ্)। দৃশ্য থাকিলেই বেমন <sup>রৌ</sup> থাকিবে, সেইরূপ ভোগ্য থাকিলেই ভোক্তা থাকা চাই। এই যে সংগা<sup>রি</sup>

বিবিধ বিচিত্র ভোগ্য, ইহা দারা অবশ্যই ভোক্তার অস্তিত্ব স্থচিত হইতেছে। সেই ভোক্তাই পুরুষ বা আত্মা—ন চ দ্রষ্টারমন্তরেণ দৃশ্যতা যুক্তা তেবাম্। তন্মাদ্ অস্তি দ্রষ্টা দৃশ্যবৃদ্ধ্যাদ্যতিরিক্তঃ স আত্মেতি –বাচম্পতি।

#### (e) केवनागर्थः श्रवाः—

ইহার ভাষ্যে গৌড়পাদ বলেন যে, কি পণ্ডিত কি অপণ্ডিত, সকলেই কৈবল্য বা সংসার ক্ষরের অভিলাষী—যতঃ সর্বো বিদ্বান্ অবিদ্যান্ চ সংসার-সম্ভান-ক্ষয়ন্ ইচ্ছতি—এবং তজ্জন্য সচেষ্ট। এই প্রবৃত্তি হইতে অহুমান করা সম্বত যে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত একজন পুরুষ বা আত্মা আছেন— স্বকৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ সকাশাৎ অহুমীয়তে অন্তি আত্মা ইতি।

বাচম্পতি ইহার টীকায় বলিয়াছেন যে, যখন দিব্যদৃষ্টিশীল শাস্ত্র ও মহর্ষিগণ—শাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাঞ্চ দিব্য-লোচনানাম—কৈবল্যের জন্য চেষ্টা করিতে
মহুব্যকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, দেহ মন বুদ্ধির
অতিরিক্ত আত্মা আছেন; কারণ তৃংখ্যাহস্থাত বৃদ্ধ্যাদির তৃংখ-নিবৃত্তির
প্রচেষ্টা সম্ভবপর নহে। কৈবল্যঞ্চাত্যন্তিক তৃংখত্রয়-প্রশমলক্ষণং ন বৃদ্ধ্যাদীনাং
সম্ভবতি। তে হি তৃংখাছাত্মকাঃ কথং স্বভাবাৎ বিয়োজয়িতৃং শক্যন্তে।—
বাচম্পতি।

এই সকল হেতু ব্যতীত পুরুষ-অঙ্গীকারের আর এক সার্থকতা আছে। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বিদেরা মনোজ্ঞভাবে তাহা এইন্ধপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন—

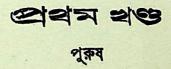
The consolidation of our experiences into a synthetic whole, is due to the presence of the Self ( १३०४), which holds the different conscious states together.

#### श्रुन्क-

The ego is the psychological unity of that stream

of conscious experiencing, which I know as the inner life of an empirical self.

আমরা সংক্ষেপে পুরুষ ও প্রাকৃতির পরিচর দিলাম। কিন্তু বিক্রে সিদ্ধির জন্ম পুরুষ-তত্ত্ব ও প্রাকৃতি-তত্ত্ব সম্পূর্ণ হৃদরঙ্গম করা আবশ্রক। দ্রে জন্ম আমরা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পুরুষ-তত্ত্ব এবং দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকৃতি-ত্তম্ব ব্যাসম্ভব আলোচনা করিব।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

### প্রথম অধ্যায়

#### সাংখ্যের পুরুষ

সাংখ্যমতে পুরুষের স্বরূপ কি ? পুরুষ নিত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ-স্কৃতাব।\*
ন নিত্যশুদ্ধবৃদ্ধসূক্ত-স্বভাবস্থ তদ্বোগং তদ্বোগাদ্ স্বতে

—সাংখ্যস্ত্র, ১।১৯

ন কালবোগতো ব্যাপিনো নিতাশ্ত সর্বসম্বদ্ধাং—এ, ১১২ নিতাম্বেংপি নাত্মনঃ যোগ্যমাভাষাং—এ, ৬১৩৩ অর্থাং, পুরুষ নিতা, পুরুষ শুদ্ধ, পুরুষ বৃদ্ধ, পুরুষ মৃক্তস্বভাব। এই কয়টি বিশেষণে পুরুষকে কিরুপ বিশেষিত করা ইইল, একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

পুরুষকে নিত্য বলিলে কি ব্ঝার ? নিত্য অর্থে সনাতন, অনাদি-নিধন, অপরিণামী। নিত্য সেই বাহার ক্ষর-ব্যর নাই, উৎপত্তি-বিনাশ নাই, অপচর-উপচর নাই—বাহা নিরাকার নির্বিকার ণ নিরাধার, তাহাই নিত্য। তৎপ্রভো: পুরুষস্ত অপরিণামিস্থাং—বোগস্ত্র, ৪।১৮

গুদ্ধ অর্থে বিশেষণাপরামৃষ্ট । বিশেষণানি ধর্ম হৈ তৈঃ অপরামৃষ্টঃ—বাচম্পতি ইহার সহিত নৃসিংহ উত্তরতাপনীয় উপনিষদের নিম্নোক্ত বচন ( ২।২।২ ) তুলনীর — অরম্ আন্ধা সন্মাত্রো নিজ্যঃ গুদ্ধো বৃদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরপ্পনো বিজুঃ ।

† ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ—সাংধ্যস্ত্র, ১।১৬• ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ — নিবৃত্তরূপভেদঃ—বিজ্ঞানভিকু। পুরুষ বছরূপী নহে—একরূপে পরিণিষ্ঠিত। বছরূপ ইবাভাতি মামনা বছরূপরা।

পতঞ্জলিও এই মমে বিলিরাছেন—ক্রষ্টা দৃশিমাত্তঃ গুন্ধোহ পি প্রত্যেরাস্থপন্তঃ

 —বোগহত্তা, ২া২•

গীত। পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া ঐ মর্মে বলিয়াছেন—
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ।
ন ঞ্চায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিৎ \* \* ন হগুতে হগুনানে শরীরে—
ইত্যাদি।

পুরুষকে শুদ্ধ বলিলে কি বুঝার ? তিনি অপাপ-বিদ্ধ, তাপ-পাপ-বান্ধ-মলিনতা-হীন, নিগুণ, নিলেপি, অসঙ্গ, কেবল, অমল, উদাসীন, সাক্ষীমাত্ত্ব। স্থ্যুপ্তাভসাক্ষিত্বম্—সাংখ্যস্ত্ত্ত্ব, ১।১৪৮ ক্রম্ভ্রাদিঃ আত্মনঃ—ঐ, ২।২৯

সাক্ষাৎসম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্ ঔদাসীগুঞ্চেতি—সাংখ্যস্ত্র, ১১১৬১, বুদ্ধেরেব সাক্ষী পুরুষ:। সেইজগু পাতঞ্চল দর্শনে পুরুষের নাম এটা বা দৃক্শক্তি।

তদা দ্রষ্ট্র: স্বরূপেহবস্থানম্—১।৩
তদ্ দৃশে: কৈবল্যম্—২।২৫ \*
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি—
সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ—৬।১১
নাবিত্যাশক্তিযোগো নিঃসক্ষ্ম—সাংখ্যস্ত্র, ৫।১৩
অসক্ষোহয়ং পুরুষ ইতি—সাংখ্যস্ত্র, ১।১৫
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ও এই মর্মে বলিয়াছেন—
স যংত্র কিঞ্চিং পশ্যতি অনম্বাগতঃ তেন ভবতি।
অসঙ্গো হায়ং পুরুষ:—৪।৩।১৫

[ অনুৱাগত — unaffected ]

পূরুষ যথন অসন্ধ, তথন তিনি নিশ্চয়ই নিগুণ। স্ত্রকার বলিতেছেন নিগুণস্বম্ আত্মনঃ অসন্ধ্যাদিশ্রুতে:—৬।১০ নিগুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্রেতি—১।৫৪

अध्यादक व्यात्रस्य, २१७, २१२१, ४१२० अङ्केषा ।

পুরুষের নির্মলত্বের উরেথ করিয়া, বিজ্ঞানভিক্ষ্ ক্র্য-পুরাণ হইভে নিয়োক্ত শ্লোকটা উদ্ধত করিয়াছেন—

> যন্তাত্মা মলিনোংশক্ছো বিকারী স্থাৎ শ্বভাবতঃ। ন হি তস্ত্র ভবেমুক্তিঃ জনান্তরশতৈরপি॥—কুর্ম, ২।২।১২

'বদি আত্মা স্বভাবতঃ মলিন বা অস্বচ্ছ এবং বিকারী হইত, তবে শক্ত শত জ্বন্ধেও কোন দিনই তাহার মৃক্তি হইতে পারিত না'; কিন্তু আত্মা বা পুরুষ নিতামৃক্ত—নিতামৃক্ত হম্—সাংখ্যসূত্র, ১।১৬২

গীতার আমরা এ কথার অমুমোদন পাই। গীতারও নতে আছ্মা নিগুণ ও নির্দেপ।

অনাদিত্বাং নিগুর্ণাথ পরমান্মারম্ অব্যরঃ।
শরীরস্থোহপি কৌন্তের ! ন করোতি ন লিপ্যতে ॥—সীতা, ১৩।৩২
'হে অর্জুন ! অবিকারী এই পরমান্মা অনাদি ও নিগুর্ণ বিধার দেহসংযুক্ত হইরাও, নিক্রির ও নির্লেপ রহেন।'

পূরুষকে 'বৃদ্ধ' বলিলে কি ব্ঝায় ? বৃদ্ধ অর্থে চিদ্রূপ, জ্ঞানম্বরূপ, চেন্তা, স্বয়ংজ্যোতিঃ, প্রকাশস্থভাব।—তস্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশ:--সাংখ্যস্ত্র, ১١১৪৫

চিং বা জ্ঞান পুরুষের ধর্ম বা গুণ নহে—তিনি চিংস্বরূপ।

জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রপ: — ঐ, ৬।৫০

निखनवार न हिम्धर्या—य, ১। ১৪৬

ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষ্ নিম্নোক্ত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন— জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্মো ন গুণো বা কথঞ্চন।

জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ পূর্ণ: সদা শিব: ॥

অর্থাৎ, জ্ঞান আত্মার ধর্ম বা গুণ নহে—তিনি চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ— তিনি দৃশিমাত্ত।

जहा मृश्याकः— यात्रस्व, २।२०

স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তি: — যোগস্ত্র, ৪।৩৪
সাংখ্যমতে পুরুষ চিন্মাত্র বটেন, কিন্তু আনন্দর্রপ নহেন।
নৈকস্ম আনন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাং — সাংখ্যস্ত্র, ৫।৬৬
সত্য বটে, শ্রুতিতে তাঁহাকে আনন্দর্রপ বলা হইয়াছে — যেমন,
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম — বুহু, ৩।৯।২৮

— কিন্তু সে নির্দেশ মুখ্য নহে, গৌণ —পুরুষের তৃংথনিবৃত্তি ন্ম করিয়াই এরপ উক্তি করা হইয়াছে।

ত্বংখনিবৃত্তে গৌণঃ — সাংখ্যস্ত ব্র, ৫।৬৭ পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বৃদ্ধ, মৃক্তস্বভাব। পুরুষকে মুক্তস্বভাব বলিলে কি বুঝায়?

মুক্ত অর্থে বন্ধহীন (without limitation), অপরিচ্ছিন্ন, বিহু

পুরুষ গুদ্ধো নিগুণং ব্যাপী চেতনং — গৌড়পাদ
তিনি কুংথদৈগুণোকমোহের অতীত, পরিপূর্ণ, স্বমহিনার প্রতিষ্ঠিত।
পুরুষ যদি স্বভাবতঃ বদ্ধ হইতেন, তবে তাঁহার মৃক্তি অসম্ভব হইড—
ন স্বভাবতো বদ্ধশু মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ—সাংখ্যসূত্র, মা
যিনি বিভূ, পূর্ণ,—তাঁহার কোন ক্রিয়া বা চেষ্টা থাকিতে পারে না
সেইছ্যু পুরুষ নিরীহ বা নিষ্ক্রিয়।

নিচ্ছিম্মশু তদসম্ভবাং—সাংখ্যস্ত্র, ১/৪৯ ন বিশেষগতিঃ নিজ্জিয়শু—ঐ, ৫/৭৬ পুরুষ যথন নিচ্ছিম, তথন অবশ্যই তিনি অ-কর্তা। অহংকারঃ কর্তা ন পুরুষঃ—ঐ, ৬/৫৪ \*

গীতাও এই মর্মে বলিয়াছেন —

প্রক্তেঃ ক্রিম্নাণানি গুণৈ: কর্মাণি সর্বশ:।
আহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥—৩।২৭

'প্রকৃতির গুণত্রয় ঘারাই সকল কর্ম নিষ্পন্ন হয় ; অহংকারের মোহে পুরুব কিন্তু নিজেকে কতা মনে করে।'

অন্তত্ৰ গীতা বলিতেছেন—

প্রকৃতৈত্যব চ কর্মাণি ক্রিম্নমাণানি সর্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মান্মকত রিং স পশ্যতি ঃ—গীতা, ১৩৩০

'প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে, আত্মা কিন্তু অকর্তা ; যিনি এইরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী।'

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তত্ত্বসাসের বৃত্তিকার লিখিয়াছেন—
বিদ কর্তা পুরুষ: স্থাৎ শুভানি কুর্যাৎ ন তু বৃত্তিত্তরম্। এতদ্ বৃত্তিত্তরম্
দৃষ্ট্রা লোকে গুণানাং কর্তৃ স্থিং সিদ্ধমিতি চাকর্তা পুরুষ: সিদ্ধো ভবতি।

অর্থাৎ, 'যদি পুরুষের কর্তৃত্ব থাকিত, তবে (গুণত্ররের ) বৃত্তি দ্বারা কর্ম নিশান্ন হইত না। \* \* বৃত্তির ক্রিয়া দেখিয়া জগতে গুণত্রয়ের কর্তৃত্ব এবং পুরুষের অকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।'

পুরুষের এই সকল বিশেষণ একত্র করিয়া, ঈশ্বরক্তঞ্চ কারিকায় বলিভে-ছেন —

তন্মান্ত বিপর্বাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বম্ অশু পুরুষশু।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্ট্ ত্বম্ অকত্ ভাবন্দ ॥—কারিকা, ১৯
'পুরুষের স্বরূপ প্রকৃতির বিপরীত। পুরুষ সাক্ষিমাত্ত, পুরুষ কেবল
(isolated), পুরুষ উদাসীন (মধ্যস্থ, neutral), পুরুষ দ্রষ্টা, পুরুষ
ম-কত্র্ব।'

য আত্মা কেবলঃ শুদ্ধো নির্বিকারো নিরঞ্জনঃ। স এব নিত্যশিদ্যাত্রঃ সাক্ষী সর্বস্থ সর্বদা ॥— স্বত সংহিতা। তত্ত্বসমাসের আস্থরি-ভাষ্যেও এই মর্মে বলা হইরাছে — অথাহ কঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে পুরুষঃ অনাদিঃ স্কুষঃ সর্বগত চেচ্ন অগুণো নিত্যো দ্রস্তা ভোক্তা অকতা ক্ষেত্রবিদ্ অমলোহপ্রসর্বর্যাতি।

'পুরুষ কিরুপ ? পুরুষ অনানি, পুরুষ স্থন্ধ, পুরুষ সর্বব্যাপী, ক্ চেতন, পুরুষ নিগুণ, পুরুষ নিতা; পুরুষ ত্রস্টা ও ভোক্তা, পুরুষ অক্র ক্ষেত্রজ্ঞ, অমল ও অপরিণামী।'\*

प्रश्न कथा मःकनन करिया अवाशिक ताथाक्कन निश्चाह्नPurusa is without beginning or end, without as qualities, subtle and omnipresent, an eternal seer beyon the senses, beyond the mind, beyond the sweep intellect, beyond the range of time, space and causality which form the warp and woof of the mosaic of the empirical world. He is unproduced and unproducing \* \* He is खेडी (subject) as against पूछा (object) He is free from all the accidents of finite life and lifted above time and change—silent, peaceful, eternal It (श्रुक्त) is जिन्द्रभे—set free from the limitations of body it remains in its own nature. It is mere witness, a 'solitation indifferent' passive spectator. It does not figure among the dramatis personae of the play it witnesses.

Its সদাপ্রকাশস্ক্রপ does not undergo change,—it

<sup>\*</sup> সাংখ্যমতে পুরুষের স্বরূপ যে ভাবে লক্ষিত হইরাছে, তাহার সহিত বেরার্ড্রা অল্পমাত প্রভেদ। বেদান্তদার বলেন —'অকতা চৈতন্তঃ চিন্মাত্রং সচিচেদকর্স<sup>র প্র</sup> আস্থা'। সাংখ্যমতে পুরুষ চিন্মাত্র, আনন্দরূপ নহেন; বেদান্তমতে তিনি সচি<sup>স্কির্</sup> স্বরূপ —সচিচদানন্দরূপোহহং নিতাস্ক্রমভাববান্।

inalienable. Its eternity is not merely everlastingness but immutability and perfection. \* \*

The পুক্ৰ, according to the Sankhyas, is without attributes ( গুণ), without parts, imperishable, motionless, absolutely inactive and impassive, unaffected by স্থ and হাব।

এ সকল কথায় আমার সম্পূর্ণ দম্মতি আছে—কিন্তু রাধাক্বঞ্চন্ যথন বলেন, সাংখ্যের পুরুষ is a mere abstraction,—ভাহার বাস্তব সন্তা নাই, তথন তাঁহার প্রতিবাদ করিতে হয়। তাঁহার কথা এই—

The 'Purusa' is said to be something over and above the continuum of mental states. Such a 'Purusa' is never experienced and does not enter into the view of an empirical metaphysics. What we observe is the 'Jiva', which is not pure 'Purusa', but 'Purusa' qualified by 'Prakriti'. Every soul known to us is an embodied soul. We are breaking up the unity of the 'Jiva', when we regard it as the juxtaposition of a 'Purusa' complete in itself, and standing only in accidental relations to the things and beings without, which are simply organisations of the products of 'Prakriti'. If we are loyal to the facts of experience, we shall have to admit that a pure self, emptied of all contents, is a fiction of the imagination.

এ কথা কি ঠিক ? সাংখ্যেরা যে জীবের কথা না জানেন, তাহা নয়। তাঁহারা বলিয়াছেন—

বিশিষ্টশু জীবস্থম্ অন্বয়ব্যতিরেকাৎ—সাংখ্যস্ত্র, ৬।৬৩

.

সাংখ্যেরা বাহাকে পুরুষ বলেন, তাহা পাশ্চাত্য দর্শনের monal উপনিষদের প্রত্যগাত্মা, বেদান্তের চিন্মাত্র, গীতার অক্ষয় পুরুষ, অধান্ত ভয়সন্ (Deussen) বাহাকে 'Our own metaphysical I' বিনিয়ন্ত্রেন Our divine self which persists in untarnished purp through all the aberrations of human nature, etem: blessed.

এই monad বা প্রত্যগাস্থা transcendental (লোকোর)
তিনি স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে প্রবেশ করিয়া জীবরূপে immanental হইয়াছেনমনোক্ততেন আয়াতি অম্মিন্ শরীরে (উপনিষদ্)।

In its essence, it is transcendental; but casting asit the peace of eternity, it enters the unrest of time, there by becoming the empirical soul, thereby losing its autonomy of the trans-empirical world.

এই কথার সমর্থন করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষ্ নিম্নোক্ত বচনটি জ্য করিয়াছেন -

আত্মানং দ্বিবিধং প্রাহ্ণ: পরাপরবিভেদত:। পরস্ত নিগুর্ণ: প্রোক্তোহপ্যহংকারযুতোহপর: । দ্বিবিধ আত্মা একজন নিগুর্ণ, পর - অন্তজন সগুণ, অপর।

তত্ত্বদর্শী গেটেও এই পুরুষ ও জীবের ভেদ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে Two souls alas! reside within my breast. এক্র celestial, অন্তজন terrestrial একজন গগনচারী, অন্তজন মর্বা

সাংখ্যের ত্রুটী এই বে, এই পুরুষ, যাহা চিন্মাত্র, বাহা চিদাকাশের <sup>বির্</sup> যাহা ব্রহ্ম-অগ্নির স্ফ্লিঙ্গ — তাহাকে তিনি অণু না বলিয়া বিভূ <sup>রবে</sup> অথচ এই পুরুষ—'অণুরেষ আত্মা'। ইহা—বালাগ্রশতভাগত <sup>ব্</sup>রু কল্পিতস্ম চ,—কেশের দশ-সহস্র ভাগের এক ভাগও নয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক জিন্সের (Sir James Jeans) একটা প্রগাঢ় উক্তি আনাদের স্বরণীয়—

Human minds are like atoms of the Divine Mind.

-Mysterious Universe.

বাহা হউক, এ বিষয়ের এখানে আর বিস্তার করিতে চাই না,—কারণ, আমার 'যাজ্ঞবঞ্জের অবৈতবাদে'র দিতীয় খণ্ডে ইহার সবিশেষ আলোচনা আছে এবং এই গ্রন্থের 'সাংখ্যের পুরুষ-বছ্ম্ব' অধ্যায়ে এ বিষয়ের আরও আলোচনা করিতে হইবে।

তাহাই যদি হয়—বাদি পুরুষ নিত্য-শুদ্ধ-মৃক্তস্থভাব হন, তবে আর্ব্রচক্ষ্ হইয়া অন্তর্গৃষ্টি (introspection) করিলে, তাঁহাকে বিপরীত দেখি কেন? কেন দেখি —পুরুষ পাপতাপির্নিষ্ট, তুংখদৈন্তের অধীন, ত্রিগুলরপ রচ্ছু দারা বিশেষভাবে বদ্ধ —পাশবদ্ধো ভবেং দ্বীবঃ। বস্তুতঃ গুণকে গুণ বলে—এই জন্ম বে, গুণ পুরুষরূপ পশুকে বদ্ধন করে—বগ্গাতি পুরুষং পশুম্। বে সভাবতঃ মৃক্ত, তাহার আবার বদ্ধন কি? বে স্বরূপতঃ শুদ্ধ-বৃদ্ধ, তাহার আবার তুংখবোগ কেন? সাংখ্যচার্যেরা এ সমস্থার কি সমাধান করিয়াছেন?

এ সম্বন্ধে বে সকল বিভিন্ন মত আছে, স্বত্তকার প্রথমতঃ তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন যে, পুরুষের বন্ধ—

স্বভাব হইতে নহে—ন স্বভাবতো বদ্ধশ্য—১।৭
কাল হইতে নহে—ন কালবোগতঃ—১।১২
দেশ হইতে নহে—ন দেশবোগতঃ—১।১৩
অবস্থা হইতে নহে—নাবস্থাতঃ—১।১৪
অবিচ্ছা হইতে নহে—নাবিচ্ছাতঃ—১।২•
কর্ম হইতে নহে—ন কর্মণা—১।১৬,৫২

তবে কাহা হইতে বন্ধ ?

বন্ধো বিপর্যরাৎ — সাংখ্যস্ত্ত্র, ৩৷২৪
বিপর্যরাদ্ ইয়তে বন্ধঃ — কারিকা, ৪৪
অ-বিবেক এব বন্ধঃ — সাংখ্যস্ত্ত্র, ৬৷১৬
তদুযোগোহপি অবিবেকাৎ — এ, ১৷৫৫

. অবিবেক হইতেই বন্ধ – অবিবেকই বন্ধ। পতঞ্চলিও যোগস্ত্রে; কথাই বলিয়াছেন – তন্ম হেতুরবিছা —২।২৪ স্ত্রে।

পুরুষ যথন অসন্ধ, নিলেপি, পুরুষ যথন অমল, কেবল,—তখন তাং অবিবেকের স্পর্শ হয় কিরুপে? ইহার উত্তরে স্ত্রকার বলেন—নিস্কর্ উপরাগঃ অবিবেকাৎ—৬।২৭

ইহার দৃষ্টান্ত বিচিত্রবর্ণের পূস্প দারা উপরক্ত স্ফটিক-মণি ( crystal) কুস্থমবচ্চ মণিঃ—সাংখ্যস্ত্র, ২৷৩৫

ক্র্মপুরাণে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়— যথা সংলক্ষ্যতে রক্তঃ কেবলঃ স্ফটিকো জনৈ:। রঞ্জকাত্যপধানেন তদং পরমপুরুষ:॥

'বেমন শুদ্ধ স্ফটিকমণি রক্তবর্ণ উপাধি দারা উপহিত হইলে, ফ্র মনে হয়—পুরুষ সম্বন্ধেও এরপ।' পাছে জবা-স্ফটিকের উদাহরণে গ্র্ম স্মবিবেক তান্ত্রিক বলিয়া মনে হয়, সেই জন্ম স্ত্রেকার বলিতেছেন—

জবাক্ষটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্তু অভিমানঃ—সাংখ্যস্থা, ধর্ম বিজ্ঞানভিক্ষ্ এই তত্ত্ব বিশদ করিয়া বলিতেছেন—

বৃত্তিপ্রতিবিশ্ববশাং হংথাদিমালিশুমিব চ ভবতীতি তৎ সর্বং ওগা<sup>নি</sup> মেব ; উপাধ্যাথানিমিভান্বরব্যতিরেকান্থবিধানাৎ ক্ষটিক-লৌহিডা<sup>বং ই</sup> ভাব:। তথা চ যোগস্ত্রং বৃত্তিসাত্মপ্যমৃ ইতরত্র—৫।১১৬ স্ত্রের <sup>বি</sup> ভাশ্য।

ছার্থ দৈন্ত পাপ তাপ এই সমস্তই চিত্তের বৃত্তি। পুরুষে <sup>জার্চ</sup> ছারাপাত হয়—যেমন স্ফটিকে বিবিধ বর্ণের উপরাগ হয়।

অন্তত্র স্তত্রকার এই বিষর আরও বিশদ করিয়াছেন—
বাঙ্নাত্রং ন তু তবং চিত্তস্থিত্যে—সাংখ্যস্ত্র, ১/৫৮
বন্ধানীনাং নর্বেষাং চিত্তে এব অবস্থানাং তং পুরুষে বাঙ্মাত্রং সর্বং,
ক্ষটিকলৌহিত্যবং প্রতিবিশ্বমাত্রস্থাং, ন তু তব্বম্—বিজ্ঞানভিক্
কারণ, দেখা যায়—তিমির্ত্তৌ উপশান্তোপরাগঃ স্বস্থাং— সাংখ্যস্ত্র, ২/৩৪
[ তং — রত্তি ]

অবিবেক, বন্ধ প্রভৃতি সমস্তই চিত্তের ধর্ম— অন্তঃকরণধর্মতং ধর্মাদীনাম্—সাংখ্যস্ত্র, ৫।২৫

এই দক্ষণ চিত্ত-ধর্মের দারা পূর্কষের বন্ধন মনে হয় মাত্র ; সে বন্ধন প্রকৃত পক্ষে পূক্ষের নয়—চিত্তেরই।

রূপেঃ সপ্তভিরেব তু বগ্গাতি আত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ—কারিকা, ৬৩ এই চিত্তের সহিত পুরুষের সংযোগ হেতু চিত্তের সমন্ত বৃত্তি পুরুষে উপচরিত হয়। পুরুষ হচছ, কেবল, নির্মল। বেমন হচছ ফটিকের নিকট রক্ত জবা আনিলে, ফটিক রক্তবর্গ ধারণ করে; আবার নীল অপরাজিতা আনিলে, ফটিক নীলবর্গ ধারণ করে; বস্তুতঃ ফটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে উপাধির বর্ণ তাহাতে প্রতিকলিত হয় মাত্র। সেইরূপ কেবল, নির্মল পুরুষে হুখ, হোখ, মোহ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রতিবিদ্বিত হইলে, পুরুষ তাহাদের সহিত সারূপ্য (identification) লাভ করিয়া, নিজেকে হুখী, হুংখী, পাপী, তাপী মনে করেন। বস্তুতঃ পুরুষের হুখ তুংখ পাপ তাপ কিছুই নাই। ইহা কেবল বৃত্তির উপরাগমাত্র।

**ठिटाः ज्**श्रिकिंगःक्रमात्राः छनाकात्राशरको खर्षितरःदननम्

—বোগস্ত্র, ৪।২২

চিংশক্তি কেবল অ-পরিণামী নয়—অপ্রতিসংক্রমা (অক্সত্র সঞ্চার-শৃষ্ট )—অতএব চিতি-শক্তি বা পৃষ্ণব বস্তুতঃ চিত্তে সংক্রান্ত হন না— ভান্তিবশতঃ সংক্রান্তের স্থায় বোধ হয় মাত্র। ইহাই উপরাগ। উপায় দ্বারা

চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, আর পুরুষে বৃত্তির ছায়া নিপতিত হয় না : র পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। এই মর্মে পতঞ্জলি বলিয়াছেন তদা দ্রষ্ট্রঃ স্বরূপেইবস্থানম্।

বুত্তিদারূপ্যম্ ইতরত্ত।—যোগস্ত্ত, ১।৩-৪

সেই জন্ম সাংখ্যস্ত্রকার বলিতেছেন যে, নিত্য-মৃক্ত পুরুষের রেফ্ তাহা নিতান্ত অলীক।

নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষো পূরুষস্থ অবিবেকাদ্ ঋতে—৩৭১ এই অবিবেক অনাদি বা uncaused বটে— অনাদিরবিবেকঃ অন্থথা দোষদ্বয়প্রসক্তোঃ—৬১২

প্রক্তেঃ স্বস্বামিভাবোহপি অনাদিঃ বীজাঙ্কুরবং—৬।৬৭

কিন্ত উহা অনন্ত নহে—সাত। 'It is of course not a permuent one. Purusa, passively observing the workings Prakriti, forgets its true nature and is deluded into belief that it thinks, feels and acts.'

ন নিতাঃ স্থাদ্ আত্মবং অন্তথা অন্তচ্ছিত্তিঃ—সাংখ্যস্ত্র, ৬।১৬ 'অবিবেক বদি নিতা হইত, তাহা হইলে, তাহার উচ্ছেদের সম্বাদ থাকিত না'। অথচ দেখা যায়, বিবেকী পুরুষের পক্ষে তাহার উচ্ছো ম

নিয়তকারণাং তহচ্ছিত্তিঃ ধ্বান্তবং—সাংখ্যসূত্র, ১৷৫৬

[ নিয়তকারণাং = বিবেক-সাক্ষাংকারাং — বিজ্ঞানভিক্ষ্ ]

'বেমন আলোকসম্পাতে অন্ধকারের নাশ হয়, সেইরূপ বিবেক-সার্থ কারে অবিবেকের বারণ হয়।'

প্রধানাবিবেকাদ্ অস্থাবিবেকস্ত তদ্ হানে হানন্ - সাংখ্যস্থ্য, <sup>সা</sup>

তিং — অবিবেক—বিজ্ঞানভিক্ষ্ ]

অতএব মৃক্তি এই অবিবেকরপে বাধার তিরোধানমাত্র।
মৃক্তিঃ অম্ভরায়-ধ্বস্তঃ—-সাংখ্যস্ত্ত্র, ৬।২০

কারণ, স্বরূপতঃ মৃক্ত পুরুষের বন্ধনাশ ভিন্ন অন্ত প্রকার মৃক্তি সম্ভবপর নহে।

নিজম্জস্ম বন্ধানংসনাত্রং পরং ন সনানত্বম্—সাংখ্যস্ত্র, ১৮৬
সাংখ্যমতে এ বিবেকসিন্ধির উপায় ও ফল কি এবং মৃক্তি বা কৈবল্যেরই
বা স্বরূপ কি — আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু তংপূর্বে
সাংখ্যদিসের সংবিত্তি-তত্ত্ব বা Theory of cognition আমাদিগকে
একটু বিশদভাবে ব্রিতে হইবে; কারণ, তাহা না ব্রিলে, সাংখ্যমতে শুদ্ধ-পূক্ষ্যে কিরুপে অবিবেকের সংস্পর্শ ঘটে, নিত্য-মৃক্তের কি জন্ম বন্ধন হর,
—তাহা আমরা ঠিক ব্রিতে পারিব না। আগামী অধ্যায়ে আমরা ঐ
সাংখ্যাক্ত সংবিত্তি-তত্ত্ব ব্রিবার চেষ্টা করিব।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

### সাংখ্যের সংবিভি

নিত্যমৃক্ত-স্বভাব পৃক্ষবকে কেন পাপতাপক্ষিষ্ট, তৃঃখনৈত্মের খাইন ত্রিপ্তণরূপ পাশ দ্বারা বন্ধ মনে হয়, প্রথম অধ্যায়ে তাহার উত্তর আন্ধ করিতে যাইরা আমরা দেখিয়াছি য়ে, সাংখ্যমতে অ-বিষেক হইতেই য়য় উংপত্তি। শুদ্ধবৃদ্ধ পৃক্ষবে কিরুপে অবিবেকের সংস্পর্শ-ঘটনা হয়—এ প্রম সম্পর্কে আমরা বলিয়াছিলাম, সাংখ্যদিগের সংবিত্তি-তত্ত্ব বা Theory ঝ Cognition না ব্বিলে ইহার সমাধান হইবে না। অতএব আমরা এম ঐ সংবিত্তিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বিষয়টি বেশ ক্টিন—অভ্য এ সম্বন্ধে পাঠকের প্রণিধান প্রার্থনীয়।

অমুভূতি-প্রক্রিরার আলোচনার আরস্তে পাঠকের স্মরণ করাইরা রি যে, পুরুষ—বিনি 'অমুভব' করেন,—সাংখ্যনতে তিনি শরারী বটেন, নি শরীর নহেন—তিনি শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত।

শরীর যেন ক্ষেত্র, পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষেত্রী—শরার দেহ, পুরুষ রেটী গীতার কথায়—

ইদং শরীরং কৌন্তের ! ক্ষেত্রনিত্যভিধীরতে। এতং যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদিদঃ ॥ — ১৩।২ স্থুল ও স্কন্ধ ভেদে এই শরীর দিবিধ। স্থুল শরীর—যাহা সকলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ — সে শরীর বিনাশী, কিন্তু স্কন্ধ শরীর, সাংখ্যমতে, নিজ ক্ষান্তস্তায়ী।

সাংখ্য পরিভাষায় ঐ স্থন্ম শরীরকে 'লিঙ্গ' বলে— ভাবৈ: অধিবাসিতং লিঙ্গম্—কারিকা, ৪০ লিছ = Psychical Organism.

উহাকে 'निन्न' यता कन ?

It is termed 'Lingam' because it is the "mark" by which the different Purushas are distinguished; for, in themselves, these collectively are mere knowing subjects and nothing more, and would consequently be completely identical and indistinguishable, if they had not their proper lingas differing from one another.

—Dr. Deussen's Philosophy of the Upanisads, p. 242 গৌড়পাদ বলেন—এ লিন্ধ বা স্থল্ম শরীর 'স্থল্প পরমাণ্ডিঃ ভন্মাত্রৈ-ৰুপচিতম্'।

স্ত্রকারের মতে ঐ লিম্ব বা স্বন্ধ শরীর অষ্টাদশ অবয়বাত্মক। সপ্তদশৈকং লিম্বম্—সাংখ্যস্ত্র, ৩১

মহদ্-অহংকার-একাদশেন্দ্রিয়-পঞ্চতন্মাত্ত-পর্যন্তম্। এবাং সম্দায়: স্ক্র-শরীরম্।—বাচস্পতি মিগ্র

वे निस्मत >१+>=>৮ ज्यात । कि कि ?

পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন:, অহংকার ও বৃদ্ধি। \* অতএব সাংখ্যমতে করণ ত্রয়োদশবিধ—দশটি বাহ্থ এবং তিনটি অস্তঃ।

> করণং ত্রমোদশবিধম্ \* \*। অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্মম্।—কারিকা, ৩২-৩

<sup>\*</sup> বৃত্তিকার অনিক্রদ্ধের মতে 'সপ্তদশৈকং নিক্নম্'—এই সূত্রে 'সপ্তদশৈক' অর্থে
অষ্টাদশ। বিজ্ঞানভিকু বলেন, অহংকারকে বৃদ্ধির অন্তর্ভূত করিয়া স্তরকার এখানে
১৭টি মাত্র অবয়বের গণনা করিলেন—একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ তন্মাত্রাণি বৃদ্ধিক্তেতি সপ্তদশ।
অহংকারস্ত বৃদ্ধে এব অন্তর্ভাবঃ। এ মতেও স্ক্রশরীর অষ্টাদশ অবরবাস্থক।

চক্ষ্, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বার্ রূ পদ, পায়্, উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—উভয়ে মিলিয়া দশ বহিঃকরণ † বৃদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষ্ংশ্রোত্রদ্রাণরসনম্পর্শকানি। বাক্ পাণি পাদ পায়্পস্থান্ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যান্থঃ ॥—কারিকা, ২৬

আর মনঃ, অহংকার ও বৃদ্ধি এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ — সকলে মিন্তি ত্রয়োদশবিধং করণং।

করণং ত্রয়োদশবিধন্ অবাস্তর ভেদাৎ — সাংখ্যস্ত্র, ২০০৮
উপরে অন্তঃকরণকে ত্রিবিধ বলা হইল — মনঃ, অহংকার ও বৃদ্ধি। দ্যি
প্রকৃত পক্ষে অন্তঃকরণ এক। 'অন্তঃকরণন্ একনেব বীজাঙ্কুরমহাবৃজানিং
অবস্থাত্রয়মাত্রভেদাৎ, কার্যকারণভাবন্ আপগত ইতি চ প্রাণেবোক্তন্।'

— ২।১৬ স্থাত্রের ভিত্নতা

( অবস্থাত্র = মনঃ অহম্বার বৃদ্ধি )

এই জন্ম বোগদর্শনে অন্তঃকরণের সাধারণ নাম চিত্ত।

কি বাহ্যকরণ, কি অন্তঃকরণ, প্রত্যেক করণেরই স্বতন্ত্র, স্থালকণার্র্য় আছে। চক্ষুর নিজস্ব বৃত্তি দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার আদ্রাণ, দ্বিস্থা আস্বাদন, অকের স্পর্শন, বাকের বচন, হন্তের গ্রহণ, পদের গমন, পায় বিসর্জন (evacuation) এবং উপস্থের আনন্দন (generation)।

वहनामानविश्वर्ताारमर्शानना । प्रकानाम् - काविका, २৮

প্রোক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিরের স্বালক্ষণ্য (characteristic)-বৃত্তির সাধ্যা নাম, সাংখ্য-পরিভাষার - 'আলোচন'।

শব্দাদিরু পঞ্চানাম্ আলোচনমাত্রমিয়তে বৃত্তিঃ—কারিকা, ২৮ চক্ষুর বিষয় রূপ, কর্ণের বিষয় শব্দ, নাদিকার বিষয় গন্ধ, জ্বিহার শি

<sup>†</sup> এই দশ বহিঃকরণ বা ইন্দ্রিয় ভৌতিক নহে, আহংকারিক, অর্থাৎ, অহংকারজনে বিকার-জাভ —

ন ভূত-প্রকৃতিত্বস্ ইন্সিয়াণাষ্ আহংকারিকত্বে শ্রুতে: — সাংখ্যস্ত্র, ০০৮৪

রুস এবং অকের বিষয় স্পর্ণ। ঐ ঐ বিষয়ের সহিত সেই সেই করণের সংযোগ হইলে, যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহারই সাধারণ নাম 'আলোচন' (vague sensation)— নৈরারিকেরা যাহাকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলেন। অতি ছালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্। ঐ আলোচনের উপর এইবার তিবিধ অন্তঃকরণের যোগ হর —প্রথম মনঃ, তাহার পর অহংকার, তাহার পর বৃদ্ধি। মনঃ, অহন্ধার ও বৃদ্ধিরও স্বালক্ষণ্য বা নিজস্ব বৃত্তি আছে।

মনের কি নিজস্ব বা অসাধারণ বৃত্তি ? সংকল্প।
উভয়াত্মকম্ অত্ত মনঃ সংকল্পকম্—কারিকা, ২৭
অহংকারের কি নিজস্ব বা অসাধারণ বৃত্তি ? অভিমান।
অভিমানোহহংকারঃ—কারিকা, ২৪
আর বৃদ্ধির অসাধারণ বা নিজস্ব বৃত্তি—অধ্যবসার বা বিনিশ্চয়।
অধ্যবসারো বৃদ্ধিঃ—কারিকা, ২৩

আলোচনের উপর মনঃসংযোগের ফলে মনের সংকল্পরুত্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্বজনিত নির্বিকল্পক বা নির্বিশেষ জ্ঞান সবিকল্পক বা সবিশেষ হইতে মারম্ভ হয়।

> षान्ति शालाहनः कानः প्रथमः निर्विकन्नकम् । পदः পून राथा वस्त्रधर्मकाजानिष्ठिस्था ॥

'প্রথমতঃ (ইন্দ্রিয়-সরিকর্ষের ফলে) নির্বিকরক জ্ঞান (indeterminate perception)—আলোচন মাত্র হয়। পুপরে তাহার সহিত বস্তুর ধর্ম, জ্ঞাতি প্রভৃতি বিশেষণ সংযুক্ত হইলে সবিকরক বা সবিশেষ জ্ঞান (determinate perception) জন্মে।

সামান্তবিশেষ-সম্দায়োহত ত্রব্যম্—৩।৪৪ স্থত্তের ব্যাসভান্ত বাচস্পতি মিশ্র এ বিষয় বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—

আলোচিতম্ ইন্দ্রিয়েণ বস্তু ইদমিতি সংম্থ্বম্ ইদম্ এবং নৈবমিতি মানু,
কল্পয়তি বিশেষণবিশেশ্য-ভাবেন বিবেচয়তি। ইহাই মনের সংকয়-বিশ্ব
—mental analysis and synthesis. এই যে বিশেষা-বিশ্বেন
অবগাহিত জ্ঞান, ইহা মনঃসংযোগের ফল। এইবার অহংকার তায়া
উপর ক্রিয়া করে। অহংকারের অসাধারণ বৃত্তি অভিমান (egoism)।
এই অভিমানের ফলে বৃত্তিগুলি 'আমার বৃত্তি' বলিয়া অহতব য়া
বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন —

যং খলু আলোচিতং মতং চ তত্র অহমধিকৃতঃ, শক্তঃ খলু অহমর, মর্ম প্রবামী বিষয়াঃ; মন্তোঃ নাক্তঃ অত্রাধিকৃতঃ কন্চিনন্তি অহমিম বোহভিনান সাং অনাধারণ-ব্যবহার হান্ অহংকারঃ। অর্থাং, ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষর ইন্দ্রিয়া শারা 'আলোচিত' এবং মনের হারা 'মত' হইলে পর, অহন্ধার 'অভিমান করে—'ইহা আমারই বিষয়, ইহাতে আমি অধিকৃত, আমি শক্ত, মানি ব্যতীত কেহ অধিকারী নাই'—এই যে অহমিমি স্বানিত্ব-বৃত্তি, ইয়ি অভিমান। এইবার তাহার উপর বৃদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। বৃদ্ধির নিক্ষ রত্তি অব্যবদায়ক বা বিনিশ্চয়। বৃদ্ধির দ্বারা ব্যাকৃত হইলে তবে বৃদ্ধি বিনিশ্চিত আকার ধারণ করে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের ভাষা বিলিশ্চিত আকার ধারণ করে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের ভাষা বিলিশ্চত গেলে বলিতে হয় যে, তথন I know that I know; I know that I feel; I know that I will—এইয়প অমুক্র

বাচম্পতি মিশ্র এই বিষয় বিশদ করিয়া বলিতেছেন—
সর্বো ব্যবহৃত্ত আলোচ্য মুখা অহমধিক্বত ইত্যভিমত্য কর্তব্যমেতং শ্র ইত্যধ্যবস্থতি ততণ্চ প্রবর্ততে ইতি লোক:সিশ্ধন্। তত্র যোহয়ং কর্তবার্মিট

<sup>\*</sup>এবন্ এব ইতি নিশ্চয়োহধাবদায়:—অনিক্ল

বিনিশ্চরঃ চিত্তিসন্নিধানাদ্ আপন্নতৈতন্তারা বুদ্ধেঃ যোহধ্যবসায়ো বুদ্ধেঃ
অসাধারণব্যাপারঃ তদভেদা বুদ্ধিঃ।

অর্থাং, বিষয় ইন্দ্রিয়ের দারা আলোচিত, মনের দারা মত এবং অহংকার দারা 'স্বা'-কৃত হইবার পর, বৃদ্ধি অধ্যবসায় দারা তাহার 'বিনিশ্চর' করিয়া কর্তব্য অবধারণ করে। এই মপেই লোক-ব্যবহার সিদ্ধ হয়।\*

এই বে বৃত্তিচতুটর—আলোচন, সংকল্প, অভিমান ও অধ্যবসায়— ইহারা কি ক্রমশঃ না যুগপৎ (simultaneous) ? সাংখ্যেরা বলেন — কথন ক্রমশঃ, কথন যুগপং।

ক্রমশঃ অক্রমশশ্চ ইন্দ্রিয়বৃত্তিঃ—সাংগ্যন্থর, ২া৩২

যুগপং চতুষ্টরন্থ তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তন্তা নির্দিষ্টা—কারিকা, ৩০

বৃত্তিচতুইয়ের ক্রম-পর্যায় আমাদের অন্তর্গদির। কিন্তু কথন কথন থেন সমস্ত করণের কার্য একদা সংঘটিত হয়। কদাচিং তু ব্যাদ্রাদিদর্শন-কালে ভয়বিশেবাং বিহ্যন্ততেব সর্বকরণের একদৈব বৃত্তির্ভবতি। এরপ স্থলে সম্রমবশতঃ বেন চকিত চমকের মত সমস্ত করণের বৃত্তি একদা হইতেছে মনে ইয়। এ যুগপং-বোধ বৃত্তিচতুইয়ের অতি-ক্রত গতি-ক্রমের ফল।

প্রাচানেরা এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এ
য়্গগং ব্যাপারটা যেন উংপল-শতপত্র-ভেদ। যদি ১০০টা পদ্মের পাপড়ি
উপরি উপরি সাঞ্চাইরা তীক্ষ স্ফির দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্ধ করা হয়, তবে
ননে হইবে যেন এ ১০০টা পাপড়ি এক সঙ্গেই বিদ্ধ হইল, কিন্তু বৃঝিয়া
দেখিলে ব্রা বায় যে, বস্তুতঃ পত্রের পর পত্র বেধ করিতে সময়ের স্ক্ষ ক্রমের
ব্যবধান ছিল। ইন্দ্রিয়, মনঃ, অহকার, বৃদ্ধি—ইহাদিগের বৃত্তি সম্বন্ধেও ঐ
কথা।

<sup>\*</sup>When an object excites the senses, the manas arranges the sense-impressions into a percept, the self-sense ( অহংকার) refers it to the self and the Buddhi forms the concept.—Prof. Radha Krisnan.

অতএব আমরা দেখিলাম, অন্তঃকরণ ত্রিবিধ—মনঃ, অহস্বার ও বৃদ্ধি। ইহাদের মধ্যে কিন্তু বৃদ্ধিই প্রধান।

সমান-কর্মযোগে বৃদ্ধে: প্রাধান্তং লোকবং – সাংখ্যস্ত্র, ২।৪৭

যন্তপি প্রুষার্থত্বেন সমান এব সর্বেষাং করণানাং ব্যাপার: তথাপি
বৃদ্ধেরের প্রাধান্তং লোকবং—বিজ্ঞান ভিক্ষ্

'যদিও পুরুষার্থের সাধকরপে সকল করণের ব্যাপারই সমান, তথাদি বৃদ্ধিই তাহাদের মধ্যে প্রধান—যেমন রাজপুরুষদিগের মধ্যে মন্ত্রীই প্রধান।' অক্তর স্ত্রকার বলিতেছেন—

ন্ধরোঃ প্রধানং মনো লোকবদ্ ভৃত্যবর্গেরু—সাংখ্যস্ত্র, ২।৪০ এখানে মনঃ অর্থে বৃদ্ধি । \* দ্বয়ো বাহ্যান্তরয়ো র্যধ্যে মনো বৃদ্ধিরেব প্রধানং মৃখ্যম্ — বিজ্ঞানভিদ্ধ

কিসে বৃদ্ধির প্রাধান্ত ? অব্যভিচারাং। তথাশেষসংস্কারাধারহাং। স্থত্যান্তমানাচ্চ—সাংখ্যস্ত্র, ২।৪১-৩

'বেহেতু বৃদ্ধির ফল অব্যভিচারী, বৃদ্ধি সমস্ত সংস্কারের আশ্রয় এক ধ্যানরূপ যে সর্বোত্তম বৃত্তি, তাহা বৃদ্ধিরই প্রকার — অতএব বৃদ্ধিই প্রধান।' সাংখ্য-কারিকা অন্তভাবে বৃদ্ধির প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—

এতে প্রদীপকল্পা: পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষা:।

ক্বংস্নং পুরুষসার্থং প্রকাশ্র বৃদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি॥—কারিকা, ৩৬

বৃদ্ধে প্রথচ্ছন্তি—বৃদ্ধিস্থং কুর্বন্তি ইত্যর্থঃ। বৃদ্ধিস্থং সর্বং বিষয়ং স্থাদিকং পুরুষ উপলভ্যতে—গৌড়পাদ

'জিগুণের পরিণাম এই সকল করণ অসদৃশ ( dissimilar )—তাহার প্রদীপের ন্যার সমস্ত অর্থ বা বিষয় ( objects ) বৃদ্ধিস্থ করে।'

<sup>\*</sup> মহদাধান্ আদ্মং কার্যং তন্মনঃ—সাংখ্যস্ত্র, ১।৭১

'প্রকৃতির প্রথম বিকারের নাম মহৎ ( মহৎতত্ত্ব )—উহাই মনঃ।

মননমত্র নিশ্চর স্তদ-বৃত্তিকা বৃদ্ধিরিতার্থ: —ভিকু

বৃদ্ধির প্রাধান্তের আরও হেতু আছে।

দর্বং প্রত্যুপভোগং যন্মাৎ পুরুষদ্য দাধয়তি বৃদ্ধি:।

সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং স্ক্রেম্ ॥—কারিকা, ৩৭ অর্থাৎ, 'বৃদ্ধির দারাই পুরুষের সমন্ত ভোগ এবং বিবেকসিদ্ধি-রূপ অপবর্গ সিদ্ধ হয়।' অতএব করণসমূহের মধ্যে বৃদ্ধিই প্রধান।

এই সাম্ভঃকরণা বৃদ্ধিই যোগদর্শনের চিত্ত ( psychical apparatus )। সাংখ্যমতে ইহা যখন প্রকৃতির উপাদানে গঠিত, তথন ইহা নিশ্চরই অচেতন বা জড় ( material )।

ন তং স্বাভাসং দৃশ্যত্বাং –যোগস্ত্র, ৪৷১৯

কিন্তু, যেহেতু ইহার সহিত পুরুষের অনাদি সংযোগসিদ্ধ সম্বদ্ধ\*— অতএব জড় হইলেও চিত্ত বা লিঙ্গকে সচেতন মনে হয়।

( লিঙ্গ – সাস্তঃকরণা বৃদ্ধি বা চিত্ত )

তশাং তংসংযোগাদ্ অচেতনং চেতনাবদ্ ইব লিম্বন্থ —কারিকা, ২০ এবং মহদাদি লিম্বং প্রুষসংযোগাৎ চেতনাবদ্ ইব ভবতি—গৌড়পাদ অচেতনং চেতনমিব (চিত্তং) ক্ষটিকমণিকল্পং সর্বার্থম্ ইত্যুচ্যতে

—ব্যাসভাব্য

ইহার উপর ব্যাসভায় এইরূপ—

অনাদিবাসনামূবিদ্ধম্ ইদং চিভং নিমিন্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনা: প্রতিলভ্য পুরুষক্ত ভোগায় উপাবত তে ইতি।

শীরামামুজাচার্য এই সকল কথার প্রতিধানি করিয়া গীতা-ভান্তে বলিরাছেন—
পূলবেণ সংস্টা ইয়ম্ অনাদি-কাল-প্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকার-পরিণতা প্রকৃতিঃ স্ববিকারিঃ
ইচ্ছাবেবাদিভিঃ পূলবন্ত বন্ধত্তেভ্রতি। চিন্তাকারে পরিণত প্রকৃতির এক ভগ্নাংশকে
পূলব নিজম্ব করিয়া লয়েন। ইহাই তাহার 'লিঙ্গ' বা ক্ষেত্র। তিনি ক্ষেত্রক্ত।

<sup>\*</sup> চিত্তপুরুষয়োঃ অনাদিঃ স্ব-স্বামিভাবঃ সম্বন্ধঃ—ভিকু

<sup>ে ে</sup> তাসামনাদিক্ষন্ চ আশিৰো নিত্যকাৎ—বোগস্ত্র, ৪।১•

বিজ্ঞানভিক্ষণ্ড বলিয়াছেন—বুদ্ধেশ্চ বা চিন্তা সা পুরুষসান্নিখ্যা ।\*
চিন্ত বা বৃদ্ধির এই যে 'চিৎ-তা', তাহা চিৎ বা পুরুষের সান্নিধান্দনিত।
স্তুকার এই মর্মে বলিতেছেন—

অন্তঃকরণস্থ তত্ত্জ্জলিতত্বাৎ লোহবৎ অধিষ্ঠাতৃত্বম্—সাংখ্যস্তর, ১৯১১
অন্তঃকরণং হি তপ্তলোহবৎ চেতনোজ্জলিতং ভবতি। অত স্তস্থ চেতনাঃ
মানতরা অধিষ্ঠাতৃত্বম্-বিজ্ঞানভিক্ষ্

'বেমন অগ্নির সংস্পর্শে লৌহের উষ্ণত্ব, সেইরূপ চিং-সংস্পর্শে আছু: করণের চেতনত্ব। সেই জন্ম অন্তঃকরণ সচেতনবং প্রতীয়মান হয়।' বাদ ভান্তও এই মর্মে বলিরাছেন—অচেতনং চেতনমিব স্ফটিকমণিকল্প স্বাধি মিতি উচ্যতে। অর্থাং, অচেতন চিত্ত সচেতনবং প্রতীত হয়। The unconscious লিন্ধ is invested with consciousness—চেতনাম ইব লিন্ধং। Consciousness does not pass into the অন্তর্মন but is only reflected in it.

ইন্দ্রির দারা এই চিত্তের সহিত বিষয়ের বা বাহ্নবস্তর সন্নিকর্ধ বা সংগ্রাহ হুইলে কি হয় ? চিত্ত তদাকারে আকারিত হয়। যোগদর্শনের ভাষা ইহাকে 'উপরাগ' বলে।

তহপরাগাপেক্ষিত্বাৎ চিত্তস্থ বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্—বোগস্তা, ৪।১৭ বেন চ বিষয়েণ উপরক্তং চিত্তং স বিষয়ো জ্ঞাতঃ ততোংক্য পূর্ন অজ্ঞাতঃ—ব্যাসভাস্থা।

বিষয়ের দারা চিত্ত অন্তরঞ্জিত হইয়া জ্ঞাত বা অনুভূত হয়।

এই অমুভূতির প্রক্রিরার ক্রম আমরা পূর্বেই আলোচনা করিরাছি। প্রথম আলোচন, আলোচনের পর সঙ্কল্প, সঙ্কল্পের পর অভিমান এবং অভি মানের পর বিনিশ্চয়। কিন্তু বিনিশ্চয়ের শুরে উঠিলেও অমুভূতি-প্রক্রিরা

<sup>\*</sup>চিৎ+ত= চিত্ত। ইহার সহিত বৈদান্তিক মনন্তত্ত্বের মনঃ, বৃদ্ধি, অংকার ও বি ভুলনীয়।

অবসান হয় না। ইহার সহিত চিতের বা পুরুষের যোগ চাই। ব্রক্তি: অর্থেপেরক্তা প্রতিবিম্বরূপেণ পুরুষাধিরুঢ়া সতী ভাসতে। वर्शर, বিষয় (object)-দারা উপরঞ্জিত বৃত্তি প্রতিবিম্বরূপে পুরুষে অধিরুঢ় হুইলে তবে অন্নভূতি হয়। এই মর্মে যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

তित्रन् চिन्पर्नाः काद्य मंग्छ। वस्त्रनृष्टेयः। ইমান্তাঃ প্রতিবিদ্বন্তি বর্দীব তটক্রমা:।

'নেনন তীরস্থিত বৃক্ষনকলের সরোবরের জলে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ সমস্ত নম্ভ-দৃষ্টির, অর্থাং, অর্থোপরক্ত চিত্তর্ত্তির স্বচ্ছ চিংদর্শণে প্রতিবিম্ব হয়।

ইহার সহিত গুণরত্ব স্থারিকত ষড়্দর্শন-সমুচ্চন্ন-টীকার উদ্ধৃত আহারিকত নিয়োক শ্লোকটি তুলনীয়—

বিবিক্তে দৃক্পরিণতৌ বুদ্ধৌ ভোগোহশু কথ্যতে। প্রতিবিষোদয়ः স্বচ্ছে यथा চন্দ্রমদোইস্ভদি॥ দেই জম্ম স্ত্রকার বলিতেছেন—

> চিদবদানো ভোগ: --সাংখ্যস্ত্র, ১৷১০৪ চিদবদানা ভুক্তি:—এ, ৬/৫৫

প্রমেয়ং বৃত্ত্যা সহ পুরুষে প্রতিবিধিতং সং ভাসতে। অতঃ অর্থোপরক্ত-বৃত্তি-প্রতিবিশ্বাবচ্ছিয়ং স্বরূপচৈতন্তমেব ভানং পুরুষক্ত ভোগং—বিজ্ঞানভিক্ অর্থাৎ, প্রমেয় ( object ) বৃত্তির সহিত প্রদেষে প্রতিবিধিত হইলে প্রকাশিত বা অন্তভূত হয়। অতএব, বিষয়ের দারা উপরক্ত যে চিত্তরন্তি, ভাহার প্রতিবিম্বাবচ্ছিন্ন যে চিং বা স্বরূপ চৈতন্ত, তাহাই ভান ( সমূভূতি ),

ভাহাই ভোগ। যোগের ভাষায় ইহাকে বৃত্তিদারূপ্য বলে— ্বৃত্তিসান্ধপ্যম্ ইতরত্ত – যোগস্ত, ১।৪

ব্যুখানে যাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ তদ্-অবশিষ্ট-বৃত্তিঃ পুরুষঃ—ব্যাসভাব্য

<sup>‡নম্ম</sup>ত্র বাাসভারে লিখিত আছে—

বৃদ্ধিবৃদ্ধাবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃদ্ধি রাখ্যারতে—৪।২২ যোগস্ত্রের ব্যাসভার।

সাংখ্যেরা ইহাকেই "চিচ্ছায়াপত্তি" বলেন—বুদ্ধে চৈতন্তপ্রতিবিম্বঃ চৈত্ত্ব দর্শনার্থং কল্পাতে। দর্পণে মুথপ্রতিবিম্ববং। অয়মেব চ চিংপ্রতিবিম্বঃ বুদ্ধে চিং ছায়াপত্তিঃ ইতি, চৈতন্তাধ্যাস ইতি, চিদাবেশ ইতি চোচ্যতে—বিজ্ঞানভিত্

অন্তভৃতি-প্রক্রিয়ার ইহাই শেষ পর্ব ( last stage )—এইবার Sensition Perception-এ পরিণত হয়।

বাচস্পতি নিশ্রের মৃথে বৃদ্ধির ব্যাপার লক্ষ্য করিতে আমরা গৃঞ্চ ইহার ইন্সিত পাইয়াছি—যোহয়ং কর্তব্যমিতি বিনিশ্চয়ং চিত্তিসন্নিধানা আপন্ন-চৈতন্তায়া বৃদ্ধেং সোহধ্যবসায়ং।

কথাটি কিছু বিশদ করিতে চাই—কারণ, ইহা না ব্ঝিলে সাংক্ষ সংবিত্তি-তত্ত্ব ঠিক বুঝিতে পারিব না।

আমরা দেখিরাছি, এক একটি পুরুষ অনাদি কাল হইতে এক একটি পুরুষ অনাদি কাল হইতে এক একটি পুরুষ অনাদি কাল হইতে এক একটি চিত্তের সহিত সংযুক্ত আছেন। পুরুষ স্বামী বা প্রভু, চিত্ত তাঁহার বা পুরুষ অপরিণামী—চিত্ত পরিণামী। পুরুষ দ্রষ্টা (subject), বিষয় দূর্গ (object)। স্রষ্টা পুরুষ চিত্তের দ্বারা দৃশ্য বিষয় দর্শন করেন। কার্ব্য বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত চিত্তবৃত্তির প্রতিবিশ্ব যথন পুরুষে সংক্রাম্ভ হয়, উর্ম্ব সেই চেত্তবৃত্তি পুরুষের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়।

দদা জাতা: চিত্তবৃত্তর: তংপ্রভো: পুরুষশ্র অপরিণামিতাং

—বোগস্ত্ৰ, <sup>৪)</sup>

If পুৰুষ underwent transformation, then it would laps of times and there would be no security that the state of প্রকৃতি as pleasure and pain (i. e. চিত্রুতয়ঃ) will be experienced.—Prof. Radha Krisnan.

ব্রষ্ট্-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্—যোগস্তর, ৪।২৩ ব্রষ্ট্-দৃশ্যোপরকং বিষয়বিষয়ি-নির্ভাসং চেতনাচেতনস্বরূপাপুরুষ্ চিত্ত সান্তঃকরণা বৃদ্ধি ) বেন দারী, ইন্দ্রিয়দকল দার। দারী চিত্ত ঐ
দার দিয়া সমন্ত বিষয় পূর-স্বামী পূরুষের নিকট পছ ছিয়া দেয়—তথন পূরুষ
তাহা গ্রহণ করেন।

সান্তঃকরণা বৃদ্ধিঃ সর্বং বিষয়ম্ অবগাহতে যন্ত্রাং।
তন্মাং ত্রিবিধং করণং দারি, দারাণি শেষাণি॥—কারিকা, ৩৫
এই মমে বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন—
ক্রিকান কলিবে বর্গান আত্মনে যা প্রাক্তির।

গৃহীতান্ ইঞ্রিরৈ রর্থান্ আত্মনে বং প্রযক্ষতি। অন্তঃকরণরূপায় তদ্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের দারা গৃহীত বিষয় অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি পুরুষকে প্রদান করে।

এ সম্বন্ধে বাচম্পতি বলেন—জড়ম্বভাবোহপি অর্থঃ (object) ইন্দ্রিমপ্রণালিকয়া চিত্তম্পরঞ্জয়তি। তদেবংভৃতং চিত্তদর্পণম্ উপসংক্রাম্ভ-প্রতিবিম্বা
চিতিশক্তিঃ চিত্তম্ অর্থোপরক্তং চেতয়মানার্থম্ অন্থভবতি। পুরুষ এইরূপে
'প্রতায়ায়পশ্য' হন (যোগস্থত্র, ২।২০)। প্রতায়ং বৌদ্ধমন্থপশ্যতি। তমন্থপশান্ন তদাআপি তদাঅক ইব প্রতাবভাসতে—ব্যাসভাষ্য।

এ সম্পর্কে পতঞ্চলি বলিয়াছেন—
তথাপি, চিতেরপ্রতিসংক্রমায়া গুদাকারাপত্তৌ স্ব-বৃদ্ধি-সংবেদনম্

—যোগস্ত্ৰ ৪।২২\*

<sup>\*</sup>ইহার ব্যাসভান্ত এইরূপ—

অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিঃ অপ্রতিসংক্রম। চ পরিণামিনি অর্থে প্রতিসংক্রান্তা ইব উদ্যুত্তিম্ অমূপততি। তত্তাশ্চ প্রাপ্ত-চৈতক্তোপগ্রহম্বরূপারা বৃদ্ধিবৃত্তেঃ অমুকারিমাত্রতরা বৃদ্ধিবৃত্তাবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরাধ্যায়তে।

অর্থাৎ, পুরুষ বা চিতিশক্তি কেবল অপরিণামী নয়—অপ্রতিসংক্রমা (অক্সত্র সঞ্চারশৃষ্ঠা)।

ই চিতিশক্তি বস্তুতঃ বৃদ্ধিতে ( চিত্তে ) সংক্রান্ত হয় না—ভ্রান্তিবশতঃ সংক্রান্তের স্থায় বোধ

ইয় মাত্র।

অর্থাৎ, বিষয়ের দারা উপরঞ্জিত চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষে সংজ্ঞা হইলেও এবং তজ্জন্ত পুরুষকে সব্যাপার ও সম্বযুক্ত মনে হইলেও পুরুষে তাত্তিক শুদ্ধযের ও কৈবল্যের হানি হয় না।

বিজ্ঞানভিক্ষ্ এই বিষয় বিশদ করিয়া ১৮৭ সাংখ্যস্ত্ত্তের ভার লিখিতেছেন—

অত্র ইয়ং প্রক্রিয়া। ইন্তিয়প্রণালিকয়া অর্থসন্নিকর্ষেণ লিক্জানাদিনা ব আদৌ বৃদ্ধে রর্থাকারা বৃত্তির্জারতে। \* \* সা চ বৃত্তিঃ অর্থোগরন প্রতিবিম্বরূপেণ প্রক্ষার্ক্রা সতী ভাসতে, প্রক্ষম্য অপরিণামিতয়া বৃদ্ধি স্বতোহর্থাকারস্বাসন্তবাং। অর্থাকারতায়া এব চ অর্থগ্রহণস্বাং, জ্বর ত্র্বচন্তাদিতি। তদেতং বক্ষাতি জপাক্ষটিকয়োরিব নোপরাগঃ নির্ম্বিভ্রান ইতি। বোগস্ত্রেঞ্চ বৃত্তি-সারূপ্যম্ ইতরক্ত। স্মৃতিরপি তিন্দি চিংদর্পণে ক্ষারে ইত্যাদি। বোগভাষ্যঞ্চ বৃদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী প্রকৃষ ইতি। প্রতিধ্বনিবং প্রতিসংবেদঃ সংবেদনপ্রতিবিম্ব স্ত্য্যাশ্রম ইত্যর্থঃ। \* \* প্র্র্মেচ স্ব বৃদ্ধি বৃত্তীনামেব প্রতিবিম্বাপণ্যামর্থ্যম্ ইতি ফলবলাং কল্পাতে।

সংবিত্তির প্রক্রিয়া এইরপ:— প্রত্যক্ষ স্থলে ) বিষয়ের সহিত ইন্ত্রিয়ে সন্নিকর্ষ ঘটিলে এবং ( অহুমান স্থলে ) হেতুজ্ঞান হইলে, বৃদ্ধির অর্থানার বৃত্তি জন্মে। অর্থের উপরাগবিশিষ্ট সেই বৃত্তি প্রতিবিম্বরূপে প্রুমে আর্ক্ষ ইইয়া প্রকাশিত বা অহুভূত হয়। বৃদ্ধির ন্থায় পুরুষ পরিণামী নহেন।

বাচম্পতি নিশ্র এই বিষয় যথাসন্তব বিশদ করিয়া স্বকৃত টীকায় এইরপ নিবিয়াছেনচিতেঃ স্ববৃদ্ধিসংবেদনং, বৃদ্ধেঃ তদাকারাপত্তী চিতিপ্রতিবিস্থাধারতরা তদ্রপতাপরী
সত্যাং। যথা হি চক্রমসঃ ক্রিয়ামন্তরেণাপি সংক্রান্তচক্রপ্রতিবিস্থম্ অমলং জলম্ অচলম্ব চলমিব চক্রমসম্ অবভাসয়তি; এবং বিনাপি চিতিব্যাপারং, উপসংক্রান্তচিতিপ্রতিবিদ্ধি চিত্তঃ স্বগতরা ক্রিরয়া ক্রিয়াবতীং, অসক্রতামপি সক্রতাং চিতিশক্তিম্ অবভাসয়ৎ ভাষা ভাবমাসাদয়ৎ ভোক্তভাবম্ আপাদয়তি ভস্তাঃ (চিতিশক্তেঃ)।

<sup>.।</sup> পৰ্বতে। ৰহিমান্ ধুমাৎ —এ স্থলে ধুম = निक ।

অতএব বৃদ্ধি যেমন অর্থাকারে আকারিত বা পরিণত হয়, পৃরুষ য়য়ং সেরপ হন না। প্রতিবিশ্ব-গ্রহণই পৃরুষের অর্থাকারতা-য়ানীয়। ইহাকেই বোগসত্তে বৃত্তিসারপ্য বলা হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠও চিৎদর্পণে বস্তুদৃষ্টির প্রতিবিশ্বের কথা বলিয়াছেন। ফটিকে যেমন জবারুলের প্রতিবিশ্ব পড়ে— অবশ্য এ সেরপ প্রতিবিশ্ব নহে; এখানে প্রতিবিশ্ব অর্থে অভিমান— অবিবেক জয়্ম তাদায়া (identification)। যোগভাষাও বলিয়াছেন— প্রুষ বৃদ্ধির প্রতি-সংবেদী । ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি, বৃদ্ধির্ত্তির বা সংবেদনের সেইরপ প্রতি-সংবেদ। প্রুষ সেই প্রতিসংবেদ বা বৃদ্ধির্তির প্রতিবিশ্বের আধার বা আশ্রেয়। অতএব এইরূপে ও এত দ্রে সংবিত্তি (Cognition) সিদ্ধ হয়।

আলোচন কিরূপে সংবিজ্ঞিতে পরিণত হয়—অধ্যাপক জেমস্ বলেন, ইহা জগতের প্রধান প্রহেলিকা—absolute worldenigma. \*

জামরা এই মাত্র জানি যে, our sense-organs transmit the vibrations of light, sound etc to the brain and the reaction upon this by our consciousness results in perception.

কিন্তু এই reaction বা প্রতিসংবেদন যে কি ও কিরপ—তাহা
নিধারণ করা বোধ হয় মহযাবৃদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যুত দেখা যার
এ সম্পর্কে সাংখ্যাচার্যদিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বাচম্পতি
মিশ্রের মত আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি—'তদেবংভূতং চিত্তদর্পনম্
উপসংক্রান্ত-প্রতিবিদ্বা চিতিশক্তিঃ চিত্তম্ অর্থোপরক্তং চেতরমানার্থম্
অহতবতি।

<sup>\*</sup>We have not here any explanation of conscious knowledge (i. e. cognition), which is a baffling mystery.—Prof. Radha Krisnan.

পুনশ্চ —

ভবেৎ এতৎ এবং যদি বৃদ্ধিবং চিতিশক্তিঃ বিষয়াকারতাম্ আপদ্যে। কিন্তু, বৃদ্ধিরেব বিষয়াকারেণ পরিণতা সতী অ-তদাকারায়ৈ চিতিশীয় বিষয়ম্ আদর্শয়তি—১।২ যোগস্থত্তের ব্যাসভাষ্যের টীকা।

অর্থাৎ, পুরুষের reaction in the act of cognition is me বিষয়াকার-আকারিতা like বৃদ্ধি's, but only দর্শিতবিষয়ত্ব। It is বৃদ্ধি which being বিষয়াকারেণ পরিণতা (assuming the formal object), অতদ্-আকারায়ৈ চিতিশক্তৈয় বিষয়ম্ আদর্শয়তি। \*

এক কথার, পুরুষ knows the object through the mental modification on which it casts its reflection.

বিজ্ঞানবিক্ষ্ এ মতের অন্থমোদন করেন না। তিনি বলেন—প্রক্ষের্জ্ঞা সহ প্রক্ষেব প্রতিবিশ্বিতম্ সংভাসতে—অর্থাৎ, অর্থোপরক্ত চির্বাল্ডিছ চিদ্দর্পণে প্রতিবিশ্বিত হয়।

এক কথায়, পুৰুষ is a passive mirror in which the চিন্ত্ৰি are reflected।

ভিক্ষ্ বলেন—ইদমেব চ পুরুষস্থ স্বস্থত্বং যদ্ উপাধিবৃত্তে: প্রতিনিদ্ নিবৃত্তি: \* \* তাসাং ব্যত্তীনাং বিরামদশারাং শাস্ত-তং প্রতিবিশ্বকঃ শ্র্য ভবতি। – ২.৩৪ সাংখ্যস্ত্ত্বের ভিক্ষ্ভায়

ভিক্ষ্ আরও বলেন যে, কেহ কেহ বলেন বটে, 'চৈতগ্য বৃদ্ধির্গারী প্রতিবিধিত হইয়া স্বীয় রত্তির প্রকাশ করে এবং সেই বৃদ্ধি-বৃত্তি-গত প্রাচি বিশ্বই চৈতগ্রের বিষয়; কিন্তু চৈতগ্রে কদাচ বৃত্তি প্রতিবিধিত হয় না।' <sup>১</sup> মত কিন্তু অসং।

<sup>\*</sup>সম্মত্তও বাচম্পতি নিশ্র স্বচ্ছ বৃদ্ধিদর্পণে পুরুষের প্রতিবিষের কথা বলিরাছেন— সংক্রান্ত-পুরুষপ্রতিবিস্বং ; পুরুষচ্ছারাপন্নং চৈতক্তং ; অসংক্রান্তাপি সংক্রান্ত তিতিশক্তিঃ সংক্রান্তা ইব।

কেচিং তু বৃত্ত্তী প্রতিবিদ্বিতং সদেব চৈতন্তং বৃদ্ধি প্রকাশয়তি তথা বৃত্তিগত-প্রতিবিদ্ব এব বৃত্ত্তো চৈতন্ত-বিষয়তা ন তু চৈতন্তে বৃত্তি-প্রতি-বিশ্বোহন্তীতাহিং। তদসং।

তবে সং মত কি ? ভিক্ষ্র মতে, সেই মত সং, যে মতে চিত্ত ও চিতি উভয়ই বিম্ব ও প্রতিবিম্ব স্থানীয়—অর্থাৎ, চিত্তের বৃত্তি পুরুষে এবং পুরুষ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়—

বৃত্তি-চৈতগ্যরো রগ্যোক্যবিষয়তাখ্য-সম্বন্ধরূপতয়া অন্যোক্তস্মিন্ অন্যোক্ত প্রতিবিধসিদ্ধেশ্চ।—১৮৭ সাংখ্যস্ত্রের ভিক্ষ্ভাশ্ত

ভিক্সু-মতের বিবৃতি করিয়া অধ্যাপক রাধাক্বফন্ বলিয়াছেন—

Bhikkhu holds that the mental modification which takes in the reflection of the Self (চিৎছায়াপতি:) and assumes its form, is reflected back on the Self and it is through this reflection that the Self knows the object.

এ মত অনেকাংশে অদৈত-বেদান্তের প্রতিবিদ্ধ-বাদের অন্তর্মণ।

সে বাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এক বিষরে প্রকল আচার্যই একমত। সে এই যে, এই প্রতিবিশ্ব-গ্রহণ অভিমান মাত্র। আমরা বিজ্ঞানভিক্ষ্র মৃথে গুনিলাম ইহা প্রকৃত প্রতিবিশ্ব নহে, অবিবেক-জন্ম তাদাত্মা।

বাচম্পতি মিশ্রও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—তাহা আমরা ১০২ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য এই—

বেমন চঞ্চল জলে অচল চন্দ্রবিধের সচল প্রতিবিধ্ব দর্শন করিয়া চন্দ্রকে চঞ্চল ভান হয়, কিন্তু বস্তুত: চন্দ্র অচঞ্চল থাকে; সেইরপ অসম ও নিক্সির চিং বা পুরুষ স্বয়ং নির্ব্যাপার থাকিয়াও চিত্তসংক্রান্ত ক্রিয়া তাঁহাতে সংক্রামিত হওয়ায় সেই পুরুষকে সক্রিয় ও সঙ্গযুক্ত এবং ভোক্তৃ-ভাবাপন্ন মনে হয়।

পুনশ্চ -

ভবেৎ এতৎ এবং যদি বৃদ্ধিবং চিতিশক্তিং বিষয়াকারতাম্ আপদ্যে কিন্ত, বৃদ্ধিরেব বিষয়াকারেণ পরিণতা সতী অ-তদাকারামৈ চিডিন্তি বিষয়ম আদর্শয়তি—১।২ যোগস্ত্তের ব্যাসভাষ্যের টীকা।

অর্থাৎ, পুরুষের reaction in the act of cognition is no বিষয়াকার-আকারিতা like বৃদ্ধি's, but only দর্শিতবিষয়স্থ। It is গ্র which being বিষয়াকারেণ পরিণতা (assuming the forme object ), অতদ্-আকারায়ৈ চিতিশক্তৈয় বিষয়ম্ আদর্শয়তি। \*

এক কথার, পুরুষ knows the object through the menti modification on which it casts its reflection.

বিজ্ঞানবিক্ষ্ এ মতের অহুমোদন করেন না। তিনি বলেন-প্রজ্ঞা বৃত্তা৷ সহ পুরুষে প্রতিবিশ্বিতম্ সংভাসতে—অর্থাৎ, অর্থোপরক্ত চির্ক্ষ স্বচ্চ চিদ্দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়।

এক কথায়, পুৰুষ is a passive mirror in which the চিন্তা are reflected !

ভিক্ষ্ বলেন—ইদমেব চ পুরুষশ্র স্বস্থত্বং যদ্ উপাধিবৃত্তেঃ প্রতিক্ষি নিবৃত্তিঃ \* \* তাসাং বৃত্তীনাং বিরামদশায়াং শাস্ত-তং প্রতিবিষকঃ শ্ল ভবতি। – ২.৩৪ সাংখ্যস্ত্ত্রের ভিক্ষৃভায়

ভিক্ষু আরও বলেন যে, কেহ কেহ বলেন বটে, 'চৈতক্ত বৃদ্ধির্ছিটি প্রতিবিদ্বিত হইয়া স্বীয় বৃত্তির প্রকাশ করে এবং সেই বৃদ্ধি-বৃত্তি-গত প্রা বিধই চৈতত্ত্বের বিষয় ; কিন্তু চৈতত্ত্তে কদাচ বৃত্তি প্রতিবিশ্বিত হয় না ' মত কিন্তু অসং।

<sup>\*</sup>সম্ভত্তও বাচম্পতি মিশ্র স্বচ্ছ বৃদ্ধিদর্পণে পুরুষের প্রতিবিম্বের কথা বলিয়া<sup>ছেন</sup> সংক্রান্ত-পুরুষপ্রতিবিশ্বং ; পুরুষজ্হারাপন্নং চৈতন্তং ; অসংক্রান্তাপি সংক্রান্ত-প্রতি চিতিশক্তি: সংক্রান্তা ইব।

কেচিং তু বুত্তো প্রতিবিশ্বিতং সদেব চৈতন্তঃ বৃদ্ধি প্রকাশয়তি তথা বৃত্তিগত-প্রতিবিশ্ব এব বৃত্তো চৈতন্ত-বিষয়তা ন তু চৈতন্তে বৃত্তি-প্রতি-বিশ্বোহন্তীতাছে:। তদসং।

তবে সং মত কি ? ভিক্ষুর মতে, সেই মত সং, যে মতে চিত্ত ও চিত্তি উভয়ই বিম্ব ও প্রতিবিদ্ধ স্থানীয়—অর্থাৎ, চিত্তের বৃত্তি পুরুষে এবং পুরুষ চিত্তে প্রতিবিদ্ধিত হয়—

বৃত্তি-চৈতগ্ররো রন্তোগ্যবিষয়তাখ্য-সম্বন্ধরপতরা অন্তোগ্যস্থিন্ অন্তোগ্য-প্রতিবিম্বনিদ্ধেশ্য ।—১।৮৭ সাংখ্যসূত্তের ভিক্ষ্ভাশ্ব

ভিক্স্-মতের বিবৃতি করিয়া অধ্যাপক রাধাক্তফন্ বলিয়াছেন—

Bhikkhu holds that the mental modification which takes in the reflection of the Self ( हिन्द्राप्तापिक्कः) and assumes its form, is reflected back on the Self and it is through this reflection that the Self knows the object.

এ মত অনেকাংশে অদৈত-বেদান্তের প্রতিবিশ্ব-বাদের অমুরূপ।

সে বাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এক বিষরে
সকল আচার্যই একমত। সে এই যে, এই প্রতিবিশ্ব-গ্রহণ অভিমান
মাত্র। আমরা বিজ্ঞানভিক্ষ্র মুখে শুনিলাম ইহা প্রকৃত প্রতিবিশ্ব নহে,
অবিবেক-জন্ম তাদাত্মা।

বাচম্পতি মিশ্রও ঠিক এই কথাই বনিয়াছেন—তাহা আমরা ১০২ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহার উক্তির তাৎপর্ব এই—

বেমন চঞ্চল জলে অচল চন্দ্রবিধের সচল প্রতিবিধ্ব দর্শন করিয়া চন্দ্রকে চঞ্চল ভান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ চন্দ্র অচঞ্চল থাকে; সেইরপ অসম ও নিন্দ্রিয় চিং বা পুরুষ স্বয়ং নির্ব্যাপার থাকিয়াও চিত্তসংক্রান্ত ক্রিয়া তাঁহাতে সংক্রামিত হওয়ায় সেই পুরুষকে সক্রিয় ও সঙ্গযুক্ত এবং ভোকৃত্তাবাপন্ন মনে হয়।

পূর্ণাৎ, এ ভোক্তম্ব ও কর্তৃ মি তান্বিক নহে—ঔপচারিক।
পূরুষস্য উপচরিত-ভোগাভাবঃ শুদ্ধিঃ — ৩।৫৫ যোগসূত্রের ব্যাস্ভান্ন
অহমারঃ কর্তা ন পূরুষঃ — সাংখ্যসূত্র, ৬।৫৪
তাই অহমেবর যোগে প্রক্রম নিজেকে কর্ত্তের সামন করেব।

এই অহংকারের মোহে পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করেন।
অহংকারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে —গীতা, ৩।২৭
গুণকর্তুত্বে চ তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীন:—কারিকা, ২০

'পুরুষ উদাসীন, নিজ্জিয়—তাঁহাকে যেন কর্তা বলিয়া মনে হয়।' ক্রে মনে হয় ?—উপরাগাৎ কর্তৃ স্থং চিৎসাল্লিধ্যাৎ—সাংখ্যস্ত্র, ১১১৬৪

পুরুষদ্য বং কর্তৃ জং তদ্ বুদ্ধ্যুপরাগাং—বিজ্ঞানভিক্ষ্ বিবেচকাস্ত কৈবল্যদর্শিন আত্মনঃ অপরিণামিত্বাং অসম্বত্তাং চ কর্তৃ ছাদিকং মিথ্যেতি পশ্রস্তি—অনিক্ষদ্ধ

এইরপ, পুরুষের ভোগও পারমার্থিক নহে। পরিণামরপ: পারমার্থিকে ভোগ: পুরুষে প্রতিষিধ্যতে—পুরুষ যথন অপরিণামী—তথন তাঁহার ভোগ কখনই তাত্তিক হইতে পারে না। সেইজগ্র বলা হয়—'বৃদ্ধে ভোগ ইবান্ধনি'—ভোগ হয় বস্তুত: বৃদ্ধি বা চিত্তের, কিন্তু তাহা আত্মা বা পুরুষে উপচরিত হয়। গীতাও বলিয়াভেন—

পুরুষ: প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ্,ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ —১৩।২২

'পুরুষ প্রকৃতি-খণ্ড চিত্তের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় প্রাকৃতিক গুণ স্থ\*
ছংখ-মোহাদি ভোগ করে।'

রামাত্মজাচার্যের মৃথে আমরা এ কথা পূর্বেই শুনিয়াছি – পুরুষ্ণে সংস্টা\* ইয়ম্ অনাদি-কালপ্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকারপরিণতা প্রকৃতিঃ স্ববিকারে

\*मनन्मनागर्य এই मर्स्य विनग्नार्छन-

লিক্সশরীরনিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্য:—সাংখ্যস্তত্ত্ব, ৬।৬৯ সনন্দনাচার্যস্ত নিক্সশরীর-নিমিত্তক: প্রকৃতিপুক্ষরোর্ভোগ্যভোক্তভাব ইত্যাহ নির্ক শরীর্ঘারেব ভোগাৎ ইতি—বিজ্ঞানভিক্ ইচ্ছাদ্বোদিভি: পুরুষন্য বন্ধহেতুর্ভবতি। 'প্রকৃতির বিকার চিত্তের সহিত অনাদি কাল হইতে সংস্ট থাকায় পুরুষ তাহার বিকার ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হন—ইহাই তাঁহার বন্ধ-হেতু।'

বাচম্পতি মিশ্রও এই মর্মে বলিয়াছেন—প্রধানেন সংভিন্ন: পুরুষ: তদ্গতং ছংথত্ররং স্বাত্মনি অভিমন্তমান: কৈবল্যং প্রার্থরতে। 'পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়াতে প্রাকৃতিক বা প্রকৃতিগত ছংথত্রয়কে আত্মন্ত মনে করিয়া কৈবল্য বা ছংথহানি প্রার্থনা করেন।' ইহারই নাম অবি-বেক—প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানের অভাব।

অবিবেকনিমিত্তো বা পঞ্চশিখ:—সাখ্যসূত্র, ৬।৬৮

কিরপে বিবেকসিদ্ধির দারা অবিবেকের বারণ হইতে পারে এবং বিবেক-সিদ্ধির কি ফল হয়—যথাস্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে সাংখ্যমতে জীবের পরলোকগতির আলোচনা করিতে হইবে।

## ভূতীয় অধ্যায়

#### সাংখ্যের সাংপরায়

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

ন সাংপরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমান্তম্ভং বিত্তমোহেন মৃঢ়ম্—কঠ, ২া৬

'বাহারা প্রমন্ত, বিভ্রমোহে মৃঢ়—'সাংপরায়' তাহাদের চিত্তে প্রতিজ্ञার হয় না।'

সাংপরায় = পরলোকতত্ত্ব — 'বল্ দেখি ভাই! কি হয় ম'লে' — এই প্রয়ে সত্ত্তর। তুইটি গ্রীক্ শব্দ যোগ করিয়া 'সাংপরায়'কে পশ্চিমে বলা য় 'Eschatalogy'—'the doctrine of the last or final things, as death, judgment, the state after death'.

'সাংপরায়' সম্বন্ধে নানা ম্নির নানা মত। চার্বাকের মতো বাঁহার জড়বাদী (Materialists), 'Survival of Man'-এ অবিধানী— তাঁহাদের নিকট সাংপরায়ের প্রশ্নই উঠে না—তাঁহাদের পক্ষে 'the grave is but his goal'। কিন্তু বাঁহারা জীববাদী (Spiritualists), তাঁহাদে নিকট প্রশ্ন উঠিবে—যত্তাশু পুরুষশু মৃতশু \* \* কায়ং তদা পুরুষো ভরতি! অর্থাং, মৃত্যুর পর মান্ত্রের কি হয় ?

নিশ্চয়ই নান্তিষ (annihilation) হয় না,—কারণ, জীববাদী মতে—জীবাপেতং কিলেদং শ্রিয়তে ন জীবো শ্রিয়তে (উপনিবদ্)—গী<sup>ব-</sup> রিক্ত দেহেরই মৃত্যু হয়, জীব কিন্তু মৃত্যুহীন।

জড়বাদী বলেন বটে, চৈতন্ত 'মদশক্তিবং'—জড় অণু-প্রমাণুর chemical reaction বা রাসায়নিক প্রতিস্পন্দ মাত্র। জীববাদী কিন্তু জড়বাদীর এই অতিমাত্র সাহসিকতায় বিস্মিত হইয়া বলেন—দেখ বন্ধু! 'Constitution কিন্তু ক্রিকার্য বিস্মিত হইয়া বলেন—দেখ বন্ধু!

ciousness is the absolute world-enigma' (James)—সৃথিৎ বিশের প্রধানতম প্রহেলিকা! সেই অন্তুত আজব ব্যাপারকে তৃমি এক নিংখাসে সমাধান করিয়া ফেলিলে! জান না কি? The supreme blasphemy is the denial of the indestructible essence within us (Schopenhauer) – অক্ষর আত্মতত্বের প্রত্যাখ্যানের মত বিরাট্ বিয়াক্বি আর নাই।

আত্মার কি জন্ম-মৃত্যু আছে ? —ন জান্নতে দ্রিন্নতে বা বিপশ্চিৎ

-कर्ठ, २१३४

নান্তিত্ববাদীর জড়বাদ যদি প্রত্যাখ্যান করা যায়, তবে জীববাদীর কাছে প্রশ্ন উঠে—ইতো বিমৃচ্যমানঃ ক গমিয়াসি ?—'মৃত্যুর পর আত্মার অন্তিত্ব বীকার করি, কিন্তু তাহার কি গতি হয় ?' ইহার দিবিধ উত্তর—প্রথম উত্তর, অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক,—দিতীয় উত্তর, জন্মান্তর। প্রথম উত্তর প্রচলিত খুয়-মতাবলদ্বীদের উত্তর—খাহারা নাম্বরের ইহলোকে কৃতকর্মের ফলস্বরূপ eternal retribution in heaven or hell-এ বিশাসবান্। অধুনা কিন্তু অনেক খুষ্টান্ কার্যকারণের ঐরপ বিপুল অসাময়স্য লক্ষ্য করিয়া, অনন্ত প্রস্কার বা তিরস্কার-রূপ অবৌক্তিক মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। সেইজন্ত জীবের পরলোকগতি মানিলেও অনন্ত স্বর্গ নরক স্বীকার করা অনাবশ্রক। তদপেক্ষা 'ঘথা-কর্ম ঘণা-শ্রুত্বন্ধ তমনি কলন—'as you sow, so shall you verily reap'—বিশুঝ্টের এই সার উপদেশই শিরোধার্য করা সঙ্গত।

সে বাহা হ'ক, 'সাংপরার' সম্পর্কে সাংখ্যাচার্যদিগের মত কি ?
আমরা দেখিয়াছি—সাংখ্য জীববাদী – সাংখ্যমতে পুরুষ—নিতা-শুদ্ধবৃদ্ধ-মৃক্ত স্বভাব।

ন নিত্যগুদ্ধনৃক্ত-স্বভাবস্ত তদ্যোগঃ তদ্যোগাদ্ পতে
—সাংখ্যস্ত্র, ১৷১৯

সাংখ্যাচার্যেরা আরও বলেন, পুরুষ এক নয়, বহু।
পুরুষ-বহুত্বম্ ব্যবস্থাতঃ—সাংখ্যস্ত্র, ৬।৪৫

যিনি চিরন্তন, সনাতন, সর্বব্যাপী, যিনি বিভূ—তিনি বহু হইনে কিরপে? এ মত লইয়া প্রচুর বাদ-বিবাদ আছে, কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা অপ্রাসন্ধিক।

তবে প্রশ্ন উঠিবে, সাংখ্যমতে যখন পুরুষ বহু এবং প্রত্যেক প্রুক্ত জন্ধ-বৃদ্ধ-মৃক্ত-সভাব —তখন প্রুদ্ধে পুরুষে ভেদ সিদ্ধ হয় কিরূপে? সাংখ্য বলেন, প্রত্যেক পুরুষ অনাদি কাল হইতে এক একটি স্বতম্ম 'লিঙ্গ'-শরীরে সহিত সংযুক্ত। এই লিঙ্গশরীর তাঁহার Psychic Apparatus। এক পুরুষ হইতে অপর পুরুষের স্বাতম্ভাসিদ্ধির চিহ্ন (mark) বা লিঙ্গ বিদ্যা উহার নাম 'লিঙ্গ' শরীর। এই 'লিঙ্গ'-শরীর পুরুষের Persona \* এই তহুপহিত পুরুষই জীব (Soul)।

জীবত্বং প্রাণিত্বং, তচ্চাহস্কার-বিশিষ্ট-পৃরুষশু ধর্মো ন তু কেবল-প্রুষমা
—বিজ্ঞান্তির

বিশিষ্টশু জীবন্ধম্ অন্বয়ব্যতিরেকাৎ—সাংখ্যস্ত্র, ৬।৬৩
বৃত্তিকার অনিরুদ্ধেরও ঐ মত —ইন্দ্রির-সংযোগেন বিশিষ্টশু এব জীবন্ধ
\* \* মকংবহিনোগবৎ জীব-সম্বন্ধেন মনোযোগাৎ জীবাজ্মা ইতি উচাতে।
The 'jiva' is the embodied soul. The empirical self
(জীব) is the mixture of free spirit (পুরুষ) and mechanism
(লিম্ব শরীর)—Radha Krisnan.

'পুৰুৰ' is the perfect spirit and is not to be confused with the ego, the empirical self—the জীব, with all his

<sup>\*</sup>The lingas are the empirical characteristics, without which the different পুরুষ's cannot be distinguished. Each life history has its own linga ( লিফু শরীর), which is the principle of personal identity in the various existences.—Prof. Radha Krisnan.

irrational caprices and selfish aims. \*\* The ego is the reflection of পুৰুষ in বৃদ্ধি (i.e. the লিয়). † The ego is the psychological unity of our conscious experiencings. This unity is a temporal one, which is everchanging—and not the পুৰুষ which is timelessly present, as the pre-supposition of the temporal unity.—Radha Krisnan.

এই জীবই কর্তা ও ভোক্তা - সাংখ্যমতে পুরুষের কর্ত্ ও ভোক্ত্য নাই—উপরাগাং কর্তৃত্বং চিংসারিধ্যাং (সাংখ্যস্ত্র, ১১৯৪)। Though not an agent, the পুরুষ appears as agent, through confusion with the agency of প্রাকৃতি (as নিম্ব)—ক্ষাৎ তব্র আত্মবৃদ্ধিং মোহেন (পঞ্চশিখ)।

আর ভোগ ? অপরিণামিত্বাৎ পুরুষশু বিষয়ভোগঃ প্রতিবিশ্বাদান-মাত্রম্ (ভিক্ষু )—

আত্মেক্তিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহু র্মনীবিণ:—উপনিষদ্

'পুরুষ ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত ( অর্থাৎ, নিঙ্গের সহিত ) সংযুক্ত হইনে তবে ভোক্তা হন।'

কোথাও কোথাও এই লিম্ব শরীরকে 'চিন্ত' বলা হইয়াছে। এ ভাবে প্রত্যেক পুরুষ এক একটি চিন্তের সহিত অনাদি কাল হইতে সংযুক্ত।

চিত্তপুরুষয়োঃ অনাদিঃ স্ব-স্থামিভাবসম্বদ্ধ: —বিজ্ঞানভিক্ষ্। বাচম্পতি মিশ্রও এই মর্মে বলিয়াছেন—

অনাদিখাচ্চ সংযোগ-পরম্পরায়া:।

আমরা দেখিরাছি, এই লিঙ্গ-শরীর ছাড়া পুরুষের আর একটি শরীর আছে—স্থল শরীর। অতএব স্থুল-স্ক্র ভেদে শরীর দ্বিবিধ। সাংখ্য

† ইহাই বেদান্তের চিদাভাস—অতএব চ আভাসঃ ( ব্রহ্মস্থ )—লিঙ্গ শরীরে চিন্মাত্রের বে প্রতিবিশ্ব, তাহাই চিদাভাস।

মতে, যাহা শরীর, বেদান্তের ভাষায় তাহার নাম 'কোশ'। সাংখ্যের ফুর্ন শরীর বেদান্তের অন্নমন্ন কোশ, এবং সাংখ্যের লিন্দ বা স্কন্ধ শরীর বেদান্তের প্রাণমন্ন, মনোমন্ন, বিজ্ঞানমন্ন ও আনন্দমন্ন কোশ—থিওসন্দিরে বাহাদিগকে Astral body, Mental body, Causal body ও Buddhie body বলে। বেদান্তের বিশ্লিষ্ট কোশ-চতুইন সংশ্লিষ্ট আকার সাংখ্যের লিন্ধ শরীর।

অস্থি-মাংস-মজ্জা-মেদ-নির্মিত শরীর—যাহা আমরা পিতা-মাতার নির্ক হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমাদের স্থুল শরীর, উহা বাট্-কোশিন। সাথপ্যরা এই শরীরকে মাতাপিতৃ-জ বলেন। এই শরীর বিনাশী,—িন্দ লিক্ষ শরীর, তাঁহাদের মতে নিয়ত (নিত্য বা কল্লাস্তস্থায়ী) এন পূর্বোৎপন্ন (primeval)।

স্ন্দা, মাতাপিতৃজাঃ \* \*।

স্ক্রান্তেষাং নিয়তা, মাতাপিতৃজা নিবর্ত স্তে ॥—সাংখ্যকারিকা, ৩৯
মাতা-পিতৃজং স্থূলং প্রায়শঃ ইতরং ন তথা—সাংখ্যস্ত্রে, ৩। ৭
পূর্বোৎপরম্ অসক্তং নিয়তং নহদাদি-স্ক্র-পর্যন্তম্—কারিকা, ৪০
'এই লিঙ্গ-শরীর নিতা, অসক্ত, আদিসর্গে উৎপর এবং স্ক্র-তর্মার্মাদি

জিপিটকের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৃদ্ধদেবও স্থলদেহ (রুগনা)
ছাড়া স্ক্র্ম্ম দেহ স্বীকার করিতেন—স্থার অলিভার লজ্ যাহাকে Ether
Body বলিয়াছেন। বৃদ্ধদেবের পরিভাষায় ঐ স্ক্র্ম্ম দেহের নাম—নামনার।

He distinguishes between নামকায় and কুপকায়-these terms designating the mental and the material body. (Grimm)

দীর্ঘনিকায়ে বৃদ্ধদেব বুলিয়াছেন যে, ধ্যানযোগী ঐ নামকা<sup>র্কে</sup> রূপকায় হইতে নিষ্ণাধিত করিতে পারেন—মুঞ্জা হইতে যেমন ঈ্<sup>রিক্</sup> CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi নিকাৰিত করা বার। With his mind thus concentrated, he (the yogi) directs it to the calling-up of the mental body. He calls up from this body (সুল শরীর) another body, having form made up of thought-stuff, having all limbs and parts, just as if a man were to pull out a reed from its sheath. - দীৰ্ঘ নিকায়

কিন্তু পুরুষের এই দ্বিবিধ শরীর-যোগ থাকিলেও লিন্ধ-শরীরই প্রধান।
পূর্বোৎপত্তেঃ তৎকার্যস্থং ভোগাদ্ একস্ত নেতরস্য—সাংখ্যস্ত্র, ৩৮
স্থুলস্ক্র-শরীরয়োর্যধ্যে কিম্পাধিকঃ পুরুষস্য দক্ষবোগঃ তদবধারয়তি \* \*
তীস্তব (লিন্ধ-শরীরস্য) তৎকার্যস্থং স্থ্য ত্থ-কার্যকন্ত্য। কৃতঃ ? একস্ত লিন্ধ-দেহস্যৈব স্থথ-ত্থাধ্যভোগাৎ, ন তু ইতরস্য স্থুল-শরীরস্য—ভিক্

এই নিঙ্গ শরীর অণু পরিমাণ— অণুপরিমাণং তদ্কুতিশ্রুতেঃ—সাংখ্যস্তুত্ত, ৩)১৪

তং লিম্ম্ অণুপরিমাণং পরিচ্ছন্নং, ন তু অত্যন্তম্ এবাণু সাবয়বস্থ উক্তবাং—ভিক্ষ

এখানে অণু অর্থে অত্যন্ত অণু নহে – মধ্যম পরিমাণ i

বলা বাহুল্য, স্থূলশরীর এবং 'লিঙ্গ' শরীর উভরই প্রাকৃতিক (material), অর্থাৎ, প্রকৃতির উপাদানে গঠিত। শ্রীরামান্ত্রজাচার্বের ভাষার—প্রকৃষেণ সংস্টেরম্ অনাদিকাল-প্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকার-পরিণতা প্রকৃতি:। অর্থাৎ, ক্ষেত্রাকারে পরিণত প্রকৃতির এক খণ্ডকে বা ভগ্নাংশকে প্রকৃষ অনাদি কাল ইইতে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন—প্রকৃষ স্বামী—ঐ চিত্ত তাঁহার স্থ।

দেহান্তে লিঙ্গ শরীরের কি গতি হয় ? ইহার উত্তর—সাধারণ জীবের <sup>পক্ষে</sup>, মৃত্যুর পর লিঙ্গ শরীরের 'সংস্থতি' হয়—

পুরুষার্থং সংস্থৃতিঃ লিঙ্গানাম্—সাংখ্যস্তুর, ৩।১৬ সংস্থৃতিঃ – দেহাৎ দেহাস্তর-সঞ্চারঃ—বিজ্ঞানভিক্

সেই জন্ম এই লিঙ্গ শরীরের নাম 'আতিবাহিক'— न युनम् रेजि नियम आजिवाहिकमाि विश्वमानदार

-সাংখ্যস্ত্র, ধ্যা

লোকাং লোকান্তরং লিঙ্গ-দেহম্ অতিবাহয়তি ইতি আডিবাহির

- 8 ঐ লিঙ্গশরীরের স্থুল দেহের সহিত সংযোগই জন্ম এবং বিরোগই 🙀 ইহারই নাম 'সংসার'।

কারিকা বলিতেছেন—

সংসারো ভবতি রাজসাৎ রাগাং—কারিকা, ৪৫

জন্মান্তর হয় ? ইহার উত্তরে ঈশ্বরক্ষ বলিয়াছেন —

সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈঃ অধিবাসিতং লিক্ষম্—কারিকা, ৪০

অর্থাৎ, যখন স্থলশরীর ব্যতীত লিঙ্গশরীর ভোগহীন, তখন ম্মা অবশ্রম্ভাবী যতঃ ষাট্-কৌশিকং শরীরং বিনা স্ক্র-শরীরং নিরুপভার তশ্বাং সংসরতি ( তত্তকৌমুদী )।

বলা বাহুল্য, পুরুষ যখন বিভূ ও নিশ্চল, তথন পুরুষের সংসতি য়৽ হইতে পারে না --

তত্মাৎ ন বধ্যতেহদ্ধা ন মূচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ (পূর্ম

তবে সংস্থৃতি হয় কাহার ? প্রকৃতির—অর্থাৎ, জীবের উপার্ণি লিক্সন্বীরের-—সংসরতি বধ্যতে মৃচ্যতে চ নানাশ্ররা প্রকৃতিঃ।

এই সংস্থৃতির প্রকার ও প্রণালী সম্পর্কে কারিকা বলিতেছেন<sup>নাম</sup> ব্যবতিষ্ঠতে লিম্ব্য। ইহার উপর গৌড়পাদভাস্থ এইরপ —

লিক্ষম্ স্থলৈয়ঃ পরমাণুভি: তন্মাত্রৈরুপচিতং শরীরং ত্রোদশবিধ-কর্ম পেতং মান্ত্ৰ-দেব-তিৰ্ঘগ্ যোনিষু ব্যবতিষ্ঠতে। কথং ? নটবং।

'নটবং' কেন বলিলেন ? ইহার উত্তরে বাচম্পতি মিশ্র লিখিরাছেন— বেমন রঙ্গভূমিতে নট ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে—কখনও পরস্তরাম হয়—কখনও অজাতশক্র হয়—কখনও বংসরাজ হয়—সেইরূপ লিজশরীর বিবিধ ও বিচিত্র স্কুল শরীর গ্রহণ করিয়া, কখনও দেব, কখনও মহয়, কখনও পশু, কখনও পাদপরণে আত্মপ্রকাশ করে।

যথাহি নটঃ তাং তাং ভূমিকাং বিধায় পরন্তরামো বা অজাতশক্রবা বংসরাজো বা ভবতি, এবং তং-তং-স্থূলশরীর-গ্রহণাং দেবো বা মন্বয়ো বা পশুর্বা বনস্পতি বা ভবতি স্কন্মশরীরম্—তত্তকৌমুদী

সাংখ্যমতে লিম্বশরীর-উপহিত জীবের চতুর্বিধ জন্ম হইতে পারে— দেব, মহন্ত, নরক ও তির্বগ্। এ সম্পর্কে যোগস্থত্তের ব্যাসভাব্যে প্রাচীন শবি জৈগীযব্যের মূথে আমরা গুনিতে পাই—

জৈগীবব্য উবাচ — দশস্থ মহাসর্গেরু ময়া নরক-তির্গণ্-ভবং তৃংখং সংপশ্যতা দেবমন্থব্যের পুনঃ পুনঃ উৎপত্মমানেন যৎ কিঞ্চিদ্ অঞ্ভূতম্, তং সর্বং তৃংখমেব প্রতাবৈমি।\*

বৃদ্ধদেবও অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। তবে তিনি ঐ চতুর্বিধ জন্মের অতিরিক্ত পৈশাচ জন্মও স্বীকার করিয়াছেন। বৃদ্ধদেবেরও মতে স্থুলদেহের নাশের সহিত স্ক্র্ম-শরীর-উপহিত জীবের বিনাশ হয় না, কিন্তু মৃত্যুর পর তাহার দৈব কিন্তা মান্ত্র্য কিন্তা নারক কিন্তা পৈশাচ কিন্তা তির্বগ্রোনিতে জন্মান্তর হয়। মিছ্মানিকারে রক্ষিত তাঁহার কথা এই —Five in number, Sariputta, are the fates which may befall after death, namely these;—passage into the hell

<sup>\*</sup> ব্যাসভাষ্যের অশুত্র ঐরপ কথা আছে—ন হি দৈবং ক্ম বিপচ্যমানং নারক-ভির্গ,মত্ব্য-বাসনাভিবাজ্ঞিনিমিন্তং সংভবভি। কিংচু দৈবাস্থাপা এবাস্থ বাজ্যন্তে। মারকভির্গ,মত্ব্যেমু চৈবং সমানশ্চর্চ:।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

world, the animal kingdom, the realm of shades, a world of men or the abodes of the gods.

( M. N. I. p. 73)

স্ক্রশরীরের সংস্থতির কি বিরাম নাই ? সাংখ্যেরা বলেন, <sub>বিং</sub> আছে—লিঙ্গশরীর যখন নিবৃত্ত হইবে, তখনই সংস্থতির বিরাম খিনি। লিঙ্গশু আবিনিবৃত্তঃ—কারিকা, ৫৫

হংগপ্রাপ্তো অবধিং আঙা কথ্যতে—লিঙ্গং যাবং ন নিবর্তন্তে ম ইতি—তত্তকোমুদী

কাহার সংসার নিবৃত্ত হয় ? কুশলস্য অন্তি সংসারক্রমসাধি; ইতরস্য ( ৪।৩৩ যোগস্থক্তের ব্যাস-ভাষ্য ) অর্থাৎ, প্রভ্যুদিতখ্যাতি দীদ্দ কুশলো ন জনিষ্যতে—ইতরম্ভ জনিষ্যতে।

অর্থাৎ, যিনি তত্তজানী—বাঁহার তৃষ্ণা অবসিত হইয়াছে—বিনিশ্ পুক্ষ—তাঁহারই জন্মান্তর নিবৃত্ত হয়। এথানেই সাংপরায়ের শেষ।

# চতুর্থ অধ্যায়

### বিবেক-সিদ্ধির উপায়

পূর্ব অধ্যায়ে সাধারণ জীবের পরলোকগতি সম্বন্ধে আমরা সাংখ্যমতের আলোচনা করিয়াছি—আমরা দেখিয়াছি, মৃত্যুর পর জীব স্থুল-দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হইলে সাধারণতঃ লিঙ্গদেহ অবলম্বন করতঃ সংস্থতি করে—

পুরুষার্থং সংস্থতি র্লিঙ্গানাম্—সাংখ্যস্তর, ৩/১৬

ঐ সংস্থৃতির প্রকার ও প্রণালী কিরপ — তাহাও আমরা পূর্বাধ্যারে দ্বানিয়াছি। নটবং ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্—অর্থাং, নট ষেমন রঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে, তেমনি লিঙ্গ-শরীর-উপহিত জীব বিবিধ ও বিচিত্র স্থল-শরীর গ্রহণ করতঃ কথন দেব, কখন মামুষ, কখন পশু, কখন স্থাবরক্রপে আত্ম-প্রকাশ করে।

সাধারণ নাহ্মের ইহাই সাংপরায় (eschatology)—কিন্তু থাহারা অঅ-সাধারণ, থাহারা 'কুশল', থাহারা সাধনসিদ্ধ, তত্ত্জ্ঞানী, থাহারা অতিমানব—তাঁহাদের পরলোকগতি কিরপ ? এক কথায় বলিতে গেলে,
তাঁহাদের সংস্থতির বিরাম হয়—কুশলস্ত অন্তি সংসারক্রম-সমাপ্তিঃ,
অর্থাৎ, 'Consummation est—it is finished.'

ক্ষীণভৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিয়তে—ব্যাসভাষ্য

তথ্ তাহাই নহে—এরপ কুশল ব্যক্তি মোক্ষের সমীপস্থ হন—'নিবান-শুসেব অস্তিকে'। কিরুপে? বিষয়টা একটু নিবিড়ভাবে আলোচনা ক্রা প্রোজন।

আমরা জানি, সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ অত্যন্ত অসংকীর্ণ — দোঁহার মধ্যে কোনই তাত্ত্বিক যোগাযোগ (relation) নাই—সন্ত-পুরুষয়োঃ অত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ (যোগস্ত্র, ৩৩৫); তথাপি অ-বিবেক জন্ম উভয়ের

মধ্যে একটা কাল্পনিক সম্পর্ক (fancied relation) স্থাপিত ন তদ্যোগোহপি অবিবেকাৎ—সাংখ্যস্ত্ত, ১০৫৫ এই অবিবেক অনাদি (primeval)— অনাদিরবিবেক:—সাংখ্যস্ত্ত, ৬০১২ পতঞ্জলি যোগস্ত্তে এই অবিবেককে 'অবিহ্যা' বলিন্নাছেন— তস্য হেতুরবিছা—২০২৪

সাংখ্যমতে—পুরুষ কেবল, অমল, অসঙ্গ, অপরিণামী, নিজ্জির, ক্রি নিগুণ, নিরঞ্জন, নিত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মৃক্ত-স্বভাব হইলেও ঐ অবিদ্যা বা দ্বিদ জ্ঞা তাহার ত্থ-দৈত্য, পাপ-তাপ বোধ হয়—এক কথায় তাহার ঘটিত হয়।

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন — এই - দৃশ্যরো: মরে হেয়-হেতু: — বোগস্তুর, ২।১৭। পুরুষ দ্রস্তা বা দৃক্শক্তি (বোগস্থ । ২।১৭, ৪।২৩); আর প্রকৃতি দৃশ্য। উভয়ের সংযোগের ফলেই ক্ষ্ দুংখনৈত্য—

চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্য অনাদিঃ ( স্বস্থায়িভাবঃ ) সম্বন্ধো হেডু:
—১।৪ যোগস্ত্তের বা<sup>স্ক্রা</sup>

প্রকৃতেঃ স্ব-স্বামিভাবোহপি অনাদিঃ বীদ্ধাঙ্কুরবং—সাংখ্যব্দ্ধ দ চিত্তপুরুষয়োঃ অনাদিঃ স্ব-স্বামিভাবসম্বদ্ধঃ—বিজ্ঞানভিষ্

শ্রীরামান্তজাচার্বের ভাষায়—পুরুষেণ সংস্টা ইরম্ অনাদিকার্ব্য ক্ষেত্রাকার-পরিণতা প্রকৃতিঃ—অর্থাৎ, চিন্তাকারে পরিণত প্রকৃতির বর্গ বা ভয়াংশকে পুরুষ অনাদি কাল হইতে নিজম্ব করিয়া লইয়াছেন। ই স্বামী—ঐ চিন্ত তাঁহার স্ব। \*

শ্বামিশজ্যো: শ্বরপোপল্কি-হেতু: সংযোগ:—বোগপ্ত, <sup>২া২৬</sup> CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

<sup>\*</sup> সাংখ্যবোগাদয়ন্ত প্রবাদা: 'অ' শব্দেন পুরুষমেব স্বামিনং চিন্তর রোগ উপমন্তি—৪৷২১ বোগস্ত্রের ব্যাসভাষ্য এ সম্পর্বে পতপ্ললির স্ত্র এই—

The 'Purusa' ever remains pure consciousness, though it forgets its true nature by reason of this সংযোগ with 'Prakriti' in the shape of চিত্ত বা লিক।

-Prof. Radha Krisnan

ঐ অবিষ্যার ফলে শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মৃক্ত-স্বভাব পুরুষ চিত্তবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্য (identification) সিদ্ধি করিয়া নিজেকে স্থী, দুঃখী, কামী, কোধী, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা—এক কথায় 'বদ্ধ' মনে করেন। এ সম্পকে বিজ্ঞানভিক্ষ্ ১১১৯ সাংখ্যস্থত্তের ভাষ্যে বলিয়াছেন—

যথা স্বভাবশুদ্ধশু স্ফাটিকশু রাগবোগো ন জপাবোগং বিনা ঘটতে, তথৈব নিতাশুদ্ধাদিস্বভাবশু পুরুষদ্য উপাধি-সংযোগং বিনা ছু:খ-সংযোগো ন ঘটতে। অর্থাৎ, যেমন স্বতঃ-স্বচ্ছ স্ফটিককে (crystal) জবাফুলের সংযোগ ব্যতিরেকে রাগরক্ত দেখায় না—তেমনি শুদ্ধ-বৃদ্ধ পুরুষের অবিছা-উপাধির বোগ ভিন্ন ছু:খাদির সংযোগ ঘটে না।

নংবিত্তি-তত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি বে, ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত অর্থাকারা অর্থের উপরাগ-বিশিষ্টা বৃদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিদ্ধরণে স্বচ্ছ,
জমল পুরুষে আরু ইইয়া প্রকাশিত বা অন্থত্ত হয় এবং ঐব্ধপ অন্থত্তিস্থলে অসন্ধ পুরুষ অবিবেক হেতু নিজের সহিত তাহার সার্মপ্য করনা করিয়া
নিজেকে সন্ধযুক্ত ও ভোক্ত-ভাবাপন্ন মনে করেন।

বৃত্তিসারপ্যমিতরত্র—বোগস্ত্র, ১/৪ ন্দ্রোহপি প্রত্যরাম্পশ্র:—ঐ, ২/২০

সেই জন্ম স্ত্রকার বলিয়াছেন –

নি:সঙ্গেহপি উপরাগ: অবিবেকাৎ—সাংখ্যস্থত্ত, ৬৷২৭ অ-বিবেক অর্থে ভেদজ্ঞানের অভাব - চিত্তবৃত্তির সহিত পুরুষের অবিক্যাকৃত সারূপ্য-বৃদ্ধি ( identification ) বা তাদাঘ্যা-ভান।

শভশ্বলি এই চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ করিরা বলিরাছেন,—বৃত্তি পঞ্চবিধ।

মধ্যে একটী কাল্পনিক সম্পর্ক (fancied relation) স্থাপি<sub>ত ন</sub> তদ্যোগোহপি অবিবেকাং—সাংখ্যস্তত্ত, ১০৫৫ এই অবিবেক অনাদি (primeval)— অনাদিরবিবেকঃ—সাংখ্যস্ত্ত্ত্ব, ৬০১২

পতঞ্জলি যোগস্তত্তে এই অবিবেককে 'অবিচ্ছা' বলিয়াছেন—
তস্য হেতুরবিচ্ছা—২।২৪

সাংখ্যমতে—পুরুষ কেবল, অমল, অসঙ্গ, অপরিণামী, নিজির, ক্লি নিগুণ, নিরঞ্জন, নিত্য শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মৃক্ত-স্বভাব হইলেও ঐ অবিছা বা ছবি জ্ঞা তাহার ছঃখ-দৈন্তা, পাপ-তাপ বোধ হর—এক কথার তাহারে ঘটিত হয়।

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন — স্ত্রষ্ট্-দৃশ্যরোঃ মনে হেয়-হেতু: — বোগস্থত্ত, ২০১৭। পুরুষ স্ত্রষ্টা বা দৃক্শক্তি (বোগস্ত্রং ২০১৭, ৪০২৩); আর প্রকৃতি দৃশ্য। উভয়ের সংবোগের ফলেই ক্ষ্
তঃখনৈত্য—

চিত্তবৃত্তিবোধে প্রুষস্য অনাদিঃ ( স্বস্থায়িভাবঃ ) সম্বন্ধো হেডু:
—১।৪ বোগস্ত্তের <sup>ব্যামুর্ক</sup>

প্রকৃতেঃ স্ব-স্বামিভাবোহপি অনাদিঃ বীজাঙ্কুরবং—সাংগ্যুর, <sup>৮</sup> চিত্তপুরুষয়োঃ অনাদিঃ স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধ:—বিজ্ঞানভিস্থ

শ্রীরামামুদ্ধাচার্যের ভাষায়—পৃক্ষেণ সংস্টা ইরম্ অনাদিকার্য্য ক্ষেত্রাকার-পরিণতা প্রকৃতিঃ—অর্থাৎ, চিন্তাকারে পরিণত প্রকৃতির বি বা ভগ্নাংশকে পৃক্ষ অনাদি কাল হইতে নিজম্ব করিয়া লইয়াছেন। বি স্বামী—ঐ চিত্ত তাঁহার স্ব। \*

<sup>\*</sup> সাংখ্যবোগাদয়ন্ত প্রবাদা: 'স' শব্দেন পুরুব্যেব স্থাবিনং চির্ভ রো উপষ্টি—৪৷২১ বোগস্তবের ব্যাসভাষ্য

এ সম্পর্কে পতপ্ললির স্ত্র এই— স্বসানিশক্ত্যো: স্বরূপোণলদ্ধি-হেতুঃ সংযোগ:—যোগসূত্র, <sup>২া২৩</sup>

The 'Purusa' ever remains pure consciousness, though it forgets its true nature by reason of this সংবোগ with 'Prakriti' in the shape of চিত্ত বা লিস।

-Prof. Radha Krisnan

ঐ অবিভার ফলে শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মৃক্ত-স্বভাব পুরুষ চিত্তবৃত্তির সহিত তাদাস্ম্য (identification) সিদ্ধি করিয়া নিজেকে স্থণী, দুংখী, কামী, ক্রোধী, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা—এক কথায় 'বদ্ধ' মনে করেন। এ সম্পকে বিজ্ঞানভিক্ষ্ ১১১৯ সাংখ্যস্ত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—

যথা স্বভাবশুদ্ধস্ম স্ফটিকস্ম রাগবোগো ন জ্বপাবোগং বিনা ঘটতে, তথৈব নিতান্তনাদিস্বভাবস্থ পুরুষদ্য উপাধি-সংযোগং বিনা ছংখ-সংযোগো ন ঘটতে।

অর্থাৎ, বেমন স্বতঃ-স্বচ্ছ স্ফটিককে (crystal) জবাফুলের সংযোগ ব্যতিরেকে রাগরক্ত দেখায় না—তেমনি শুদ্ধ-বৃদ্ধ প্রক্ষের অবিদ্যা-উপাধির বোগ ভিন্ন তুংখাদির সংযোগ ঘটে না।

সংবিত্তি-তত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি বে, ইন্সিয়ের সন্নিকর্ষজনিত অর্থাকারা অর্থের উপরাগ-বিশিষ্টা বৃদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বরূপে স্বচ্ছ,
জমল পুরুষে আরুত হইয়া প্রকাশিত বা অন্নভূত হয় এবং এরপ অন্নভূতিস্থলে অসন্ধ প্রুষ অবিবেক হেতু নিজের সহিত তাহার সারুপ্য করনা করিয়া
নিজেকে সন্ধযুক্ত ও ভোক্ত-ভাবাপন্ন মনে করেন।

বৃত্তিসারপ্যমিতরত্ত—যোগস্ত্র, ১/৪

ওদ্ধোহপি প্রত্যয়াহুপশ্ত:—এ, ২।২০

সেই জন্ম স্ত্রকার বলিয়াছেন -

নিঃসঙ্গেহপি উপরাগঃ অবিবেকাৎ—সাংখ্যস্ত্র, ৬া২ ৭

অ-বিবেক অর্থে ভেদজানের অভাব - চিত্তবৃত্তির সহিত পুরুষের অবিছাক্বত সারূপ্য-বৃদ্ধি ( identification ) বা তাদাখ্য্য-ভান।

পতঞ্চলি এই চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন,—বৃত্তি পঞ্চবিধ।

বৃত্তয়: পঞ্চত্যা: – যোগস্ত্র, ১া৫

কি কি ?—প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-শ্বতয়:—ঐ, ১।৬
যোগদর্শনের মতে নিদ্রাও বৃত্তি—কারণ, নিদ্রোভিতের শ্বরণ য়
'স্থমহম্ অস্বাপসং ন কিঞ্চিল্ অবেদিষম্'। এই অভাব-প্রতামানম
বৃত্তিকে নিদ্রা বলে (১।১০ স্ত্র)।\*

স্থৃতির বৃত্তিষ বিষয়ে মতভেদ নাই। স্থৃতি কি ? অহুভূত-বিষয়াসম্প্রমোষ: স্থৃতি:—মোগস্তু, ১১১১

পতঞ্চলির মতে জ্ঞানক্রিয়ায় বস্তুর সহিত বৃত্তির সামঞ্জস্ত থাকা উচিত্ত বেখানে সেই সামঞ্জস্ত থাকে, সে বোধ প্রমা-জ্ঞান বা প্রমাণ;† আ বেখানে ঐ সামঞ্জস্ত না থাকে, সে বোধ মিথ্যা-জ্ঞান বা 'বিপর্যর'।

বিপর্যয়ো মিখ্যাজ্ঞানম্ অতদ্-রূপপ্রতিষ্ঠম্—বোগস্ত্র, ১৮
কখন কখন বস্ত নাই, অথচ শব্দজ্ঞানের অমুপাতী বৃত্তির উদ্ধ য়উহাকে 'বিকল্প' বলে, বেমন আকাশকুষ্ণম, শশশৃঙ্গ। বিকল্পও র্ধিশব্দজ্ঞানামুপাতা বস্ত্বশৃত্যো বিকল্প:—বোগস্ত্র, ১।৯
আমরা জানিয়াছি, চিত্ত প্রকৃতির বিকার—অতএব ত্রিগুণাত্মক।
চিত্তং হি প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতিশীল্ডাৎ ত্রিগুণম্

—১৷২ যোগস্ত্তের ব্যাসভাষা

ত্তিগুণের স্বভাবই চাঞ্চন্য; অতএব চিত্ত স্বভাবতঃই চঞ্চল এবং স্বর্থ পরিবর্তনশীল—চলং চ গুণবৃত্তম্ ইতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তম্ উক্তম্

—২।১৫ যোগস্থত্তের ব্যাসভাষ

<sup>\*</sup> স থবরং প্রবৃদ্ধন্ত প্রত্যবন্ধা ন স্থাদ্ অসতি প্রত্যধান্তবে—বাস্ভাব।

<sup>†</sup> ভূতার্থ-বিষয়ত্বাৎ প্রমাণক্ত—ব্যাসভাষ্য।

<sup>্</sup>ৰ এ ভাষ্যের চীকায় বাচস্পতি মিশ্র চিত্তে ঐ ত্রিগুণের খেলা বেশ স্<sup>নর্কা</sup> গুদর্শন করিয়াছেন—

वनामीनवार मच्छनम्, व्यव्खिमीनवार त्रकाछनम्, द्रिजिमीनवार ज्यांशी

চিত্তের ঐ যে পঞ্চবিধ বৃত্তি —বলা বাছল্য, তাহারা সকলেই স্থ-তৃঃখ-মোহাত্মক—বর্বা শৈচতা বৃত্তয়ঃ স্থ-তৃঃখ-মোহাত্মিকাঃ। কারণ, প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতিরূপা বৃদ্ধিগুণাঃ পরস্পরামগ্রহতন্ত্রীভূতা শান্তং ঘোরং মৃঢ়ং বা প্রত্যয়ং ত্রিগুণমেব আরভন্তে—২।১৫ যোগস্ত্রের ব্যাসভাষ্য।

বেহেতু চিত্ত প্রকৃতির বিকার, অতএব ত্রিগুণাত্মক এবং ঐ তিন গুণ ('সন্ধ, রক্ষ: ও তম: ) নিয়ত পরস্পর উপমর্দশীল, অতএব চিত্তের বৃত্তি বা প্রত্যর—হয় শান্ত (স্থোত্মক), নয় ঘোর (ছ:থাত্মক), না হয় মৃচ্ (মোহাত্মক) —অতএব উহার। উপাদেয় নয়, হেয়।

এই প্রদক্ষে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যোগদর্শনের 'চিন্ত' পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের Mind-এর মত সাদা স্লেট্ নহে—উহাতে জন্ম-জন্মান্তরের নানা সংস্থারের হিজি-বিঞ্জি অস্কিত আছে।

তথাশেষসংস্কারাধারত্বাৎ—সাংখ্যসূত্র, ২।৪২

ঐ সংস্কার দিবিধ—বাসনারপ ও কর্মরপ, অর্থাৎ, ধর্মাধর্ম বা অদৃষ্টরপ।
(ঐ বাসনা হইতে স্বতি এবং ঐ অদৃষ্ট হইতে ত্রিবিধ বিপাক—জাতি,
আয়ুং ও ভোগ নিস্পন্ন হয়। ) পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—

তং অসংখ্যেয়-বাসনাভি: চিত্রমৃ—যোগস্ত্র, ৪।২৪

একষপি চিন্তং—ত্রিগুণনিষিত্তয়া, গুণানাং চ বৈবন্যেন পরস্পর-বিমর্গ বৈচিত্রাছি বিচিত্রপরিণামং সং অনেকাবস্থম উপপদ্যতে। \*\* তত্র চিন্তে সন্থাং কিঞ্চিৎ উব্দেশ্বরুষী বদা মিথঃ সন্মে চ ভবতঃ, তদা ঐবর্থং বিবয়াশ্চ শ্বাদরঃ ভাত্তেব প্রিয়াদি বস্ত তৎ তথোক্তং ( ঐবর্থবিবয়প্রিয়: ভবভি )। \* \* বদা হি তমঃ মধ্যো বিজিত্য প্রস্তং, তদা তমঃস্থাপি তং চিত্তম্ অবর্মাদি উপপদ্যতি ( অবর্মাদি অক্সান, বিব্যাজ্ঞান, মোহ ইত্যাদি)। বদা তু তদেব চিত্তমন্ম আবিভূতিসন্ম অপপ্রত্তমঃ-প্রকাশিক বিদ্যাক্তান, চিনাং সরজক্তং ভবভি, তদা ধর্মজ্ঞানবৈরাধ্যোধ্যাণি উপপদ্যতি।

\*The লিক, as a product of প্রকৃতি, has the three Gunas. In the animal stage, তম: predominates, in the human, রন্ধ: and in the superhuman, সন্ধ্—

উर्दर मखिनानः, ज्यादिनानक म्नजः मर्गः। यया त्रस्त्रादिनात्मा बक्तानिख्यपर्यतः ।—कादिका, ८८ ইহার টীকায় বাচস্পতি বলিতেছেন—

অসংখ্যেয়াঃ কর্মবাসনাঃ ক্লেশবাসনাশ্চ চিত্তম্ এব অধিশেরতে। জ্ঞার বাসনাধীনা বিপাকাঃ চিত্তাশ্রয়তয়া চিত্তস্ত ভোক্ততাম্ আবহন্তি।

ঈশ্বরক্বঞ্চও কারিকায় এই কথার সমর্থন করিয়াছেন— ভাবৈঃ অধিবাসিতং লিঙ্কম—কারিকা, ৪০

न विना ভारेतः निषम-काद्रिका, ৫२

'লিঙ্গ-শরীর ( চিত্ত ) ভাব-রহিত হইতে পারে না।' ভাব কি ? ভাব ধর্মাধর্মাদি চিত্ত-সংস্কার।

क्षे कर्म-यः अत्र जनामि - जामाम् जनामिष्यम् ठामित्या निज्ञाषाः,

—যোগস্ত্র, ৪া১

বাচস্পতিও ৬৭ কারিকার তত্তকৌম্নীতে বলিরাছেন—খনারি কর্মাশয়-প্রচয়:। পূর্ব পূর্ব জন্মে অমুষ্টিত শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ কর্মের সংবার আশয়রূপে চিত্তে সংলগ্ন থাকে—

কর্মান্তক্লাকৃষ্ণং যোগিন দ্রিবিধমিতরেষাম্—যোগস্তা, ৪।৭
কর্মের বাসনা যেমন অনাদি, ক্লেশের বাসনাও সেইরূপ অনাদি—
অনাদিবাসনাম্বিদ্ধম্ ইদং চিন্তম্— ৪।১০ যোগস্তা্রের ব্যাসভাব্য।
অনাদি-বাসনাম্নাঃ বলবত্বাৎ—সাংখ্যস্তা, ২।৩

ঐ ক্লেশ ও কর্মের নিয়ত সম্বন্ধ—ক্লেশমূলঃ কর্মাশরঃ—বোগস্ত্র, ২।১২
ক্লেশ পঞ্চবিধ—অবিছা, অন্মিতা, রাগ, দ্বের ও অভিনিবেশ। অবিশ্বাল
বিপর্যর বা মিথ্যাজ্ঞান—অতন্মিন্ তদ্বৃদ্ধিঃ। অন্মিতা = অভিমান—দূর্ব ও
দর্শনশক্তির একাদ্মতা (বোগস্ত্র, ২।৬)। রাগ = অন্মুরাগ (attraction)।
দেব = বিদ্বের (repulsion)। এবং অভিনিবেশ = মরণভাস।

এই পঞ্চক্রেশের মধ্যে অবিছাই প্রধান—

ष्यविषा क्ष्याम् উखरत्रवाः श्रञ्चश्च छञ्ज्विष्किरद्यानात्रागाम्

— (वाज्यब, राष्ट्र

এই পঞ্চক্রেশ সংস্থাররূপে সতত চিত্তে বীজভাবে অন্থবিদ্ধ থাকে এবং সহজেই বৃত্তিরূপে উপচিত হইয়া উদার বা লব্ধবৃত্তি হয়।

তে ব্যক্তস্কা গুণাত্মান:—বোগস্ত্র, ৪।১৩

অতএব চিত্ত ঐ ক্লেশ, কর্ম, রিপাক ও আশর দারা পরামৃষ্ট এবং অবিছা বা অবিবেকের ফলে পুরুষ অনাদি কাল হইতে ঐ চিত্তের সহিত সংস্কৃষ্ট। সে জন্ম সাংখ্যাচার্যদিগের পক্ষে পরম সমস্যা এই বৈ, ঐ অবিবেক বা অবিছার কিরপে বারণ করিতে পারা যায় ?

অবিছা-বারণের উপায় বিছা, অবিবেক নাশের উপায় বিবেকসিদ্ধি। সে জন্ম সাংখ্যেরা বলেন—

অবিবেক এব বন্ধঃ—সাংখ্যস্ত্ত্র, ৬৷ ১৬

বিবেকাৎ কুতকুত্যতা—সাংখ্যস্ত্র, ৩৮৪

অবিবেক হইতে যেনন বন্ধ, বিবেক হইতে তেমনি মোক্ষ। সা তু অবিদ্যা পুরুষ-খ্যাতি পর্যবসানা ( ব্যাসভায় )।

'When Purusa recognises its distinction from the ever-evolving and dissolving Prakriti, the latter ceases to operate towards it.'

এমন কি সাংখ্যমতে বিবেকই মোক্ষের অনন্য উপায়\*—বিবেকাং কৃতক্ষতাতা নেতরাং নেতরাং—সাংখ্যস্তুত্ত, ৩৮৪

\* সে জন্ত সাংপোরা ন্তায় ও বৈশেষিক মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বৈশেষিকের বট্পদার্থের কিলা নৈয়ায়িকের বোড়শ পদার্থের বোধ ঘারা মোক্ষশিদ্ধি হয় না—ন বট্পদার্থনিয়মঃ তদ্বোধাৎ মুক্তিঃ। বোড়শাদিবু অণি এবব্
—সাংখ্যসূত্র, ৫।৮৫,৮৬

ভবজানই বিবেকসিন্ধির অবিতীয় উপায়—ইহা প্রভিপন্ন করিয়া স্তাকার অন্তত্ত্ব বলিয়াছেন—নিয়ত-কারণভাৎ ন সমুচ্চয়-বিকল্পো—সাংখ্যস্ত্ত্ব, ৩।২৫

অর্থাৎ, জানই যথন মুক্তির নিয়ত কারণ, তখন কর্ম, ভক্তি প্রভৃতির ভাষার সহিত সমুচ্চেয় (সহকারিত্ব) বা বিকল্প (alternative) হইতে পারে না। Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ১২৪ শাংখ্য পরিচয়

নিয়তকারণাৎ তছচ্ছিত্তিঃ ধ্বান্তবং সাংখ্যস্ত্ত্র, ১।৫৬

[ নিয়তকারণাং = বিবেকসাক্ষাংকারাং — ভিক্ষ্ ]

অত্রাপি প্রতিনিয়মঃ অন্বয়-ব্যতিরেকাৎ—সাংখ্যস্ত্র, ৬।১৫

অন্ধকারো হি প্রতিনিয়তেন আলোকেনৈব নাশ্ততে, ন অন্তুসাধনেন ইত্যর্থঃ—ভিক্

'বেমন আলোকসম্পাতে অন্ধকারের নাশ হয়, সেইরূপ বিবেক-সাক্ষাং-কারে অবিবেকের বারণ হয়।'

অবিবেক যেন অন্ধকারতুল্য এবং বিবেক আলোকতুল্য। অবিবেদ তত্ত্বকে আবৃত করিয়া রাখে—কিন্ত বিবেক-স্থর্যের উদয় হইলে সে জ্য় তিরদ্বত হয়।

व्यक्षः जन हेवाळानः मीशवः टिलियास्वम् ।\*

যথাসূর্য তথাজ্ঞানং যদ বিপ্রর্ধে ! বিবেকজম্ ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৬২ সেই জন্ম সাংখ্যাচার্যেরা বলেন—অবিদ্যা অনাদি হইলেও অনম্ভ নয়—lt dissolves on the rise of true knowledge.

বিবেকখ্যাতিঃ অবিল্পবা হানোপায়ঃ—যোগস্ত, ২৷২৬

প্রধানাবিবেকাৎ অন্তাবিবেকস্য তদ্হানে হানম্—সাংখ্যস্ত্র, ১।৫৭
অর্থাৎ, প্রকৃতিপুরুষের অবিবেক জন্ম যখন বন্ধন, তখন সেই অবিবেশে
হানি হইলেই বন্ধের হানি হইবেই হইবে।

সেই জন্ত মোক্ষকে সাংখ্যমতে অবিবেক-রূপ বাধা বা অন্তরায়ের তিরোধান মাত্র বলা হয়।

মৃজি: অন্তরায়ধ্বন্তে: ন পর:—সাংখ্যস্ত্র, ৬।২০

নিজমূজন্য বন্ধধংসমাত্রং পরম্—সাংখ্যস্ত্র, ১৮৬

कात्रन, शृद्धि वना श्रेयाछ त्य, श्रूकत्यत्र वस वाद्याख-वाड्याखः न ष्

\*रेक्षिरेत्रः मनानिषात्रा खाष्ठः कामः मीशवर, न गर्वाच्रना चळानिर्वरंगि विदिक्षः पू कानः सूर्वरः भवीकानिनवर्णकम् देणार्थः—खीशत सामी

তত্ত্বম্ (সাংখ্যস্ত্ত্ৰ, ১।৫৮) — Purusa's bondage is a fiction—ই বন্ধ তাত্ত্বিক নয়—উপাধিক।

এ প্রসঙ্গে বৃত্তিকার অনিকন্ধ ১।২০ সাংখ্যস্ত্রের বৃত্তিতে বলিতেছেন —
অবিভয়া বন্ধ ইতি ব্যপদেশমাত্রং (form of speech), ন তত্ত্বম্।
ঐ বিবেক-সিদ্ধির উপায় কি ? সাংখ্যমতে বিবেক সিদ্ধির এক উপায়
—তত্ত্বাভ্যাস।

তত্বাভ্যাসাং নেতি নেতীতি ত্যাগাং বিবেক-সিদ্ধি:—সাংখ্যসূত্র, ৩/৭৫ প্রকৃতিপর্যন্তেবু জড়েবু নেতি নেতি ইত্যভিমান-ত্যাগরূপাং তত্বাভ্যাসাং বিবেকনিম্পত্তি র্ভবতি—বিজ্ঞানভিক্ষ

'প্রকৃতি পর্যন্ত সমস্ত জড়বর্গ হইতে 'নেতি নেতি,' 'আমি ইহা নহি, আমি ইহা নহি'—নিজের এইরূপ স্বাতস্ত্রাবোধের অভ্যাস দারাই বিবেক-সিদ্ধি হয়।'

সাংখ্যকারিকাও এই মর্মে বলিতেছেন—

এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্তি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।

অবিপর্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলম্ংপদ্মতে জ্ঞানম্॥—সাংখ্যকারিকা, ৬৪

'এইরূপ তত্ত্বাভ্যাসের ফলে অহংকার ও মমকার-বিহীন, তাদাত্ম্যরহিত,

সংশয় ও ভ্রমহীন, বিশুদ্ধ, বিমল, নিঃশেষ জ্ঞান উৎপয় হয়।'

কিসের জ্ঞান ? পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান—জ্ঞানং পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ত্জানং (গৌড়পাদ)।

উক্ত ৬৪ কারিকা উদ্ধৃত করিয়া বিজ্ঞানভিন্ধ বলিতেছেন, — নাস্মীত্যাদ্বান: কর্তৃ দ্বিনিষেধঃ। ন মে ইতি সঙ্গনিষেধঃ। নাহমিতি তাদাদ্মানিষেধঃ।
ক্বেলমিতাস্থ্য বিবরণম্ অবিপর্যরাদ্বিশুদ্ধমিতি। অতোহস্তরা বিপর্যরেণ বিপ্রুতম্ ইতার্থঃ। অর্থাৎ, ঐ জ্ঞান অহংকারহীন, মমন্বহীন, কেবল ও বিশুদ্ধ
হওয়া চাই। স্বধু তাহাই নহে, উহা অবিভার দারা অবিপ্লৃত হওয়া চাই।
স্বেইজ্ঞ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, —বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ।

#### সাংখ্য পরিচয়

326

অধিকন্ত এই বিবেকজ্ঞান পরোক্ষ হইলে চলিবে না,—অপরোক্ষ হওয়া চাই। কারণ,—

যুক্তিতোহপি ন বাধ্যতে দিঙ্মৃঢ়বং অপরোক্ষাদ্ ঋতে

—সাংখ্যস্থত, ১া৫১

অর্থাৎ, বেমন দিঙ্মৃচ ব্যক্তির দিগ্রেম শত উপদেশ সত্তেও সাক্ষাং দিক্-দর্শন ভিন্ন নিবারিত হয় না, সেইরপ বিবেক-জ্ঞান অপরোক্ষ না হইল, অবিভা বা অবিবেকের বারণ হয় না।

ধ্যান-ধারণাভ্যাস-বৈরাগ্যাদিভি স্তন্নিরোধঃ—সাংখ্যস্ত্র, ভা২৯

পুরুষে চিত্তবৃত্তির উপরাগই যখন অবিবেক, তখন অবিবেক বারণ করিতে হইলে ঐ উপরাগের নিরোধ করিতে হইবে। ধ্যান, ধারণা, অভ্যাদ, বৈরাগ্য প্রভৃতির দারা ঐ উপরাগের নিরোধ হয়। ইহার মধ্যে ধ্যানই ম্থা সাধন। কারণ,—উপরাগনিরোধাদ্ বিশেষ:—সাংখ্যস্ত্র, ৬।২৬

ধ্যানের বিশেষত্ব এই যে, ধ্যানাবস্থায় উপরাগের নিরোধ হয়—উপরাগ নিরোধান্ বৃত্তিপ্রতিবিম্বাপগমান্ যোগাবস্থায়াম্ অযোগাবস্থাতো বিশেষ (বিজ্ঞানভিক্ষু)। অভএব—

धानः निर्विवयः मनः — **माः**थाञ्ख, ७।२०

পাতঞ্চল দর্শনে এই ধ্যানের নাম সমাধি। বিজ্ঞানভিক্ ঐ <sup>স্ক্রের</sup> ভাষ্যে বলেন যে, এই স্থত্তে ধ্যান অর্থে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-রূপ যোগ—

বৃত্তিশৃত্যং যদ্ অন্তঃকরণং ভবতি তদেব ধ্যানং যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরো<sup>র</sup>-রূপঃ ইতার্থ:। সেইজত স্তুকার বলিয়াছেন—

বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ—সাংখ্যস্ত্ত্র, ৩।৩১

সমন্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে, তবে সমাধি বা ধ্যানসিদ্ধি <sup>হা ।</sup> পূর্বোক্ত ধারণা, অভ্যাস বিরোগানুর সভূতি ASR প্রান্তিরিটি উপায় মার । স্ত্রকার তৃতীর অধ্যায়ে এই কথা বিশদ করিয়াছেন। কিসে ধ্যান-সিদ্ধি হয়—ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন—

ধারণাসনম্বকর্মণা তৎসিদ্ধি:—সাংখ্যস্তুত্ত, ৩৷৩২

[তৎসিদ্ধিঃ ধ্যানসিদ্ধিঃ ]

थात्रना कि ? প্রাণের নিরোধ বা প্রাণায়াম।

निर्दाथ किं - विधात शांकाम् — नाःशास्त्र , ७।७७

আসন কি ? স্থিরস্থ্যাসনম্ — ঐ, ৩।৩৪

বে ভাবে আসীন হইলে, শরীর স্থপিত ও স্থস্থির হয়, তাহার নাম আসন।

স্বকর্ম কি ? স্বাশ্রমবিহিতকর্মান্মষ্ঠান।

স্বকর্ম স্বাভ্রমবিহিত-কর্মান্মন্ঠানম্—সাংখ্যস্তর, ৩০৫

সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য ও অভ্যাস চাই।

বৈরাগ্যাং অভ্যাসাচ্চ—সাংখ্যস্তর, ৩।৩৬

কিসে বৈরাগ্য হয় ?—প্রকৃতি ও তৎকার্যের পরিণামিস, ত্ংগাস্থকস প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া।

দোষ-দর্শনাদ্ উভয়ো:—সাংখ্যস্ত্র, ৪।২৮

ज्थनं — विव्रक्तम् एवत्र-हानम् जेशात्मरवाशानानम्—खे, १।२७

বৈরাগ্যের ফলে হেয় বর্জন ও উপাদের গ্রহণ আরম্ভ হর এবং সাধকের পক্ষে ধ্যান আয়ত্ত হইয়া উঠে। রাগোপহতিঃ ধ্যানমৃ—সাংখ্যস্ত্ত, ৩।৩•

এই সকল কথা স্মরণ করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষ্ উক্ত ৬া২৯ সাংখ্যস্ত্তের ভাষ্যে বলিতেভ্রেন

বথোক্তোপরাগস্ত নিরোধোপায়মাহ। সমাধিবারা ধ্যানং যোগস্ত কারণং, ধ্যানস্ত চ কারণং ধারণা, তস্তাশ্চ কারণম্ অভাসং, চিত্তবৈর্ধসাধনাহ-ধানম্ অভ্যাসস্তাপি কারণং, বিষয়-বৈরাগ্যং তস্যাপি দোষদর্শনবমনিয়মাদিক-মিতি পাতঞ্চলোক্ত-প্রক্রিয়য়া তরিরোধে উপরাগ-নিরোধো ভবতি চিত্ত-মৃত্তিনিরোধাধা-যোগ দারেতার্থঃ ॥ অধিকস্ক এই বিবেকজ্ঞান পরোক্ষ হইলে চলিবে না,—অপরোক্ষ হওয়। চাই। কারণ,—

যুক্তিতোহপি ন বাধ্যতে দিঙ্ম্চ্বং অপরোক্ষাদ্ ঋতে

—সাংখ্যস্ত্ত্র, ১)৫১

অর্থাং, বেমন দিঙ্মৃ ব্যক্তির দিগ্রেম শত উপদেশ সম্বেও সাক্ষাং দিক্-দর্শন ভিন্ন নিবারিত হয় না, সেইরপ বিবেক-জ্ঞান অপরোক্ষ না হইনে, অবিভা বা অবিবেকের বারণ হয় না।

কিসে বিবেকজ্ঞান অবিপ্লৃত ও অপরোক্ষ হইতে পারে? তহন্তর স্তুকার বলিতেছেন—

ধ্যান-ধারণাভ্যাস-বৈরাগ্যাদিভি স্তন্নিরোধঃ—সাংখ্যস্তর, ভা২৯

পুরুষে চিত্তবৃত্তির উপরাগই বখন অবিবেক, তখন অবিবেক বারণ করিতে হইলে ঐ উপরাগের নিরোধ করিতে হইবে। ধ্যান, ধারণা, অভাদ, বৈরাগ্য প্রভৃতির দারা ঐ উপরাগের নিরোধ হয়। ইহার মধ্যে ধ্যানই ম্থা সাধন। কারণ,—উপরাগনিরোধাদ্ বিশেষ:—সাংখ্যস্ত্র, ভাবভ

ধ্যানের বিশেষত্ব এই যে, ধ্যানাবস্থায় উপরাগের নিরোধ হয়—উপরাধ নিরোধান বৃত্তিপ্রতিবিশ্বাপগমান যোগাবস্থায়াম্ অযোগাবস্থাতো বিশেষ (বিজ্ঞানভিক্ষু)। অতএব—

धानः निर्विषयः मनः — সাংখ্যস্ত্ত, ७।२ e

পাতঞ্জল দর্শনে এই ধ্যানের নাম সমাধি। বিজ্ঞানভিক্ ঐ <sup>স্ক্রো</sup> ভাষ্যে বলেন যে, এই স্থত্তে ধ্যান অর্থে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-রূপ যোগ—

বৃত্তিশৃত্যং যদ্ অন্তঃকরণং ভবতি তদেব ধ্যানং যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরো<sup>র</sup>-রূপঃ ইতার্থ:। সেইজন্ত স্ত্রকার বলিয়াছেন—

বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ—সাংখ্যস্ত্ত্, ৩।৩১

সমন্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে, তবে সমাধি বা ধ্যানিদিছি <sup>হা ।</sup> পূর্বোক ধারণা, অভ্যাস, বৈরোগা dama ভি ASTRANT নিরিক উপায় মার্ড । সূত্রকার তৃতীয় অধ্যায়ে এই কথা বিশদ করিয়াছেন। কিসে ধ্যান-সিদ্ধি হয়—ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন—

ধারণাসনম্বকর্মণা তৎসিদ্ধি:—সাংখ্যস্ত্ত্ত্ব, ৩৩২
[তৎসিদ্ধি: ধ্যানসিদ্ধি: ]
ধারণা কি ? প্রাণের নিরোধ বা প্রাণায়াম।
নিরোধ\*ছর্দি-বিধারণাভ্যাম্—সাংখ্যস্ত্ত্ত্ব, ৩৩৩
আসন কি ? স্থিরস্থখ্যাসনম্—ঐ, ৩৩৪
বে ভাবে আসীন হইলে, শরীর স্থিত ও স্থস্থির হয়, তাহার নাম আসন।

স্বৰ্ম কি ? স্বাশ্ৰমবিহিতকৰ্মামুষ্ঠান।

স্বকর্ম স্বাশ্রমবিহিত-কর্মান্মন্তানম্—সাংখ্যস্তর, ৩০৫ সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য ও অভ্যাস চাই।

বৈরাগ্যাং অভ্যাসাচ্চ—সাংখ্যস্তত্ত্ব, ৩৩৬

কিসে বৈরাগ্য হয় ?—প্রক্কতি ও তৎকার্বের পরিণামিদ, হংগাদ্মকত প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া।

দোৰ-দৰ্শনাদ্ উভয়োঃ—সাংখ্যস্তুত্ত, ৪।২৮ তথন—বিরক্তস্ত হেয়-হানম উপাদেয়োপাদানম—ঐ, ৪।২৬

বৈরাগ্যের ফলে হের বর্জন ও উপাদের গ্রহণ আরম্ভ হর এবং সাধকের পক্ষে গান আরম্ভ হইয়া উঠে। রাগোপহতিঃ গ্যানম্—সাংখ্যস্ত্র, ৩।৩০

এই সকল কথা শ্বরণ করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষ্ উক্ত ৬/২৯ সাংখ্যস্ত্তের ভাষ্মে বলিতেছেন

বথোক্তোপরাগশু নিরোধোপায়মাহ। সমাধিবারা ধ্যানং বোগশু কারণং, ধ্যানশু চ কারণং ধারণা, তশুশ্চ কারণম্ অভাসং, চিত্তবৈধ্বাধনায়-চানম্ অভ্যাসশ্যাপি কারণং, বিষয়-বৈরাগাং তস্যাপি দোষদর্শনবমনিয়মাদিক-মিতি পাতঞ্বলোক্ত-প্রক্রিয়ন্না তন্নিরোধে উপরাগ-নিরোধো ভবতি চিক্ত-মৃত্তিনিরোধাধ্য-যোগ বারেতার্থং । অর্থাৎ, 'সমাধির দ্বারা যে ধ্যান হয় তাহাই যোগের কারণ, ঐ ধ্যানে কারণ ধারণা, ধারণার কারণ অভ্যাস, অর্থাৎ, চিত্তের স্থৈর্বদাধন, অভ্যানে কারণ বিষয়-বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের কারণ দোষদর্শন, যম, নিয়ম প্রভৃতি। পাতঞ্জলোক্ত যোগ—প্রক্রিয়ার দ্বারা নিরোধ-রূপ সমাধি লাভ হইনে ফলত: অবিবেক-নিমিত্ত উপরাগের নিরোধ হয়।' এক কথায়, চিত্তক সম্পূর্ণ বৃত্তিশৃত্ত করিয়া ঐ পূর্বোক্ত কর্মবাসনা ও ক্লেশ-বাসনা-বিনির্কৃ করিতে হইবে – তবেই বিবেকসিদ্ধি আয়ত্ত হইবে।

অভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চরই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সাংখ্যস্ত্তের অনুন্ধ করিয়া আমরা উপরে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সম্পর্কে যাহা বলিলাম, তার পতঞ্জলির যোগদর্শনের অনুষ্ঠি মাত্র।

১৩৩১ সনে 'বোগদর্শনের চিত্ত' এই নাম দিয়া, আমি 'বন্ধবিয়া' একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধে 'অবিশ্বধ বিবেক-খ্যাতি' সিদ্ধ করিবার পাতঞ্বল-নির্দিষ্ট প্রণালী সংক্ষেপে প্রদর্শিষ্ট হইয়াছিল। এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টরূপে ঐ প্রবন্ধের প্রাসন্ধিক ক্ষা সন্নিবিষ্ট হইল। পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিই যে, সাংখ্যের যাহা দিশ শরীর, যোগদর্শনের তাহাই চিত্ত।

বিবেকসিদ্ধির কি ফল হয়, আগামী অধ্যায়ে আমরা তাহার আণোলা করিব।

### **ह**र्ष व्यथारयत शतिनिष्ठे

ি ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তম্ একাগ্ৰং নিৰুদ্ধম্ ইতি চিত্তভূময়ঃ

– যোগস্থতের ব্যাসভাষ্য

পতঞ্চলির মতে চিত্তের পাঁচটি অবস্থা বা ভূমি—ক্ষিপ্ত, মৃঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।

ক্ষিপ্ত ও মৃচ চিত্তের পক্ষে যোগ অসম্ভব; কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিতে পারিলে যোগের সম্ভাবনা হয়। সেই জন্ম পভশ্বলি বিক্ষেপের আলোচনা করিয়াছেন; কারণ, বিক্ষেপই যোগের প্রধান অন্তরায় এবং ছংখ, নৈরাশ্য, চাপল্য ও খাস-প্রশাস বিক্ষেপের নিত্য সহচর।

ত্ব-দৌর্মনস্যান্সমেজয়ত্ব-শাস-প্রাণাসা বিক্ষেপসহভূব:—বোগস্ত্র, ১০০১ বিক্ষেপ কি কি ?

ব্যাধিস্ক্যানসংশন্ধপ্রমাদালস্যাবিরতিপ্রান্তিদর্শনালবভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিন্তবিক্ষেপা স্তেইস্তরায়ঃ—যোগস্ত্র, ১০০

( স্ত্যান = জড়তা, অনবস্থিতত্ব = অপ্রতিষ্ঠা )

<sup>মপোচিত</sup> উপায় দ্বারা ঐ বিক্ষেপের নিরাস করিয়া চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে।

পতশ্বলি প্রথমতঃ সাধককে একতত্ত্বের অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন— তৎপ্রতিষেধার্থম্ একতত্ত্বাভ্যাসঃ—যোগস্ত্র, ১৷৩২

পরে মৈত্রী, করুণা, মৃদিতা ও উপেক্ষার অমুশীলন করিয়া চিত্তের প্রশাদন করিতে হইবে।

भिजीकक्रनाम्मिटजारशक्रानाः स्थ-द्रःथ-श्र्नाश्र्मा-विवन्नानाः ভाবনाजः विज्ञाननम्—त्याश्रस्त, ১।७७ অতঃপর ক্রিয়াযোগ দার। চিত্তের পরিকর্ম সম্পাদন করিতে ইন্ন ক্রিয়াযোগ কি ?

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াবোগঃ—বোগস্তু, ২০১ ক্রিয়াবোগের ফল কি?

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতন্থকরণার্থন্চ —বোগস্তর, ২।২ ত্রিবিধ ক্রিয়ানোগের মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধানই মুখ্য, কারণ, জ্বং বিশেষভাবে অন্তরায়ের বারণ হয়।

ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপ্যস্তরায়াভাবশ্চ—যোগস্ত্র, ১৷২৯

বলা বাহুল্য, সাধন ভিন্ন সিদ্ধি হয় না—ন চ সিদ্ধিরম্ভরেণ দানন্ চিত্তের অগুদ্ধিক্ষয়ের স্থিরতর উপায় নিয়মিতভাবে অপ্তান্ধ বোগের অফুচান-যোগান্ধান্ম্র্চানান্ অগুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিঃ (বোগস্ত্ত্র, ২।২৮)। জ্বা চিত্ত সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্মল হইয়া চিত্তের সারূপ্য লাভ করে—

সন্বপুরুষয়োঃ শুদ্দিদাম্যে কৈবল্যম্—বোগস্ত্র, ৩।৫৫ যোগের অষ্টাঙ্গ কি কি ?

যম, নিম্নম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি (২।২৯)। বোগপ্রক্রিয়ার আলোচনা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে; অভএ<sup>র আর</sup> অষ্ট যোগাঙ্গের অন্ত্র্ধাবন না করিয়া চিত্তের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি।

সাধক বখন পূর্বোক্ত প্রণালী ও প্রক্রিয়ার দারা বিক্লিপ্ত চিন্তা একাগ্র ভূমিতে উপনীত করিতে পারেন, তখন ধারণার জার চিত্তের বোগ্যতা হয়। অবশ্য তখনও পরিণামী চিত্তের <sup>পরিশানে</sup> বিরতি হয় না, কিন্তু তখন বৃত্তির একতান প্রবাহ হয়। ইর্ম ধ্যান-

তত্র প্রতারেকতানতা ধ্যানম্—যোগস্থত, ৩৷২ ততঃ পুনঃ শাস্তোদিতৌ তুল্যপ্রতামৌ চিন্তস্য একাগ্রতা-পরি<sup>নামা</sup> —যোগস্থ্<sup>১</sup> এইরপে চিত্ত ক্ষীণরুত্তি হইলে তাহার স্বচ্ছতা সাধিত হইয়া অভিজ্ঞাত মণির (clear crystal) ন্থায়, বস্তুর বথাবথ প্রতিকৃতি গ্রহণের সামর্থ্য উপজাত হয়—ইহাকে সমাপত্তি বলে।

ক্ষীণবৃত্তে: অভিজাতস্যেব মণে: গ্রহীভূগ্রহণগ্রাছেবু তৎস্থতদঞ্জনতা সুমাপত্তি:—বোগস্তুর, ১1৪১

এই সমাপত্তি স্থুল-স্ক্ষ গ্রাহ্থ-ভেদে চতুর্বিধ। স্থুলের সমাপত্তি বিকল্পের দ্বারা সংকীর্ণ হইলে তাহাকে সবিতর্ক এবং বিকল্প হইতে বিশুদ্ধ, দ্বর্থাং, অর্থমাত্ত-নিভাস হইলে তাহাকে নির্বিতর্ক বলে। এইরূপ স্ক্ষের সমাপত্তিকে সংকীর্ণ ও বিশুদ্ধভেদে সবিচার ও নির্বিচার বলা হয়। ইহা-দিগের সাধারণ নাম সম্প্রজ্ঞাত বা সজীব সমাধি।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারপান্থগমাৎ সংপ্রজ্ঞাতঃ—যোগস্ত্র, ১৷১৭ এ সকল সমাধিই 'সালম্ব', 'নিরালম্ব' নহে। সর্ব এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ—ব্যাসভায়

এই বিতর্কের আলম্বন স্থুল, বিচারের স্থন্ন, আনন্দের হলাদ এবং অস্মিতার একাজ্মিকা সম্বিং।

বিতর্ক শ্চিত্তস্থালম্বনে স্থুল আভোগ:। স্বন্ধো বিচার:। আনন্দো জাদ:। একান্তিকা সংবিদ্ অস্মিতা—ব্যাসভাষ্য

এ অবস্থায় ধ্যান পরিপঞ্চ হইয়া চিত্তবৃত্তি 'অর্থমাত্তনির্ভাস', বেন স্বরূপশ্ত ইইয়া যায়।

তদেব (ধ্যানম্) অর্থমাত্রনির্ভাসং স্বরপশ্রুমিব সমাধি:—বোগস্ত্র, ৩।৩ এইবার চিত্তের একাগ্র ভূমির উধেব নিরুদ্ধ ভূমিতে আরোহণ করিবার যোগ্যতা হয়। তথন একাগ্র-পরিণামের স্থলে চিত্তের নিরোধ-পরিণাম আরম্ভ হয়।

ব্যুখান-নিরোধ-সংস্থারয়োঃ অভিভবপ্রাত্ত্তাবৌ নিরোধকণচিত্তাবরো নিরোধপরিণামঃ —যোগস্তত্ত্ব, ৩)১ Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার ফলে চিত্তনদী প্রশান্তবাহী হইয়া ( তক্ত প্রশান্তবাহিতা সংখ্যা — যোগস্ত্র, ৩।১০ ) চিত্তের সমাধিপরিণাম আরম্ভ হয়।

সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তক্ত সমাধিপরিণামঃ

—বোগস্ত্ৰ, খ্যা

এই সমাধিপরিণামের সংস্কার ব্যুত্থানের সংস্কারকে নিক্তর ক্রি অসংপ্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি আনয়ন করে।

তজ্জঃ সংস্কারঃ অন্তসংস্কারপ্রতিবন্ধী—যোগস্ত্র, ১।৫০
তস্তাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ—ঐ, ১।৫১
ইহাই পরিপক্ক যোগ—যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ—ঐ, ১।২

এ অবস্থায় বৃত্তির বিরাম হয় বটে, কিন্তু চিত্তের সংস্থার অবশিষ্ট থাকে— বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্থারশেষোহক্তঃ—যোগস্তু, ১১১৮

অর্থাং, সে অবস্থাতেও কর্মের সংস্কার ও ক্লেশের সংস্কার বাসনারণ চিত্তে অফুস্থাত থাকে। অবশা, ক্লেশের বৃত্তি পূর্বেই ধ্যান দারা প্রতিষ্টি হইয়াছে –ধ্যানহেয়া স্তদ্বৃত্তয়ঃ (বোগস্ত্ত, ২।১১)—এবং ক্রিয়ামোমে দারা ক্লেশসকল তন্কুতও হইয়াছে।

সমাধিভাবনার্থ: ক্লেশতনূকরণার্থ-চ—বোগস্ত্র, ২।২ কিন্তু ক্লেশের স্ক্ল সংস্কার ?

তে প্রতিপ্রসবহেরাঃ স্থনাঃ – যোগস্ত্র, ২।১০

বে বোগীর চিত্ত ধ্যানে পরিপক হইয়াছে, তাঁহার আর মৃতন "আর্থ হয় না।

তত্র ধ্যানজম্ অনাশয়ম্—যোগস্ত্র, ৪।৬

তত্র যদেব ধ্যানজং চিত্তং তদেব অনাশরং, তক্তৈর নান্ত্যাশরো রাগাদি প্রবৃত্তিঃ নাতঃ পুণ্যপাপাভিসমন্ধঃ ক্ষীণক্লেশত্বাং যোগিন ইতি—বাাসভাগ

এ অবস্থায় বোগী চিত্ত হইতে পুরুষের প্রভেদ উপলব্ধি করে। সেইজন্ম তাঁহাকে 'বিশেষদর্শী' বলা হয়। বিশেষ – প্রভেদ (distinction)।

এই উপলব্ধিকে বিবেকখাতি বা 'প্ৰসংখান' বলে। এই বিবেকখাতি হইলে যোগীর চিত্তে আত্মভাবভাবনার নিবৃত্তি হয়।

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ—যোগস্ত্ত, ৪।২৫

যে চিত্ত পূর্বে অজ্ঞান-নিম ও বিষয়-প্রাগ্ভার ছিল, তাহা এখন বিবেকোমুখ এবং কৈবল্যপ্রবণ হয়।

তদা বিবেকনিমং কৈবল্য-প্রাগ্ ভারং চিত্তম্ —বোগস্তর, ৪।২৬ এইবার যোগীর বিবেকখ্যাতিতেও বিরাগ উৎপন্ন হইয়া সংস্কার-বীচ্চ ক্ষমপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার 'ধম'-মেঘ' সমাধি উৎপন্ন হয়।

প্রসন্ধ্যানেহপ্যক্সীদস্ত সর্বথা বিবেকখ্যাতেঃ ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ

—যোগস্ত্র, ৪।২৯

সংস্থার-বীজক্ষরাৎ ন অস্য প্রত্যেরাস্তরাণি উৎপছন্তে তদান্ত ধর্মমেঘো নাম সমাধির্তবতি—ব্যাসভ্যায়্য

তখন যোগীর ক্লেশদংস্কার ও কর্ম সংস্কার সমূলে বিনষ্ট হয়। ততঃ ক্লেশকর্ম-নির্ভিঃ—যোগস্তত্ত, ৪।৩০

তন্নভাদ অবিভাদয়: ক্লেশাঃ সমূলকাবং কবিতা ভবস্তি। কুশলাকুশলাক্চ কর্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবস্তি। ন হি অবসিতাধিকারে মনসি নিরাশ্রয়া বাসনাঃ স্থাতুম্ উৎসহস্তে—ব্যাসভাষ্য

এইরপে বোগীর জ্ঞান সমস্ত আবরণ-মল হইতে নিমৃক্তি হইরা অনম্ভ ও অগরিসীম হয় এবং আকাশে থভোতের ন্যায় তাঁহার পক্ষে জ্ঞের স্বল্পমাত্র গাকে।

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্য আনস্ত্যাৎ জ্ঞেরম্ অল্লম্

—যোগস্ত্ৰ,৪।৩১

এইরপে চিত্তের প্রয়োজন অবসিত হওরার, তাহার পরিণাম-ক্রম পরি-শুমাপ্ত হয় এবং চিত্ত স্বয়ং যে প্রকৃতির বিকার—সেই প্রকৃতিতে বিলীন ইবুয়া যায়।

সাংখ্য পরিচয়

308

ভতঃ কুতার্থানাং পরিণাম-ক্রমসমাপ্তিঃ গুণানাম্—বোগস্ত্র, ৪।৩৪
পুরুষার্থশৃত্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ — ঐ, ৪।৩৪
তথন পুরুষ চিত্তের সহিত অনাদিসিদ্ধ সম্বন্ধ হইতে বিনিমৃদ্ধি
অমল, কেবল, শুদ্ধ, বৃদ্ধ অবস্থার "সপ্রতিষ্ঠ" হন।
তদা দ্রস্তুঃ স্বরূপে অবস্থানম্— যোগস্ত্র, ১।৩
ইহাকেই কৈবল্য বলে।
কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি—যোগস্ত্র, ৪।৩৪

## পঞ্চম অধ্যায়

### বিবেক-সিদ্ধির ফল—মোক্ষ

চতুর্থ অধ্যারে আমরা বিবেক-সিদ্ধির আলোচনা করিয়াছি। এখন আলোচ্য—বিবেক-সিদ্ধি হইলে কি ফল হয় ? বিবেক-সিদ্ধির দারা অবিবেক বা অবিভার বারণ হইলে—

তন্নিবৃত্তো উপশাস্তোপরাগঃ স্বস্থ:—সাংখ্যস্ত্র, ২।৩৪ পুরুষের এই 'স্বস্থ' ভাবকে যোগদর্শনে স্বরূপাবস্থান বলা হইরাছে। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। তদা স্রষ্ট্র: স্বরূপেহবস্থানম্

—যোগস্ত্র, ১৷২-৩

ইহাকেই পতঞ্চলি অন্তত্ত্ৰ 'স্বন্ধপ-প্ৰতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিং' (যোগস্ত্ৰ, ৪।৩৪) বলিয়াছেন।

ইহাই ছান্দোগ্যের অভিমত—'স্বেন রূপেন'—'এব সম্প্রাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সম্থায় \* \* স্বেন রূপেন অভিনিম্পন্ততে'—৮৷৩৷৪

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবতকার বলিয়াছেন—

মুক্তি হিঁত্বান্তথা-রূপং স্থ-রূপেন ব্যবস্থিতি । 
অবিচ্যানাশে পুরুষের ঐ গুদ্ধ-স্বচ্ছ অবস্থা হর —

পুরুষম্ভ অসত্যাং অবিদ্যায়াম্ শুদ্ধ চিত্ত-ধর্মে: অপরায়ষ্ট ইতি

—৪।২৫ যোগস্ত্রের ব্যাসভাগ্ত

তদভিব্যক্তৌ কেবলঃ শুদ্ধো মৃক্তঃ স্ব-রূপ-প্রতিষ্ঠঃ পুরুষঃ—গৌড়পাদ ঐরপ বিবেক-সিদ্ধের পক্ষে স্থ-তৃঃখ, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব উভয়ই তিরো-হিত হয়।

নোভয়ঞ্চ ভত্বাখ্যানে—সাংখ্যস্ত্ত, ১৷১০৭

সে অবস্থায় পুরুষ বুঝিতে পারে যে, আমি কর্তা নই, ভোজা নু আমার কোন কিছু ব্যাপার নাই।

এই অবস্থাকেই সাংখ্যেরা 'প্রসংখ্যান' বলেন —প্রসংখ্যান = প্রকৃষ্ট সম্প্র

এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।

অবিপর্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলম্ৎপছতে জ্ঞানম্।—কারিকা, ৬৪

ঐ জ্ঞান নিশেষ জ্ঞান, বিশুদ্ধ জ্ঞান, কেবল জ্ঞান। বিনি এই আন

জ্ঞানবান, বিনি 'বিবেকখ্যাতি'তে নিফাত—তিনি 'কেবলী'।

ঐরপ বিবেকী পুরুষের সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন —
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব !
ন দেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজ্জতি ॥
উদাসীনবদ্ আসীনো গুণৈ র্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেম্বতে ॥—গীতা, ১৪।২২-৬

'ত্রিগুণের কার্য—প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ—প্রবৃত্ত হইলেও গুণার্জীয় ব্যক্তি ছেম করেন না এবং নিবৃত্ত হইলেও আকাজ্ঞা করেন না। র্জি উদাসীনবং অবস্থিত থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন না; গুণস্কল মুর্ কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এই মনে করিয়া অবিচলিত ভাবে অবম্বন করেন।'

এই যে উদাসীনবং অবস্থান, 'পক্ষপাত-বিনিম্'ক্তি'—ইহা নিৰ্বাণে সমীপস্থ দশা।

বৃদ্ধদেব নিজের ঐ অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন — বে মে তৃক্থং উপাদন্তি যে চ দেন্তি স্থথং মম। সবেবসং সমকো হোমি দেন্যো কোপি ন বিজ জতি ॥ স্থথত্ক্থে তুলাভূতো যসেন্ত্ অযসেন্ত্ চ। সববথ সমকে। হোমি এসো মে উপেক্থা পরং॥—চর্যাপিটক, ৬

'ধাহারা আমাকে তুংখ দের এবং বাহারা আমাকে স্থখ দের, তাহারা দকলেই আমার পক্ষে দমান —তাহাদের দম্পর্কে আমার রাগ বা দ্বেব নাই। স্থখ তুংখ, যশং ও অবশং আমার নিকট তুলা মূল্য। সর্বত্তই আমি সমান— ইহাই আমার চরম উপেক্ষা ( Perfection of my equanimity )। ইহাকেই ঈশ্বরক্ষ বলিরাছেন—

দৃষ্টা ময়া ইত্যুপেক্ষক এক:—কারিকা, ৬৬ এইক্লপ উপেক্ষক পুরুষের আর জন্ম হয় না।

ন মৃক্তস্য পুনর্বন্ধ-বোগোহপি অনার্ত্তিশ্রুত্তে—সাংখ্যস্ত্র, ৬।১৭ কারণ, তিনি অহংকার ও মমকার বর্জিত হওয়ার তাঁহার পক্ষে ধর্মাধর্মের বীদ্ধ-ভাব নষ্ট হইয়া বায়, অর্থাৎ, ধর্মাধর্ম আর জয়াদিরূপ ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে বলিয়াছেন —

ক্রেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বৃদ্ধিভূমৌ কর্মবীজ্ঞানি অছুরং প্রস্থবতে। তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীত-সকল-সলিলায়াম্ উবরায়াং কুতঃ কর্মবীজ্ঞানাম্ অঙ্করপ্রসবঃ।

জ্বাসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রথর স্থাকরে য়দি কোন ক্ষেত্রের সমস্ত জ্ব পরিশুদ্ধ হইয়া য়ায়, তবে সে উবর ভূমিতে কি আর অঙ্কুরোদগম হইতে পারে ? অজ্ঞান-সিক্ত বৃদ্ধিতেই সঞ্চিত কর্ম ক্লোৎপা-দনে সক্ষম হয়, কিন্তু যথন তত্ত্ত্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়া, চিত্তকে উবর করিয়া দেয়, তথন সে ক্ষেত্রে কর্মবীজ অঙ্কুরিত ইইবে কিরপে?'

এই মর্মে পতঞ্জলিও বলিয়াছেন —
ততঃ ক্লেশকর্ম নিবৃত্তিঃ – বোগস্তা, ৪।৩॰
এবাম্ অভাবে ভদভাবঃ—ব্যাসভাষ্য
অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কবিতা ভবন্তি, কুশলাকুশলাশ্চ কর্মাশয়ঃ
সমূল্যাতং হতা ভবস্তি—৪।৩৽ বোগস্তা্রের ব্যাসভাষ্য।

অর্থাৎ, তথন অবিদ্যাদি পঞ্চক্রেশ সমূলে বিনষ্ট হয় এবং স্কৃত চুদ্ধ সমস্ত কর্ম নিংশেষে ভস্মীভূত হয়। ঐ অবস্থায় বাসনারও নিংশে উচ্ছেদ হয়—ন হি অবসিতাধিকারে মনসি নিরাশ্রয়া বাসনা: খ্রাজু উৎসহন্তে। স্বতরাং—ক্লেশকর্ম নিবৃত্তো জীবনেব বিদ্বান্ বিমৃক্তো ভর্গত (ব্যাসভাষ্য)—ক্লেশ ও কমের নিবৃত্তি হইলে সাধক জীবমুক্ত-পদ্মী লাভ করেন।

সাংখ্যস্ত্র তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন — জীবন্মক্তশ্চ--- এ। ৭৮

কর্মের নিবৃত্তি হইলেও তাঁহার দেহস্থিতি কিরুপে সম্ভব হয় ? ইয়া উত্তর---

চক্রত্রমণবং ধৃতশরীর:—দাংখ্যস্থত্ত, ৩৮২ সংস্থার-লেশতঃ তংসিদ্ধি:-- ঐ, ৩৮৩ এই মমে কারিকাও বলিয়াছেন — मग्रक् छानाधिशमा९ धर्मामीनाम् ज्यकात्रनश्चारछो।

তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমবং ধৃতশরীর: ॥—কারিকা, ৬৭

'বাঁহার তত্তজ্ঞান অধিগত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে ধর্মাধর্মের ফল-জনক্য রহিত হয়। কুলাল-চক্র যেমন ঘট নির্মাণের পরও সংস্কার-বশে লগ করে, সংস্কার-বশে সেইরূপ তাঁহার দেহও বিশ্বত থাকে।' এইরূপ পুরুষ্টে লক্ষ্য করিয়া তত্ত্বসমাসকার বলিয়াছেন—

এতং সমাক্ জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ স্থাৎ ন পুন স্ত্রিবিধেন তৃঃখেনামূভ্রতে— অর্থাং, তত্তজান লাভ হইলে পুরুষ কৃতকৃত্য হন, আর হুংখন্তর তাঁহানে স্পর্শ করিতে পারে না।

কারিকা বলিলেন—এইরপ জীবন্মজের সঞ্চিত কর্মের বিনাশ ও ক্রি<sup>রুমান</sup> কর্মের অঙ্গেষ হইলেও, প্রারন্ধ কর্মের সংস্থারাবশেষ দ্বারা কিছুদিন দেহি<sup>স্থিতি</sup> প্রচলিত থাকে ৷

সংস্থার কি ?

প্রক্ষীরমানাবিভাবিশেষণ্ট সংস্কার স্তদ্ধশাৎ তংসামর্থ্যাৎ গুতশরীরন্তিষ্ঠতি

—বাচম্পতি

এইরপে ধৃতশরীরই তাঁহার অন্তিম দেহ। বুদ্ধদেবের ভাষায়, সবে অন্তিম-সারীরো মহাপঞ্ঞো মহাপুরিসো তি বৃচ্চতি—ধশ্মপদ। এরপ জীবন্মুক্ত বুদ্ধবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

अर्ग अरम् पूर्व पूर्व पात्र व्या उपराम पात्र मा वावर मार्यम अञ्चात्रक ! मिट्छोमि भून राज्यः न काश्मि ।

—'হে ঘরামি! এইবার তোমার 'হদিদ' পাইয়াছি, তুমি দৃষ্টিগোচর হইয়াছ! আর নৃতন ঘর গড়িতে পারিবে না!'

বিনি স্বস্থ পুরুষ, তিনি সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে প্রকৃতির ব্যাপার দর্শন করেন—বেমন প্রেক্ষক (spectator) রঙ্গালয়ে স্বস্থানস্থিত থাকিয়া নত্কীর নৃত্য দর্শন করে—

প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষ: প্রেক্ষকবং অবস্থিত: স্বস্থ:—কারিকা, ৬৫
অর্থাৎ, 'The released soul is a disinterested spectator of the world-show.'

পুরুষের এই উদাসীন ভাবকে 'অপবর্গ' বলে।

দ্যোরেকতরশু বা ওদাদীন্তম্ অপবর্গঃ—সাংগ্যন্তর, ৩৬৫

এই অপবর্গের অপর নাম 'কৈবল্য,'—কারণ, ঐ অবস্থায় পুরুষ চিত্ত-বৃত্তির দারা অপরামৃষ্ট হইয়া শুদ্ধ বা কেবল ভাবে অবস্থিত থাকেন।

তদ্ দৃশেঃ কৈবল্যম্—বোগস্থত্ত, ২।২৫ কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তি:—বোগস্থত্ত, ৪।৩৪ কৈবল্যং পুরুষস্থা অমিশ্রীভাবঃ (isolation)

—২া২৫ যোগস্ত্রের ব্যাসভাস্ত

কৈবল্য is a state of passivity which no breath of emotion or stir of action disturbs. \* \* পুৰুষ remains

in eternal isolation and প্রকৃতি relapses into inactivity.

এইরপ বিবেক-জ্ঞানের উদয়ে প্রকৃতি যেন লজ্জিতা হইয়াই প্রুম্বে সংস্পর্শ ত্যাগ করে।

প্রকৃতিজ্ঞতি-দোষেরং লজ্জরেব নিবর্ততে—নারদীর পুরাণ সাংখ্যেরা নানা ভাবে এই তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন— দোষবোধেহপি নোপসর্পনং প্রধানস্ত কুলবধূবং—সাংখ্যস্তুর, ৬10

'যেমন ক্লবধূ দোষী বলিয়া প্রতিপন্না হইলে স্বামীর নিকট গমন করে না—প্রকৃতিও যেন সেইরূপ। তাহার বিকারিত্বাদি দোষ পুরুষ ধ্বন জানিয়া ফেলেন—তথন সে আর পুরুষের ত্রিসীমায় যায় না।'

অক্সভাবে বলা হয়—প্রকৃতি নিতরাং স্কুমারী নসে প্রুষের দৃষ্টি সহিতে পারে না। হঠাং যদি কোন পুরুষ তাহাকে দেখিয়া ফেলে, তবে সে বিশেষ সন্ধৃতিতা হইয়া আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিতে চায়।

প্রকৃতে: স্কুমারতরং ন কিঞ্চিদন্তীতি মে মতির্ভবতি।

यা দৃষ্টান্দ্রীতি পুনর্ন দর্শনমূপৈতি পুরুষস্তা। — কারিকা, ৬১

ইহার ভান্তে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—এবং প্রকৃতিরপি কুনবধ্-তোহপ্যধিকা, দৃষ্টা বিবেকেন ন পুনর্জক্ষ্যতে ইতার্থঃ।

পুনশ্চ—দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহম্ ইত্যুপরমত্যন্তা—কারিকা, ৬৬

'প্রকৃতি আমার দৃষ্টা হইল'—অতএব পুরুষের উপেক্ষা জন্মে—'পুরুষ আমাকে দেখিয়া ফেলিল'— অতএব প্রকৃতি উপরতা হয়।

ভোগাপবর্গার্থতায়াং কুতায়াং পুরুষেণ ন দৃষ্ঠতে

— ২৷২১ যোগস্ত্ত্রের ব্যাসভাষ

এক কথায় জীবন্মজের পক্ষে প্রকৃতি 'নিবৃত্তি-প্রস্বা' হয়। অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যাপার ও বিকার নিবৃত্ত হয়—

মুক্তং প্রতি প্রধানস্ট্যুপর্ম: — ৬।৪৪ সাংখ্যস্ত্রের ভিক্ষ্ভাষ্য

স্ত্রকারও বলিয়াছেন—

বিম্ক্রবোধাৎ ন সৃষ্টি: প্রধানস্য লোকবং—সাংখ্যস্তুর, ৬।১৩
বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টি-নিবৃদ্ধি: প্রধানস্য স্থাবং পাকে—সাংখ্যস্তুর, ৩।৬৩
অর্থাৎ, পাক নিষ্পন্ন হইলে বেমন পাচক নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ
বিবেকীর পক্ষে প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপার নিবৃত্ত হয়। কারিকাও এই মর্মেবিতেছেন —

তেন নিবৃত্তপ্রসবাম্ অর্থবশাং সপ্তরূপ-বিনিবৃত্তাম্ – কারিকা, ৬৫ অর্থাং, তত্তজানীর পক্ষে প্রকৃতির প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়াতে তাহার ব্যাপার নিবৃত্ত হয়, তাহার পরিণাম নিরুদ্ধ হইয়া বায়।

শ্বরণ রাখিতে হইবে যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতি অচেতন, স্থতরাং অন্ধ-স্থানীর; পুরুষ অকর্তা, অতএব পঙ্গু-স্থানীর; উভরে সংযুক্ত হইরা একে অক্সের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। উভরের সংযোগের ফলেই সঞ্চি সাধিত হর— সে স্প্রির উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সাধন।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য । পঙ্গুন্ধবদ্ উভয়োগ্রপি সংযোগ স্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥– কারিকা, ২১

যাহার তত্তজ্ঞান আয়ত হইয়া এই প্রয়োজন স্থানিক হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃতির সহিত পুরুষ সংযুক্ত থাকিলেও আর হৃষ্টি হয় না। দয় বীজ্ব বেমন অন্ধৃরিত হয় না, জ্ঞানাগ্লিদয় কর্মাশয়ও দেইরপ সংসার উৎপন্ন করে না।

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহম্ ইতি উপরমন্তান্তা।
সতি সংযোগেইপি তয়ো: প্রয়োজনং নান্তি সর্গন্য ॥—কারিকা, ৬৬
প্রকৃতে: দ্বিবিধং প্রয়োজনং শব্দ-বিষয়-উপলব্ধি গুণ-পূক্ষান্তরোপলব্ধিশ্চ।
উভয়ত্তাপি চরিতার্থস্থাৎ সর্গন্য নান্তি প্রয়োজনম্।

—ঐ কারিকার গৌড়পাদ ভাষ্য প্রকৃতির পরিণামের হুই প্রয়োজন—প্রথম ভোগ, দিতীয় প্রকৃতি- পুরুষের ভেদজ্ঞান। ধাঁহার পক্ষে এই উভয় প্রয়োজনই চরিতার্থ হইয়াছে, ভাঁহার পক্ষে স্টির আবশ্যকতা কি ?'

খ্যাতি-পর্যবদানং হি চিত্তচেষ্টিতং — ১৷৫০ যোগস্ত্রের ব্যাসভাষ্য অভএব—'When the play of প্রকৃতি ceases, its developments will lapse into the undeveloped.'

-Prof. Radha Krisnan

অর্থাৎ, চিত্তম্ অবসিতাধিকারং আত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে, প্রনন্ধ রা গচ্ছতি—১।৫ ষোগস্তত্তের ব্যাসভাষ্য

অন্তভাবে কারিকা বলিয়াছেন—

রঙ্গস্য দর্শবিদ্ধা নিবর্ততে নত কী যথা নৃত্যাং। পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্ম নিবর্ততে প্রকৃতিঃ ম

— সাংখ্যকারিকা, ৫৯

অর্থাৎ, নতাকী যেমন দর্শকদিগকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিঃ সেইরূপ পুরুষকে আপনার রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হন।

স্ত্রকারও এই মর্মে বলিয়াছেন—

নত কীবং প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তি \*চারিতার্থ্যাং—সাংখ্যস্ত্<sup>ত্র, ৩৬১</sup>
অর্থাং, নত কী যেমন দর্শকগণকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়, প্রবৃত্তিং
সেইরূপ পুরুষকে আপনার রূপ-প্রদর্শন-রূপ প্রয়োজন চরিতার্থ হ<sup>য় বে</sup>
নিবৃত্ত হয়।

চরিতার্থবাং প্রধানবিনির্ত্তৌ—কারিকা, ৬৮ কৃত্তবং প্রধানং প্রক্ষার্থং ক্লঘা নিবর্ততে

— ৫৬ কারিকাভাষ্যে গৌ<sup>ড়গার</sup>

গৌড়পাদাচার্য ২১ কারিকার ভাষ্যে এই বিষয় বিশদ করিয়া <sup>বনিডে</sup>

বৰ্ণা বানয়োঃ পদ করোঃ কুডার্থরো বিভাগো ভবিষ্যতি ঈলিত-বৃদি CCO. In Public Domain. Gri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi প্রাপ্তয়ো: এবং প্রধানমপি পুরুষন্ত মোক্ষং কৃতা নিবর্ততে পুরুষোহপি প্রধানং দৃষ্টা কৈবলাং গচ্ছতি; তরো: কৃতার্থরো বিভাগো ভবিষ্যতি।

'যেমন পঙ্গু ও অন্ধ সামরিক প্রয়োজনে সংযুক্ত হইলেও, সেই প্রয়োজন স্থানিক হইবার পর বিযুক্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পূরুষের মোক্ষ সাধন করিয়া নিবৃত্ত হয় এবং পূরুষও প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া কৈবল্য-প্রাপ্ত হয়। তথন উভয়ের সংযোগ-প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াতে বিয়োগ ঘটে।'

পতঞ্বলি যোগপত্তে এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—
ততঃ ক্বতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিঃ গুণানাম্—যোগস্তু, ৪।৩২
নহি ক্বতভোগাপবর্গাঃ পরিসমাপ্তক্রমাঃ (গুণাঃ) ক্ষণমপি অবস্থাতুম্
উৎসহত্তে—ঐ ব্যাসভাষ্য।

অর্থাৎ, ত্রিগুণের পরিণামের প্রয়োজন (ভোগ ও অপবর্গ) চরিতার্থ হওয়ায় আর গুণত্রয় পরিণামগ্রস্ত হয় না।

বলা বাহুল্য যে, যে অবিবেকী ভাহার সম্পর্কে কিন্তু প্রকৃতির ব্যাপার অঙ্গুর থাকে - ইতর ইতরবং তদ্বোধাং—সাংখ্যস্তত্ত্ব, ৩।৬৪

পতঞ্চলিও বলিয়াছেন—ক্বতার্থং প্রতি নষ্টমপি অনষ্টং তং অন্ত-সাধারণত্বাং—যোগস্ত্র, ২।২২

এই মর্মে সাংখ্যস্থত্ত বলিয়াছেন—অক্সস্ট্যুপরাগেইপি ন বিরজ্যতে প্রবৃদ্ধ-রজ্জুতত্ত্বস্যৈব উরগঃ ( ৩।৬৬ ),—বেমন রজ্জুতে সর্পত্রম স্থলে যাহার রজ্জুতান হইরাছে, তাহারই ভ্রম তিরোহিত হয়, অপরের হয় না—সেইরপ অবিবেকীর পক্ষে প্রাকৃতির ব্যাপার নিবৃত্ত হয় না ।

সংস্থারাবসানে জীবস্মুজের ঐ অন্তিম শরীরের পাত হইলে কি হয় ? উত্তরে কারিকা বলিয়াছেন, তিনি ঐকান্তিক ও আতান্তিক কৈবল্য লাভ করেন।

প্রাপ্তে শরীর-ভেদে চরিতার্থবাৎ প্রধান-বিনির্ছৌ। প্রকান্তিকম্ আত্যন্তিকম্ উভয়ং কৈবল্যম্ আপ্নোতি॥—কারিকা, ৬৮

'তাঁহার শরীরের নাশ হইলে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ার, তিনি একান্তিক, (অবশ্যন্তাবী) ও আত্যন্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য লাভ করেন। অধিকন্ত, প্রকৃতির যে ভগ্নাংশকে তিনি এতদিন নিজের লিক্ষশরীরক্ষ স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারও নাশ হয়, অর্থাং—'his personality becomes extinguished' । ক ইহাকেই কারিকা বিদ্যা-ছেন—'লিক্ষশ্র আ-বিনিবৃত্তেং'—এই লিক্ষশরীরই যখন চিত্ত, তখন সঙ্গে মদ চিত্তেরও লয় অবশ্যই সাধিত হয়।

বৃত্থান-নিরোধ-সমাধি-প্রভবৈঃ সহ কৈবল্য-ভাগীয়েঃ সংস্থারৈঃ চিন্ত স্বস্থাং প্রকৃতে অবস্থিতারাং প্রবিলীয়তে \*\* চেতসি প্রলীনে ( গঞ্চ ক্লোঃ) তেনেব অন্তঃ গচ্ছন্তি—১।৫১ ও ২।১০ যোগস্বরের ব্যাসভাষ্য।

অর্থাং, ব্যুখানদশার নিরোধসংস্কার ও সমাধিদশার নিরোধসংগ্রাদ এতহভরের সহ যোগসিন্ধের চিত্ত নিজের নিত্যা প্রকৃতিতে বিনীন ম এবং চিত্ত বিলীন হইলে তদমুবিদ্ধ অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশও তংসহ অর্থান্য হয়।

এইরূপে চিত্তের লয় হইলে, পুরুষ স্থ-স্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুদ্ধ ক্ষেত্র অবস্থান করেন—'remains in a passive state of eternal isolation.'‡

তিষ্মিন্ ( চিত্তে ) নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধ কেবল মুক্ত ইত্যাচ্যতে—১।৫১ যোগস্থত্তের ব্যাসভায়

रेशरे माःशत्र मुक्ति।

াৰ্থাৎ, the specialised fragment of প্ৰকৃতি associated with that particular মৃক্ত-প্ৰুম্ব is returned to and merges in the ocean of প্ৰকৃতি ইহাকেই 'বিদেহী-কৈবলা' বলে। অতএব মোক্ষ is the extinction of personality.

ইপ্রধানপুরুষমো: সংযোগস্ত আত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানম্—২।১৫ যোগস্তের বাস্তা CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi নাংখানতে মৃক্তির স্বরূপ কি ? এক কথার বলিতে গেলে—

'In Mukti, *Purusas* will be seers with nothing to look at, mirrors with nothing to reflect, and will subsist in lasting freedom from *Prakriti* and its defilements, as pure *chits* in the timeless void'.—Prof. Radha Krisnan.

সাংখ্যস্ত্তের পঞ্চম অধ্যায়ে মৃক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক বিচার আছে। স্ত্রকার বলিতেছেন

ন বিশেষগুণোচ্ছিতিঃ তদ্বং—সাংখ্যস্ত্র, ৫।৭৫ ন বিশেষগতি নিজিন্ধস্থ ঐ, ৫।৭৬

'আত্মার বিশেষ গুণের উচ্ছেদ বা বিশিষ্ট লোকে গতি—মৃক্তি নহে।' নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্মাদি-দোষাং—সাংখ্যস্ত্র, ৫।৭৭ ন সর্বোচ্ছিত্তিঃ অপুরুষার্থত্মাদি-দোষাং—এ, ৫।৭৮ এবং শৃত্যম্ অপি—এ, ৫।৭৯

'বাসনারূপ উপরাগের উচ্ছেদ অথবা সর্বোচ্ছেদ কিম্বা শৃক্ততাসিদ্ধি—মৃক্তি নহে।'

> ন দেশাদিলাভোহপি—সাংখ্যস্ত্র, ৫৮০ ন ভাগিযোগো ভাগস্ত – ঐ, ৫৮১

'উংকৃষ্ট ব্রন্ধলোকাদি-দেশ লাভ বা অংশীর সহিত অংশের যোগ ( coalescence with the Absolute Spirit )-ও মৃক্তি নহে।'

নাণিমাদিযোগোহপি অবশ্যং-ভাবিত্বাৎ তছচ্ছিত্ত্তঃ— সাংখ্যস্ত্র, ৫৮২ নেম্রাদিপদবোগোহপি তদ্বৎ—ঐ, ৫৮৩

ন ভূতিযোগেহপি ক্বতক্বতাতা উপাশ্যদিদ্ধিবং—ঐ, ৪।৩২ 'অণিমাদি ঐশ্বৰ্য-প্ৰাপ্তি বা ইন্দ্রাদিপদ-প্রাপ্তিও মৃক্তি নহে।'

ন কারণলয়াৎ ক্বতক্বত্যতা মগ্নবৎ উৎথানাৎ—সাংখ্যস্তর, ৩।৫৪ 'প্রক্বতিলয়ও মোক্ষ নতে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

30

'তাঁহার শরীরের নাশ হইলে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, জিন একান্তিক, (অবশ্যন্তাবী) ও আত্যন্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য লাভ করেন। অধিকল্ক, প্রকৃতির যে ভগ্নাংশকে তিনি এতদিন নিজের লিঙ্গশরীরক্ষণ স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারও নাশ হয়, অর্থাং—'his personality becomes extinguished' । ক ইহাকেই কারিকা বিদ্যা-ছেন—'লিঙ্গশু আ-বিনিবৃত্তেঃ'—এই লিঙ্গশরীরই যথন চিত্ত, তথন সম্বেশন চিত্তেরও লয় অবশ্যই সাধিত হয়।

বৃত্থান-নিরোধ-সমাধি-প্রভবৈঃ সহ কৈবল্য-ভাগীয়েঃ সংস্থারৈ চিঃ
স্বস্তাং প্রকৃতে অবস্থিতারাং প্রবিলীয়তে \*\* চেতসি প্রলীনে ( পঞ্চ ক্লোঃ)
তেনৈব অন্তঃ গচ্ছন্তি—১।৫১ ও ২।১০ যোগস্ত্রের ব্যাসভাস্ত।

অর্থাৎ, ব্যুত্থানদশার নিরোধসংস্কার ও সমাধিদশার নিরোধসংশ্বাদ এতহভয়ের সহ যোগসিন্ধের চিত্ত নিজের নিত্যা প্রকৃতিতে বিলীন য় এবং চিত্ত বিলীন হইলে তদমুবিদ্ধ অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশও তংসহ অর্থনি হয়।

এইরূপে চিত্তের লয় হইলে, পুরুষ স্থ-স্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুদ্ধ ক্ষেত্র অবস্থান করেন—'remains in a passive state of *eternal* isolation.'‡

তন্মিন্ (চিত্তে ) নিবৃত্তে পৃক্ষঃ স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধ কেন্টা মুক্ত ইত্যাচ্যতে—১৷৫১ যোগস্থতের ব্যাসভাষ্য

रेशरे गाःशत्र मुक्ति।

†অৰ্থাৎ, the specialised fragment of প্ৰকৃতি associated with that particular মুক্ত-পুরুষ is returned to and merges in the ocean of প্রকৃতি। ইহাকেই 'বিদেহী-কৈবলা' বলে। অতএব মোক্ষ is the extinction of personality.

‡প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগন্ত আত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানম্—২।১৫ যোগস্ত্রের বাস্ভাই CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi দাংখ্যমতে মৃক্তির স্বরূপ কি ? এক কথার বলিতে গেলে—
'In Mukti, *Purusas* will be seers with nothing to

look at, mirrors with nothing to reflect, and will subsist in lasting freedom from *Prakriti* and its defilements, as pure *chits* in the timeless void'.—Prof. Radha Krisnan.

সাংখ্যস্ত্তের পঞ্চম অধ্যায়ে মৃক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক বিচার আছে। স্ত্রকার বলিতে:ছন --

ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিঃ তদ্বং—সাংখ্যস্তন, ৫।৭৫ ন বিশেষগতি নিজ্ঞিয়স্ত্য ঐ, ৫।৭৬

'আত্মার বিশেষ গুণের উচ্ছেদ বা বিশিষ্ট লোকে গতি—মুক্তি নহে।' নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্মাদি-দোষাং—সাংখ্যস্ত্তা, ৫।৭৭ ন সর্বোচ্ছিত্তিঃ অপুরুষার্থত্মাদি-দোষাং—ঐ, ৫।৭৮ এবং শৃত্যম্ অপি—ঐ, ৫।৭১

'বাসনারপ উপরাগের উচ্ছেদ অথবা সর্বোচ্ছেদ কিয়া শৃহতাসিদ্ধি—মৃক্তি নহে।'

> ন দেশাদিলাভোহপি—সাংখ্যস্ত্র, ৫৮০ ন ভাগিযোগো ভাগস্ত – ঐ, ৫৮১

'উংকৃষ্ট ব্রহ্মলোকাদি-দেশ লাভ বা অংশীর সহিত অংশের যোগ ( coalescence with the Absolute Spirit )-ও মৃক্তি নহে।'

নাণিমাদিযোগোহপি অবশ্যং-ভাবিত্বাৎ তহুচ্ছিত্তে:—সাংখ্যস্ত্র, ৫৮২ নেক্রাদিপদযোগোহপি তদ্বং—ঐ, ৫৮৩

ন ভূতিযোগেহপি ক্বতক্বত্যতা উপাশ্যনিদ্ধিবৎ—ঐ, ৪।৩২ 'অণিমাদি এশ্বর্য-প্রাপ্তি বা ইন্দ্রাদিপদ-প্রাপ্তিও মৃক্তি নহে।'

ন কারণলয়াৎ ক্বতক্বত্যতা মগ্গবৎ উৎথানাৎ—সাংখ্যস্ত্র, ৩।৫৪ 'প্রক্বতিলয়ও মোক্ষ নহে।'

30

মৃক্তি কি কি নহে—আমরা জানিলাম। কিন্তু এই জভাব-নির্বেদ্ধারা মৃক্তির স্বরূপ ত' জানা গেল না। সেই জন্ম স্থত্তকার বনিনেন—
নিঃশেষ দুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা—সাংখ্যস্ত্ত্ত, ৩৮৪
অত্যন্ত-দুঃখনিবৃত্তা কৃতকৃত্যতা—ঐ, ৬া৫

অর্থাৎ, সর্ববিধ তৃঃখের নিঃশেষে নিবৃত্তিই মৃক্তি। ইহাই পরমপুরুষার্থ—
অথ ত্রিবিধতৃঃখাত্যস্তনিবৃত্তিঃ অত্যস্ত-পুরুষার্থঃ—সাংখ্যস্ত্র, ১৷১
সাংখ্য মতে পুরুষ চিন্মাত্র — কেবল অবস্থার তাঁহার স্বরূপে অন্ধ্রন্থ

সন্ত্বপুরুষরোঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্ — যোগস্থত্ত, ৩।৫৫
তদা পুরুষঃ স্বরূপ-মাত্র-জ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী ভবতি—ব্যাদ্যর অর্থাৎ, মুক্তির অবস্থার পুরুষ অমল কেবল হইরা, স্বীর ভ্যোতিংক্ষা স্থপ্রতিষ্ঠিত হন। সেই জন্মই মুক্তির নাম 'কৈবল্য'।

Kaivalya—from Kevala (alone)—means the isolation of the soul from the universe and its return be itself.—Max Muller's Indian Philosophy.

এ মৃক্তি অনেকটা গ্রীক্ মনীধী এরিস্টটলের State of bless ness-এর অনুরূপ—which is eternal thinking free from a activity.

কিন্তু নিজের চিংস্বরূপে অবস্থানই কি জীবের চরম প্রুষার্থ ?
অবশ্য, গ্রায়-বৈশেষিকের মৃক্তি হইতে—বে মৃক্তিতে আত্মার মুধর্মী
ত'থাকেই না, এমন কি চৈতন্ত পর্যন্তও বিলুপ্ত হয়—সেই শিনার্থনী
অপেক্ষা এ মৃক্তি শ্রেষ্ঠতর; কারণ, এ মৃক্তিতে প্রুষের ভূমানন-প্রার্থি
ইইলেও নিজের চিংস্বরূপে অবস্থিতি হয়। অভিজ্ঞ পাঠকের স্মর্থ ইইবে
ঐ গ্রায়-বৈশেষিকের উপদিষ্ট মৃক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কোন কোন রিশি ক্রি

বেশ বিজ্ঞপ করিয়াছেন। নৈষধকার চার্বাকের মুখ দিয়া বলাইয়াছে<sup>ন</sup> CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi মূক্তরে যঃ শিলাখার শাস্ত্রম্ উচে মহামূনি:।
গোতমং তং বিজানীহি\*\*।

'যে মহামৃনি মৃক্তিরূপ শিলাত্ব-প্রাপ্তির জন্ত শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন, 'গো-তম' ইহা তাঁহার দার্থক নাম।'

আর একজন সাধক কবি লিখিয়াছেন —

वदः दुन्नावत्न द्रत्या भृशानषः बङ्गागृहः। न ज् देवत्मविकीः मुक्तिः প्रार्थन्नामि कनाठन॥

'রম্য রন্দাবনে শৃগাল হই—সেও ভাল, কিন্তু বৈশেষিকের মুক্তির তুর্ভাগ্য যেন আমার না ঘটে।'

কিন্ত বেদান্ত মৃক্তিকে যে আনন্দর্রপতা ('অতিন্নীম্ আনন্দস্য') বলেন, তংসম্পর্কে সাংখ্যের বক্তব্য কি ?

<u> শাংখ্যমতে আত্মা চিংস্বরূপ মাত্র—</u>

জড়বাার্ত্তো জড়ং প্রকাশরতি চিদ্রপ:—সাংখ্যস্ত্র, ৬/৫০ সে মতে আত্মা আনন্দরপ নহেন—

ন একস্য আনন্দ-চিদ্রপত্বে, দ্বয়োর্ভে দাৎ—সাংখ্যস্ত্র, ৫।৬৬ 'অথও আত্মার একাধারে চিদ্রপত্ব ও আনন্দরপত্ব অসম্ভব।' অতএব সাংখ্যকার বলেন—

ন আনন্দাভিব্যক্তি মৃক্তিঃ নিধর্মতাৎ—সাংখ্যস্ত্র, ৫।৭৪

অর্থাৎ, আনন্দ যখন আত্মার ধর্ম নয়, তখন আনন্দাভিব্যক্তি মৃক্তি

ইইতে পারে না। অথচ, স্ত্রকার অন্তর বিন্যাছেন যে, সমাধি, স্বর্ম্থি

ও মৃক্তিতে জীবের ব্রহ্মরূপতা হয়।

সমাধিস্বাধিনোক্ষের্ ব্রহ্মরপতা—সাংখ্যস্ত্র, ৫।১১৬ আস্থ অবস্থাস্থ প্রুষাণাং ব্রহ্মরপতা—বিজ্ঞানভিক্ষ্ সমাধিতে, স্বয়্প্তিতে ও মৃক্তিতে পুরুষের ব্রহ্মরপতা হয়।

অধিকন্ত সমাধিতে ও স্বয়্গুতে বন্ধ-বীঙ্গ থাকে, কিন্তু মৃলিতে हो বীজের ধ্বংস হইয়া জীবের নিপট ব্রহ্মরূপতা হয়।

দ্বােঃ সবীজম্ অন্তত্ত তদ্ধতিঃ - সাংখ্যস্ত্ত্ত, ৫।১১৭

দ্যোঃ সমাধি-স্ব্প্রোঃ সবীজং বন্ধবীজসহিতং ব্রহ্মত্বম্, অন্তর নিঃ বীজস্ত অভাব ইতি বিশেষ ইত্যর্থঃ—বিজ্ঞানভিক্ষ্

মৃক্তিতে ব্রহ্মরূপতা হয় ? ব্রহ্ম ত' আনন্দঘন, তিনি ত' কেবল চিন্তু স্বরূপ, বিজ্ঞানঘন নহেন—

বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম—বৃহদারণ্যক, ৩৯৷২৮ আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যঙ্গানং—তৈত্তিরীয়, ৩৬৷১

স বথা সৈম্ববঘনঃ অনস্তরোহবাহ্যঃ ক্রংসো রসঘন এবৈবং বা ম অরম্ আত্মা অনস্তরোহবাহ্যঃ ক্রংস্মঃ প্রজ্ঞানঘন এব—বুহ, ৪/৫/১৩

সেই জন্ম সর্বোপনিষদ্ আনন্দের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া র্ফ য়াছেন—

আনন্দো নাম স্থ্<sup>খ</sup>-চৈত্যু-স্বরূপঃ অপরিমিতানন্দসমূদ্রঃ অবিশিষ্ট্<sup>ন্ত্রুপ্</sup> আনন্দ ইত্যুচাতে।

অর্থাৎ, ব্রদ্ধকে আনন্দ বলিলে এই বুঝায় যে, তিনি স্থধর্প ফ চিৎস্বরূপ—তিনি অপরিমিত আনন্দসমূদ্র। তিনি নির্বিশেষ ফ্ কৌষীতকী উপনিষদ এই মর্মে বলিতেছেন—স এষ প্রাণ এব প্রশ্লা আনন্দঃ অজরোহমতঃ—৩৮

'তিনি প্রাণ —তিনি প্রজ্ঞাত্মা (চিংম্বরূপ), তিনি আনন—<sup>কর্ম</sup> অমর।'

স্বৃথি অবস্থাতে (এবং সমাধিতে) জীবের বে সাম্মিক ব্রহ্মাই হয়—একথা শ্রুতি-সম্মত। সে সময় জীব সাম্মিকভাবে ব্রশ্নে প্রতির্থ হইয়া ব্রন্ধানন্দ অন্তত্তব করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এই স্বৃধি-জ্যাই বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

অথ বদা স্বস্থাে ভবতি বদা ন কশুচন বেদ \* \* স বথা কুমারাে বা মহারাজাে বা মহাবান্ধণাে বা অতিদ্বীম্ আনন্দশু গতা শন্তীত এবম্ এব এষ এতং শেতে — বৃহ, ২৷১৷১৯

'যখন জীব স্থবুপ্ত হয়, তখন সে কিছুই জানে না। \* \* বেমন কুমার বা মহারাজ বা মহাত্রাহ্মণ আনন্দের "অতিদ্বী" (আতিশয়) অফুভব করিয়া শয়ন করে।'

ইহা হইতে ব্ঝা যায় বে, এই স্বযুপ্তির অবস্থার জীব আনন্দের "অতিদ্রী" অন্তত্ত্ব করে। বখন স্বযুপ্তিতেই । বখনও জীবের বন্ধ-বীজ থাকে ) আনন্দের "অতিদ্রী" প্রাপ্তি ঘটে, তখন নিগট ব্রন্ধরূপতা বা মুক্তিতে জীবের যে আনন্দের অবস্থা হয়, তাহার বর্ণনা কে করিতে পারে ? সেই জম্ম শ্রুতি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।।—ভৈত্তিরীয়, ২।৪

'যাহার লাগ না পাইয়া বাক্য মন নিবর্তিত হয়, সেই ব্রন্মের আনন্দ জানিলে কোন কিছুতেই ভয় থাকে না।'

অতএব মৃক্তি ভূমানন্দ-প্রাপ্তি—যে ভূমানন্দ বাক্য-মনের অতীত, ভাষার দারা বাহার পরিমাণ নির্দেশ করা বাদ্ধ না।

বিজ্ঞানভিক্ষু ঐ ৫।১১৬ স্ব্রোক্ত 'ব্রন্ধ' শব্দ লইরা বড়ই বিব্রত হইরা-ছেন। তিনি বলিতেছেন—

জন্মংশান্তে চ ব্রহ্মশব্দঃ ঔপাধিক-পরিচ্ছেদ-মালিন্যাদি-রহিতঃ পরিপূর্ব-চেতন-সামান্তমাত্র-বাচী; ন তু ব্রহ্মমীমাংসায়ামিব ঐশ্বর্ধোপলক্ষিত-পূরুষ বিশেষমাত্রবাচী ইতি বিবেক্তব্যম্।

'আমাদের সাংখ্যশাস্ত্রে ব্রহ্মশন দারা ঔপাধিক-পরিচ্ছেদ ও মলিনতাদিরিহিত, পরিপূর্ণচেতন, সামাত্র পুরুষমাত্র বুঝিতে হইবে—বেদান্তদর্শনের তায়
বিশ্বসম্পন্ন পুরুষবিশেষ ( ঈশর ) বুঝিতে হইবে না।'

কিন্তু ব্রহ্মশব্দের এরপ উদ্ভট অর্থ আমরা কেন গ্রহণ করিব ? সভা হঠ মুক্তিতে ব্রহ্মরপতা হয়,—এ কথা স্বীকার করিলে মুক্তিকে ভূমানন্দ-গ্র<sub>াধ</sub> বলিতে হয়। কাজেই বাধ্য হইয়া বিজ্ঞানভিক্ষ্ আবার কন্তকর্মনা ক্রি বলিতেছেন বে, 'সমাধি-স্বষুপ্তি-মোক্ষেষ্ বন্ধরণতা'—এই স্ত্রে বন্ধ্রণয় অর্থ — 'বুদ্ধিবৃত্তিবিলয়তঃ তদৌপাধিক-পরিচ্ছেদবিগদেন স্ব স্বরূপে পূর্ণন অবস্থানম্'—'চিত্তবৃত্তির বিলয় হেতু বৃত্তিজনিত ঔপাধিক পরিছিয় বিগত হওরার পুরুষের পূর্ণভাবে স্ব-স্বরূপে অবস্থান।' আমরা বনি है। নিতান্তই কল্পনা। স্তুত্রকারের কি এতই ভাষার নৈত্র হইরাছিন ৫ তিনি 'স্বরূপাবস্থান' শব্দ থু'জিয়া পাইলেন না –'ব্রহ্মরূপতা' শব্দ করে করিলেন ? বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৪ ক্র স্ত্রকার বিবেকসিদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া 'স্ব-স্থ' ( অর্থাৎ, মুক্রা অবস্থিত ) শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব আমরা বলিতে চার্চি জ মৃক্তিকে বন্ধরপতা বলা স্ত্রকারের 'গোত্রস্থলিত' (slip of the tongue) কিন্তু তাঁহার এই উক্তির দারা সাংখ্যের মুক্তি ও বেদান্তের মুক্তি দক্তি হইয়াছে।

সাংখ্যাচার্বেরা আর এক জাতীয় মৃক্তির কথা বলেন—তাহার জ 'প্রকৃতি-লয়'। আগামী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

### প্রকৃতি-লয়

পূর্ববর্তী হুই অধ্যায়ে জীবের পরলোকগতি-সম্বন্ধে সাংখ্যমতের আলোচনা করিতে আমরা দেখিয়াছি যে, মৃত্যুর পর সাধারণ জীবের সংস্তি হয়, অর্থাৎ, জীব স্থুল শরীর হইতে বিশ্লিপ্ট হইয়া লিম্বদেহ অবলম্বনে পুনশ্চ বিবিধ ও বিচিত্র স্থুল শরীর গ্রহণ করতঃ কখনও দেব, কখনও মামুম, কখনও শুপ, কখনও স্থাবররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই তাহার 'সাংপরায়' (eschatology)। কিন্তু খাহারা অ-সাধারণ জীব, থাহারা তত্তজ্ঞানী (কুশল), খাহারা অতিমানব—তাহাদের সংস্তির শেষ হয়—ক্ষীণভৃষ্ণঃ কুশলোন জনিশ্বতে (৪।৩৩ যোগস্তত্তের ব্যাসভাষ্য)। প্রক্রপ অ-সাধারণ জীবের যে 'প্রসংখ্যান' উৎপন্ধ হয় ( যাহাকে সাংখ্য-পরিভাষায় 'বিবেকখ্যাতি' বলে)— ব জ্ঞান নিংশেষ জ্ঞান—বিশুদ্ধ জ্ঞান—কেবল জ্ঞান। প্র জ্ঞানে বিনি জ্ঞানবান্, তিনি কেবলী, তিনি জীবন্মুক্ত। তাঁহার সম্বন্ধে—বিমুক্ত-বোধাৎ ন স্কৃষ্টি: প্রধানশু। ক্রমুপ সাধনসিদ্ধ পুরুষ—তিন্নবৃত্তী উপশাস্তো–পরাগঃ স্বস্থঃ ( সাংখ্যস্ত্র, ২।৩৪)।

জীবন্মুক্ত হইবার পর, তিনি প্রারন্ধ-ক্ষর পর্যন্ত যে শরীরে অবস্থান করেন – সেই তাঁহার অন্তিম দেহ। ঐ শরীরের নাশ হইলে তাঁহার নিদ্যদেহ প্রকৃতিতে পর্যবসিত হয়—এবং সঙ্গে সঙ্গে চিন্তেরও বিলয় ঘটে। অর্থাৎ, তাঁহার 'personality becomes extinguished'। ইহাই সাংখ্যের বিদেহ-কৈবল্য বা মুক্তি।

তশ্মন্ ( চিত্তে ) নির্ত্তে, পুরুষঃ স্বরূপনাত্রপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধা দেকু মুক্ত ইত্যাচাতে – ব্যাসভাষ্য

এ মুক্তি ব্যতীত সাংখ্যাচার্যেরা জীবের আর এক প্রকার মৃক্তির ক্ষ বলিয়াছেন—সে মৃক্তি 'প্রকৃতিলয়'।

প্রকৃতি-লয় কিন্তু প্রকৃত মোক্ষ নহে— উহা মোক্ষাভান। দেকৈ ব্যাসভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—

প্রকৃতি-লয়াঃ সাধিকারে চেতসি প্রকৃতিলীনে কৈবল্যপদম্ ইব অফুর্জা —'ঐ অবস্থায় কৈবল্যপদ ( নোক্ষ ) বেন অমুভূত হয়।'

তে হি স্বসংস্কারমাত্রোপবোগেন চিত্তেন কেবল্যপদ্ম্ ইব অহ্তক্ষ প্রাপুরস্তঃ—বাচস্পতি

প্রকৃতি-লয়ের স্বরূপ কি ? প্রকৃতি-লয় কিসে সিদ্ধ হয় ? ৪৫ কারিকা বলেন—বৈরাগ্যাং প্রকৃতিলয়ঃ।

বিবেকজ্ঞানাভাবে যদা মহদাদিষু বৈরাগ্যং প্রক্নত্যুপাসনয়া ভরতি, জ প্রক্নতৌ লয়ো ভবতি—১।৫৪ সাংখ্যস্ত্ত্রের ভিক্ষুভাষ্য

ঐ কারিকার গৌড়পাদভাষ্য এই:—বথা কন্সচিং বৈরাগাম্ অন্তি । তবজ্ঞানং, তত্মাদ অজ্ঞানপূর্বাং বৈরাগ্যাং প্রকৃতিলয়ঃ। মৃতঃ আই প্রকৃতিষু প্রধান-বৃদ্ধাহংকার-তন্মাত্রেষু লীয়তে, ন মোক্ষঃ; ততো ভূরের্জি সংসরতি॥

ঐ কারিকার উপর বাচম্পতি মিশ্রের টীকা এই—

পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞশু বৈরাগ্যমাত্রাং প্রকৃতি-লয়:। প্রকৃতি-গ্রহণ প্রকৃতি-তংকার্য-মহদহঙ্কারভ্তেন্দ্রিয়াণি গৃহুন্তে। তেযু আত্মবৃদ্ধা উপার্য মানেষু লয়:।

সাংখ্যমতে রাগ হইতেই সংসার ও বি-রাগ হইতে যোগসমাধি। সংসারো ভবতি রাজসাদ্ রাগাং—কারিকা, ৪৫ যে সকল জীবের চিত্তে উৎকট বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়—অথচ, তব্জান <sup>র্ম্</sup>

না, তাঁহাদের দশা কি হয় ? তাঁহাদের কৈবল্য-মৃক্তি হয় না—'প্রক্কতি-লয়' বটে।\* এই কথাই বাচস্পতি মিশ্র উপরে বলিলেন —প্রক্ষতত্ত্বানভিজ্ঞস্থ বৈরাগ্যমাত্রাং প্রকৃতিলয়ঃ। ভোজবৃত্তিতে এই কথা আরও বিস্পষ্ট করা হইয়াছে —

অন্মিরেব সমাধে বে ক্বতপরিতোবাঃ পর্মান্মানং পুরুষং ন পশ্যন্তি, তেষাং চেতসি স্বকারণে লয়ম্পাগতে 'প্রকৃতিলয়াঃ' ইত্যুচান্তে।

লক্ষ্য করিতে হইবে, এথানে প্রকৃতির অর্থ 'অব্যক্ত' মাত্র নর—এস্থলে প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ত্বের ( অর্থাৎ, অব্যক্ত, মহদ্, অহংকার, পঞ্চতমাত্র, পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়গণের ) অন্ততম। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে, এই যে লয়, ইহা আতান্তিক লয় নহে—ইহার অবধি বা কালসংখ্যা আছে। বিবেকখ্যাতি-জনিত যে কৈবল্য মৃক্তি—সে মৃক্তি বেমন নিরবধি—

#### \*এ সম্পর্কে মিসেস্ বেসাণ্ট কয়েকটি কথা বলিয়াছেন যাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

There is a lower kind of Moksha that is quite possible to get. A great many people in this country get it by a deliberate killing out of all desire for objects of enjoyment. They remain away for indefinite periods of time. \* Desire is dead for the present life, which means that all the higher life of the emotions and the mind is for the time killed; of course not altogether, it is for the time.

-Talks with a Class, Ch. IV pp 60-7.

He has extinguished for the time being the particular trshna which would bring him back to this world.

There are many cases of this sort in which a man passes into a loka (a world) which is not permanent, but in which he may remain practically for ages. \* \* Ultimately he has to come back to a world, either this world, if it is still going on, or a world similar to this, where he can take up his evolution at the point at which it was dropped.

— Bye-ways of Evolution, pp. 94-95.

পুরুষং নিগুণং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিভাতে

—এ মৃক্তি সেরপ নয়। নির্দিষ্ট কালান্তে প্রকৃতিনীনের <sub>ছান্ত</sub> প্রাতৃর্ভাব হইতে বাধ্য—

অবধিং প্রাপ্য পুনরপি প্রাত্তর্ততি—বাচম্পতি

পুনশ্চ—বিনি যে তত্ত্বে লীন হন, তদন্তসারে তাঁহার ঐ অবধির তারত্ত্য

ঘটে। এ প্রসঙ্গে বাচম্পতি মিশ্র বায়ু পুরাণ হইতে একটি বচন উষ্ট করিয়াছেন—

দশ মহন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রির-চিন্তকাঃ।
ভৌতিকান্ত শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥
বৌদ্ধা দশ সহস্রানি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শতসহস্রন্ত তিষ্ঠন্তায়ক্ত-চিন্তকাঃ॥

অর্থাৎ, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি দশ মহন্তঃ; যাহারা স্থূলভূত অথবা তন্মাত্রে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি সহন্দ্র মন্বন্তর; বাহারা অহং-তত্ত্বে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি দশ সহন্দ্র মন্বন্তর; আর বাহারা অব্যক্তে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি দশ সহন্দ্র মন্বন্তর; আর বাহারা অব্যক্তে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি পূর্ণ শত সহন্দ্র মন্বন্তর।

শত সহস্র মন্বন্তর স্থলীর্ঘ সময় বটে — কিন্তু অনন্ত কালের তুলনার <sup>তুচ্চ</sup> নয় কি ?

আমরা দেখিরাছি যে বিনি কেবলী, 'প্রত্যুদিত-খ্যাতি'—দেহান্তে চিঞ্জে সহিত তাঁহার লিঙ্গ-শরীরের নাশ হয়। স্থতরাং তাঁহার আর সংস্তি মানা—তিনি চিরদিন (eternally) শুদ্ধ, স্বচ্ছ, কেবল অবস্থায় অবস্থান করেন। কিন্তু বাঁহারা প্রকৃতিকীন, তাঁহাদের ত' লিঙ্গ-দেহের নাশ মানা—তাঁহাদের চিত্ত সাধিকার, তাঁহাদের চিত্তে বন্ধ-বীঞ্জ বিশ্বমান থাকেণ—অতএব তাঁহাদের সংস্থতি বা জন্মান্তর স্থানুববর্তী হইনেও

<sup>†</sup> ক্লেশাঃ বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং বীজভাবং প্রাপ্তা গু তে শক্তিমাত্রেশ সন্তি, ক্লীরে ইন্ দধি—বাচম্পতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

অবশ্রম্ভাবী। প্রাপ্তাবধন্ধ পুনরপি সংসারে বিশন্তি (বাচস্পতি)। সেই জন্ম পতঞ্জলি যোগস্থতে বলিয়াছেন—

ভবপ্রত্যয়ে৷ বিদেহ-প্রক্বতিলয়ানাম্—১৷১৯

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, পতঞ্চলি প্রকৃতিলীনদিগের মধ্যে স্ক্ষ্ম-ভেদের নির্দেশ করিলেন —প্রথম 'বিদেহ', দিতীয় 'প্রকৃতি-লয়'। প্রকৃতি-লীনের মধ্যে যাঁহারা অব্যক্ত, মহং, অহংকার ও পঞ্চতমাত্ত—এই অষ্ট প্রকৃতিরা অন্ততমে লয়প্রাপ্ত, তাঁহারা 'প্রকৃতিলয়'; এবং যাঁহারা পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় --এই বোড়শ বিকারের অন্ততমে লয়প্রাপ্ত, তাঁহারা 'বিদেহ'।

প্রকৃতিলয়াঃ চ অব্যক্তমহদহংকারপঞ্জয়াত্রের্ অক্তমন্মিন্ লীনাঃ \*\*
ভূতেন্দ্রিরাণাম্ অক্তনম্ আত্মহেন প্রতিপন্নাঃ তন্-উপাসনয়া তদ্বাসনাবাসিতান্তঃকরণাঃ পিগুপাতানন্তরম্ ইন্দ্রিয়ের্ ভূতের্ বা লীনাঃ বাট্কৌশিকশরীরয়হিতাঃ বিদেহাঃ—বাচম্পতি

অতএব আমরা দেখিলাম, কি বিদেহ, কি প্রকৃতিলয়—কাহারই চিত্ত বন্ধমৃক্ত নহে। সেইজন্ম বাচস্পতি মিশ্র ৪৪ কারিকার টীকার বলিরাছেন, বিদেহের বৈকৃতিক বন্ধ এবং প্রকৃতিলরের প্রাকৃতিক বন্ধ—

তত্র প্রকৃতী আত্মজ্ঞানাদ্ যে প্রকৃতিম্ উপাসতে তেরাং প্রাকৃত।
বন্ধ:। যঃ পুরাণে প্রকৃতিলয়ান্ প্রতি উচ্যতে 'পূর্ণং শতসহস্রস্ক তিষ্ঠস্তাব্যক্তচিন্তকাঃ' ইতি। বৈকারিকো বন্ধ ন্তেয়াং যে বিকারান্ এব ভূতেক্রিয়াহংকারবৃদ্ধীঃ •পুরুষবৃদ্ধ্যা উপাসতে। \* \* তে খলু অমী বিদেহা ষেষাং বৈক্বতিকো বন্ধঃ।

এই দ্বিবিধ বন্ধ ছাড়া আর এক প্রকার বন্ধ আছে—তাহার নাম দাক্ষিণিক বন্ধ। এই বন্ধ সকামকর্মী কামহত সাধারণ ভীবের—

প্ৰক্ষতন্তানভিজ্ঞো হি ইষ্টাপূৰ্ত কারী কামোপহত্যনা: বধ্যতে—বাচম্পতি

<sup>া</sup> খন্টে প্রকৃতয়ঃ বোড়শকস্তঃ বিকার:—তত্ত্বসমাস

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ১৫৬ শংখ্য পরিচয়

সেইজন্ম তত্ত্বসমাস বলেন—ত্ত্রিবিধাে বন্ধঃ। কি কি ? প্রাক্ততিক, বৈক্বতিক ও দাক্ষিণিক—

> প্রাক্কতেন চ বন্ধেন তথা বৈকারিকেণ চ। দক্ষিণাভিঃ ভৃতীয়েন বন্ধো নান্তেন মৃচ্যতে ॥

> > —গৌড়পাদধৃত বচন

এমন কি, ৪৮ কারিকায় পঞ্চপর্বা অবিহার যে প্রথম পর্ব অষ্টবিধ ত্রের উল্লেখ করা হইরাছে, গৌড়পাদ তাঁহার ভাস্থে বলেন, ঐ তমঃ প্রকৃতিলীনের তমঃ। সঃ অষ্টান্থ প্রকৃতিবৃ লীয়তে—প্রধানবৃদ্ধ্যহংকারপঞ্চজাত্রাষ্ট্রাইল তত্ত্ব লীনম্ আত্মানং মন্ততে মৃক্তোহ্হম্ ইতি তমোভেদঃ—এবঃ অষ্টবিধন্ত মোহস্ত ভেদঃ অষ্টবিধ এব ইত্যর্থঃ।

কিন্তু যিনি কেবলী, প্রত্যুদিত-খ্যাতি—

তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তা:।

'তিনি ঐ ত্রিবিধ বন্ধন উচ্ছেদ করিয়া সদাকাল কৈবল্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।'

তথাপি বিদেহ অপেক্ষা প্রকৃতিলয় শ্রেষ্ঠ, ষেহেতু আমরা দেখিয়াছি প্রকৃতিলয়ের অবধি বা স্থিতিকাল দীর্ঘতর —

# পূৰ্ণং শতসহস্ৰস্ত তিষ্ঠস্তাব্যক্তচিন্তকা:।

বাচম্পতিমিশ্র বলিলেন, বাট্-কৌশিক-শরীররহিতাঃ বিদেহাঃ—অর্থাৎ, 'বিদেহ তাঁহারা, যাঁহারা স্থুলশরীর-বিরহিত'—কিন্তু ব্যাসভায়ে দেখিছে পাই 'বিদেহাঃ দেবাং'। ইহার সমাধান কি? আমরা জানি, দেবতা মাত্রেই স্থুলশরীর-বিবর্জিত—দেবতাদিসের স্থন্ধ তৈজ্ঞস শরীর। ইহা হইছে মনে হয়—'বিদেহে'র অর্থ সাধারণ দেবতা নহে। এ সম্পর্কে ৩২৬ বোর্গ স্থেত্রের ব্যাসভায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, স্থন্মতর মহঃ জনং তর্গঃ প্রভৃতি লোকে এমন সকল দেব-নিকায় বসতি করেন, যাঁহারা যথাকিনে মহাভৃতবনী, ভৃতেক্রিয়বনী, ভৃতেক্রিয়-ও তন্মাত্রবনী, এবং প্রধানবনী। গাঁহার

নহাভূতবশী, তাঁহাদের স্থিতিকাল এক-সহস্র কন্ন; বাঁহারা ভূতেন্দ্রিরবশী, তাঁহাদের স্থিতিকাল ইহার দিগুণ; বাঁহারা ভূতেন্দ্রিয়-ও-তন্মাত্রবশী, তাঁহাদের স্থিতিকাল ইহার চতুগুর্ণ; এবং বাঁহারা প্রধানবশী, তাঁহাদের স্থিতিকাল এক মহাকন্ন। এই শেষোক্ত দেব-নিকায় সম্পর্কে ব্যাসভায় বলিতেছেন—

তৃতীরে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চন্ধারো দেব-নিকারা: — অচ্যূতাঃ শুদ্ধনিবাসাঃ সত্যাভাঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চেতি। অঞ্চতভবনন্থাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠা উপযুপরিস্থিতাঃ প্রধানবশিনো যাবং সর্গায়্বঃ।

ভাশ্যকার বলিলেন, ঐ সত্যলোকবাসী দেব-নিকায় চতুর্বিধ—অচ্যুত, গুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংজ্ঞী। ইহারা সকলেই সবীত্ব সমাধিনিষ্ঠ।

তে এতে সর্বে সংপ্রজ্ঞাত-সমাধিম্ উপাদতে—বাচম্পতি

তন্মধ্যে অচ্যুতেরা সবিতক-ধ্যানপর, গুদ্ধনিবাসেরা সবিচার-ধ্যানপর, সত্যাভেরা আনন্দমাত্র-ধ্যানপর এবং সংজ্ঞাসংজ্ঞীরা অন্মিতামাত্র-ধানপর। এই সবীন্ধ ধ্যানের অপর নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

বিতক বিচারানন্দা স্মিতারপাহগুমাৎ সংপ্রজ্ঞাত: —যোগস্ত্র, ১৷১৭ এ-সকল সমাধিই 'সালম্ব', নিরালম্ব নহে।

गर्व थरा मानवनाः म्याथवः।

ঐ বিতকের আলম্বন স্থুল, বিচারের স্থন্ম, আনন্দের হলাদ এবং অশ্বিতার একাজ্মিকা সম্বিৎ।

বিতক শিত্তস্তালম্বনে স্থুলঃ আভোগঃ। স্বন্ধো বিচারঃ। আনন্ধো জ্ঞাদঃ। একান্তিকা সংবিদ্ অস্মিতা।

ঐ প্রথম সমাধি সবিতক, দিতীয় বিতক-বিকল সবিচার, ভৃতীয় বিচার-বিকল সানন্দ এবং চতুর্থ আনন্দ-বিকল অম্মিতামাত্র।

**परे नवीक नमाधित नामाखत्र 'नमाशिख'।** 

সমাপত্তিঃ সংপ্রজ্ঞাতলক্ষণো যোগ উচ্যতে—বাচম্পতি সমাপত্তি কি? চিত্ত ক্ষীণবৃত্তি হইলে তাহার স্বচ্ছতা সাধিত হইরা

অভিজাত মণির ( clear crystal-এর ) ন্থায় বখন চিত্তের বস্তব-স্থান্ত প্রতিবিদ্ধ গ্রহণের যোগ্যতা উপজাত হয়, উহাই সমাপত্তি।

ক্ষীণরুৱেঃ অভিজাতস্থেব মণেঃ গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহেরু তংগুজারন্য সমাপত্তিঃ—যোগস্ত্র, ১৷৪১

এই সমাপত্তি স্থুল সংশ্ব গ্রাহ্ণ-ভেদে চতুর্বিধ। স্থুলের সমাপত্তি বিকল্পের ঘারা সঙ্কীর্ণ হইলে তাহাকে সবিতর্ক এবং বিকল্প হইতে বিজ্ঞ অর্থাৎ, অর্থমাত্র-নির্ভাস হইলে তাহাকে নির্বিতর্ক বলে। এইরপ স্থায় সমাপত্তিকে সংকীর্ণ ও বিশুদ্ধ ভেদে সবিচার ও নির্বিচার বলা হা। (১।৪২-৪ যোগস্ত্র দ্রাষ্ট্রব্য)। ইহাদিগেরই সাধারণ নাম সম্প্রজ্ঞাত ব সবীদ্ধ সমাধি।

বিষয়তেদে ঐ সমাপত্তি ত্রিবিধ—গ্রহণবিষয়, গ্রাহ্মবিষয় ও গ্রহীতৃনিষ।
গ্রহণ=একাদশ ইন্দ্রিয়—ঐ ঐ ইন্দ্রিয় যে সমাপত্তির বিষয়, সে সমার্থঃ
গ্রহণ-বিষয়; গ্রাহ্ম=ক্ষিত্যাদি স্থূল-ভূত ও পঞ্চ তন্মাত্রাদি স্কন্ম-ভূত—ইয়
যে সমাপত্তির বিষয়, সে সমাপত্তি গ্রাহ্মবিষয়। গ্রহীতা= অহংকার, র্বিং
অন্মিতা—উহারা যে সমাপত্তির বিষয় সে সমাপত্তি গ্রহীতৃবিষয়। অর্থাং ও
সমাপত্তি পূর্বোক্ত সাম্মিত ধ্যান।

বলা বাহুল্য, সমাপত্তি যথন সংপ্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি—জন পুরুষ বা আত্মতত্ত্ব উহার বিষয় হইতে পারেন না,—কারণ, চিত্ত সম্পূর্ণ লীন না হইলে পুরুষে স্থিতি লাভ ঘটে না—বিশেষতঃ 'বিজ্ঞাতারম্ <sup>জা</sup> কেন বিজ্ঞানীয়াৎ'—জন্তা বা বিষয়ী (Subject) কিরুপে দৃশ্য বা বিষ (Object) হইবেন ?

সবীজের উপর নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ঐ অবস্থার <sup>মৃত্তি</sup> চিত্তবৃত্তি অন্তমিত হইয়া সংস্কারশেষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ঐ <sup>বিরাম</sup> 'অর্থশৃত্য'ও নিরালম্ব।

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোহন্তঃ—যোগস্ত্র, ২০১৮ CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi যাঁহারা কেবলী, তাঁহাদের সমাধিই নির্বাঞ্চ বা অসংপ্রজ্ঞাত।
আমরা দেখিলাম, সত্যলোকবাসী বে চতুর্বিধ দেব-নিকায়—তাঁহারা
সকলেই সবীজ-ধ্যানপর; অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উচ্চভূমিকায় আরু নহেন।
ইহারাই কি আমাদের আলোচ্য 'বিদেহ' ও 'প্রকৃতিলয়'-প্রাপ্ত ? বৃত্তিকার
ভোজদেব বলেন বে, বাঁহারা সানন্দ-সমাধিতে নিমগ্ন, অথচ প্রধান-প্রক্ষের
ভেদ উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহারাই 'বিদেহ'-পদবাচ্য।

চিতিশক্তেঃ প্রথপ্রকাশমরস্থা সন্তম্ম ভাব্যমানস্থোব্রেকাৎ সানন্দঃ
সমাধির্তবতি। অস্মিন্নেব সমাধৌ যে বদ্ধগুতর স্তন্তান্তরং প্রধানপুরুষদ্ধপং ন
পশ্মন্তি, তে বিগত-দেহাহংকারত্বাৎ 'বিদেহ'-শন্ধবাচ্যাঃ।

আর যাঁহারা অম্মিতা-নাত্র সমাধিতেই তুই, যাঁহারা পরম পুরুষকে দর্শন করেন নাই—তাঁহাদের চিত্ত স্বকারণে লীন হইলে তাঁহাদের নাম হয় 'প্রত্নতিলয়'।

অন্মিরেব সমাধে যে কৃতপরিতোষাঃ পরমাত্মানং প্রকাং ন পশ্যন্তি, তেবাং চেতসি স্বকারণে লয়মূপাগতে 'প্রকৃতিলয়া' ইত্যাচ্যন্তে—ভোজবৃত্তি।

এমন কি, ভোজদেব বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের সমাধিকে প্রকৃত 'মোগ' বিলতেই প্রস্তুত নন। তিনি বলেন, উহা 'বোগাভাস' — মেহেতু তাঁহাদের সমাধি 'ভব-প্রতায়'।

তেষাং সমাধির্ভবপ্রত্যয়ঃ —ভবঃ সংসারঃ স এব প্রত্যয়ঃ কারণং ষস্ত স ভবপ্রত্যয়ঃ। অরমর্থঃ—আবিভূতি এব সংসারে তে তথাবিধ-সমাধিভাজে। ভবস্তি। তেষাং পরতত্ত্বাদর্শনাদ্ বোগাভাসোহয়ম্।

বাচম্পতি মিশ্র কিন্তু ৩/২৬ যোগস্ত্রের ব্যাসভারের টীকার ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের যে সমাধি, সে অসংপ্রক্রাত সমাধি।

অথ অসংপ্রজ্ঞাত-সমাধিনিষ্টাঃ বিদেহ-প্রকৃতিলয়াঃ। এ মত কিন্তু সমীচীন বোধ হয় না—কেন না, বিনি অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির উচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার কি আবার সংসারে অন্তর্গ সম্ভবপর ? অথচ বাচস্পতি নিজেই বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের পুনঃ স্বদার কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা 'বিদেহ', তাঁহাদের চিত্তে 'সাধিকার-সংখ্যারে' অবশেষ থাকে—সেইজন্ত

প্রাপ্তাবধয়ঃ পূনরপি সংসারে বিশন্তি। এবং বাহারা 'প্রকৃতি-লয়' তাঁহারা— প্রকৃতিসাম্যম্ উপগতমপি অবধিং প্রাপ্য পুনরপি প্রাতৃর্ভবন্তি

— ১৷১৯ যোগসূত্রে ট্র

পুনশ্চ—১।৫১ বোগস্থত্তের টীকায় বাচস্পতি বলিয়াছেন যে, বার্য়া 'বিদেহ' বা 'প্রকৃতিলয়', তাঁহাদের চিত্ত ক্লেশবাসিত থাকে—

বিদেহ-প্রকৃতিবয়ানাং ন নিরোধ—ভাগিতয়া সাধিকারং চিত্তং ঘণিয় ক্লেশ-বাসিততয়া।

বাঁহার চিত্ত ক্লেশবানিত, তাঁহার পক্ষে অসংপ্রক্রাত সমাধি স্বদ্ধ-পরায় নহে কি ?

পুনশ্চ বাচস্পতি মিশ্র ২।৪ ব্যাসভায়্যের টীকার লিখিরাছেন যে, বিষ্ণ ও প্রকৃতিলয়ের অবিভাদি পঞ্চক্রেশ বিনষ্ট হয় না, বীজভাবে বর্তমন থাকে—

ক্রেশাঃ বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাং বীক্সভাবং প্রাপ্তান্ত, তে শক্তিমাঞার করিব দিব। ন হি বিবেকখ্যাতে রক্তদ্ অন্তি কারণং তদ্বদ্যাতায়াম্। আরু বিদেহ-প্রকৃতিলয়াঃ বিবেকখ্যাতি-বিরহিণঃ প্রস্থপ্তক্রেশাঃ, ন যাবং তদবিধার প্রাপ্তুরন্তি। তংপ্রাপ্তো তু প্ররাবৃত্তাঃ সন্তঃ ক্রেশা স্তের্ তেরু বিষয়ের সম্বীতবিত্ত। অর্থাং, হুয়ে দিবির ত্যায় অবিত্যাদিক্রেশ বিদেহ ও প্রকৃতির্বিত্ত বিজ্ঞান থাকে। পরে যখন সময় উপস্থিত হয়, তখন তার্মী প্রবার সংসারে প্রবেশ করিলে সেই সেই ক্রেশ আবার ব্যক্তভাব মার্মীকরে।

এই প্রদক্ষে বাচম্পতি এই শ্লোকটা উদ্ধত করিয়াছেন— প্রস্থা শুকলীনানাং তম্বস্থান্চ যোগিনা বিচ্ছিল্লোদাররূপান্চ ক্লেশা বিষয়সন্দিনাম্।

এ কথা ঠিক বটে যে, ব্যাসভান্ত বিদেহ-প্রকৃতিলয়দিগের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মলোকবর্তী দেব-নিকায় ত্রৈলোকোর মধ্যবর্তী, কিন্তু বিদেহপ্রকৃতিলয়েরা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সপ্তলোকের বহিতৃতি—

তেহপি (দেবনিকায়া: । ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিতিষ্ঠস্তি \*\*\*\* বিদেহ-প্রকৃতিনন্নাস্ত মোক্ষপদে বর্তস্তে ইতি ন লোকমধ্যে ক্যন্তা:।

( আমরা দেথিয়াছি, বিদেহ-প্রকৃতিলয়ের যে নোক্ষ—তাহা প্রকৃত নোক্ষ নহে—মোক্ষাভাদ মাত্র। কিন্তু সে অন্ত কথা।)

প্রশ্ন উঠিবে, ব্যানভাষ্য বিদেহ ও প্রকৃতিলয়দিগকে, ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে স্থাপন করিলেন কেন? ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কি? একথানি থিরসফিক্যাল্ গ্রন্থ হইতে (সি, ভি, লেড্বিটর-কৃত Man—Whence and Whither) এ সম্পর্কে কিঞ্চিং আলোক পাইয়াছি—ঐ আলোক প্রয়োগ করিয়া বিষরটি বিশ্দ করিবার চেষ্টা করি।

জীবের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, বিবর্তনের উপ্পগিতিতে করের মধ্যে এমন কাল উপস্থিত হয়—'when a portion of humanity has to drop out for the time from our scheme of evolution.' ঐ সকল বিবর্তন-রিক্ত জীব যে বিনষ্ট হয়, তাহা নয়—

'Those who thus fall out of the current of progress for the time, will take up the work again in the next chain of globes, exactly where they had to leave it in this.'

এ কল্পের মত তাহাদের উন্নতি স্থগিত হর বটে, কিন্তু আগামী কল্পে

ঐ উন্নতির স্থত্ত তাহারা বথাকালে পরিগ্রহ করিয়া আবার জ্যানিত্র পথে অগ্রসর হয়। ইতিনধ্যে তাহারা কোথার অবস্থান করে। স্থ বলিতেছেন—

They are shipped off to the Inter-chain sples, where they live a strange, slow, inward-turned, subjective life, for perhaps a million years, passing into, whe the writer calls, 'Inter-chain Nirvana.'

অর্থাং, তাহারা ব্রহ্মাণ্ডের বহির্তাগে কোন আন্তর্গণিক লোকে নির্দ্ধি অবস্থার এক অন্তুত আজব বিলম্বিত অন্তর্ম্প ধ্যানে নিমন্ন থাকির, ফ্ অযুত বংসর অতিবাহিত করে। সেই জন্মই কি ব্যাসভান্ত ঐ সংগ্রহাং সমাধি-পর বিদেহ ও প্রস্কৃতিলয়দিগের সম্পর্কে বলিলেন—বিদেহগ্রহাণ লব্বাস্ত মোক্ষপদে বর্তন্তে ইতি ন লোকমধ্যে ন্তর্যাঃ ?

এ অবস্থা বৌদ্ধশাস্ত্রে স্থপরিচিত 'অবীচি-নির্বাণে'র অন্তর্মণ। ৠন যাহাকে 'Day of Judgment' বলেন, তাহার সহিত ইহার সাদৃত্য আ ঐ শেষ বিচারের দিন মেষদিগকে ছাগদিগ হইতে বিবিক্ত করা অ—<sup>16</sup> sheep are separated from the goats.'

অৰ্থাৎ, those who are capable are separated from the who are incapable of further progress on that particular chain and these pass into æonian life and those in æonian death.

ইহা হইতে অনেক আধুনিক খৃষ্টান্ ধারণা করিয়াছেন যে, শেরে নি বিচারের দিনে—যাঁহারা মেবস্থানীয়, তাঁহাদের জন্ত অনন্ত বর্গ—এই মরি ছাগস্থানীয়, তাহাদের জন্ত অনন্ত নরক (eternal damuation) নি হয়। এ ধারণা কিন্তু ভিত্তিহীন, কারণ, মূল বাইবেলে (প্রচলিত ইর্মা বাইবেল অনুবাদ মাত্র—তাহাও কয়েকবার সংশোধন সত্ত্বেও নির্ভূণ কর

'eternal damnation'-এর কোনই প্রসম্ব নাই—eonian suspension বা কল্লাম্ভিক স্তম্ভনের কথা আছে। প্রকৃতিলীনের স্থায় ঐ ছাগ্-श्वानीय जीवश्र 'after remaining for a prolonged period in a condition of comparatively suspended animation'-ক্লান্তে আবার 'অবধিং প্রাপ্য পুনরপি প্রাত্ত্বন্তি'—will again take up the work of evolution in the next chain, exactly where they had left it। প্রকৃতিলীনের ক্যায় ঐ প্নরাবির্ভাব কি 'मध्य श्नक्रथानम्' नटह ?

(म यार। र'क, ष्णामारमञ्ज लक्ष्ण कित्रवात्र विवय— এই 'প্রকৃতিলয়' कथनरे ন্ধীবের পুরুষার্থ ( Summum Bonum ) নয়, হইতে পারে না। প্রকৃতি-লীন হওয়া যেন জলমগ্ন হওয়া — ইহাতে লাভ কি? মগ্নের পুনরুৎথান বেষন অবশ্রুংভাবী, প্রক্বভিলীনের পুনর্জন্ম সেইরূপ অবশ্রুংভাবী।

ন কারণলয়াং ক্বতক্বতাতা মগ্রবং উংথানাং— সাংখ্যন্তর, ৩৫৪ ইহার ভায়ে বিজ্ঞানভিক্ষ্ বলিতেছেন—

ৰথা জলে মগ্ন: পুৰুষ: পুনুরুংতিষ্ঠতি, এবমেব প্রকৃতিলীনা: পুরুষা: প্ররাবির্ভবন্তি ? কেন ? সংস্থারাদে: অক্ষয়েণ প্র: রাগাভিব্যক্তে: বিবেক-খাজি বিনা দোষদাহামুপপত্তেঃ ইত্যৰ্থঃ।\*

<sup>÷</sup>ভিকু ঐ ভারের একস্থানে বলিরাছেন—প্রকৃতিলীনাঃ প্রদাঃ ঈবরভাবেন প্ররা-বির্ভবস্তি—এবং "স হি সর্ববিদ্ সর্বক**ভ**ি"—এই ৩/৫৬ সাংখ্যস্তত্তের উপর নির্ভর করিয়া বিনির্বাছেন—প্রকৃতিলীনস্ত জত্তেবরস্ত সিদ্ধিঃ—'বঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিং যস্ত জানমরং তপঃ' ইন্ডাদি শুভিন্ত্য: সর্বসম্মতৈব। একথা কিন্তু ঠিক মনে হয় না। প্রথমতঃ, ঐ শ্রুতি জন্ম-ঈবর নিশকে নয়, নিত্য পরিপূর্ণ ঈশর সম্বন্ধে। বিতীয়তঃ, যথন তাঁহার নিজের কথাতেই প্রকৃতি-গীনের এখনও দোবদাহ নিষ্পান্ন না হওয়ায় পুনরায় রাগাভিব্যক্তি হয়, তথন প্রকৃতিলীন <sup>বিশ্ব-স্কির</sup> ইইবেন কিরাপে ? শ্রীশঙ্করাচার্য জন্ম-ঈশ্বর সম্বক্ষে বৃহদারণ্যক উপনিবদের (১।৪।১) নিম্নোক্ত বচন "বৎ পূর্বোহন্মাৎ সর্বন্দাৎ সর্বান্ পাপ্মন উবৎ তন্মাৎ পুরুষঃ" উদ্বৃত করিয়া

পুনশ্চ-

প্রকৃত্যা পুনরুংথাপাতে স্বলীনঃ। কেন? বিবেকখাতিরুণ<sub>পূর্ণে</sub> বশ্নে—৩।৫৫ সাংখ্যস্তে ভিক্ষ্। (ইহাই প্রকৃতির Unconscio Teleology )

পতঞ্জলিরও ঐ কথা—

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্—যোগস্ত্র, ১৷১৯ বিদেহ ও প্রক্বতিলয়দিগের ভবপ্রতায় ( পুনঃসংসার-বন্ধন ) অবদ্ধরা —যথা বা প্রকৃতিলীনশু উত্তরা বন্ধকোটিঃ সংভাব্যতে \*\* ধাবং ন গ্ন বর্ততে অধিকারবশাং চিত্তম্ ( ব্যাসভাষ্য )।

ৰলিয়াছেন—"প্ৰজাপতিত্বং প্ৰতিপিংস্নাং পূৰ্বং প্ৰথমঃ সন্ অস্মাং প্ৰজাপতিব-<sup>প্ৰতি</sup> ममूमग्रो९ मर्तग्रो९ जारमो खेव२ जमरू९। किम् ? जामकाळाननकान् मर्वान প্রজাপতিত্ব-প্রতিবন্ধককারণভূতান্। অর্থাৎ, 'যেহেতু সেই প্রজাপতি <sup>প্রজাপতিবর্</sup> অস্তান্ত সাধকদিগকে অতিক্রম করিয়া প্রথম হইয়াছিলেন এবং সর্বপ্রথমই প্রয়ার্থি প্রতিবন্ধকভূত আসন্তি, অজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত পাপ দহন করিয়াছিলেন, সেই<sup>ছুরু</sup> র্ 'পুরুষ' বলে।' এ কথাই বে শান্ত্রসম্মত, এবিষরে সন্দেহ নাই। জন্ত-ঈবর সাবা সিদ্ধ জীব। তাঁহাতে দোষ স্পর্শ থাকিবে কিরূপে ?

शोक्र**रारे** व यद्भन महमारखाक्रशालाम् ।

## সপ্তম অধ্যায়

#### সাংখ্যের পুরুষ-বহুত্ব

আমরা নেখিয়াছি, সাংখ্যমতে পুরুষ নিত্য-শুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, অপরি-চ্ছিন্ন, বিভূ, সর্বব্যাপী।

পুরুষ: শুদ্ধো নিগুর্ণ: ব্যাপী চেতন:—গৌড়পাদ

পুরুষ: অনাদিঃ স্থন্মঃ সর্বগত শেতনঃ অগুণো নিত্যো দ্রষ্টা ভোকা অকতা ক্ষেত্রবিদ্ অমলঃ অপ্রসবধর্মীতি—আস্থরি-ভাষ্য

'পুরুষ অনাদি, স্কল্প, সর্বগত, চেতন, গুণহীন, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকতা, ক্ষেত্রজ্ঞ, অমল ও অপরিণামী।'

এই পুরুষ এক, না বছ? সকল ক্ষেত্রে এক ক্ষেত্রজ্ঞ, না, প্রত্যেক শরীরে স্বতন্ত্র পুরুষ? সাংখ্যেরা বলেন, পুরুষ এক নহে—বছ। এ সম্বন্ধে ঈশরকৃষ্ণ সাংখ্যদিগের অন্থমোদিত যুক্তির সমাহার করিয়া নিম্নোক্ত কারিকার বিন্যাছেন—

> জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদ্ অষ্গপৎ প্রবৃত্তেশ্চ। পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াৎ চৈব ॥—কারিকা, ১৮

জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ নিয়মহেত্, অ-মৃগপং প্রবৃত্তিহেত্
আর ত্রৈগুণাের বিপর্যয়হেত্ পৃরুষের বছত্ব সিদ্ধ হয়।' অর্থাৎ, পূরুষের
বছত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্ম তিনটি মৃত্তি—প্রথম, জন্ম মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়ের
পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম, দ্বিতীয়, জীবদিগের একদঙ্গে ( যুগপং ) প্রবৃত্তির অভাব
এবং তৃতীয়, জীবে জীবে ত্রিগুণের বৈষম্য। এই কারিকার উপর গৌড়পাদকৃত ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিষয়টা বিশদ হইবার সম্ভাবনা।

( > ) 'জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাং'—গৌড়পাদ বলেন, ধ্র্ নিয়মাং = প্রত্যেক-নিয়মাং ( Several allotment )।

যত্তেক এব আত্মা স্থাং তত একস্য জন্মনি সর্ব এব জারের । মরণে সর্বেহপি মিরেরন্, একস্য করণবৈকল্যে বাধির্যান্ধত্বমূক্ত্ক্ণিরের লক্ষণে সর্বেহপি বধিরান্ধক্ণিথঞ্জাঃ স্থাঃ। নচৈবং ভবতি। তত্মাং জর্মরুক্রিনানাং প্রতিনিয়মাং পুরুষবছত্বং সিদ্ধস্থ।

অর্থাৎ, বদি আত্মা (পুরুষ) বহু না হইয়া এক হইত, তায়য়য় একজনের জন্ম হইলে, সকলেরই জন্ম হইত ; একজনের মৃত্যু হইলে, সকলে মৃত্যু হইত ; একজন বিকলেন্দ্রিয় (যেমন ববির, জন্ধ, মৃক, বয় ৪য় প্রভৃতি) হইলে সকলেই বধির, জন্ধ, মৃক, পঙ্গু, থঞ্জ হইত। কিয়য় ত'হয় না। অতএব এই জন্ম, মৃত্যু ও ইঞ্রিয়ের 'প্রতিনিয়ম'-হেতু, কিয় হইল বে, পুরুষ এক নহে, বহু।

(২) 'অ-মৃগপং প্রবৃত্তেশ্চ'—ইহার ভাষ্যে গৌড়পাদ বলেন, মৃথ এককালং, ন মৃগপং অমৃগপং প্রবর্ত নং। মন্মাদ্ অমৃগপদ্ ধর্মাদ্ম প্রদৃষ্টি দৃশ্যতে, একে ধর্মে প্রবৃত্তা অন্যেহধর্মে, বৈরাগ্যেহত্যে জ্ঞানেহত্তে প্রফা তন্মাদ্ অমৃগপং প্রবৃত্তেশ্চ বহব ইতি সিদ্ধন্। অর্থাং, দেখা বার দ্বীক্ষা মৃগপং (এককালে) ধর্মাদিতে প্রবৃত্তি হয় না। কেহ ধর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, কেই জ্ঞা কেহ অধর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, কেহ বৈরাগ্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, কেই জ্ঞা প্রবৃত্ত হইতেছে। অতএব এই মৃগপং প্রবৃত্তির অভাব-হেতৃও দিল্লা হইল বে, প্রকৃষ এক নহে—বহু।

(৩) 'ত্ৰৈগুণ্য-বিপৰ্যৱাং'—গৌড়পাদ বলেন—

ত্রিগুণভাব-বিপর্যরাৎ চ পুরুষবছত্ত্বং সিদ্ধন্। যথা সামান্তে জন্মনি এই সাবিকঃ স্থানী, সভ্যো রাজসো তুংখী, অন্ত স্তামসো মোহবান্। এই ত্রৈগুণ্য-বিপর্যরাদ্ বছত্বং সিদ্ধমিতি। অর্থাৎ, ত্রিগুণ ভাবের ভিন্নতা হিন্তু পুরুষ-বছত্ব সিদ্ধ হয়। সকলেরই জন্ম সমান বটে, কিন্তু দেখা ব্য একজন সৰগুণ-প্রধান স্থণী, আর একজন রজোগুণ-প্রধান অতএব দুংগী, অন্তজন তমোগুণ-প্রধান অতএব মৃঢ় (মোহযুক্ত)। এই ত্রিগুণের ভেদ দৃষ্টেও সিন্ধান্ত হইল যে, পুরুষ এক নহে—বহু।

এই মর্মে তত্ত্ব-সমাদ-বৃত্তিকার বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন—

'স্থ-ছঃখ-মোহ-সম্বর-বিশুদ্ধ-করণাপাটব-জন্মসরণকরণানাং নানাত্বাৎ
প্রুব-বহুত্বং সিদ্ধং লোকাশ্রমবর্ণভেদাং চ। বজেকঃ প্রুব্ধঃ স্থান্ একস্মিন্
স্থিনি সর্ব এব স্থাবিনঃ স্থাঃ। একস্মিন্ ছঃখিনি সর্ব এব ছঃখিনঃ স্থাঃ।
একস্মিন্ মৃচ্চে সর্বে মৃচাঃ স্থাঃ। একস্মিন্ সংকীর্ণে সর্বে সংকীর্ণা স্থাঃ। একস্মিন্
বিশুদ্ধে সর্বে বিশুদ্ধাঃ স্থাঃ। একস্য করণাপাটবে সর্বেষাং করণাপাটবং
স্যাং। একস্মিন্ জাতে সর্বে জারেরন্। একস্মিন্ মৃতে সর্বে মিরেরন্।
ইতি নটেব ইতশ্চ বহুবঃ পুরুষাঃ সিদ্ধাঃ।'

वर्षाः, 'त्र्यं, पृःयं, त्यांच, छिष्कं, व्यक्षिः, रेखित्यत्र विक्नवां, ज्या, मृज् । क्यांचा अट्यांचा अट्यांचा अट्यांचा विक्रवांचा अट्यांचा विक्रांचा विक्रा

সাংখ্যস্ত্ত্তে এই পূরুষ-বছত্ব কিঞ্চিং বিভিন্ন ভাবে প্রতিপন্ন করা ইইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে স্তত্তকার অনেক বিচার-বিতর্ক উত্থাপিত করিন্না-ছেন। প্রথমতঃ প্রথম অধ্যায়ে স্তত্তকার বলিতেছেন—

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষ-বহুত্ত্বং—সাংথ্যসূত্র, ১।১৪৯ ব্যবস্থা ? কিসের ব্যবস্থা ? উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষ্ বলিতেছেন— পूशावान् चार्त खांबर भाशी नवरक। खाद्धा वधार खानी हुए रेखार खांचित्र विद्या विद

এ সম্পর্কে বাচম্পতিনিএের উক্তি আমাদের প্রণিধান-রোগ্ধ-ন চ প্রধানবং এক এব পুরুষঃ, তগানাস্বস্ত জন্ম-মরণ-স্থপ-ত্ঃখোপভোগ্র্কি সংসার-ব্যবস্থয়া সিদ্ধেঃ —২।২২ যোগস্ত্তের ব্যাস-ভাষ্যের টীকা

এ বিষয়ে সাংখ্যযুক্তির সার সংকলন করিয়া অধ্যাপক রাষ্ক্র লিখিয়াছেন—

There are many selves,—since experience shews the men are differently endowed physically, morally at intellectually.

Each conscious being regards the world in his our way and with an independent experience of its subjective and objective processes—which shews that there are different witnessing consciousnesses. The Sankhallays stress on the numerical distinctness of the streams of consciousness as well as the individual unity of the separate streams.

ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্ত্রকার এই প্রদঙ্গ পুনরায় উথাপিত করিয়াছেন। পুরুষবছত্তং ব্যবস্থাতঃ –সাংখ্যস্তা, ৬।৪৫ ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ বলিতেছেন—

য এতবিহ রম্তাত্তে ভবস্তাথেতরে ছংখমেবাপি বস্তীত্যাদিশ্রুক্ত বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবস্থাত এব পুরুষবৃহত্তং সিদ্ধাতীত্যর্থঃ।

অর্থা২, 'বাহারা তত্তজানী, তাঁহারাই অয়তত্ত্ব (মোক্ষ) লাভ করেন, তদ্ভির অপরে তঃখ ভোগ করে'—এই শ্রুত্যক্ত বন্ধমোক্ষন্যবত্থা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার না করিলে প্রতিপন্ন হর না। যদি বলা বার যে, উপাধির ভেদ দারাই এই বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা দিদ্ধ হইতে পারে, তাহার উত্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন—

উপাধিশ্চেং তংসিদ্ধৌ পুন দৈতিম্—সাংখ্যস্ত্ত, ৬।৪৬

অর্থাৎ, উপাধিই যদি স্বীকার করিলে, তবে তো দৈতাপত্তি হইল—তোমার অদৈত রহিল কোথার? অদৈতসিদ্ধির জন্মই তো তোমরা পুরুষ-বছত্ব স্বীকার কর না। যদি বলা যার যে, উপাধি যথন অবিদ্যা-ক্বত, তথন উপাধির অঙ্গীকারে দৈতাপত্তি হয় না, তাহার উত্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন—দাভ্যামপি প্রমাণবিরোধঃ—সাংখ্যস্ত্র, ৬।৪৭

অর্থাং, উপাধির জননী অবিছাকেই যদি স্বীকার করিলে, তন্ধারাই তো অধৈতের হানি হইল। তোসার মানিত অধৈত রহিল কোথায়?

সাংখ্যেরা আরও বলিতেছেন—

সত্য বটে, শ্রুতি-শ্বতিতে কোথায় কোথায়ও পুরুষকে এক বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, যেমন—

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্ৰবং॥
নিত্যঃ সৰ্বগতো হাত্মা কৃটস্থো দোষবর্জিতঃ।
একঃ স ভিন্ততে শক্ত্যা মান্নয়া ন স্বভাবতঃ॥
'একই ভূতাত্মা সৰ্বভূতে ব্যবস্থিত আছেন, বেমন আকাশগত চন্দ্ৰ

ও জলগত চন্দ্র । আকাশগত চন্দ্র এক হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন জলে প্রতিনিদ্ধি চন্দ্র বহু বলিয়া প্রতিভাত হয় । এ স্থলেও সেইন্ধপ ।'

'আত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী, কৃটস্থ ও নির্দোব। তিনি স্বভাবতঃ জ হইলেও মায়া-শক্তি বারা বিভিন্নবং প্রতীয়মান হয়েন।'

পাছে কেহ আপত্তি করেন বে, সাংখ্যমতের সহিত এই সকল খারু শ্রুতির বিরোধ হইতেছে, তাহার উত্তরে স্তত্রকার বলিতেছেন—

নাদৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ—সাংখ্যস্ত্র, ১১১৫৪ ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞানভিন্দু বলিয়াছেন—

জাতিঃ সামান্তং একরপত্বং তত্ত্বৈব অবৈত—শ্রুতীনাং তাংগর্মাং।
ন অথগুত্বে প্রয়োজনাভাবাদিত্যর্থং। \* \* \* জাতিপরস্বাং। বিদ্বানীর
বৈতনিবেধ-পরস্বাদিত্যর্থং। তত্ত্রাভ্যব্যাধ্যায়াম্ অরং ভাবং। আল্মৈক্য-শ্রুভি
স্মৃতির্ একাদিশবাং চিদেকরপতামাত্রপরা ভেদাদিশবাশ্চ বৈধর্মালক্ষণজ্যে
পরাং। \* \* \* তথিকরপতা-প্রতিপাদনেনৈব নিথিলোপাধি-বিবেকে
সর্বাত্মনাং স্বরূপ-বোধনসম্ভবাং চ। ন হান্তথা নিধর্মকম্ আত্মস্বরূপং বিশ্বি
বন্ধণাপি শব্দেন সাক্ষাং প্রতিপাদয়িতৃং শক্যতে। \* \* \* একন্তৈর বাক্ষয়
অথগুত্বাবৈধর্ম্যোভরপরত্বে চ বাক্যভেদোহথগুতাপর-কল্পনায়াং ফলাভাব্দ।
অবৈধর্ম্যাক্তানাদেব সর্বাভিমান-নির্ভেঃ। অতোহদৈত্বত-বাক্যানি নাথগুর্জণবালি।

ইহার তাৎপর্য এই:—স্ত্রের 'জাতিপরত্ব'-শব্দোক্ত 'জাতি' অর্থে সামার, অর্থাৎ, একরপতা ব্বিতে হইবে। এইরপ অর্থই অবৈত শ্রুতির তাৎপর্য 'অথওরপ' অর্থে তাহার তাৎপর্য নহে, কারপ এরপ অর্থ করা নিশ্রুয়োজন। 'জাতিপরত্ব' বলিতে এই ব্বিব বিজ্ঞাতীরদ্বৈতনিবেধপরত্ব, অর্থাৎ, দক্ষ আত্মা বা পুরুবই এক জাতীয় (essentially of the same nature)। কিন্তু আত্মা অথও, অদিতীয়, একমাত্র—অবৈতশ্রুতির ইহা তাৎপর্য নহে। সকল পুরুবই একরপ—ইহা প্রতিপন্ন হইলেই নিথিল উপাধি হইতে বিক্তি

করিয়া, সমস্ত আত্মার স্বরূপজ্ঞান সম্ভবপর হয়। অগ্যথা নিধর্মক আত্মার স্বরূপের বিশিষ্টতার প্রতিপাদন বিরিঞ্চিরও অসাধ্য হইত। একই অবৈত-শ্রুতি আত্মাকে অথও ও নিধর্মক উপদেশ করিতেছেন—এরূপ কল্পনা করিলে, একের উভয়পরত্ব বলিয়া বাক্যভেদ এবং অথওপরতা-কল্পনার নিক্ষনতা হয়। অতএব অবৈত-প্রতিপাদক শ্রুতি আত্মার অথওতা (homogeneity) প্রতিপন্ন করিতেছে না, আত্মার বৈধর্ম্যবিরহ বা একরূপতাই প্রতিপন্ন করিতেছে।\*

সাংখ্যেরা বলেন — অবৈতশ্রুতি মন্দমতিদিগের উৎসাহার্থ - উপাদানার্থক 'অমুবাদ' মাত্র — যেমন আমরা বলি 'মমাত্মা ভদ্রসেন:'। অন্তপরত্বম্ অবিবেকানাং তত্র — সাংখ্যস্ত্র, ৫।৬৪

সাংখ্যেরা আরও বলেন যে, আত্মা যদি বহু না হইয়া এক হইড, ভবে শাস্ত্রে যে বামদেব প্রভৃতির মৃক্তির প্রসঙ্গ গুনা বায়, তাঁহাদের সেই মৃক্তিতে আমাদের সকলেরও মৃক্তি হইয়া বাইত। কিন্তু তাহা ত' হয় নাই, অভএব প্রতিপন্ন হইল যে, আত্মা এক নহে –বহু।

वागतनवानिम् रक्ता नाटेवजम् – मारथायुव, ১।১৫१

যদি বল যে, বামদেব প্রভৃতিও একান্ত মুক্ত নহেন, তাঁহাদেরও পরম মোক্ষ ঘটে নাই—তাহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, যদি এতদিনে এক-জনও মুক্ত না হইয়া থাকেন, তবে যে কোন কালে কেহ মুক্তিনাভ করিবেন, ইহার সম্ভাবনা কোথায়? তাহা হইলে ত' মুক্তির উপদেশ ও সাধনাই নির্থক ও নিক্ষল হইয়া যায়।

অনাদৌ অন্ত বাবদ্-অভাবাম্ভবিষ্যদপ্যেবম্—সাংখ্যস্তর, ১৷১৫৮ ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যম্ভোচ্ছেদঃ—এ, ১৷১৫৯

<sup>\*</sup>এ সম্পর্কে বাচম্পতির কথা এই—একত্বশ্রুতীনাং চ প্রমাণান্তর-বিরোধাৎ কথংচিৎ দেশকালবিভাগাভাবেন ভক্ত্যাপি উপপত্তেঃ—২।২২ যোগস্ত্তের ব্যাসভাব্যের টকা <sup>স্থ্রকারও</sup> বলিরাছেন—নাবৈত্তম্ জারনো লিঙ্গাৎ তদ্ভেদপ্রতীতেঃ—সাংখ্যস্ত্র, ৫।৬১ নমু বানদেবাদেরপি পরমমোক্ষো ন জাত ইতাভাপেরং তত্ত্রাহ। আদি কালেহত্ত বাবচেৎ মোক্ষো ন জাতঃ কম্মাপি, তর্হি ভবিত্তং কানোহদের মোক্ষশৃত্ত এব স্থাৎ সম্যক্ সাধনামুষ্ঠানস্থাবিশেষাদিত্যর্থঃ

— ১।১৫৮ সাংখ্যস্ত্ত্রের ভিত্তা

তত্র প্রয়োগনাহ। সর্বত্র কালে বন্ধন্যাত্যস্তোচ্ছেদ: ক্সাদিগ্ন্য নাস্তি বর্তমানকালবং ইত্যন্তুমানং সম্ভবেদিতার্থ:

— ১।১৫৯ সাংখ্যস্ত্রের ভিন্তুল

অর্থাৎ, 'বামদেবাদি ম্নিরও পরম মোক্ষ হয় নাই যদি কেই এইক্ষ্ট্র বলেন, এই আশক্ষায় বলিতেছেন যদি অভাপি বামদেবাদি ম্নির মোর্ক্ট হয় নাই বল, তবে ভবিশ্বংকালেও কোন ব্যক্তির মোক্ষ হইবে না, বিরু পারি; স্থতরাং মোক্ষ অসিদ্ধ হইল। তবে আর মোক্ষসাধনের অষ্ট্রান কেন? অভএব বামদেবাদির মোক্ষ হয় নাই, এরপ আশয় ইইটে পারে না।'

'ইহার প্রয়োগ এইরূপ হইতেছে। যদি অতীতকালে কাহারও মোদন হইয়া থাকে, তবে বর্তমান কালেও কাহারও বন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ সহয় না, এইরূপ অমুমানই সন্ধত।'

পুরুষের বছত্ব স্থাপনের অমুক্লে সাংখাদিগের তর্কযুক্তির বিশ্ব এবং শোষ হয় নাই। তাঁহারা আরও বলেন যে, অবৈতবাদীরা পুরুষের এবং স্থাপন করিবার জন্ম যে বলিয়া থাকেন যে, উপাধিভেদ দারাই ম্বন বং মৃত্যুর ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে, সেজন্ম বহু পুরুষ কেন স্থীকার করি। ইহার উত্তরে স্থাকার বলিতেছেন—

উশাধিভেদেংপাকশু নানাযোগ আকাশশ্রেব ঘটাদিভিঃ

—সাংখ্যস্তা, সা

উপাধিভেদেহপ্যেকস্তৈত পুরুষস্য নানোপাধিযোগোহত্যে<sup>ব, মাধকলৈ</sup> আকাশস্য ঘটকুড্যাদিনানাযোগঃ। অতোহবচ্ছেদকভেদেনৈকন্ত আধুন ব

বিবিধ জন্মনরণাভাপত্তিঃ কান্নবৃহহাদৌ ইবেভি ন সম্ভবভি ব্যবস্থা। \* \*
কিঞ্চৈকোপাধিতো মৃক্তান্তাপি আত্মপ্রদেশন্য উপাধ্যন্তরৈঃ পুনর্বদ্ধাপত্ত্যা বদ্ধমোক্ষাব্যবস্থা তদবহৈত্ব — বিজ্ঞানভিক্

অর্থাং, আত্মা যথন বিভূ (ব্যাপক, সর্বব্যাপী), তথন সেই আত্মার অবশ্যই এক সঙ্গে নানা উপাধির সহিত সংবাগ ঘটিতেছে— বেমন আকাশ এক হইলেও বিভূ বা সর্বগত বিধার ঘট, গৃহ, প্রাঙ্গণ, প্রাসাদ প্রভৃতির সহিত তাহার যুগপং সংবোগ ঘটিতেছে। অতএব উপাধির ভেদ দারা কিরপে বিবিধ জন্ম, মৃত্যু সিদ্ধ করা সম্ভব ? এস্থলে অবচ্ছেদক উপাধি ভিন্ন বটে, কিন্তু অবচ্ছিন্ন পুরুষ বহু না হইনা যদি এক ও অদিতীয় বলিনা স্বীকৃত হয়, তবে জন্মাদির কথনও ব্যবস্থা সিদ্ধ করা যায় না। আরও দেখ, এক উপাধি হইতে আত্মা মৃক্ত হইল, কিন্তু তথাপি অন্ত সকল উপাধির সহিত যথন সংযোগ রহিনা গেল, তখন তাহার বন্ধ-দশা ঘূচিবে কিন্ধপে? অতএব উপাধির ভেদ দারা বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা সিদ্ধ করা যায় না।

আরও দেখ—উপাধির্ভিগতে ন তু ত্বান্—সাংখ্যত্ত, ১١১৫১

উপাধিরেব নানা ন তু তদ্বান্ উপাধিবিশিষ্টোইপি নানা অভ্যূপেরো বিশিষ্টশু অতিরিক্তত্বে নানাত্মতায়া এব শাস্ত্রান্তরেইপি অভ্যূপগমাপত্তে রিতার্থঃ। বন্ধভাগিনো বিশিষ্টত্বে বিশেষণ-বিয়োগেন বিশিষ্টনাশাৎ ন মোক্ষোপপত্তিরিত্যাদীশুপি দ্বণানি—বিজ্ঞানভিক্ষ্

'উপাধিই বহু প্রকার, কিন্তু তন্বারা যিনি উপহিত, উপাধিবিশিষ্ট সেই আত্মা ত' (তোমাদের মতে) বহু নহেন। বিশিষ্ট বিশিষ্ট আত্মাকে যদি স্বতম্ব বিলিয়া স্বীকার কর, তবে ত' নানা বই স্বীকার করা হয় ( অর্থাৎ, অবৈতহানি হয় )। বদ্ধ প্রক্ষেরের বিশিষ্টত্ব স্বীকার করিলে, মৃক্তির অবস্থায় সেই বিশে-বণের বিলোপে যথন বিশিষ্ট পুরুষেরই নাশ হইবে, তথন মোক্ষ কিরপে, উপপন্ন হইতে পারে ইত্যাদি আপত্তির কি উত্তর দিবে ?'

সাংখ্যদিগের প্রদর্শিত এই সমন্ত আপত্তির উত্তরে আমরা কি বলিতে

পারি না যে, তোমাদের মতেও যথন প্রত্যেক পুরুষই বিভূ ( সর্বগ্র) তথন সকল পুরুষেরই সকল কালে সমন্ত উপাধির সহিত সংযোগ বিটিছে। অতএব তোমরাই বা কিরুপে জন্মমৃত্যুর, বন্ধুনোক্ষের ব্যবস্থা দিন্ধ করিন। বামদেব ঋষির কথাই ধর। যে চিত্ত বা লিন্সদেহের সহিত তাদাস্থা অভেদবৃদ্ধির জন্ম তাঁহার বন্ধন ছিল, বিবেকখ্যাতির ফলে সে তাদান্ত্যবৃদ্ধি তিরোহিত হইল –বামদেব মৃক্ত হইলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার আত্মানি বা সর্বব্যাপী বিধায় আরও সংখ্যাতীত চিত্ত বা লিম্পদেহের সহিত তাঁহায় সংযোগ অক্ষ রহিল। অতএব তাঁহার বতন ঘুচিবে কিরূপে? यहि रह একচিত্তের সহিত বিবিক্ততা হইলে, সমস্ত চিত্তের সহিতই বিবিক্ততা মূ— তবে অবৈতবাদীও ঐ উত্তর দিবেন—এক উপাধি হইতে বিনিম্ ক হইনে, সমস্ত উপাধি হইতেই বিনিম্ ক্ত হওয়া যায়—ইহাই মোক বা কৈবলা। আমরা দেখিয়াছি যে, সাংখামতে রামের চিত্তবৃত্তি রামনামধারী প্রুম উপচরিত বা প্রতিফলিত হইরা রামের অন্নভৃতি বা perception উংগ্র करत—তाहात्र करन त्राम निष्करक स्थी, इःथी, कामी, ब्लांधी हेजापि सन করে। কিন্তু রামনামধারী পুরুষ যথন সর্বগত, তথন শ্রাম-নামগরী পুরুষের চিত্তের সহিতও তাহার নিশ্চরই সংযোগ আছে —অভএব শান্ধে চিত্তবৃত্তি রামে এবং রামের চিত্তবৃত্তি শ্যামে কেন উপচরিত হইবে না? **७**४ भारिमत त्कन — জগতে यङ পুरूष আছে, यथन সুকল পুरूरावरहे यख স্ব স্ব চিত্তবৃত্তি—তথন প্রতিক্ষণে প্রত্যেক পুরুষেই অন্ত সমস্ত পুরুষের চিত্ত বৃত্তি সংক্রামিত হওরা উচিত। অতএব সাংখ্যোক্ত পুরুষের বহুত্ব ও বিহুর্থ স্বীকার করিলে, জন্মযুত্যুর ব্যবস্থা ত' দ্রের কথা, চিত্তবৃত্তি-সাংকর্মে ( mixture ) मञ्जावनारे मृत्र रग्न ना। श्रूकवरक विज् व्यथि वह विनिध এতই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হর। এই মতের অযৌক্তিকতা প্রতি<sup>পানি</sup> ক্রিবার জন্ম অধ্যাপক মোক্ষমূলর্ একস্থলে লিখিয়াছেন —

If the Purusha was meant as absolute, as eternal,

immortal and unconditioned, it ought to have been clear to Kapila that the plurality of such a Purusha would involve its being limited, determined or conditioned, and would render the character of it self-contradictory.

\* \* Many Purushas, from a metaphysical point of view, necessitate the admission of one Purusha. \* \* Because, if the Purushas were supposed to be many, they would not be Purusha, and being Purusha they would by necessity cease to be many.—Max Muller's Six Systems of Indian Philosophy, page 375.

ব্দর্থাৎ, 'পুরুষ যদি বিভূ হয়, তবে বহু হইতে পারে না। আর যদি বহু হয়, তবে বিভূ হইতে পারে না। আরও কথা এই যে, বহু পুরুষ স্বীকার করিলে বাধ্য হইয়া এক পুরুষ-বিশেষ ( ঈথর ) স্বীকার করিতেই হয়।'

অধ্যাপক রাধাক্বফন্ও পুরুষ-বহুত্বের অনৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে নিথিয়াছেন—

An absolute, immortal, eternal and unconditioned 'Purusa,' can not be more than one. If each 'Purusa' has the same features of consciousness—all pervadingness—if there is not the slightest difference between one 'Purusa' and another, (since they are free from all variety), then there is nothing to lead us to assume a plurality of 'Purusa.' \* \*

If all the objects are reduced to one as the subjects may also be reduced to one universal Spirit, which, in the empirical individuals of the world, has to

contend with the manifold impediments of matter. \* \*
The different arguments prove the plurality of actual souls in relation to 'Prakriti', and not of the Purusa' we reach by way of abstraction. Plurality would involve limitations; and an absolute, immortal, eternal and unconditioned 'Purusa' can not be more than one. If the being of 'Purusa' were necessary for the play of 'Prakriti,' one 'Purusa' will do. \* \*

### অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ পুনশ্চ বলিতেছেন—

A truer philosophy tells us that subject and object are distinguished within consciousness or knowledge. They do not happen to come together but are really inseparable from each other. If experience were allowed to speak for itself, it will tell us that subject and object are presented as one—that they are in organic unity, which exist as terms in a living process, in and through each other or in and through a universal which transcends them both, though it does not exclude them. The fundamental fact of a universal consciousness is the presupposition of all knowledge. The area should be really this one universal Self, though it is regarded as many, on account of the confusion between the psychological and the metaphysical Self.

প্ৰ-চ—If all the objects are reduced to one Prakriti, the subjects may also be reduced to one universal Spirit, which in the empirical individuals of the world, has to contend with the manifold impediments of matter.

এ আপত্তির উত্তর সহজ নয়, সেইজগুই বেদান্ত বলেন—প্রকৃতি ও পুরুষ দেই এক অদিতীয় পরমাত্মার বিভাব মাত্র – যতঃ প্রধানপুরুষী।

भू-- 'Purusa' is not a sort of supernatural hold-all to take in all conscious experiences. Throughout the Sankhya, there is a confusion between the 'Purusa' and the 'Jiva.' \* \* There does not seem to be any need to pass from the manyness of empirical souls, which all philosophers admit, to the manyness of eternal selves, which the Sankhya upholds. If each 'Purusa' has the same features of consciousness,—all pervadingness, if there is not the slightest difference between one 'Purusa' and another, since they are free from all variety, then there is nothing to lead us to assume a plurality of 'Purusas'. Multiplicity without distinction is impossible. That is why even the Sankhya commentators like Goura-pada are inclined to the theory of one 'Purusa.'

অধ্যাপক রাধাকুফন্ গৌড়পাদের যে উক্তি লক্ষ্য করিলেন, তাহা <sup>এই—অনেকং</sup> ব্যক্তম্ একম্ অব্যক্তং পুমান্ অপি এক: (১১ কারিকার

<sup>88</sup> কারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ মোক্ষের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিতে-ছন—তথন কি হয় ? স্ক্রং শরীরং নিবর্ততে পরমাত্মা উচ্যতে।

এ পরমাত্মা ঈশ্বর ভিন্ন আর কে ? এবং তিনি এক বই বছ হইবেন কিন্নপে ?

বুত্তিকার অনিক্ষণ পুরুষ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন —

স ( পুরুষ: ) দ্বিবিধ: পরণ্ট অপরশ্চেতি। পর পুরুষ কে ? দিনি
'বিভৈশ্বর্ধবিশিষ্ট: সংসারধর্টা: ঈষদপি অসংস্টা: পরো ভগবান্ মহেবর:
সর্বজ্ঞ: সকলজননাং বিধাতা।' আর অপর পুরুষ ? তিনি দ্বীব—
অপরক্ত চ জীবস্ত স্বাহ্মভবাং এব সিদ্ধি: —২।১ সাংখ্যস্ত্রের বৃদ্ধি।

বিজ্ঞানভিক্ষ্ও প্রুষের প্রসঙ্গে এক জন universal প্রুষ খীকা করিতে বাধ্য হইরাছেন—দ হি পর: পুরুষদামাতাং দর্বজ্ঞানশিজ্যা দর্বকতৃ তাশজিমং চ (৩। ২৭ সাংখ্যস্থত্তের ভাষ্য)। এই General Collective Universal পুরুষ—যিনি দর্বজ্ঞ ও দর্বশক্তিমান্, তিনি পুরুষোত্তম পরমান্থা ভিন্ন আর কে ?

পুরুষ-বিশেষের কথা আমরা আগামী অধ্যায়ে বলিব—এখন পুরুষে কথা সাঙ্গ করি।

অতএব দেখা বাইতেছে, উপাধিব বিশিষ্টতার বারাই প্রক্ষের ভেদ দিব করিতে হর—তা' দে পুরুষ এক হউক, কি বহু হউক—তাহাতে আদে বার না। তাহাই বদি হয়, তবে 'উপাধির্ভিগতে ন তু ত্বান্' এ ক্ষা আমরা কিরপে সমর্থন করিতে পারি? স্থর্বের শুল্ল রশ্মি রভিন কালে মধ্য দিয়া আসিলে পীত, লোহিত, হরিং প্রভৃতি নানা বর্ণ ধারণ করে বি কি? বিশেষতঃ বখন উপনিষদে স্পষ্টভাবে উপাধির উপদেশ পার্জন বাইতেছে—

বথা হ্বরং জ্যোতিরাত্মা বিবস্থান্
অপো ভিন্না বহুধৈকোংহুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেবঃ ক্ষেত্রেধেবম্ অজোংয়ম্ আত্মা॥

'বেমন জ্যোতিঃস্বরূপ স্থর্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশরে বহুরূপে প্রকাশিত হয় (উপাধিকত তাহার এই ভেদ), সেইরূপ ছাতিমান্ অনাদি প্রমান্ধা ক্ষেত্রভেদে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন।'

দেই জন্ম আমাদের মনে হয় যে, এ সম্বন্ধে সাংখ্যদিগের উপাধি-প্রত্যা-গ্যান অপেকা বেদান্তের উপাধি-অঙ্গীকারই যুক্ততর—কারণ, তদ্বারা ষেমন সম্বতভাবে জন্মাদির ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়, সাংখ্যমতে সেরূপ হয় না। প্রক্ষ যদি এক, তবে এক জীবের কর্ম অপর জীবের কর্মের সহিত মিশ্রিত হইরা নায় না কেন ? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বিলিয়াছেন—

অসম্ভতেশ্চাব্যতিকরঃ।

আভাস এব চ। — ব্রহ্মস্ত্র, ২।৩।৪৯-৫०

উপাধিতন্ত্রে। হি জীব ইত্যুক্তম্। উপাধ্যসন্তানাচ্চ নান্তি জীবক্ষতানঃ। ততশ্চ কর্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি। আভাস
এব চৈষ জীবঃ পরস্যাত্মনো জলস্থর্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ। ন স এব
নান্দান্নাপি বস্তন্তরং। অতশ্চ যথা নৈকন্মিন্ জলস্থ্যকে কম্পমানে জলস্থ্যকান্তরং কম্পতে, এবং নৈকন্মিন্ জীবে কর্মফলসম্বন্ধিনি জীবান্তরস্য তৎক্ষম্বং। একম্ অব্যতিকর এব কর্মফলয়োঃ—শঙ্করভাষ্য

দ্বীব উপাধিতন্ত। যখন উপাধি বিভিন্ন, যখন সেই উপাধিসমূহ পরন্পর মিশ্রিত হইতেছে না, তখন জীবগণই বা মিশ্রিত হইবে কেন? শত্রুব, জীবগণের কর্ম ও ফল মিশ্রিত হইয়া যায় না। যেমন জলে সর্বের প্রতিবিম্ব, সেইরূপ জীবে ব্রন্মের প্রতিবিম্ব। জীব ঠিক ব্রন্ম নহেন, ব্রূম হইতে ভিন্ন পদার্থও নহেন। যেমন এক জলে প্রতিবিম্বিত স্বর্ধ ক্ষেই জলের কম্পানে কম্পিত হইলেও, অন্ত জলে বিম্বিত স্বর্ধ কম্পিত হবলও, অন্ত জলে বিম্বিত স্বর্ধ কমিত হবলও, অন্ত জলে বিম্বিত স্বর্ধ কা, সেইরূপ এক জীবের কর্মফল-সম্বন্ধ হইলেও অন্ত জীবের হয় না। শত্রুব জীবগণের কর্ম-সাংকর্যের আশহা অমূলক।

শার এক কথা। শাস্ত্রবাক্য একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলে

দেখা যায় নে, পুক্ষের এক বই শাস্ত্রসম্মত-এ সকল শ্রুভিক্র 'জাতিপর' বলিলে তাহাদিগের প্রকৃত অর্থের অবজ্ঞা করা হয়। আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেং। তথাবৈত্যকো হুনেকফো জলাধারেবিবাংশুমান্॥

'বেমন এক আকাশ ঘটাদি ভেদে পৃথক্ হয়, বেমন এক স্ব জ্লে আধার ভেদে পৃথক্ হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক (দেছে) থালি বিভিন্ন হইয়াছেন।'

> সিতনীলাদিভেনেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ। ভান্তদৃষ্টিভিরেবাত্মা তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্॥

'বেমন এক আকাশকে ভান্তদৃষ্টিতে পেত, নীল ইত্যাদি ভিন্ন মনে ম দেইত্নপ এক আত্মাকে ভান্তদৃষ্টির ফলে পৃথক্ পৃথক্ মনে হয়।'

ষথা প্রকাশরত্যেকঃ ক্রংস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্রেন্ত্রং ক্ষেত্রী তথা ক্রংস্নং প্রকাশরতি ভারত।—সীতা, স্তাও
'যেমন এক সূর্য সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, সেরপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।'

> স্ববোনিরু বথা জ্যোতিরেন্ধং নানা প্রতীরতে। বোনীনাং গুণবৈষন্যাং তথাত্মা প্রস্তুতৌ স্থিতঃ ॥—ভাগবত, <sup>৩২৮৪</sup> (প্রকৃতৌ=দেহে —শ্রীধর)

'বেনন এক অগ্নি আধারের গুণভেদে বিভিন্ন প্রতীয়মান হয়, দেই।' নেহস্থিত আত্মা গুণের বৈবন্যো বিভিন্ন প্রতীয়নান হয়।'

এই সমস্ত শ্রতি-শ্বতিবাকো পুদ্বের একত্ব বিস্পাই উপনিই নেখিতেছি তবে কি করিয়া সাংখ্যমতের প্রতিকানি করিয়া বলি—ইহারা 'গ্রতিপর'!
আনরা দেখিরাছি, পুরুষকে বিভূ ( দর্বগত ) বলাতে সাংখ্যের কি

অনস্বতিদালে আবন্ধ হইরাছেন। সাংখ্যনতের অনুসরণ করিলে <sup>এ রাং</sup> ছিন্ন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু উপনিবদের অনুসরণ করিয়া যদি জী<sup>বকে ব্রুৱ</sup>

জ্বশ্ব\* (Radiation) বলি---যদি বলি, জীব ব্রন্ধ-অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, ব্রন্ধ-দিল্লুর বিন্দু, ব্রন্ধ-ন্নপ চিদাকাশের চিন্মাত্র (Monad)—তবে বোধ হয় উল্লিখিত আপত্তির স্থমীমাংসা হইতে পারে।

বথা স্থদীপ্তাং পাবকাদ বিক্ষ্নিদাঃ
দহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ! ভাবাঃ
প্রজারন্তে তত্র চৈবাপি বন্তি ।—নৃত্তক, ২।১।১
[ ভাবাঃ = জীবাঃ ]

श्वार्धः कूपा বিক্লিন্ধা বৃচ্চরন্তি এবনেবাম্মান্ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ দর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি বৃচ্চরন্তি—বৃহদারণ্যক, ২।১।২০

'বেমন স্থনীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানরপ বিফ্লিক্স নির্গত হয়, দেইরপ অকর (ব্রহ্ম) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিনীন হয়।'

'বেমন অগ্নি হইতে কুন্দ্র বিক্ষ্ব্রলিম্ব নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা ইতৈ সমন্ত প্রাণ, সমন্ত লোক, সমন্ত দেব, সমন্ত ভূত নির্গত হয়।'

বন্ধ নিরংশ নিরবয়ব বস্তু—তাঁহার অংশ (খণ্ড) সম্ভবপর নয়। তবে
উপাধির অবচ্ছেদ লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার Radiationকে অংশরপে
কর্মনা করা হয়—যেমন জলময় ঘটের অন্তর্গত জলাংশকে লক্ষ্য করিয়া
অথবা স্থের রশ্মিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পৃথক্ ভাবনা করা যায়।
এ বিষয়ে আমি অন্তন্ত্র সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি!—এথানে ইপিতমাত্র
করিব।

d

<sup>\*</sup>অংশো নানাব্যপদেশাৎ—ব্ৰহ্মস্ত্ৰ, ২৷৩৷৪৩

বনৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সন্তিনঃ—গীতা, ১৫।৭

বিষানার 'বেদান্ত পরিচয়ে'র 'সোহং' অধ্যায় এবং 'গীতার ঈবরবাদে'র বোড়শ অধ্যায়

যাঁহাকে আমরা চিন্মাত্র বা কৃটস্থ বলি,\* তিনি আমাদের দহরকোশ-স্থিত আত্মা। ঐ দহরকোশ পরম স্ক্র্ম উপাদানে গঠিত—'নীবারশৃক্র তন্ত্রী, বিহ্যাল্লেথেব ভাস্বরা'—নীবারধান্তের অগ্রভাগের স্তায় তন্ত্র (কৃষ্ণ) এবং বিহ্যাৎদামের স্তায় উজ্জ্বল। উপনিবদের ভাষায় ইহাকে গুহা, গল্পয়, স্কুদয় প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়।

গুহাহিতং গহুরেষ্ঠং পুরাণম্—কঠ, ১।২।১২
- হদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।৭
স বা এব আত্মা হদি। হদি অরম্ ইতি তত্মাৎ হদরম

—ছান্দোগ্য, ৮াএ০

অন্তত্ৰ ইহাকে অন্তরাকাশ বলা হইয়াছে—

য এষোহন্তর্দায় আকাশ ন্তশ্মিন্ শেতে—বৃহ, ২৷১৷১৭

অস্মিন্ বন্ধপুরে দহরং পুগুরীকং বেশা, দহরোহস্মিন্ অন্তরাকাশঃ র্জন্বদন্তঃ তদ্ অন্তেইবাম্—ছান্দোগ্য, ৮।১।১

'এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) একটি অতি ক্ষ্দ্র পুঞ্জীকরূপ গৃহ (রুজ আছে—তথার ক্ষ্ম অন্তরাকাশ বিরাঙ্গিত। তাহাতে বাহা অন্তর্গত তাঁহার অন্নেষণ কর।' কারণ, ইনিই তিনি।

এই দহরকোশ-উপহিত আত্মাকে লক্ষ্য করিলে জীব বা পুরুষকে খা বলিতে হয়। উপনিষদ তাহাই বলিয়াছেন—

এবোংণ্রাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ—মৃগুক, ৩।১।৯ 'এ<sup>ই</sup> অণু আত্মাকে চিত্তের দারা জানিতে হয়।'

<sup>\*ইনিই গীতার অক্ষর প্রুষ ( Monad ) —</sup> কুটম্বোহক্ষর উচ্যতে—গীতা, ১৫/১৬

ভাগবতও এই মমে বিলিতেছেন—
তদা প্রুষ আন্ধানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্।
নিরম্ভরং স্বয়ংজ্যোতি রণিমানম্ অখণ্ডিতম্।
পরিপশুত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্ছতোজসম্॥—৩।২৫।১৭-১৮

বালাগ্ৰশতভাগস্থ শতধা কল্পিতস্থ চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেরঃ স চানস্ত্যায় কল্পতে ॥—শ্বেলাশতর, ৫।৯
'কেশের অগ্রভাগকে শত থণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে যদি আবার শত
ভাগ করা যায়, তবে তাহাই জীবের পরিমাণ। সেই জীবকে জানিলে
অমর্থ লাভ হয়।'

অথচ এই অণু জীবাত্মাই বিভূ পরমাত্মা হইতে, অভিন্ন—তন্তমদি, সোহং, অয়মাত্মা বন্ধ।

যাবানু বা অয়মাকাশ: তাবান্ এবোহস্তর্দয় আকাশ:

—ছান্দোগ্য, ৮৷১৷৩

'সেই ব্রহ্মরণ চিদাকাশ যেমন বৃহং, এই অন্তরাকাশরণ চিন্মাত্রও ডেমনই বৃহং।' সেই জন্ম তিনি অণু হইয়াও মহানু—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্

আত্মাস্ত জন্তো নি হিতো গুহারাম্। —কঠ, ১।২।২•

'আমাদের গুহাহিত আত্মা (পুরুষ) অণু হইতেও অণু এবং মহান্ হইতেও মহান্।' এই যে অতর্ক্য বৈচিত্র্যা, জীব-ব্রন্ধের এই অচিন্ত্য ভেদা-ভেদ—ইহা আমাদের বৃদ্ধিগ্রাহ্ম নহে\*—বোধিগম্য। সংযতচিত্তে একান্ত-ভাবে গভীর ধ্যান-ধারণা করিলে, এই রহস্ত কথফিং হদমক্ষম হইতে পারে।ক

সাংখ্যোক্ত পুরুষ-তত্ত্বের আমরা এখানেই উপসংহার করি। আগামী দ্যায়ে 'পুরুষ-বিশেষ' সম্বয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

elt can not be formulated to the intellect.

<sup>† এই রহন্ত</sup>, এই অচিস্তা ভেদাভেদ একথানি তিবতীর গ্রন্থে অতি <del>ফুল</del>র ভাবে বিবৃত ইংগাছে—

And now the self is lost in Self, thyself into Thyself, merged in that Self, from which thou first didst radiate.

Where is thy individuality, Lanoo, where the Lanoo himself? It is the spark lost in the fire, the drop within the Ocean, the ever-present ray become the All and the Eternal Radiance.

-Voice of the Silence (Translated by Madam Blavatsky)

# অফ্টম অধ্যায়

## পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর

গত অধ্যায়ে আমরা সাংগ্যদিগের অহুমোদিত পুরুষ-বছুছের আলোচন করিয়ছি। আমরা দেখিয়ছি যে, প্রচলিত সাংখ্যমতে পুরুষ জ্ব নহেন—বহু, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। এই মতের স্বপক্ষে সাংখ্যমারে সকল যুক্তির উপর নির্ভর করেন, ঐ অধ্যায়ে তাহার সমালোচনা করিয়ি এবং দেখিয়াছি যে, বহু পুরুষ স্বীকার করিলে এক পুরুষবিশেষ বা ইয় স্বীকার করিতেই হয়।\* বত মান অধ্যায়ে আমরা সেই পুরুষ-বিশেষ বা ঈশ্বরের আলোচনা করিব।

প্রচলিত সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা দেখিতে গাই দে সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্থাকার করেন না, অর্থাৎ, সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বর। তর্গনাদ অথবা সাংখ্যকারিকার ঈশ্বরের কোনই প্রসঙ্গ নাই। কপিলের নামে প্রচনিঃ সাংখ্য-প্রবচনস্ত্রে ঈশ্বর অঙ্গাক্ত হন নাই, পরস্ত অসিদ্ধ বলিরা প্রত্যাখ্যা হইরাছেন। একন্ত প্রাচীনেরা পাতঞ্চল দর্শন হইতে (বে দর্শনে প্রদ্ বিশেষ—ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হইরাছেন) কাপিল দর্শনকে পৃথক্ করিরা ইয়াদি নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলিয়াছেন। কার্ম পতঞ্জলি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিত্ব (পুরুষ, প্রকৃতি, মহংতব, অর্মাদ পঞ্চত্যাত্র, একাদশ ইন্দ্রির ও পঞ্চমহাভূত) গ্রহণ ও স্বীকার করিয়া ভর্মাদ

-Maxmuller's Six Systems of Indian Philosophy, page 37

<sup>\*</sup>Many Purushas, from a metaphysical point of view, necessitate the admission of one Purusha. \* Because, if the Purusha were supposed to be many, they would not be Purushas, and being Purusha they would by necessity cease to be many.

একটি অতিরিক্ত তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন। সে তব পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বন।

> माजा ज्ञानीक्षितानि मत्नात्षित्रश्ःकृष्ठिः। महान् श्रधानः ज्ञानि यष् विःमः প्रतम्बदः।

পতঞ্চলির মতে এই ঈশ্বর প্রকৃতিও নহেন, পুরুষও নহেন। তিনি পুরুষ-বিশেষ। তিনি প্রধান ও পুরুষ হইতে ব্যতিরিক্ত।

অথ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোহয়ং ঈশব্রো নাম—ব্যাসভাষ্য অতএব যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা অসঙ্গত নহে। কিন্তু কাপিল-দর্শন কি বস্তুতঃ নিরীশ্বর ?

প্রবচন-স্ত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষ্ একথা স্বীকার করেন না। তিনি বনেন বে, স্থাকার "অভ্যুপগমবাদ" অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্থাকারের অভিপ্রান্ন এই বে, যদিই বা তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না, তাহাতেও মৃক্তির কোনও
বাধা হইতে পারে না। নিজ ভাষ্যের ভূমিকায় বিজ্ঞানভিক্ষ্ এ বিষয়
বিশদ করিয়াছেন—

বগ্দীমাংদা-বোগাভ্যাং তু বিরোধোহন্তোব। তাভ্যাং নিত্যেশর-নাধনাং। অত্র চেশ্বরশু প্রতিবিদ্ধমানতাং।

অশ্বিরেব শান্তে ব্যাবহারিকসৈত্রবশ্বর-প্রতিষেধস্তৈশ্বর্ধবেরাগ্যাম্বর্থম্ অনুবাদখোচিত্যাং। যদি হি লৌকায়তিকমতামুদারেণ নিত্যৈশ্বর্থং ন প্রতিবিধাত, তদা পরিপূর্ণনিত্যনির্দোধৈশ্বর্ধ-দর্শনেন তত্র চিত্তাবেশতো বিবেকাভাদপ্রতিবন্ধঃ স্থাদিতি সাংখ্যাচার্ধাণামাশয়ঃ।

Œ

অর্থাৎ, সাংখ্যাচার্যদিগের প্রকৃত অভিপ্রায় এই যে, পাছে নিডা ঈন্ধর
স্বীকার করিলে তাহার পরিপূর্ণ, নিতা, নিদেশি ঐশর্য দর্শনে তাহাতে
চিত্তের অভিনিবেশবশতঃ বিবেকের প্রতিবন্ধক ঘটে, সেইক্ষণ্ড লোকারত
মতের প্রতিধ্বনি করিয়া সাংখ্যেরা নিতা-ঈশরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।
অতএব ব্ঝিতে হইবে যে, এই সাংখ্যশাস্ত্রে ঐশ্বর্যের প্রতি বৈরাগাসিদ্ধি
নিমিত্তই ঐ ঈশরের প্রত্যাখ্যান। ইহা "অন্থবাদ" মাত্র; ইহার
ব্যাবহারিক ঔচিত্য ( Pragmatic value ) আছে। ইহাকেই বল
"অভ্যপগ্রমবাদ"।

তত্মাদ ভূপগমবাদপ্রোটিবাদাদিনৈব সাংখ্যস্ত ব্যাবহারিকেশ্বর-প্রভি-ষেধপরতারা ব্রহ্মমীমাংসা-যোগাভ্যাং সহ ন বিরোধঃ॥

বিজ্ঞানভিক্ষ্ বলিতেছেন যে, সাংখ্যদিগের ঈশর-প্রত্যাখ্যান ব্যন 'অভ্যুপগমবাদ' অবলম্বন করিয়া ব্যাবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধির জয়—ত্যন বেদান্ত ও যোগদর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের বিরোধ আশম্বা করিবার কারণ নাই।

৫।১২ সাংখ্যস্ত্রের ভায়ে ভিক্ষ্ এই কথার আবৃত্তি করিয়াছেন—

ত্বাহ্য চেশ্বর-প্রতিবেধ ঐশ্বর্যে বৈরাগ্যার্থম্ ঈশ্বরজ্ঞানং বিনাপি মোক
প্রতিপাদনার্থ্য চ প্রোচ্বাদমাত্রম্ ইতি প্রাগেব ব্যাখ্যাত্রম্।

বিজ্ঞানভিক্ষুর এই মত কি সমীচীন ?

বৈক্ষগত সন্তদাস বাবাজি মহোদয় (প্রাশ্রমের নাম তারাকিশাের চৌধুরী) তাঁহার 'দার্শনিক ব্রহ্মবিছা' গ্রন্থের প্রথম থণ্ডে সাংখাদ্ধের বিবরণ করিছে গিয়া, বিজ্ঞানভিক্ষ্র এই মতের সমালােচনা করিয়ছেন তিনি বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানভিক্ষ্ যে বলেন যে, ঈশ্বরান্তিবের প্রমাণ নাই—এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে; ঈশরের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এই মার্ক্ষই স্থেকারের অভিপ্রায়। চৌধুরী মহাশরের সিদ্ধান্ত এইরূপ—'এই সক্ষ বিচারের ফল এই নহে যে, ঈশ্বর নাই; স্থেকার এই মার্ক্সই প্রতিশা

করিরাছেন বে, ঈশর নিয়ত নিগুণস্বভাব , স্থতরাং তিনি অকর্তা। কিন্তু
চুধকপ্রস্তরকে মাত্র সানিধ্যে লাভ করিরা লোহ বেমন চুধকধর্ম প্রাপ্ত হর,
লোহ বেমন অগ্নিসানিধ্যে উত্তপ্ত হইরা দাহিকাশক্তি লাভ করে, তজ্ঞপ
গুণাজ্বিকা প্রকৃতিও ঈশরের সহিত নিয়ত-সানিধ্য সম্বন্ধে অবস্থিত হওরাতে
ঈশরের সাক্ষাং সম্বন্ধে কোন কার্য বিনাও প্রকৃতি চৈতক্সবিশিষ্ট হরেন।
এইরপে সচেতন হওরাতে প্রকৃতি জগস্রচনা করিতে সমর্থ হরেন। অতএব
সাক্ষাং সম্বন্ধে ইহা সচেতন প্রকৃতিরই কার্য, ঈশরের নহে।' অতএব
চৌধুরী মহাশরের মতে সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বর ত'নহেই, পূর্ণভাবে সেশর।
ইহাই কি প্রকৃত সাংখ্যমত ?

পূর্বাচার্বগণ এ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিরাছেন, তাহার প্রতি
ক্ষা করিলে বলিতে হর বে, এ মত সমীচীন নহে, অস্ততঃ এ মত
পূর্বাচার্বদিগের মতের বিপরীত। এমন কি তাহারা বিজ্ঞানভিক্ষ্র
'অভ্যপগমবাদ'ও স্বাকার করেন নাই। তাহাদের মতে সাংখ্য নিপট
নিরীশ্বরবাদী।

ঐ সম্বন্ধে প্রথমেই ষড়্দর্শনের টীকাকার প্রসিদ্ধ বাচস্পতি মিশ্রের
নতের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। তাঁহার মতে সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান
নাই। সর্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য বাচস্পতি মিশ্রের এই মতেরই
অহুসর্গ করিয়াছেন।

সাংখ্যদর্শনের পরিচয় দিতে গিয়া তিনি
বিন্তিছেন—

নশ্বচেতনং প্রধানং চেতনানধিষ্টিতং মহদাদি কার্ধে ন বাাপ্রিশ্বতে।
জতঃ কেনচিং চেতনেনাধিষ্ঠাত্রা ভবিতব্যং। তথাচ সর্বার্থদর্শী পরমেশ্বরঃ
শীকর্তব্যঃ স্থাদিতি চেং, তদ্ অসঙ্গতম্। অচেতনস্থাপি প্রধানস্থ প্রয়োজনবশেন প্রবৃদ্ধাপাত্তেঃ।

\*<sup>মহামহোপাধার চন্দ্রকান্ত</sup> তর্কালঙ্কার মহাশর তৎকৃত হিলুদর্শনে এই মতেরই পোবকতা করিয়াছেন।—হিলুদর্শন, ২৫৪ পৃ:

'অচেতনা প্রকৃতি চেতনের অবিষ্ঠান ভিন্ন মহদাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব প্রকৃতির কেছ চেতন অবিষ্ঠাতা অবশ্রুই আছেন— তবেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর স্বীকার করিতে হয়—এরপ আপত্তি (সাংখামতে) অসঙ্গত; কারণ, অচেতনা হইলেও প্রয়োজনবশে প্রকৃতির প্রবৃত্তি উপগন্ন হইতেছে। যেহেতু চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্নও পুরুষার্থের জন্ত অচেতনের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তের অভাব নাই।'

এইরপে সাংখ্যশান্তের পরিচয় দিয়া মাধবাচার্য উপসংহারে বলিতেছেন—
এতদর্থে নিরীশ্বরসাংখ্যশাস্তপ্রবত ককপিলান্ত্সারিণাং মতম্ উপজতং ।

প্রসিদ্ধ টীকাকার প্রীবর স্বামী ও মধুস্থনন সরস্বতীরও ঐ মত। গীতার
১৪।১ শ্লোকের টীকায় তাঁহারা লিথিয়াছেন—

স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরো: সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাভয়োণ কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছয়ৈব—শ্রীধর

তত্র নিরীশ্বরদাংখ্যমতনিয়াকরণেন ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগশু ঈশ্বরাধীনক্ষ বক্তব্যম্—মধুস্থদন

অর্থাৎ, নিরীশ্বর সাংখ্যের। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগকে যে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাহা সঙ্গত নহে—সে সংযোগ ঈশ্বর-পরতন্ত্র ।†

- The Sankhya Karika by Horace Wilson, M. A., F. R. S.
াশ্রীশঙ্করাচার্যন্ত গীতাভারের একস্থলে বলিয়াছেন—অথবা ঈশ্বর-প্রতম্ভরোঃ ক্ষেত্র-

অধিকন্ত মহাভারত ১২।১১•।৩৯ শ্লোকে সেশ্বর ও নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রভেদ করিয়াছে ।

<sup>\*</sup> এই মর্মে সাংখ্যকারিকার অনুবাদক হোরেদ্ উইল্সন্ এইরূপ লিখিয়ছেন—
This (Nature's Evolution) is the spontaneous act of Nature.
It is not influenced by any external intelligent principle such as the Supreme Being or a sub-ordinate agent as Brahma; it is without (external) cause. \* \* The atheistical Sankhya, on the other hand, contends, that there is no occasion for a guiding Providence; but that the activity of nature for the purpose of accomplishing its end is an intuitive necessity.

আচার্য ও মনীষিবর্গের এই মতবৈধস্থলে আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হুইব ? আসরা সাংখ্যকে সেশর বা নিরীশ্বর—কি বলিব ?

পূর্বেই বলিরাছি, তব্দমান ও সাংখ্যকারিকার ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই। তথাপি গৌড়পাদ ৬১ কারিকার ভান্তে ঈশ্বরের কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলেন—প্রকৃতিই জগংকারণ —প্রকৃতির কারণান্তর নাই।

তত্মাৎ প্রক্বতিরেব কারণং, ন প্রক্বতেঃ কারণান্তরম্ অন্তি। কেহ কেহ বলেন বটে ঈশ্বরই কারণ—ঈশ্বরং কারণং ক্রবতে—

> অজ্ঞো জন্তরনীশোহয়ং আত্মনঃ স্থখতৃংখরো:। ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছে২ স্বর্গং নরকমেব বা॥

—'তাঁহারই প্রেরণায় অক্ষম অজ্ঞ জীব স্থবতৃংধ-ভোগের জন্ম স্বর্গ বা নরকে গমন করে'—কিন্তু, গৌড়পাদ বলেন —ঈশ্বর বর্থন নিগুর্ণ, তথন তিনি সগুণ লোকসকলের স্রষ্টা হইবেন কিরুপে ?

নিগুণ ঈশ্বর:—সগুণানাং লোকানাং তত্মাৎ উৎপত্তিঃ অযুক্তা।

ঐ ৬১ কারিকার প্রকৃতির স্থকুমারতার (পেলবতার—delicate nature-এর) কথা বলা হইয়াছে—'প্রক্লতেঃ স্থকুমারতরং ন কিঞ্চিৎ অন্তি।' এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অনেকটা ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত গাওয়া নয় কি ?\*

এইরপ বাচস্পতিনিশ্র ৫৬ ও ৫৭ কারিকার টীকায় সাংখ্যমতে ঈশবের নাত্তিত্ব স্থাপন করিরাছেন। ৫৬ কারিকার মুখ্য কথা এই

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতঃ স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভ:।

বাচম্পতি বলেন, এখানে আরম্ভ শব্যের অর্থ সগ'( ফুষ্টি)। ঐ সগ': প্রকৃত্যের ক্বন্তঃ ন ঈশ্বরেগ —ন ব্রহ্মোগাদানঃ। —কেন্দ্র চিতিশক্তেঃ

<sup>\*</sup> হোরেস্ উইল্সন্ এ বিষয় লক্ষ্য করিয়ছেন—Gourapada has gone out of his way rather to discuss the character of a First Cause, giving to 'ক্ষারভর' a peculiar import.

অপরিণামাৎ। যদি বল, স্থাষ্ট প্রকৃতিকৃত হইলেও সে প্রকৃতি ঈশ্বরাধিষ্টিত প্রকৃতি—তাহার উত্তরে বাচম্পতি বলেন—ন ঈশ্বরাধিষ্টিত প্রকৃতিকৃতঃ—কেন ? নির্ব্যাপার ঈশবের অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব—নির্ব্যাপারন্ত অধিষ্ঠাতৃত্বাসম্ভবাৎ।

সত্য বটে, ব্রহ্মস্ত্র বলিয়াছেন —ব্রহ্মই বিশ্বের প্রকৃতি—প্রকৃতিক গীয়তে। বাচস্পতি ইহারও প্রতিবাদ করিলেন—ন ব্রহ্মোপাদানঃ।

সাংখ্যেরা বলেন বটে—স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভ: । প্রকৃতির এই 'unconscious teleology' লক্ষ্য করিয়া যদি বল—ন চ প্রকৃতিঃ অচেজা এবং ভবিতুম্ অর্হতি। তম্মাৎ অন্তি প্রকৃতিঃ অধিষ্ঠাতা চেতনঃ। এবং প্রকৃতির সেই চেতন অধিষ্ঠাতা সর্বার্থদর্শী ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত কেহ নহেন—তাহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন—

বংসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরশু যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্ত । পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানশু॥

ইহাই ৫৭ কারিকা। এক কথায়—ধেমুবং বংসায় (সাংগ্রন্থ বাত্রণ)। বংসের পোষণের জন্ম যথন অচেতন দুগ্ধের নিঃম্রাব হয়, অচেতন প্রকৃতিরও পুরুবের কৈবল্যার্থ প্রবৃত্তি কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। বংস বিবৃদ্ধির উপমান (analogy) কতটা সঙ্গত, যথাস্থানে আমরা তাহার বিচার করিব। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই বে, এই প্রসঙ্গে বাচম্পতি মিশ্র সাংখ্যের নান্তিকতার বেশ একটু বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, অচেতনা হইলেও প্রকৃতিরই স্বাষ্টি-বিষয়ে প্রবৃত্তি সম্ভব্ধ স্বীব্রত্তি অসম্ভব। কেন ?

যিনি প্রেক্ষাবান্ (intelligent), তাঁহার প্রবৃত্তি ছই কারণে হইতে পারে—হয় স্বার্থ, নয় কারুণ্য। ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্বন্ধে কি স্বার্থ পাকিতে পারে? তাঁহার অনবাপ্ত বা অবাপ্তব্য কিছু আছে কি? ন হি অবার্থ সকলেপ্ সিতস্ত ভগবতো জগং স্বত্তঃ কিমপি অভিলবিতং ভবতি।

(এ প্রশ্নের বেদান্তে সহজ উত্তর। স্বাষ্টি তাঁহার লীলাকৈবল্য--লীলা-কৈবল্য মাত্রম্।)

নাপি কারুণ্যাং অস্ত সর্গে প্রবৃত্তিঃ—করুণার বশেও ঈশরের স্ষ্টিকার্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কেন ?

বাচম্পতি তাহার উত্তর দিতেছেন—স্থান্টর পূর্বে জীবগণের শরীর, মন: ইতাদি না থাকায় তৃঃথও ছিল না, সে স্থলে করুণার অবকাশ (occasion) কোথায় ? আর স্থান্টর পরে জীবদিগকে তৃঃখী দেখিয়া ঈশরের করুণা ইইল—যদি এ কণা বল, তবে ত' ইতরেতরাশ্রম দোষ ঘটে—

कांक्रांन रुष्टिः, रुष्टे। ह कांक्र्गम्।

যদি স্বীকার করা যায় যে, করুণা-প্রেরিত হইয়াই ঈশর সৃষ্টি করিরাছেন—তবে প্রশ্ন উঠিবে—সর্বশক্তিমান্ তিনি সকলকে স্থা করিয়া স্বজন করিলেন না কেন? কেহ স্থা, কেহ ত্থা—এ কিরুপ করুণা? স্থাখন এব জন্তুন্ স্বজেরন্ ন বিচিত্রান্। যদি বল, ঈশরের স্থি জীবের কর্মবৈচিত্র্য-সাপেক্ষ— কর্মবৈচিত্র্যাৎ বৈচিত্র্যম্ ইতি চেৎ কৃত্যম্ স্থা প্রাবের কর্মবৈচিত্র্য-সাপেক্ষ— কর্মবৈচিত্র্যাৎ বৈচিত্র্যম্ ইতি চেৎ কৃত্যম্ স্থা প্রেক্ষাবতঃ কর্মাধিষ্ঠানেন। তিনি ত কর্মে অধিষ্ঠান না করিলেই গারিতেন—না করিলে কর্মও ফলপ্রস্থ হইত না—শরীরাদিও উৎপন্ন হইয়া দ্বীবের ত্থে উৎপন্ন করিত না। তা' ছাড়া কর্ম নিজেই ফলদানে সমর্থ— ভজ্জ্য বিধাতা-প্রক্ষবের হণ্ডক্ষেপ নিস্প্রয়োজন, ইত্যাদি। বাচম্পতি অন্তর্জ্বে ইহার বিপরীত কথাই বলিয়াছেন—

ঈশ্বস্তাপি ধর্মাধিষ্ঠানার্থং প্রতিবন্ধাপার এব ব্যাপার:।

প্ল-চ—ন তু ধর্মাদয়: ( অর্থাৎ, কর্ম ) প্রবোজকা:, তেবামপি প্রক্ষতিকার্যজাং \* \* ন চ প্রুষার্থোহপি প্রবর্তক: কিন্তু তত্তদেশোন স্বরর:।

সাংখ্য-কারিকার প্রাচীন টীকাকার গৌড়পাদ কিন্তু উক্ত হুই কারিকার ভাষ্টে ঈর্বরের অন্তিত্ব-নান্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করেন নাই। অতথ্য ইহাই ঠিক যে, তত্ত্বসমাস বা কারিকার ঈর্বরের কোন প্রসন্থ নাই।

স্থতরাং বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সাংখ্যপ্রবচন-স্ত্তের আশ্রয় নইতে হইতেছে। স্ত্রকারের এ সম্বন্ধে উপদেশ কি ?

স্ত্রকার একাধিক স্থলে স্পষ্টভাষার বলিয়াছেন যে, প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ।

ঈশ্বাসিদ্ধে: — সাংখ্যস্তর, ১৷৯২
প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধি: — সাংখ্যস্তর, ৫৷১০
তৎকর্তু: পুরুষস্থাভাবাৎ ঐ, ৫৷৪৬
নেশ্বাধীনা প্রমাণাভাবাৎ—সাংখ্যস্তর, ৬৷৬৪

এই দক্ষ ও তৎসম্পর্কিত অক্সান্ত স্থেরে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখিতে পাই—প্রথম অধ্যারে স্থাকার বনিভেছেন— ত্রিবিধং প্রমাণম্—সাংখ্যস্তা, ১৮৭

কি কি প্রমাণ ? প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ৮৯ স্তে স্তকার প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—সে লক্ষণ এইরূপ:—

যৎসম্বন্ধং সং তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষম্

—সাংখ্যস্ত্র, ১৮১

অর্থাৎ, কোন বস্তুর সহিত (ইন্দ্রিয়-সহযোগে) সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয় বৃদ্ধি তদাকার ধারণ করিলে যে বিজ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহার নাম প্রত্যাহ্ব এ লক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, যোগিগণ যথন অতীত ও অনাগত বস্তুসকল প্রত্যাক্ষ করেন, তথন এ লক্ষণের "যোগী-প্রত্যাক্ষে" অ্যাধি ঘটিতেছে। ইহার উত্তরে স্তুকার বলিতেছেন যে, অতীত ও অনাগত বস্তুসকলও স্কুল্ম (লীন) অবস্থায় বর্তমান কালেও বিশ্বমান রহিয়াছে। অতএব তাহাদের সহিত যোগীর চিত্তের সম্বন্ধ অসিদ্ধ নহে। এর্কা সম্বন্ধ হইতেই যোগীদিগের অতীত ও অনাগত বস্তুর প্রত্যাক্ষ হয়। অতএব পূর্বোক্ত প্রত্যাক্ষ লক্ষণ যোগীর প্রত্যাক্ষ সম্বন্ধেও থাটে।

লীনবস্তুল্কাতিশয়সম্বন্ধাদা অদোবঃ—সাংখ্যস্ত্ত, ১১৯১

পুনন্চ আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বর যথন সর্ববাদিসম্বতিমতে নিরাকার ও অপরিচ্ছিন, তথন তাঁহার কোন ইন্দ্রিরের সহিতই সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না এবং বৃদ্ধিও তদাকারে আকারিত হইতে পারে না। তবেই পূর্বোক্ত প্রতাক-লক্ষণের ঈশ্বর-প্রতাক সম্বন্ধে অব্যাপ্তি ঘটিতেছে। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

ঈশবাসিদ্ধে:—সাংখ্যস্ত্ত, ১৷৯২\*

অর্থাৎ, ঈশ্বরই যথন অসিদ্ধ, তাঁহার সম্বন্ধে যথন প্রত্যক্ষ, অমুমান ও আগ্রয়—ত্রিবিধ প্রমাণেরই অভাব, তথন তাঁহার প্রত্যক্ষের কথাই উঠিতে পারে না। অতথ্য আমাদের প্রত্যক্ষ-লক্ষণের কোন বাধা হইল না।

\*There is no sensible evidence ( 名可奉 ), or inferential knowledge ( অনুমান ), or scriptural testimony ( আগম ) of Iswara.

-Prof. Radha Krisnan.

এই পুত্রের ভাষ্টে বিজ্ঞানভিকু তাঁহার পূবে নিমিধত অভ্যাপগম বা প্রৌট্রাদের আর একবার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য এইরূপ:—ঈখরে প্রমাণাভাবাৎ ন দোৱা ইতাত্ম্বত তে। অয়ং চেম্বরপ্রতিষেধ একদেশিনাং প্রোচ্বাদেনৈবেতি প্রাণেব প্রতি-গাঁদিতং। অশুখা হীম্মরাভাবাং ইত্যেব উচ্যেত। অধ্যাপক ম্যাক্স্মূলর্ যেভাবে সাংব্যমতের বিবরণ করিরাছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি বিজ্ঞানভিন্মর এই প্রোঢ়িবাদের অনেকটা পক্ষপাতী। প্রোঢ়িবাদ অনেক অংশে আইনব্যবসায়ীর Assuming but not admitting ধরণের। অর্থাৎ, যদিই তর্কস্থলে স্বীকার করা বায় যে ঈখর নাই, তথাপি—! এ সম্বন্ধে মাাক্স্মূলরের উক্তি এই --

It is true that the Shankhya Philosophy was accused of atheism, but that atheism was very different from what we mean by it. was the negation of the necessity of admitting an active or limited personal god.-Indian Philosophy, p, 865

Nor does he enter on any arguments to disprove the existence of one only God. He simply says—and in that respect he does not differ much from Kant—that there are no logical proofs to establish that existence, but neither does he offer any such proofs for denying it.—Maxmuller, Indian Philosophy, p. 397

ঈশ্বর বে অসিদ্ধ—ইহার যুক্তি কি ? তহত্তরে স্ত্রকার বলিভেছেন—
ঈশ্বর হয় মৃক্ত, না হয় বদ্ধ ; কিন্তু তিনি এই ছ'য়ের কোনটিই হইতে
পারেন না। কারণ, তাঁহাকে যদি বদ্ধ স্বীকার করা যায়, তবে তাঁহা দ্বার
এই বিচিত্র স্বাষ্টি কথনই সিদ্ধ হইতে পারে না। আর তিনি যদি মৃত্
হন, তবে তো তিনি আপ্তকাম, পূর্ণাংপূর্ণ—কোন্ প্রয়োজনে, কিসের প্রেয়
তিনি স্বাষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন ? অত এব ঈশ্বরের অসিদ্ধি সিদ্ধ হইন।

মৃক্তবদ্ধয়ো রম্মতরাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ—সাংখ্যস্ত্ত্র, ১৯৯৬ উভয়থাপি অসংকরত্বমৃ—ঐ, ১১৯৪

ঈশবোহভিমতঃ কিং ক্লেশাদিম্ভো বা তৈ বন্ধো বা। অন্তত্যস্থাদি
অসম্ভবাৎ নেশ্ববিদিরিতার্থঃ।—বিজ্ঞানভিক্ষ

মৃক্তত্বে সতি ন শ্রষ্ট্, বাছক্ষমন্বমিত্যর্থঃ—বিজ্ঞানভিক্

তাহাই বদি হয়, ঈশ্বর বদি অসিদ্ধই হন, তবে ঈশ্বর-প্রতিপাদের সকল শ্রুতি আছে, তাহাদের কি গতি হইবে? তত্ত্তরে স্ত্রনা বলিতেছেন—

মৃক্তাত্মনং প্রশংসা উপাসা সিদ্ধশু বা—সাংখ্যস্ত্র, ১১৯৫

অর্থাৎ, ঈশ্বরবিষরক শাস্ত্রবাক্যসকল মৃক্তাত্মাদিগের প্রশংসাস্থচক অথবা

সিদ্ধ পুরুষদিগের উপাসনা-পর। তাহারা ঈশ্বরত্যোতক নহে। খাহার

সর্বপ্রকার অবিবেকের অতীত হইয়া মৃক্তি-পদবীতে আরু ইইয়াছেন, শা

সেই মৃক্ত পুরুষদিগকে ঈশ্বর বলিয়া প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। অথবা শা

অণিমাদিসিদ্ধিষ্ক ( ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি ) সিদ্ধ পুরুষের উপাসনা
উপদেশ করিয়াছেন। অতএব এই সকল শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হন না

যথাবোগং কাচিং শ্রুতি মূ্ ক্রাত্মনঃ কেবলাত্মসামান্তস্ত জ্বেরতাভিধানার সন্নিবিমাত্রেশ্বর্যেণ স্ততিরূপা প্ররোচনার্থা। কাচিচ্চ সম্বন্ধপূর্বক-শ্রন্থ জাদি প্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ সিদ্ধস্ত ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদেরের অনিত্যেশ্বরস্তাভিমানাদি মতোহিপ গৌণনিতাত্বাদিমন্তাৎ নিতাত্বাত্মপাসাপরেতার্থঃ।—বিজ্ঞানভিষ্ঠ

পঞ্চম অধ্যায়ে স্তত্রকার আবার এই সকল প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া-ছেন। যদি কেহ আপত্তি করেন যে, কর্ম ফলের সিদ্ধির জন্ম ফলদাতারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে হয়, অতএব তোমরা যে বল ঈশ্বর অসিদ্ধ— একথা সঙ্গত নহে।

তহত্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন—

নেশ্বরাধিষ্টিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্মণা তৎসিদ্ধে:—সাংখ্যস্ত্র, ৫।২ স্বোপকারাৎ অধিষ্ঠানং লোকবৎ—এ, ৫।৩ লৌকিকেশ্বরবং ইতরথা—ঐ, ৫।৪ পারিভাবিকো বা—ঐ, ৫।৫

অর্থাং, কর্মের স্বতঃই ফলোৎপাদিকা শক্তি আছে, তদ্বারাই ফল সিদ্ধ
হয়; তজ্বল্য ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অনাবশ্যক। বিশেষতঃ নিজের উপকারসাধনেচ্ছা ভিন্ন কাহারও অধিষ্ঠান সম্ভব নয়—লৌকিক দৃষ্টান্তে ইহা
প্রমাণিত হইতেছে। তোমাদের মতে ঈশ্বর যথন পূর্ণ, তথন তাঁহার
নিজের কোন উপকার-সিদ্ধির জন্ম ফলদাতারূপে তাঁহার অধিষ্ঠান অসম্ভব।
ইহা বদি সম্ভব বল, তবে তিনি অপূর্ণকাম লৌকিক প্রভুর সমত্ল্য।
এক্ষপ পূর্কষকে ঈশ্বর বল, বলিতে পার। আরও দেখ, অন্তরাগ-ব্যতিরেকে
সংক্ষ্ম পূর্বক অধিষ্ঠান বা কোনরূপ কার্যই সম্ভব নহে। তবে কি ঈশ্বরে
অন্তরাগ স্বীকার করিবে? তাহা হইলে আর তিনি নিত্যমূক্ত কিরূপে
ইইনেন? তিনি তো জীব হইয়া পড়িলেন।

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণঘাৎ—সাংখ্যস্ত্র ৫।৬
তদ্যোগেহপি ন নিত্যমৃক্তঃ—ঐ, ৫।৭

<sup>বদি বল</sup>, প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হওয়াতে প্রকৃতির ইচ্ছা প্রভৃতি ঈশ্বরে উপজাত হয়, তাহা হইলে তো তিনি "সঙ্গী" হইয়া পড়িলেন; অথচ তোমরাই তো বল তিনি "অসঙ্গ"।

প্রধানশক্তিযোগাৎ চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ—সাংখ্যস্ত্র, এ৮

যদি বল, তিনি আছেন বলিয়াই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিব, জবে ছো আমরাও আছি, আমরাও সকলেই ঈশ্বর।

সন্তামাত্রাৎ চেৎ দর্বৈশ্বর্যন্—সাংখ্যস্তর, ৫।৯

এতদ্র বলিয়া স্তব্রুকার আবার দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—
প্রমানাভাবাৎ ন তংসিদ্ধিঃ—সাংখ্যস্তর, ৫।১০

ঈশ্বর অসিদ্ধ, কারণ তাঁহার সম্বন্ধে কোনই প্রমাণ নাই।

নিত্যেশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নাস্তি—বিজ্ঞানভিক্ষ্ নিত্য-ঈশ্বর সম্বদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব। তবে কি তাঁহার সমূদ্ধে

অমুমান বা আগম প্রমাণ আছে ? উত্তরে সূত্রকার বলিজেছন—না জ

উত্তরে স্ব্রকার বলিতেছেন—না, তাহাও নাই। সম্বন্ধাভাবাৎ নাহুমানম্—সাংখ্যস্ত্র, ৫।১১

ব্যাপ্তিগ্রহ ভিন্ন অনুমান দিন্ধ করা যায় না। ঈশ্বর সংস্কে ব্যাধি (major premiss) কোথায় ? অতএব অনুমান দারাও ঈশ্বর দিং নহেন। কিন্তু আগম বা শ্রুতিপ্রমাণ ?

শ্রুতিরপি প্রধানকার্যস্বস্তু—সাংখ্যস্তুত্র, ৫।১২

শতি জগংকে প্রধান বা প্রকৃতিরই কার্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।
যথা,—

অজামেকাং লোহিতগুরুকৃষ্ণাং বহবীঃ প্রজাঃ স্বজ্ঞমানাং সর্রুপাঃ —শ্রেতাশ্বতর গ্র

এই কথা দৃঢ়তর করিয়া স্ত্রকার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, প্ররন্থি বিকার বে অহম্বারতত্ত্ব, তাহার দারাই স্বষ্টি-সংহার নিম্পন্ন হয়। ইয়াও ঈশবের কোন কর্তৃত্ব নাই; কারণ, নিত্য-ঈশবের প্রমাণাভাব।

षरकात्रकविभा कार्यमिक्तः त्यत्राधीना श्रमागांजावार

—সাংখ্যস্ত্র, ৬৬৪

অনহঙ্ক্ ত-শ্রষ্ট্রে নিত্যেশ্বরে চ প্রমাণাভাবাদিতার্থ:—বিজ্ঞানিভিন্থ

এইরপে নিত্য-ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বত্তকার ৩য় অধ্যারে জন্ম-দ্বর স্বীকার করিয়াছেন।

নিত্যেশ্বরৈশ্রেব বিবাদাস্পদত্মাৎ—৩।৫৭ সাংখ্যস্থতের বিজ্ঞানভিক্ষভাগ্র। <del>স্তুকার বলেন</del> যে, যে জীব পূর্বকল্পে প্রকৃতি-লয়প্রাপ্ত হন, তিনিই পরবর্তী কল্পে সর্ববিং, সর্বকতী আদিপুরুষরূপে আবিভূতি হন। এইরূপ क्य-नेश्र श्रमानिक ।

> স হি সর্ববিৎ সর্বকত্য। ঈদুশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা—সাংখ্যস্ত্তা, ৩।৫৬-৫৭≠

বিজ্ঞানভিক্ষ্ আবার কোন কোন স্থত্তে বন্ধা, বিষ্ণু প্রভৃতি পৌরাণিক ত্তিমূতির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

🕈 ध्य ष्रशास्त्रत এই ६७ ७ ९१ माः शायरज्ञ वर्षविवस्य ( म हि मर्वविष मर्वकर्णा এবং ঈদৃশেখর-সিদ্ধিঃ সিদ্ধা ) আমি বিজ্ঞানভিক্ষুর অন্থসরণ করিতেছি। সম্ভদাস বাবাজি মহোদয় কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষ্কৃত ব্যাখ্যাকে কলিত ও অমূলক ব্যাখ্যা বিনিয়া স্তাধ্যের অক্সরপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ৫৬ স্ভোক্ত "সঃ" শদে পূর্ব-সর্গে প্রকৃতিলীন পুরুষ বুঝাইতেছে না; "সঃ" শদে পরমাল্পা ঈশ্বর ব্ৰিতে হইবে এবং ৫৭ সত্তে "ঈদৃশ" শব্দ ঘারা বৈন্ধ জগৎকতা হইলেও স্বরূপতঃ নিও'ণ, নিত্যমুক্তস্বভাব রহেন', এইরূপ বুবিতে হইবে। এ মত আমার নিকট সকত মনে হয় না; কারণ, প্রকরণের (context) প্রতি লক্ষ্য করিলে এখানে নিভ্য-ঈশবের প্রদক্ষ উঠিতেই পারে না। স্ত্রকার ৫৪ সাংখ্যস্ত্রে বলিলেন বে, প্রকৃতিনীন হইলেও পুরুষ কৃতকৃত্য হয় না। কারণ "মগ্নবৎ উথানাৎ" মগ্ন ব্যক্তির বেৰৰ জল হইতে প্ৰকৃষাৰ হয়, প্ৰকৃতিনীৰ বাজিরও আগামী কল্পে প্ৰকৃষাৰ হইবে। ee সাংখ্যসূত্তে হুত্তকার ঐরপ হইবার কারণ নির্দেশ করিলেন। 'মকার্মদ্বেপি ভদ্যোগঃ পারবস্থাং", অর্থাৎ, প্রকৃতি স্বয়ং সচেতন প্রেরক नो हरेला अविकिशन वाक्तित्र छेथान रम्न क्लिन शाहतमारि, शूक्रवार्वक्षपार —<sup>বেহেতু</sup> প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষের জন্ম স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। ৫৮-৫৯ সুত্তে স্তক্ষার <mark>এই বিষয় বিশাদ ক্রিয়াছেন।</mark> CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

' অহম্বারকত্র ধীনা কার্যদিদ্ধিঃ নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাং'— ব নাংক্ত স্ত্র-ভায়ে তিনি লিথিয়াছেন—'অনেন স্ত্রেণ অহম্বারোপাধিকং ব্রদ্ধক্ররায় স্বাষ্ট্রসংহার-কর্তৃত্বং শ্রুতিশ্বভিসিদ্ধমণি প্রতিপাদিতং।'

'এই স্ত্রে দারা অহংকার-উপহিত ব্রহ্মার স্রষ্ট্রত্ব ও রুদ্রের সংহারকর্ত্ব প্রতিপাদিত হইল।' আবার তিনি 'মহতোহন্তং' এই স্ত্রের (১৬৬)

পুরুষ-বিমোক্ষ-নিষিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্ত ॥—৫৭
পুরুষস্ত-বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত তে তদ্বদ্ অব্যক্তম্॥—৫৮
প্রতিপুরুষ-বিমোক্ষার্থং স্বার্গ ইব প্রার্থ আরস্তঃ॥—৫৬

অতএব ৫৫ স্ত্রের 'পারবপ্ত'-শব্দে এই পরার্থপরত্ব বুঝিতে হয়। পারব্যের 'পার' পরম পুরুষ নহেন—অপর, —বে পরের কথা আমরা ঐ সকল স্ত্রে এই কারিকায় পাইয়াছি। এই স্তরের পরই 'সহি সর্ববিৎ সর্বকর্তা' এই স্তর। অভ্নে এই স্ত্রের 'সং' বে ৫৪ স্তরের প্রকৃতিলীন পুরুষকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা একর্ম নিঃসন্দেহে বলা বায়। কারণ, স্ত্রকার ১ম অধাারেই নিত্য-ঈশ্বেরর অসিচি হাদ্দ করিয়া মুক্তালা ও সিদ্ধ পুরুষকে ঈশ্বেরর স্থানীয় বলিয়াছেন।

মুকান্বন: প্রশংসা, উপাসা সিক্কস্ত বা—সাংখ্যসূত্র, ১১৯৫ অতএব ঐ ৫৭ হত্তে তিনি যখন বলিলেন—

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা—সাংখ্যস্ত্র, ৩।৫৭

—তথন ইহাই স্ত্রকারের অভিপ্রায় বুঝিতে হর যে, যদিও আমরা নিতা-সুবর্গ অসিক বলিরাছি, কিন্তু মুক্তাক্সা বা প্রকৃতিলীন রূপী জন্ম-সুবর আসক নহেন। বাঁচাকে 'স্ববিৎ স্বক্তা' বলা হইল, তিনি নিগুণি, নিঃসঙ্গ, নিরুপাধি, নির্বিশেষ ব্রন্ধ কিরুণে হইবেন ?

কণিলাশ্রনের শ্রীবৃক্ত হরিহর।নন্দ স্বামী এই সকল সূত্র এই ভাবেই বৃধিয়া<sup>ছে।</sup> ভৎ-সম্পাদিত পাতপ্রল দর্শনের পাদটীকায় তিনি এইরূপ লিবিয়াছেন—

নুজানা শচকারাৎ প্রকৃতিলীনা বহবঃ ক্লেশনুখাঃ সন্তি। সন্ত চ ত এবেরা ব চ্ তদভিরিক্তঃ কন্চিৎ ন প্রনাণপথন অবভরতীতি। তথা চ সাংবাস্করীঃ 'ঈধরানির্ছি' 'মুজান্দানঃ প্রশংদোপাসা সিদ্ধুন্ত বা' 'ঈদুশেশুরুনিন্ধিন' সিদ্ধা' ইতি ইতি শৃক্ষাকুইং। CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Astram Collection, Varanasi ভায়ে নিথিয়াছেন—'অনেন চ স্ত্রেণ মহন্তবোপাধিকং বিক্ষো: পালকত্বম্ উপপাদিতম্।' 'এই স্ত্র দারা 'মহংতব'-উপহিত বিষ্ণুর পালনকত্বি প্রতিপাদিত হইল।' অতএব তাঁহার মতে প্রবচনস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ক্স-এই ত্রিমৃতিরই উপদেশ রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার আলোকে আলোকিত না হইলে, আমরা স্ত্রে ঐ ত্রিমৃতির সাক্ষাং পাইতাম কিনা, সে বিষয়ে প্রচুর সন্দেহ আছে।

এই প্রদঙ্গে আর একটি স্থত্তের আলোচনা করা আবশ্যক। সেটি '১ম অধ্যারের ৯৬ স্ত্র। ৯৫ স্থত্তে স্ত্রকার বলিলেন বে, শ্রুতিস্থতিতে বে সব ঈশ্বরজোতক বাক্য আছে, তাহা মুক্তাত্মাদিগের-প্রশংসা-স্চক অথবা দিদ্ধপুরুষদিগের উপাসনা-পর। ইহার পরই ঐ ৯৬ স্ত্র।

তংসহিধানাদ্ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবং—সাংখ্যস্ত্র, ১১৯৬

এই স্বত্যোক্ত "তদ্"-শব্দ সম্ভদাস বাবাজি মহাশরের মতে ঈশ্বরপদবাচ্য।
বিজ্ঞানভিক্ষ্ "তং" শব্দ ঘারা সাধারণ পৃক্ষ\* ব্রিয়াছেন। তাঁহার
মতে এই স্বত্তের অর্থ এই যে, প্রকৃতির পরিণাম-ব্যাপারে পুক্ষরের বাস্তবিক
অধিষ্ঠাতৃত্ব নাই; তবে প্রকৃতির সংবোগহেতৃ সারিধ্যবশতঃ পুক্ষরের
অধিষ্ঠাতৃত্বের ব্যবহার হয় মাত্র।

यि সম্বন্ধেন শ্রষ্ট্রম্ অধিষ্ঠাতৃত্বম্ উচ্যতে তদারং দোবং স্থাৎ। অস্মাতিস্ত পুক্ষস্য সন্নিধানাদ্ এবাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রষ্ট্র্ ত্বাদিরপমিশ্বতে মণিবং। বথা অরস্কান্ত-মণেং সান্নিধ্যমাত্রেন শল্যনিক্ষর্ককরং ন সম্বন্নাদিনা তথৈব আদিপুক্ষস্থ সংযোগ-মাত্রেণ প্রকৃতে র্মহংতত্ত্বরূপেণ পরিণমনং। ইদমেব চ স্বোপাধিশ্রষ্ট্রম্ ইত্যর্থঃ।

বিদি সম্বন্ধাদি দারা স্পষ্টকর্ত্ বাদিরপ অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার কর, তাহা ইইলেই পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্বাদির অন্পপত্তি-দোষ ঘটিতে পারে; আমরা মণির স্থায় পুরুষের সান্নিধ্যবশত্তই স্পষ্টকর্তৃ বাদিরপ অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করি। বেমন অরম্বান্ত মণির সন্নিধানমাত্রেই শল্যাদির নিম্কর্ষণ হয়,

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>বর্গাৎ, পুরুষ-সামান্ত as distinguished from পুরুষ-বিশেষ ।

সম্ব্লাদি দারা হয় না, সেইরূপ পুরুষের সংযোগ মাত্রেই প্রকৃতির মহং-তর্নাদ রূপে পরিণতি হইরা থাকে। ইহাই স্বোপাধিক স্প্রান্ধক ব্যা

এই অর্থ ই সঙ্গত মনে হয়, কারণ, পূর্বস্থত্তে যে মৃক্তান্তা বা সিদ্ধপুদ্ধর উল্লেখ আছে, তিনি ত' ঈশ্বর নহেন। বিশেষতঃ পরবর্তী ৯৯ স্ত্ত্রে ঐ অধিষ্ঠাভূত্বের আবার উল্লেখ পাই—

অন্তঃকরণস্থ তত্ত্ব্বলতিয়াৎ লোহবদ্ অধিষ্ঠাতৃত্বম্—সাংখ্যনত্ত, ১৯১
অন্তকরণং হি তপ্তলোহবৎ চেতনোজ্বলিতং ভবতি—বিজ্ঞানভিদ্
অর্থাৎ, লৌহ বেমন অগ্নিসাগ্লিধ্যে উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিস্বভাব প্রাপ্ত হয় এয়
অপর বস্তকে দহন করিতে পারে, অচেতন অন্তঃকরণও তদ্ধপ প্রদার
সাগ্লিধ্যে সচেতন হয়।

এই মর্মে সাংখ্যকারিকাও বলিয়াছেন—

তত্মাই তই-সংযোগাদ্ অচেতনং চেতনাবদিব লিশ্বং—কারিকা, ইণ সম্ভদাস বাবাজী মহাশর এই ৯৯ স্থ্রস্থ "তত্মজ্জলিত" শব বার "পরমাত্মা ঈশ্বর-সারিধ্যে সচেতন" এইরূপ অর্থ ব্রিয়াছেন। ইয় সম্মানে হয় না। তইরুত ৯৬ স্থ্রের ব্যাখ্যাও আমাদের নিকট এর্ক্সমনে হয় । তিনি বলেন, "বেমন অয়ম্বাস্ত মণির সারিধ্য প্রাপ্ত হয়য়া, ব্রে অয়ম্বাস্ত মণির ধর্ম প্রাপ্ত হয় এবং অপর লৌহকে আকর্ষণ করিতে গাই তথ্য স্বর্ধরের মাত্র সারিধ্যরূপ সংযোগ হেতু প্রকৃতি চেতনম্বভাব প্রার্থ হয়য়া মহদাদির স্থিসামর্থ্য লাভ করেন।"

অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের সিন্ধান্ত এই বে, মহানহোপাধ্যার বাচ<sup>ন্দারি</sup>
নিশ্র, সর্বদর্শনসংগ্রহকার শ্রীমাধবাচার্য এবং প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রী<sup>মং শ্রন্ধ</sup>
স্বামী ও শ্রীমং মধুসদন সরস্বতী প্রচলিত সাংখাদর্শনকে বে নিরীর্থ বলিরাছেন, ইহাই সঙ্গত ও স্থাসিদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন এই বে, ইহাই কি সাংগ শাত্রের প্রবর্তক আদি-বিদ্বান কপিলদেবের অভিমত ?

ভাগবত পুরাণে 'দেবহুতি কপিলসংবাদে' কপিলদেবের মূখে জনী

দেবছুতির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত যে উপদেশ দেখিতে পাই, সে ত' নিরীশ্বর সাংখ্য নহে, তাহা ঈশ্বরবাদে সমূজ্জ্বন ।

জাতকোভাদ্ ভগবতো নহান্ আসীং গুণত্রয়াং।

—ভাগবত, ৩৷২০৷১২

'ভগবান্ (ঈশ্বর ) হইতে প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে মহানের প্রাহ্রভাব হয়।' সম্ভবতঃ ইহাই প্রাচীন সাংখ্যমত।\* তত্ত্বসমাস-বৃত্তিতে মহত্তব্ব বা বৃদ্ধির উৎপত্তি প্রসঙ্গে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে—

অব্যক্তাং প্রাগ্ উপদিষ্টাৎ সর্বগতপুরুবেণ পরেণাধিষ্টিতাং বৃদ্ধিরুৎপছতে।
অর্থাৎ, সর্বগত পরপুরুষ কর্তৃক অধিষ্টিত অব্যক্ত হইতে বৃদ্ধি উৎপন্ন
হয়। এই 'সর্বগত পরপুরুষ'—সর্বব্যাপী পুরুবোত্তম ( ঈশ্বর ) ভিন্ন আর কে
হইতে পারেন । কোন কোন সাংখ্যগ্রন্থে নিমোক্ত শ্রুতিটী উদ্ধৃত দেখা
বায়—

অত্যে তম আসন্, তদৈ পরেণেরিতং বিষমত্বং প্রায়াৎ। তদৈ রজোরপং। তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রায়াৎ। তদৈ সত্তরপম্।

এই 'পর'—ধাঁহার প্রেরণায় প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্চাতি হইয়া স্মৃষ্টি প্রবর্তিত হয়, তিনি আর কেহ নহেন—পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বর।—ঈশ্বরঃ পুরুষ: শুক্ক প্রসন্ধঃ কেবলঃ অনুপদর্গঃ কশ—১।২৯ যোগস্থত্তের ব্যাদভায়

ঈশরকে পুরুষবিশেষ বলা হইয়াছে কেন? ইহার উত্তর আমরা পাতঞ্বল দর্শনে পাই। পতঞ্জলি এইরূপে ঈশ্বরের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন— ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈ রপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ—যোগস্তু, ১/২৪

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্—ঐ, ১া২৫

স এষ পূর্বেবামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ — ঐ, ১৷২৬

<sup>\*</sup> It seems very probable that the earliest form of the Sankhya was a sort of theistic realism approaching the বিশিষ্টাৰৈত view of the Upanisads.—Prof. Radha Krisnan.
†অনুপদৰ্গ =উপদৰ্শবৃহিত। উপদৰ্শ কি? উপদৰ্শাঃ জাতাায়ুভোগাঃ (বাচম্পতি)

'বে পুরুষ-বিশেষ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশরের সম্পর্কশৃতা, তিনিই ঈশ্বর।'

'তাঁহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ। তিনি সর্বজ্ঞ।' 'তিনি পূর্ব আচার্যগণেরও গুরু; কারণ, তিনি কালের অতীত।' ঐ ২৪ যোগস্থত্তের ব্যাসভাষ্য এইরূপ—

অবিভাদয়: ক্লেশাঃ, ক্শলাক্শলানি কর্মাণি, তংফলং বিপাকঃ, তদমুগুলা বাসনা আশয়াঃ। তে চ মনসি বর্ত মানাঃ পুরুষে ব্যপ্রদিশ্যন্তে—স হি তং-ফলক্ত ভোক্তেতি \*\*\* যো হনেন ভোগেনাপরামৃষ্টঃ স পুরুষ-বিশেষ ঈশয়ঃ।

সাধারণ পুক্ষ—ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশরের সম্পর্কযুক্ত। ক্লেশ পাঁচ প্রকার; অবিভা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিভা= নিগা-জ্ঞান; অন্মিতা = বিভিন্ন বস্তুতে অভেদ-প্রতীতি; রাগ = অমুরাগ; দ্বে= বিরাগ; অভিনিবেশ = মরণভর। কর্ম দ্বিবিধ—ম্বকৃত ও হুঙ্কত (পাগও পুণ্য)। বিপাক = কর্মকল। কর্মের ফল ত্রিবিধ; জন্ম, আয়ুং ও ভোগ। আশয় = বিপাকের অমুরূপ সংস্কার।

সাধারণ পুরুষ এই ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় ছারা পরায়ই। সাধারণ পুরুষে এই ক্লেশাদির সম্পর্ক বিশুমান, যেহেতু বৃদ্ধিস্থিত ঐ ক্লেশাদির ভোগ সাধারণ পুরুষকে স্পর্শ করে। যে পুরুষ ঐ ক্লেশাদির ভোগের ছারা অপরায়ই, তিনি পুরুষ-বিশেষ, তিনি ঈশ্বর। বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, সাধারণ পুরুষ হইতে ব্যবচ্ছিয়, বিশিষ্ট করিবার জন্মই তাঁহাকে 'পুরুষ-বিশেষ' বলা হইয়াছে—বিশিশ্বতে ইতি বিশেষঃ পুরুষান্তরাদ ব্যবচ্ছিত্ততে।

আপত্তি হইতে পারে বে, ঐ ব্যবচ্ছেদ অসম্বত। কারণ, <sup>বাহারা</sup> মৃক্তপুরুষ বা প্রকৃতি-লয়-প্রাপ্ত, তাঁহারাও ত' ক্লেশাদির দারা <sup>অপরামুট</sup> কেবলী।

কৈবল্যং প্রাপ্তা ন্তর্হি সন্তি চ বহুবঃ কেবলিন:। তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিন্তা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ—ব্যাসভাষ্য

ইহার উত্তরে ভাশ্যকার বলিতেছেন—

ন্ধরন্ত চ তংসংবন্ধো ন ভূতে। ন ভাবী। যথা মৃক্তন্ত পূর্বা বন্ধকোটি: প্রজায়তে নৈবমীশ্বরত্ত ; যথা বা প্রকৃতিলীনস্তোত্তরা বন্ধকোটি: সংভাব্যতে নেবমীশ্বরত্ত। স তু সদৈব মৃক্তঃ সদৈব ঈশ্বর ইতি।

দেতা বটে মৃক্তপৃরুষে ও প্রকৃতিলীনে আপাতত ক্লেশাদির সম্পর্ক নাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে বে, যাঁহারা এখন মৃক্ত, এককালে তাঁহারা বন্ধ ছিলেন। আর যাঁহারা প্রকৃতিলীন—তাঁহাদের প্রকৃতিলয় প্রাপ্ত হইবার পূর্বে বন্ধন ত' ছিলই, আগামীকল্পে প্রকৃতি ইইতে উখিত হইলে তাঁহাদের আবার বন্ধন হইবে না—ইহাই বা কে বলিতে পারে? অতএব এক সময়ে না এক সময়ে তাঁহাদের ক্লেশাদির সম্পর্শ ছিল বা হইবে। কিন্তু যিনি প্রক্ষ-বিশেষ বা ঈশ্বর—তাঁহার ভূত, ভবিশ্বং, বর্তমান —কোনকালেই ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্শ ছিল না, নাই এবং হইবে না। কারণ, তিনি নিতামৃক্ত।'

আর এক কথা —সাধারণ পুরুষ (জীব) ষেমন বহু, পুরুষ-বিশেষ ( ঈশ্বর ) সেইরুপ বহু নহেন। তিনি এক ও অদিতীয়।

তক্ষ তইন্সধর্যং সাম্যাতিশরবিনিম্ব্রুং, ন তাবদ্ ঐপর্বাস্তরেণ তদ্ অতিশ্বতঃ রদেবাতিশন্তি স্থাং তদেব তং স্থাং, তম্মাং ষত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিরৈশ্বর্যস্থ সক্ষারঃ। ন চ তংসমানম্ ঐপর্বমন্তি—ব্যাসভান্ত

ত্বিং, এই পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরের সমান বা অধিক কেছ কোথাও নাই।
তাঁহাতে ঐশ্বর্বের পরাকান।

তথ্ ঐশর্য নহে, তাঁহার জ্ঞানও পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত। বেমন জলাশর

অপেক্ষা নদী বৃহৎ, আবার নদী অপেক্ষা সমূদ্র বৃহৎ; সেইরূপ জ্ঞানেরও
তারতম্য আছে। মূর্থের অপেক্ষা পণ্ডিতের জ্ঞান অধিক। আবার পণ্ডিত

অপেক্ষা স্থপণ্ডিতের জ্ঞান অধিকতর। যাঁহার জ্ঞানের মাত্রা চরম সীমার
উপনীত হইরাছে যিনি সর্বাদ্ধন সন্ধিনিই স্ট্রেশ্বর। এরা জ্ঞা স্বকার বিশিবেন—

CCO. In Public Donlan প্রাদ্ধন সন্ধিনিই স্ট্রেশ্বর। এরা জ্ঞা স্বকার বিশিবেন

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজং।\*

আর এক কথা—ঈশ্বর কালের দারা অবচ্ছিন্ন নহেন। ভূত, ভবিন্য ও বর্তমান—তিনি ত্রিকালের অতীত। কল্প মন্বস্তরের প্রারম্ভে বদ্ধ, মন্ত্র, সপ্তর্ষি প্রভৃতি যে শাস্ত্রাদির উপদেশ বা প্রচার করেন, তাঁহারা দে শাস্ত্রজ্ঞান কোথা হইতে প্রাপ্ত হন? ঈশ্বরের নিকট হইতে। এই জ্ঞা তাঁহাকে পূর্বগুরুগণেরও গুরু বলা হইল—

म शृर्द्यामि छकः कालनानवर ष्ह्रमार । †

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্চল হত্ত সাংখ্যপ্রবচনহত্ত্বের নার কেবল জন্ম-ঈশর স্বীকার করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। যিনি ঈশরের ঈশর— মহেশ্বর, তাঁহার স্কুম্পষ্ট উল্লেখ করিলেন। এই উপদেশই উপনিবলে অহবর্তী। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, ভগবান্ ঈশরের ঈশর মহেশ্বর, দেবতার দেবতা পরমদেবতা।

তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং

তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।—শ্বেত, ৬। १

এতদূরে আমরা সাংখ্যাক্ত পুরুষ-তত্ত্বের আলোচনা শেষ করিনাম।
দিতীয় খণ্ডে সাংখ্যাক্ত প্রকৃতি-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কার্যা সাংখ্যের মহা দৈত পুরুষ এবং প্রকৃতি। পুরুষের আলোচনার পর প্রকৃত্তি আলোচনা অবশাস্তাবী।

<sup>\*</sup>এই স্বত্তের টীকায় বাচম্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—

কশ্চিৎ কিঞ্চিদেব অতীতাদি গৃহাতি, কশ্চিং বহু কশ্চিৎ বহুতরং কশ্চিৎ বহুতরং ক্তিং বহুতবং ইতি প্রাহাপেক্ষরা গ্রহণস্তালত্বং বহুতং কৃতং। এতদ্ধি বধ মানং যত্র নিজ্ঞান্তব্ অভিন্তাৎ স সবজ্ঞ ইতি

<sup>া</sup>ইহার টীকায় বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই স্থত দারা পতঞ্জলি ব্রন্নাণি হর্টি ঈশবের বিশিষ্ট্রত উপদেশ করিয়াছেন—সম্প্রতি ভগবতো ব্রন্নাণিভ্যঃ বিশেষমাই। CCO. In Public Domain. Sri Sri Ahandamayee Ashram Collection, Varanasi

## ছিতীয় খণ্ড

প্রকৃতির স্বরূপ

## প্রথম অধ্যায়

## প্রকৃতির স্বরূপ

পাঠকের স্মরণ হইবে, সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনার আমরা উপক্রমে দেখিরাছি বে, কৈবল্য বা মৃক্তিলাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান। জ্ঞানাং মৃক্তিং (সাংখ্যস্তত্ত্ব, ৩)২৩)। এই জ্ঞান অর্থে পুরুষ ও প্রকৃতির বিভেদ বা পার্থক্য-জ্ঞান—সাংখ্যপরিভাষায় যাহাকে 'বিবেকখ্যাতি' বলে।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়: — যোগস্ত্র, ২।২৬

দেই জন্ম প্রথম খণ্ডে আমরা পুরুষের স্বরূপ আলোচনা করিয়াছি। অভপের আমরা প্রকৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমরা দেখিরাছি, সাংখ্যাচার্যেরা প্রুষ হইতে প্রকৃতির বৈপরীতা বা জে নির্দেশ করিয়। বলেন যে, প্রুষষ চেতন, কিন্তু প্রকৃতি জড়; প্রুষ্
কৃত্যু, নির্বিকার কিন্তু প্রকৃতি পরিণামী, বিকারশীল; প্রুষ্ম নিগুণ, কিন্তু প্রকৃতি গুণময়ী; প্রুষ্ম দ্রষ্টা, কিন্তু প্রকৃতি দৃশ্য; প্রুষ্ম ভোজা, কিন্তু প্রকৃতি ভোগ্য; প্রুষ্ম বিষয়ী (Subject), কিন্তু প্রকৃতি বিষয় (Object); প্রুষ্ম কেবল, অমল, অসঙ্গ—কিন্তু প্রকৃতি স্থা-তৃঃখ-মোহাত্মক, লোহিত-শুক্র-কৃষ্, শান্ত-ঘোর-মৃচ়।

ত্তিগুণম্ অবিবেকি বিষয়ঃ সামাক্তম্ অচেতনং প্রসবধর্মি।

ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীত তথা চ পুমান্।

—সাংখ্যকারিকা, ১১

'প্রকৃতি ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সাধারণ, অচেতন ও বিকারী। পুরুষ ইহার বিপরীত।'

কিন্তু তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষ একান্ত বিসদৃশ নহে। কারণ, প্রকৃতি

ও পুরুষ—উভয়েই নিত্য, অনাদি ও নিজ্ঞির ; উভরেই অপরিচ্ছির, উভরেই স্বতম্র, উভরেই অলিম্ব, উভরেই নিরবরব ।

> (रञ्जम अनिजाम अवाािश निकाम अत्निकाम अनिकाम अवाक्ष्य । जावम्रवर शत्रजञ्जर वाकर विश्वतीजम् अवाक्षम् ॥

> > —সাংখ্যকারিকা, ১০

( সক্রিরং= পরিস্পন্দবং ; লিঙ্গং= mergent ) এই ১১ কারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদাচার্য বলিয়াছেন—

আহেত্মং প্রধানং তথা চ পুমান্ আহেত্মান্ অন্থংপাছছাং। নিজ প্রধানং তথাচ নিতাঃ পুমান্। অক্রিয়ঃ সর্বগতত্বাদেব। একম্ অব্যক্তং তথা পুমানপি একঃ। অনাশ্রিতম্ অব্যক্তং তথাচ পুমান্ অনাশ্রিতঃ। অলিঙ্গং প্রধানং তথাচ পুমানপি অলিঙ্গঃ। ন ক্ষচিং লীয়তে ইতি। নিরবয়বম্ অব্যক্তং তথাচ পুমান্ নিরবয়বঃ। স্বতয়্তম্ অব্যক্তং তথাচ পুমান্দি

অর্থাৎ, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, নিত্য, অক্রিয়, বিহু, <mark>এর,</mark> অনাত্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব ও স্বতন্ত্র।

প্রকৃতি ও পূর্কষের এই সারপ্য (similarity) ও বৈরূপ্য (disparity) আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

কিন্তু তংপূর্বে আমাদের বিচার করিতে হইবে—এই যে বিবিধ, বিচি
বিশ্ব প্রতিক্ষণ আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে, ইহা কি সভার
অলীক ? ইহার কি বাস্তবিক সভা আছে, কিম্বা ইহা 'বিজ্ঞান' মাত্র ? কার্য
জগৎ যদি অলীক হয়, 'বিজ্ঞান' মাত্র হয় — তবে ত' প্রকৃতির প্রাণ্টি
উঠে না।

অভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চরই অবগত আছেন যে, এ সম্পর্কে দার্শনিক সমার্দে দিবিধ 'বাদ' প্রচলিত আছে—'বান্তববাদ' ও 'বিজ্ঞানবাদ'। ইয়ার্দে পাশ্চাত্য নাম Realism ও Idealism.

Realism, in metaphysics, as opposed to 'Idealism', is the doctrine that there is an immediate or intuitive cognition of external objects, while according to Idealism, all we are conscious of, is our ideas. According to Realism, external objects exist independently of our sensations or conceptions; according to Idealism, they have no such independent existence.

—The Modern Cyclopedia, vol VII, p. 143

According to Realism, objects exist quite independently of their being cognised, and are apprehended directly by the mind and as they are, more or less.

-An Outline of Modern Knowledge, p. 546

সাংখ্যেরা যখন পুরুষ-ব্যতিরিক্ত প্রকৃতির সভা স্বীকার করেন—বে গ্রহতি তাঁহাদের মতে বিশ্বের আগু উপাদান (the primus of all creation)—জড়বাদী না হইলেও বখন তাহারা 'assert the ultimate reality of a primary substance (প্রকৃতে: আতোপাদানতা), which they regard as eternal, indestructible and ubiquitous',\*—ज्थन माश्याजा वाखववानी ( Realists )—विकानवानी ( Idealists ) নহেন।

विकानवाम विनादन कि वृति। ?

বিজ্ঞানবাদের সার কথা এই —

নান্তি অর্থ: বিজ্ঞান-বি-সহচর:, অর্থাৎ, বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বস্তর অতিত नाहै। नांधामिक वोष ७ এक ट्यंगीत देवनांखिक এই मर्ट्स वलन त्य, এই

<sup>\*</sup>Plato had a similar idea of a universal, invisible source of all material forms, - Timoeus

বৈচিত্র্যময় বিরাট্ বিশ্বটা আমাদের প্রতীতি মাত্র—আমাদের বিজ্ঞান বা Ideaরই ভাবান্তর—প্রকৃতপক্ষে ইহার কোন সত্তা নাই—ইহা অন্য।

প্রতীতিমাত্রম্ এবৈতদ্ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্।—সিদ্ধান্তমূকারনী
'এই যে চরাচর (স্থাবর-জন্সমাত্মক) বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে—ইয়
প্রতীতি ভিন্ন কিছু নহে।' অর্থাৎ, শ্বতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত—It is a
matter of seeming—Its esse is its percipi—যেমন স্ব্রিশিষ্টে
জলভ্রম, শুক্তিতে রক্ষতভ্রম, রক্জুতে সর্পভ্রম—এ স্কলই illusion.

ইহাকেই বলে—অ-তশ্মিন্ তদ্বুদ্ধি:—'all is delusion, naught is truth.'

আহো বিকল্পিতং বিশ্বম্ অজ্ঞানাং ময়ি ভাসতে। রূপ্যং শুক্তৌ, ফণী রজ্জৌ, বারি স্থর্ফরে বথা।

— অষ্টাবক্রসংহিতা, ২০

ইহারই পারিভাবিক নাম —'অক্সতাখ্যাতি'—অক্সং বস্তু অক্সক্রণ ভাসতে।

এই মর্মে আচার্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

गत्नामृग्यम् देनः देव वः यः किक्षिः महत्राहतम् । मनत्मा स्थमनी ভाবে देव वः निर्वाभनाष्ट्राह ॥

ইহার ভায়ে শ্রশঙ্করাচার্য লিখিতেছেন —

ন হি স্বপ্নে হন্তাদি গ্রাহ্ণ, গ্রাহকং চক্ষুরাদি—দ্বাং বিজ্ঞানবাতিরেদ নান্তি। জাগ্রদপি তথৈব।

অথাং, স্বপ্নে বেমন গ্রাহ্ম-গ্রাহক বিষয়-ইন্দ্রিয়রপ বৈতের সন্তা থাকে না—কেবল বিজ্ঞান (Idea) মাত্র থাকে —জাগ্রতেও সেইরপ। বিজ্ঞান গৌড়পাদ বলিলেন যে, চরাচর এই যে বিশ্ব —ইহার সমন্তই ফ্রান্ট্রত। মনঃ বদি অ-মনঃ হয়, তবে আর জগতের প্রতীতি থাকে না নাধ্যমিক বৌদ্ধেরা নিপট বিজ্ঞান-বাদী (uncompromising

Idealists)। তাঁহারা আত্মন্থ বিজ্ঞান (সম্বিৎ) ভিন্ন অন্ত কোন সত্তা স্বীকার করেন না—

কেবলাং সন্ধিদং স্বস্থাং মন্তন্তে মধ্যমাঃ পুনং—বিবেকবিলাস মাধ্যমিকের মতে ম্যাটার এবং তৎসঙ্গে বাহ্যজগৎ (external world) একেবারে প্রত্যাখ্যাত।

শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার ২।২।২৮ ব্রহ্মস্থত্র-ভাব্যে ঐ মাধ্যমিক মতের এইরূপ বিষ্ঠতি করিয়াছেন—

ন বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্তো বাহেগৃহর্থ: অন্তি। \* \* স্বপ্নাদিবং চ ইদং স্তব্যম্। বথা হি স্বপ্নমায়া-মরীচ্যুদক-গন্ধর্বনগরাদি-প্রত্যন্না বিনৈব বাহেন মর্থেন গ্রাহ্ম-গ্রাহকাকারা ভবন্তি, এবং জাগরিত-গোচরা অপি স্তম্ভাদি-প্রতারা ভবিতৃম্ অর্হন্তি।

'বিজ্ঞান (idea )-ব্যতিরিক্ত বাহ্মার্থ (external world) কোন কিছু নাই। স্বপ্নামূভূতির স্থায় ইহা বুঝিতে হইবে। স্বপ্ন, মান্না (illusion), নরীচিকা (mirage) প্রভূতিতে যেমন বাহ্মবস্ত ব্যতিরেকেও জন, জন্ত, গন্ধর্বপুরী প্রভূতির প্রতীতি হয়, জাগরিত অবস্থাতেও সেইরূপ বাহ্মবস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও স্বস্তাদির প্রতায় হইয়া থাকে।'

गाःशाहार्यता अ विद्धानवान थएन कतिप्राट्न-

f

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্মপ্রতীতেঃ—সাংখ্যস্ত্র, ১।৪২

'বিশ্ব বিজ্ঞান মাত্র নহে, বেহেতু বাহ্ববস্তুর (external world
জ্ব ) প্রতীতি (উপলব্ধি ) হইতেছে।'

नः विद्धानमाद्धः कर्गः । ज्यां मिं व्यतः घरे देवि खेजाः चार न जू षक्षः घरे देवि । वामना-वित्यवाः देवि तिर न—वाद्यां चारे परिवामनामा पव वमचाः कथः वित्यवः ? जन्माः मिकः वाद्यः वर्षः—व्यनिकक

সাংখ্যেরা বলেন যে, যাহা নাই, যাহা অ-সং, তাহার কথনও প্রতীতি বা ভান হইতে পারে না। নাসতঃ খানং নৃশৃন্ধবং—সাংখ্যস্ত্ত, ৫।৫২ এবং যাহা অবস্তু, তন্দারা কথনও বস্ত-সিদ্ধি হয় না— নাবস্তনো বস্তসিদ্ধিঃ—সাংখ্যস্ত্ত, ১।৭৮

সেই জন্ম তাঁহার। স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন বে, জগং অবস্তু নহে— বাহাার্থ বস্তুতঃ আছে।

অবাধান্ অতৃষ্টকারণজন্মবাং চ নাবস্তুত্বম্—সাংখ্যস্ত্র, ১৷৭৯
জগৎ-সত্যত্বম্ অতৃষ্টকারণজন্মবাং বাধকাভাবাং—এ, ৬৷৫২

'বেহেতু জগং-জ্ঞানের কোন বাধক নাই এবং ঐ জ্ঞান কামনাদিদোৰ দুষ্ট দৃষ্টির স্থায় ভ্রমজনিত নহে, অতএব ভগৎ বাস্তব বটে—অবস্ত নহে।'

স্বপ্নপদার্থন্তেব প্রপঞ্চন্ত বাধঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্নান্তি। তথা শঙ্খণীত্মি দেরিব ত্ষ্টেন্দ্রিয়াদিজ্যত্বম্ অপি নাতি, দোষকল্পনে প্রমাণাভাবাং—ইজানে ন কার্যস্ত অবস্তব্য ।—বিজ্ঞানভিক্

পুনন্চ ভিক্ষ্ বলেন, কোন কোন বেদান্তিক্রবের ( অর্থাং, so-called বৈদান্তিকের—ভিক্ষ্ ইহাদিগকে বৈদান্তিক বলিতে প্রস্তুত নন ) মতে এ বিশ্ব মায়া মাত্র—অর্থাং অত্যন্ত অসং—বেমন মরীচিকা। কিন্তু তাঁহানে অভিমত মায়া ত' অবস্তু। অবস্তু দারা কিরপে বস্তু সিদ্ধি হয় ?

নাবস্তনো বস্ত-সিদ্ধিঃ—সাংখ্যস্ত্র, ১।৭৮

তাঁহারা বে শুক্তি রজত, স্বপ্ন মনোরথ ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেন, ও দৃষ্টান্ত অপ্রযুক্ত—শুক্তি-রজত-স্বপ্ন-মনোরথাদৌ চ মনঃ-পরিণাম্রপ <sup>এবার্ম</sup> প্রতীয়তে, নাত্যস্তাসন্ ইতি বক্ষাতি—৫।৫২ সাংখ্যস্ত্রের ভিক্ষ্ভাষ্য।

গুজিতে রদ্ধতন্ত্রম প্রভৃতি মনেরই বিপর্যর-বৃত্তিমাত; ঐ মন ক্ষ্ম প্রকৃতির বিকার, তখন মন মায়ামাত্র হইবে কিরূপে? এ প্রসঙ্গে জির্ ২।২।২৮ বক্ষস্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—নাভাব উপলব্ধে:।

ইহার উপর শন্বর ভাষ্য এই— 'ন খন্বভাবো বাহান্য অর্থন্য অধ্যবসাতৃং শক্যতে। কণাং!

উপন্ধে:। উপলভাতে হি প্রতিপ্রতায়ং বাহোাহর্থ: তম্ভ: কুডাং ঘট: পট ইতি।

'জগতের অভাব – নান্তিম্ব সিদ্ধ করা যায় না। কেন ? যে হেতু আমরা প্রত্যেক চিত্তবৃত্তিতেই বাহ্যার্থ উপলব্ধি করি—স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট, পট ইত্যাদি।'

এক শ্রেণীর বৈদান্তিক ঐ মায়াকে 'অঘটনপটীয়সী', 'মিথ্যাভূতা সনাতনী' ইতাদি বিশেবণে সজ্জিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বারা মায়ার প্রকৃতরূপ প্রচ্ছন্ন হইরাছে। সান্নার প্রকৃত অর্থ কি ? খেতাশ্বতর উপনিষদে আমরা ইহার উত্তর পাই —মারাং তু প্রাক্ততিং বিছাৎ (৪।১০)—অর্থাৎ, মারা-শব্দেন প্রকৃতিরেব উচ্যতে —১।৬৯ সাংখ্যস্থতের ভিক্ষভাষ্য।

ইহার সমর্থনে ভিক্ষু ঐ স্থলে নিমোক্ত স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন— সক্ষ রদ্ধ ন্তম ইতি প্রাক্বতং তু গুণত্রয়ম। এতনারী চ প্রকৃতি সায়া যা বৈষ্ণবী শ্রুতা। লোহিত-খেত-ক্ষেতি তন্তা ন্তাদৃগ্ বহুপ্রদা: ।

पर्वार, मस, त्रक ও जम:— दंरे य প্রাকৃতিক গুণত্রর, ইহাকেই বৈষ্ণবী নায়া বলা হয়। ইহা ত্রিগুণময়ী—লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ। ইহা হইতেই বিবিধ বিচিত্র স্থাষ্ট। বেদান্তিক্রবের যে মায়াবাদ, ভিক্ষ্ পদ্মপুরাণ উদ্ধার করিয়া বলেন, ঐ মায়াবাদ অ-সং শাস্ত্র—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত।

गांबावानम् ज-मरभाजः श्रव्हाः वीद्धागव ह।

এই প্রকৃতি নিত্যা, ধ্রুবা হইলেও এক ভাবে ইহা 'অ-সং'—কারণ, প্রকৃতি পরিণামী, বিকারশীল। অতএব এইভাবে প্রকৃতিকে অ-সং বলা ষদক্ষত নর। অর্থাৎ, পুরুষের স্থায় প্রকৃতির কৃটস্থ-নিত্যতা নাই। প্রকৃতি পরিণামী-নিত্য।\*

<sup>\*</sup> দ্বী চেয়ং নিত্যতা—কৃটস্থ-নিত্যতা পরিণামি-নিত্যতা চ। তত্ত্ব কৃটস্থ-নিত্যতা প্রবিষ্ঠ। পরিণামি-নিতাতা গুণামাষ্। যশ্মিন্ পরিণম্যমানে, তত্তং ন বিহয়তে তৎ নিভান্—৪ ৩০ বোগস্ত্ৰের বাসভান্ত CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

নাসদ্রূপা ন সদ্রূপা সায়া নৈবোভয়াত্মিক।—সৌরপ্রাণ এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষ্ বলিতেছেন—'বিকার জননীং নায়াম্ অন্তরূপাম্ অজাং গ্রুবাম্' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধা মায়াখ্যা প্রকৃদ্ধি পরমার্থসতী ন ভবতি।

ইহাই সাংখ্যের সদস্থ-খ্যাতিবাদ —

সদসংখ্যাতি বাধাবাধাৎ—সাংখ্যস্ত্ত, ৫।৫৬ অর্থাৎ, 'the world is neither real nor unreal.'

অব্যক্তং কারণং যং তং নিতাং সদসদাত্মকম্। প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি যদ্ আছ গুরুচিস্তকা: ॥

অতএব মায়া নয়, মরীচিকা নর, বিজ্ঞান নয়\* – সদসংখান্তি বথার্থ বাদ।

विख्वान-वान मयस्क পতঞ्चित कि वरतन ?

পাতঞ্বল দর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে এই প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচিত হইনাছে। সেখানেও ভাষ্মকার যোগস্তত্তের উপর নির্ভর করিয়া জগতের অবস্থয়ে বারণ করিয়াছেন।

পরিণামৈকত্বাদ্ বস্তুতত্ত্বম্—যোগস্ত্র, ৪।১৪
এই স্ত্রের উপলক্ষে ভাষ্যকার বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়া বলিতেছেননান্তি অর্থো বিজ্ঞানবিসহচরঃ, অস্তি তু জ্ঞানম্ অর্থ-বিসহচরং ব্র্গারী
কল্পিত্রম্ ইত্যানয়া দিশা যে বস্তু-স্বরূপম্ অপহু বতে—জ্ঞানপরিকল্পনামান্ত্র বস্তু স্থাবিষয়োপমং, ন তুণ পরমার্থতঃ অস্তি ইতি যে আছঃ, তে তর্গি

ভিকু ১।৪৩ পত্তের ভাষে বলিতেছেন যে, বিজ্ঞানবাদ যদি যথার্থ বাদ হা, চা

বিষ্ণুপুরাণ অক্তর-মোহনে প্রবৃত্ত নায়ামোহরাণী বিষ্ণুর মুখে বলিলেন কেন—বিশ্লনি
নয়ন্ এবৈতদ্ অশেষন্ অবগচ্ছত' ?

<sup>†</sup> যথা যথা অবভাসতে ইদং-কারাম্পদক্ষেন, তথা তথা স্বয়ং উপস্থিত:—<sup>ন ই</sup> কলনোপকলিতং বিজ্ঞানবিষয়তাপল্লম্ । \* \* \* প্রতিজ্ঞানম্ উপস্থিতং প্রত্যুপস্থিত্য। —বাচন্দ্রি

প্রত্যুপদ্থিতম্ ইদং স্বমাহাত্ম্যেন বস্তু কথম্ অপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞানবলেন বস্তু স্বরূপম্ উৎস্জা তদেব অপলপন্তঃ শ্রদ্ধের-বচনাঃ স্থাঃ—৪।১৪ ব্যাসভাষ্য 'কেহ কেহ 'বিজ্ঞান-বিযুক্ত বস্তু থাকে না, অথচ বস্তুবিযুক্ত বিজ্ঞান থাকে (বেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু )'—এই যুক্তি বলে বাহ্ম বস্তুর অপলাপ করিয়া (ভূতভৌতিকানি বিক্ষানমাত্রাৎ ন ভিন্নানি) 'জগং বিজ্ঞানের পরিকল্পনা (fabrication ) মাত্র (যেমন স্বপ্নজ্ঞান ), ইহার বাস্তবতা বা পারমার্থিক সন্তা নাই' (স্বপ্নবিবরোপমং ন তু পরমার্থতঃ অন্তি)—এইরূপ মতবাদ পোষণ করেন, কিন্তু ভাহাদের বাক্যে শ্রদ্ধা করা যায় না। যেহেতু আমরা দেখিতে পাই, বাহ্যবস্তু স্ব-মাহাত্ম্যে (স্বীয় গ্রাহ্য শক্তি বলে) উদ্ভাদিত হয়—বস্তুই বিজ্ঞানের জনক, বিজ্ঞান বা বিকল্প-জ্ঞান বস্তুর জনক নহে।\* অতএব বস্তুম্বরূপ উৎখাত করিয়া জগতের অপলাপ করা অসঙ্গত।' যোগ-দর্শনের পরবর্তী স্থত্রের দ্বারাও এ কথার সমর্থন হয়।

বস্তুদাম্যে চিত্তভেদা২ তয়োবিভক্তঃ পদ্বাঃ—বোগস্ত্র, ৪।১৫
বস্তুজ্ঞানয়োঃ গ্রাহ্যগ্রহণ-ভেদভিন্নয়োঃ বিভক্তঃ পদ্বাঃ। নানমোঃ সন্ধরগদ্ধাপি অন্তি—ব্যাসভাষ্য

অতএব ব্যাসভাষ্যের সিদ্ধান্ত এই—

স্বতন্ত্রোহর্থ: সর্বপুরুষসাধারণ: স্বতন্ত্রানি চ চিন্তানি প্রতিপুরুষং প্রবর্তন্তে। তয়ো: সম্বন্ধাৎ উপলব্ধি: পুরুষস্থ ভোগ ইতি।

জর্থাৎ, একই বাহ্যবস্ত যখন ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন করিতেছে, তখন বাহ্যবস্তকে স্ব-প্রতিষ্ঠ বলিতেই হয়—তাহাকে বিজ্ঞানের পরিকল্পনা বলা চলে না।

পর্থাৎ, বিষয় (object )-ই বিজ্ঞানের জনক, বিজ্ঞান অর্থের জনক নর। বিষয় থাকিলে তবেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি, নতুবা নহে—বিষয়বস্তাসং হি বিজ্ঞানং নাসতি বিষয়ে ভবতি \* \* অম্মদাদীনাং চ বিজ্ঞানম্ অসতি বিষয়ে ন উৎপত্নং স্থাৎ – বাচম্পতি

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ২১৬ শাংখ্য পরিচয়

ইহার পর ৪৷২৩ যোগস্থত্তের ভাষ্যে ভাষ্যকার স্থর আর একগ্রান চড়াইয়া বলিতেছেন—

অপরে চিন্তমাত্রম্ এবেদং সর্বং, নান্তি খন্তরং গবাদির্ঘটাদিন্চ স্কার্মণ লোক ইতি, অনুকম্পনীয়ান্তে—৪৷২৩ স্থতের ব্যাসভাষ্য

'কেহ কেহ বলেন বিশ্বটা বিজ্ঞান মাত্র, ঘট পট গো অং প্রভৃতি বাহ্যবস্তসমন্বিত এই জগং অ-সং—তাঁহারা নিশ্চয়ই কুপাপাত্ত।'

এইরপে সাংখ্যাচার্বেরা বিজ্ঞানবাদ বা Idealism খণ্ডন করিরাছেন।
অতএব প্রকৃতি যখন মারামাত্র নহে, তখন আমরা ইহার পরিচর গ্রহণ
অগ্রসর হইতে পারি।

প্রকৃতি কি? প্রকরোতি ইতি প্রকৃতি: —বিচিত্র স্ষ্টেক্রত্বাং-ঐ বিশ্ব যাহার ক্বতি, যাহা বিশ্বের অমূল মূল (rootless root), চরু উপাদান (material)—তাহার নাম প্রকৃতি।

> মূলে মূলাভাবাদ অমূলং মূলম্—সাংখ্যস্তত্ত্ব, ১।৬৭ প্রক্রন্তে: আছোপাদানতা অন্তেষাং কার্যস্ত্রপ্রত্যে—ঐ, ৬।৬২ গতিবোগেহপি আছকারণতা-অহানিঃ, অমূবং—ঐ, ৬।৬৭

'প্রকৃতিই জগতের আছা (চরন) উপাদান—অন্ত সমন্তই প্রবৃত্তি কার্য বা বিকার।' অর্থাং, 'প্রকৃতি is the formless substrate of all things.'

কথাটা একটু ব্ঝিবার চেষ্টা করি। একখান রেশনী বস্ত্র বদি বিশ্লেন করি, তবে দেখিব রেশনী স্ত্র ভাহার উপাদান। ঐ স্ত্রের উপাদা কি? রেশন। রেশনের উপাদান কি? কোষকীট (গুটিগোলা শরীর)। ঐ শরীরের উপাদান কি? কারবন, অমুদ্ধান প্রভৃতি রাদার্থনি অণ্ (chemical elements)। উহাদের উপাদান কি? ক্ষিতি, অণ্ তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চত্ত। পঞ্চত্তের উপাদান কি? গদ্ধ-তন্মাত্র প্রবৃত্তি পঞ্চত্রমাত্র বা স্ক্ষ্ম ভূত। তন্মাত্রের উপাদান কি? অহ্যকার ক্রা <sub>মহংকার-তত্তের</sub> উপাদান কি? মহং-তত্ত্ব উপাদান কি? প্রকৃতি।

এইরপ প্রণালীতে মনোর্ত্তির বিশ্নেষণ করিলে আমরা কি পার্ছ?

আমার চিত্তে কান বা ক্রোধের উদর হইল। বিশ্লেষণ করিলে দেখিব, ঐ

কাম বা ক্রোধ চিত্তের বিকার মাত্র—উহার উপাদান মনঃ। মনের
উপাদান কি? ঐ অহংতত্ত্ব। অহংতত্ত্বের উপাদান কি? ঐ মহংতত্ত্ব।

তাহার উপাদান ? ঐ প্রকৃতি।

চক্ষুর দারা রূপ দর্শন করিতেছি, কর্ণের দারা শব্ধ প্রবণ করিতেছি, নাসিকার দারা গদ্ধ আআণ করিতেছি, জ্বিস্না দারা রস আস্বাদ করিতেছি, জ্বন্ধের দারা সপর্শ অন্তুভব করিতেছি। এই সকল স্থুল ইন্দ্রিয়ের পশ্চান্তে তথ্য ইন্দ্রিয় বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সকল স্থুল ও স্থন্ম ইন্দ্রিয়ের উপাদান কি? স্থুল ইন্দ্রিয়ের উপাদান ক্ষিত্যাদি পঞ্চভত এবং স্থন্ম ইন্দ্রিয়ের উপাদান ঐ অহংতত্ব। অহং তত্ত্বেয় উপাদান ঐ মহংতত্ব এবং মহংতত্বেয় উপাদান ঐ অহংতত্ব। অহং তত্ত্বেয় উপাদান ঐ মহংতত্ব এবং মহংতত্বেয় উপাদান ঐ প্রহৃতি। এইয়েপে স্থাবের বা জন্মম, বে কোন বস্তুরই বিশ্লেষণ করি না কেন, চরমে ঐ প্রকৃতিতেই উপনীত হইব। সেই জন্মই প্রকৃতিকে বিশ্লের 'আগ্র উপাদান' বলা হইল।

তস্মাৎ প্রকৃতিরেব উপাদানং দ্বগতঃ—বিজ্ঞানভিস্

একটু অন্থাবন করিলে দেখা যার বে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ধীরে ধীরে এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের সমীপস্থ হইতেছে। কিরপে? আমরা দেখিবার টেটা করি। /

এই বে বিবিধ বৈচিত্র্যমন্ন বিশাল বিশ্ব—বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে শ্ববর ও জন্ম, এই চুই কোটিতে ভাগ করা বার।

श्वारत = Inorganic, अक्स = Organic ( উद्धिन ७ थानी ) र

<sup>†</sup> এ সবদ্ধে আমি আমার 'উপনিবদ্ বন্ধ তব্বে' সবিভাবে আলোচনা করিয়াছি। প্রবানে সংক্ষেপে তাহার অনুসরণ করিলাম।

জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, ধাতু, শিলা, ক্ষিতি, বাপ্প, সাগর, ভূধর—এ সমন্ত স্থাবরের অন্তর্গত। আর বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, সরীফ্প ও সামুষ—এ সমশুই জন্মনের অন্তর্গত।

রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে আসরা জানিয়াছি বে, বে কিছু স্থাবর পদার্থ আছে, যদি তাহার বিশ্লেষণ করি—তবে ৯২টী মূলভূতে (elements-a) উপনীত হইব। আর বে কোন জম্পনেরই বিশ্লেষণ করি না কেন, আমর দেখিতে পাইব যে, তাহার শরীর কোষাণ্র দ্বারা গঠিত। ঐ কোষাণ্কে আবার বিশ্লেষণ করিলে, আমরা ঐ ৯২টী মূলভূতের মধ্যে করেকটা মূলভূতের সাক্ষাং পাইব। অতএব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে এই বিশি বৈচিত্রাময় স্থল জগং ঐ ৯২ মূলভূতের (হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, পারু, রৌপ্যা, স্বর্ণ, গন্ধক, কার্বন প্রভৃতির) সংযোগ ও সংহননে রচিত।

অনেকদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্ত মৃশ ভূতের পরমাণ্কে পরন্দর স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন। তাঁহারা বলিতেন যে, স্বর্ণের পরমাণ্ চিরদিন স্বর্ণের পরমাণ্ই আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক্ষে পূর্বাপর একটা আশা-কল্পনা ছিল বে, ঐ ৯২টা মূলভূত হয়ত এক অদ্বিতীয় উপাদানে গঠিত, তাহারা হয়ত এক চরম ভূতের পরিণাম মাজ। মনীবী স্থার উইলিয়ম ক্রুক্স এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণাত করেন। তিনিই

-Dr. Marques' Scientific Corroborations, Page 14

<sup>\*</sup> It is the dream of science that all the organised chemical elements will one day be found to be modifications of a single element.—World life, p. 48

<sup>†</sup> Crooke's chemistry admits that the primary constituents of all matter, of all atoms, are identical in their nature and issue from one single basis called 'protyle', their difference of form and appearance in molecules and compound bodies being only the result of a difference in distribution or position.

প্রথমে প্রতিপাদন করেন যে, রসায়নোক্ত ঐ ৯২টা মূলভূত বস্ততঃ মূলভূত নহে, তাহারা প্রোটাইল ( Protyle ) নামক এক চরমভূতের বিকার মাত্র। ৰ প্রোটাইলই জগতের নির্বিশেষ ( homogenous ) চরম উপাদান— তাহারই সংবোগ-সংহননে এই বিচিত্র বিশ্ব। তিনি আরও প্রতিপন্ন করেন বে, বৈজ্ঞানিক বাহাকে নিত্য, অথণ্ড পরমাণ্ মনে করিতেন, তাহা নিতাও নহে, অথণ্ডও নহে। অধিকন্ত তাহারা পরম্পর স্বতন্ত্র নহে ; কিন্ত বেমন একরাশি ইষ্টককে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সঙ্জিত করিলে নানাজাতীর बहालिका निर्मान करा यात्र, मिन्क्रि मिरे (श्रीहेल-क्रि मून भवापूर সংহনন-ভেদে রাসায়নিকের ঐ ৯২টি বিভিন্ন পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রক্ষের এই মত এক্ষণে বৈজ্ঞানিক-সমাজে স্থিরসিদ্ধান্ত বলিরা গৃহীত হইয়াছে।

विकात्नत এই প্রোটাইলই সাংখাদিগের প্রকৃতির অনুধানি - यून দগতের মূল উপাদান।

অব্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ ঐ প্রকৃতির বান্তবতা স্বীকার করেন না। তিনি বনেন, সাংখ্যের প্রকৃতি একটা mere abstraction. তাঁহার নিজের क्था वहे—

Prakriti (like Purusa) is also an abstraction from experience. It is the limiting concept on the object side, the name for the unknown and hypothetical cause

According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word Ether.

All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes matter perceptible to our senses. The movement arrested, the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible.—Nickola Tesla.

CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

of the object-world. If the real is experienced, then Prakriti is the unrealisable abstraction of pure object. This character of Prakriti is admitted when it is denoted by the word "avyakta" or unmanifested. It is mere emptiness, being the formless substrate of things,

व्यथित त्राथाकृष्यन् निष्क्र रे वर्तन -

'প্রকৃতি represents, in Hegel's phrase, 'the portentious power of the negative', which brings the world into being—an undifferentiated manifold containing the potentialities of all things. It is not so much being as force.' তাহাই যদি হইল, তবে রাধাকৃষ্ণন্ প্রকৃতিকে abstraction ন্যাত্র বলেন কিসে?

প্রকৃতি ত' অবস্ত নয়ই—উহা প্রচণ্ড বস্তু।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, প্রকৃতি যেমন সকলের উপাদান ( সর্বোপাদান — সাংখ্যস্ত্র, ১।৭৬), প্রকৃতির উপাদান কি ? এ প্রশ্ন অসম্বত। কার্য্য স্থাবর জন্দম বাহা কিছু পদার্থ আছে – পরম্পরাক্রমেক প্রকৃতিই ক্ষা তাহাদিগের চরম উপাদান, তখন সেই চরমের আবার চরম থাকিবে কিরপে? যদি থাকে, তবে সে চরমের চরম কি ? দর্শনের ভাষার ইহাকে 'অনবস্থা' বলে। অনবস্থা একটা দার্শনিক দোষ। অতএব আর্থ উপাদান প্রকৃতির মূল অন্থেষণ করিতে বাওয়া বিড়ম্বনা। সেই জন্ম সাংখ্যা চার্যেরা প্রকৃতিকে বিশ্বের অমূল মূল বলিলেন।

मृत्न मृनाভावाः अमृनः मृनम्।

এই প্রকৃতি বথন বিশ্বের মধ্যে সর্বত্ত অন্বিত, অনুগত রহিয়াছে, উর

পারংপর্বেহপি প্রধানামুবৃত্তিঃ অণুবৎ – সাধ্যস্ত্র, ৬।৩৫

পারন্পর্বেথপি একত্র পরিনিষ্ঠা ইতি সংজ্ঞামাত্রমৃ—ঐ, ১।৬৮ CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Colléction, Varanasi

র্ধন সর্বগত—তথন কোথাও কোনরূপে উহার পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। সেইজন্ত সাংখ্যস্ত্র বলিলেন—

পরিচ্ছন্ন ন সর্বোপাদানম্—১।৭৬ ইহার ভাস্ত্রে বিজ্ঞানভিক্ষ্ বলিরাছেন—

পরিচ্ছিন্নসম্ অত্র দৈশিকাভাব-প্রতিবোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসং তদ্-অভাবন্চ ব্যাপকস্থম। তথা চ জগংকারণস্বস্থ দৈশিকাভাবপ্রতিবোগিতা-নবচ্ছেদস্কনেবেতি প্রক্তেঃ ব্যাপকস্থম্ ইতি পর্যবসিতম্।

অর্থাৎ, বাহা অল্পদেশব্যাপী ('বাহা অণু বা মধ্যম পরিমাণ), তাহাই পরিচ্ছন। প্রকৃতি যখন সর্বব্যাপী ব্যাপক বস্তু, তখন উহার পরিচ্ছেদ সম্ভবে না। সেই জন্ম প্রকৃতিকে বিভূ বলে।

সর্বত্র কার্যদর্শনাং বিভূত্বম্—সাংখ্যস্ত্র, ৬।৩৬ ( কার্য – বিকার )

কারিকাও বলিয়াছেন—ব্যক্ত বা বিকৃতি 'হেতৃমং, অনিভাম, অব্যাপি', আর প্রকৃতি বা অব্যক্ত ইহার বিপরীত, অর্থাৎ, ব্যাপী বা বিভূ।

পুনশ্চ —প্রক্ততে বিভূত্ব-যোগাৎ—কারিকা, ৪২ এই প্রকৃতিই খণ্ডভাবে পুরুষের বিষয়। সেই জন্ম কারিকা বিলয়া-ছেন—ত্তিগুণম্ অবিবেকি বিষয়: ।\*—কারিকা, ১১

পুৰুষ বিষয়ী ( Subject ), প্ৰকৃতি বিষয় ( Object ); পুৰুষ ভষ্টা, প্ৰকৃতি দৃষ্য।

প্রকাশক্রিরাস্থিতিশীলং ভূতেক্রিরাত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃষ্টম্

—যোগস্ত্র, ২।১৮

<sup>\*</sup> এই প্রদক্ষে বাচন্পতি বিজ্ঞানবাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া 'তম্বকৌমুদী'তে নিখিয়াছেন:—যে তু আছ: বিজ্ঞানমেব হর্ষবিধাদমোহাত্যাকারম্, ন পুন: ইত: অস্তঃ তংবর্মা ইতি তান্ প্রতি আহ—বিষয় ইতি—বিষয়ো গ্রাহো বিজ্ঞানাদ্ বহি: ইতি যাবৎ।

এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগাঃ পরিণাगিনঃ \*\* প্রধানশব্দানা ভবন্তি। এতং দৃশাম্ ইতি উচ্যতে—ব্যাসভাষ্য

অর্থাৎ, 'এই 'দৃশ্য' প্রকৃতি ত্রিগুণমন্ত্রী এবং ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক—কার্ম, প্রকৃতির বিকার দারাই বাহ্ম বস্তু ও ইন্দ্রিয়াদি গঠিত। উহার দার প্রকৃষের ভোগ ও মোক্ষ সাধিত হয়।' কিরুপে ? সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

একই প্রকৃতি বথন অনেক পুরুষের দৃশ্য বা ভোগ্য হইতেছে, তথন দে অ-সাধারণ, অর্থাৎ, কাহারও নিজস্ব নহে—দেই জন্ত প্রকৃতিকে সামান্ত ব সাধারণ বলা হয়।

ত্রিগুণম্ অবিবেকি বিষয়ং সামাক্তম্ অচেতনং প্রসবধর্মি—কারিকা, ১১
সামাক্তং — সাধারণং, ঘটাদিবদ্ অনেকপুরুষৈং গৃহীতম্—বাচম্পতি
নিরবয়বম্ একমেব হি সাধারণম্ এতদ্ অব্যক্তম্—স্তরবৃত্তি
'এই অব্যক্ত (প্রকৃতি ) নিরবয়ব, এক এবং সাধারণ।'
সাংখ্য মতে পুরুষ অনেক, কিন্তু প্রকৃতি এক। অবশ্য প্রকৃতির দে
বিরুতি, তাহা অনেক—বিবিধ এবং বিচিত্র—

অনেকম্ আশ্রিতং লিফম্—কারিকা, ১০#

ইহা ব্যক্ত বা বিক্বতির কথা ( ব্যক্ত = Evolute ), কিছু অব্যক্ত বা প্রকৃতি ইহার বিপরীত। প্রকৃতি অনেক নহে, এক। অনেকং ব্যক্তর একম অব্যক্তং তথা পুমানপি একঃ।

অতএব দেখা গেল যে, সাংখ্যের প্রকৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূনভূত বা Primordial Matter (ম্যাটার)। প সেই জন্ম তত্ত্বদর্শী গুলরাও

<sup>\*</sup> হেডুমৎ অনিত্যম্ অব্যাপি সক্রিয়ন্ অনেকম্ আশ্রিতং লিঙ্গম্—সাংখ্যস্ত, ১১২৪

<sup>†</sup> Matter শব্দ আমাদের একেবারে অপরিচিত নহে। Matter from Materia which is derived from Mater (মাতর্)। ইহাই 'মাতরিবা'র মাতর — নাতরি বসতে ইতি মাতরি-বা (প্রাণ)। বাইবেলে আছে—Holy Ghost moving on the face of the waters.

প্রকৃতির অমুবাদ করিয়াছেন—Mighty expanse of cosmic Matter। ইহাই প্রাচীন ঋষিদিগের অপ্ বা কারণার্ণব—ঋগ্রেদের অপ্রেকত সনিল।

অপ্রকেতং দলিলং দর্বমা ইনং—ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল

ফাণাপ শ্চংক্রা বৃহতী র্জজান—ঋগ্বেদ

তন্মিন্ অপো মাতরিখা দধাতি—ঈশ-উপনিষদ, ৪

অপ এব সদর্জাদৌ—মন্থ

দেখা বার, প্রকৃতির পরিচরে সাংখ্যাচার্যেরা কতকগুলি সার্থক বিশেষণ প্রয়োগ করিরাছেন—বেমন বাচম্পতিমিশ্র ২৷২২ বোগস্ত্তের টীকার প্রকৃতি সম্পর্কে বলিরাছেন—তদ্ ইহ শ্রুতিস্বতীতিহাসপুরাণ-প্রসিদ্ধ্ অবাক্রম্ অনবয়বম্ একম্ অনাশ্রমং ব্যাপি নিতাং বিশ্বকার্যশক্তিমং।

ঐ সকল বিশেষণের অর্থের নির্বচন করিলে আমরা প্রক্বতির সহিত বধাসম্ভব পরিচিত হইতে পারিব। বধাসম্ভব বলিলাম এই জন্ম বে, প্রকৃতির লক্ষণ নির্দেশ করিলেও প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ আমাদের অনির্বচনীর ধান্দিবেই। সেই জন্ম ২০১৯ বোগস্ত্তের ব্যাসভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—

ষং তং নি:সত্তাসন্তং নি:সদসং নিরসং অব্যক্তম্ অনিকং প্রধানম্। 
অর্থাৎ, প্রধান বা প্রকৃতি অব্যক্ত ও অনিক। উহা অসং নর, সদসং নর
—নি:সত্তাসন্ত, অর্থাং, সত্তা ও অসত্তা—উভরেরই অতীত। তথাপি
সাংখ্যারা প্রকৃতিকে যে সমন্ত বিশেষণে বিশেষিত করিরাছেন, আমরা তাহা
বুঝিবার চেষ্টা করি।

প্রথমতঃ তাঁহারা বলিতেছেন বে, প্রকৃতি চেতন নহে, জড় বা অচেতন।
বিগুণম্ \* ক্ষতিতনং প্রসবধর্মি—কারিকা, ১১
প্রকৃতি ত্রিগুণ, অচেতন, বিকারী। এই অর্থে স্তুকার বলিতেছেন—
ব্রিগুণাচেতনত্মাদি দ্বরোঃ—সাংখ্যস্ত্র, ১০১২৬
প্রকৃতি ও বিকৃতি—উভরেই ত্রিগুণ ও অচেতন।

বে অচেতন বা জড়, তাহার মধ্যে বিবেক বা ঈক্ষা থাকিতে গারে ন

—সেই জন্ম সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে 'অবিবেকী' বনিয়াছেন—জিংগার,
অবিবেকি, † বিষয়ঃ। যে অবিবেকী, সে অন্ধ। সাংখ্যেরা প্রকৃতিক

অন্ধের সহিত তুলনা করেন। প্রকৃষ পঙ্গু আর প্রকৃতি অন্ধ—উভয়ে

সহবোগে সাষ্টি ব্যাপার।

পদ্দ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগ: ভৎক্বত: সর্গ:—কারিকা, ২১ প্রকৃতির একটি নাম 'অব্যক্ত'।

অব্যক্তং ত্রিগুণাৎ নিন্ধাৎ—সাংখ্যস্ত্র, ১।১৬৬ ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ব-বিজ্ঞানাৎ— কারিকা, ২ সাধারণমেতদ্ অব্যক্তম্—স্ত্রবৃত্তি স্বর্থাৎ, প্রকৃতি is pure potentiality.

( অব্যক্ত=Unmanifest )

স্ষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত অবস্থার থাকে। এই অব্যক্ত অবস্থার না প্রকৃতি। এই অব্যক্ত হইতে জগতের অভিব্যক্তি হয়।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্তাহরাপমে —গীতা, ৮/১৮

**এই অব্যক্তই উপনিষদের "অব্যাক্বড"।** 

**छर्टि रेमग् ज्याकिक्य जानी** ।

প্রকৃতির একটি নাম প্রধান।

প্রধানম্ এতৎ প্রবদন্তি প্রবয়:।

राजः ज्था श्रथानम्-कात्रिका, >>

প্রকৃতিকে প্রধান বলে কেন? প্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব অব্যক্ত হইয়া প্রকৃতিতে বিলীন বা নিহিত হয়, অতএব প্রকৃতি বিশের নিধান। এই নিধানকৈ প্রধান বলা অসকত নহে।

<sup>†</sup> বিজ্ঞানভিক্ ১।১২৬ খনের টীকান্ন অবিবেকী অর্থে সন্তুরকারী বিনিট্র। ইহার ভাব ঠিক বুবা যান না।

প্রথন্তে সর্বম্ আত্মনি ইতি প্রধানম্ ( প্র +ধা + যুচ্ )—শব্দকরক্রম প্রকৃতিকে প্রধান বলিবার আর একটি কারণ থাকিতে পারে। গীতার প্রকৃতিকে মহদ্-ব্রহ্ম বলা হইয়াছে —

মম বোনির্মহদ্বন্ধ তিম্মন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ৷ — ১৪।৩

ব্রদ্ধ অর্থে বৃহৎ—বৃহৎছাৎ ব্রদ্ধ— বাহা বৃহৎ মহৎ, তাহার নাম ব্রদ্ধ।
প্রকৃতি ব্যাপক, বিভূ, সর্বগত, অতএব বৃহৎ ও মহৎ। অতএব ইহার
নাম প্রধান। সেই জন্মই বোধ হয় তত্ত্বদশী গুভরাও প্রকৃতিকে Mighty
expanse of Cosmic matter বলিয়াছেন।

যাহা অব্যক্ত, তাহা সবিশেষ বা সাবন্ধব ( Heterogenous ) হইতে পারে না—তাহা অবিশেষ (Homogenous) হইবেই । সেই জন্ম সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতি নির্বিশেষ ও নিরবন্ধব।

অবিশেষাদ্ বিশেষারম্ভ:—সাংখ্যস্ত্ত্র, ৩।১
নিরবয়বম্ একমেব হি অব্যক্তম্—স্ত্রবৃত্তি

<sup>বাহা</sup> কিছু ব্যক্ত বা ব্যাকৃত, সে সমন্তই প্রকৃতিতে বিলীন হয়। কিন্তু প্রকৃতির লয় হয় না। সেই জন্ম প্রকৃতিকে অলিঙ্গ বলে। ব্যক্ত লিঙ্গ কিন্তু অব্যক্ত অলিঙ্গ।

অনেকম্ আশ্রিতং লিন্সম্।

সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতম্ অব্যক্তম্ । —কারিকা, ১০ অব্যক্তম্ অক্সত্র লয়ং ন গচ্ছতি ইতি অলিঙ্গম্—বাচম্পতি মিশ্র

বোগ-দর্শনে প্রকৃতির এই অলিঙ্গত্ব লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, জিঞ্জনের চারি পর্ব—বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ।

वित्नवावित्नविक्रमाजानिकानि खन्तर्वानि—(वान्नव्ज, २।३३

স্থুনভূত ও ইন্দ্রির বিশেষ, পঞ্চতন্মাত্র ও অহংকার অবিশেষ, মহৎতত্ত্ব নিদ্মাত্র এবং প্রকৃতি অলিম্ন।

ৰাহা জবিশেষ, যাহা নিরবয়ব ( partiess ), যাহা নিজল, তাহা কথনও

আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না। কারণ তাহা অভি স্থ। তন্মাত্রই স্ক্র, অহংতত্ত ও মহংতত্ত স্ক্রতর; কিন্তু প্রকৃতি বা অন্যক্ত স্ক্রাং স্ক্র, অতি স্ক্র।

স্ক্ষবিবয়ত্বং চ অলিঙ্গ-পর্যবদানম্—বোগস্ত্র, ১।৪৫ ন চ অলিঙ্গাৎ (প্রাক্তেঃ) পরং স্ক্ষম্ অন্তি \* \* অতঃ প্রধানে দৌদ্ধ নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্—ব্যাশভাষ্য

সেই জন্ম কারিকা বলিতেছেন—

সৌক্ষ্যাৎ তদন্তপলব্ধি না ভাবাৎ—কারিকা, ৮ 'প্রকৃতির স্ক্ষ্মতা হেতু তাহার উপলব্ধি হয় না।'

প্রকৃতি যথন অলিঙ্গ এবং আদ্য উপাদান, তথন উহা নিশ্চয়ই আদি নিধন। অর্থাং, প্রকৃতির আদি বা অন্ত নাই—উহা নিত্য এবং অবিনার। স্থাকার বলিয়াছেন—

প্রকৃতি-পুরুবরোঃ অন্তৎ সর্বম্ অনিত্যম্—সাংখ্যস্তর, ৫।৭২ 'প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন আর সমস্তই অনিত্য।' সেই জন্ম প্রকৃতিকে 'জ্যা' বলে। যাহার জন্ম নাই, যে অহেতুক, সেই অজ।

অজানেকাং লোহিতগুক্লক্ষণাম্—শ্বেতাশ্বতর, ৪।৫ গীতা এই কথার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিও<sup>পুরু</sup> উভয়ই অনাদি।

প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্ধানাদী উভাবপি – ১৩২°

এ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকার বচন (হেতুমদ্ অনিত্যম্ অব্যাপি ইত্যানি)
আমরা পূর্বেই উদ্ধত করিয়াছি। যাহা বিক্রতি, তাহা হেতুমং, অনিত্র
অব্যাপি; কিন্তু প্রকৃতি অহেতুমং (অনাদি), নিত্য এবং বাগিন।
প্রকৃতি শুধু অনাদি নহে—উহা অ-নিধন, অর্থাৎ, প্রকৃতির নাশ নাই ইয়া
ক্রব।

আস্থরি-কৃত তত্ত্বসমাস-স্থত্ত-বৃত্তিতে উদ্ধৃত হুইটা প্রাচীন <sup>রোগ</sup>

প্রকৃতির এই সকল লক্ষণ বেশ স্পষ্ট করা হইয়াছে। সে শ্লোক দুইটী এই— অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ং তথা চ নিত্যং রসগদ্ধ-বর্জিতম্। অনাদি-মধ্যং মহতঃ পরং ধ্রুবম্ প্রধানম্ এতং প্রবদম্ভি স্বয়ঃ॥

'প্রকৃতি অশব্দ, অস্পর্শ, অরপ, অরস ও অগদ্ধ; ইহা নিতা। ইহার কর বার, আদি মধ্য নাই; ইহা মহতের পারে, গ্রুব। পণ্ডিভেরা ইহাকে প্রধান আখ্যা দেন।'

স্প্রম্ অলিঙ্গম্ অনাদি-নিধনং
তথা প্রসবধর্মি।
নিরবয়বম্ একম্ এব হি সাধারণম্
এতদ্ অব্যক্তম্।

'প্রকৃতি বা অব্যক্ত স্থন্ধ, অলিঙ্গ, অনাদি-নিধন এবং পরিণামী। ইহা নিরবয়ব, নির্বিশেষ, এক, এবং সাধারণ।'

অতএব দেখা গেল প্রকৃতির উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। সেই দুখ সাংখ্যেরা বলেন, নাসদ্ উৎপদ্যতে ন সদ্ বিনশ্রতি। যাহাকে আমরা উৎপত্তি বলি, তাহা অব্যক্তের অভিব্যক্তি মাত্র।

প্রকারান্তরাসম্ভবাৎ সদ্-উৎপত্তিঃ—সাংখ্যস্তত্ত্ব, ৬।৫৩ অসদ্-উৎপাদাসম্ভবাৎ স্থক্ষরপেণ সদেব উৎপদ্যতে অভিব্যক্তং ভবতি —বিজ্ঞানভিষ্ণু

<sup>এবং আমরা</sup> যাহাকে নাশ বলি, তাহা ব্যক্তের অব্যক্তে বিলয় মাত্র।

नामः कात्रनवयः — সাংখ্যস্ত্র, ১।১২১

সেই জন্ম সাংখ্যেরা দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, অসতের উৎপত্তি নাই <sup>এবং সতের</sup> বিনাশ নাই।

नामम्-छेरशासा नृमुक्वर--मारशास्व, ১।১১৪

প্রকৃতির যে সমস্ত বিকার—তাহাদিগেরও উৎপত্তি বিনাশ ঘটে না— কেবল ভাবান্তর হয়—কেবল মাত্র আবির্ভাব তিরোভাব হয়।\* সাংগ পরিভাষায় ইহাকে 'সৎকার্ববাদ' বলে।

সংকার্য-বাদের সার কথা এই —

Nothing can be evolved which is not in kind involved. The effect pre-exists in the cause in a latent form. What was latent becomes patent. It is the passage from the implicit to the explicit. (Hegel) it is the transition from potential being to actual being.

উহা অব্যাক্বত হইতে ব্যাক্বত অবস্থা মাত্র—আগন্তকের উদ্ভব নহে।
এই সংকার্যবাদের সমর্থনে সাংখ্যেরা নানা মুক্তি-তর্কের অবভারণ
করিরাছেন। ঈশ্বরুফের নিম্নোক্ত কারিকা ঐ সকল যুক্তিতর্কের মগ্রহ
শ্লোক।

অসদ্-অকরণাৎ, উপাদান-গ্রহণাৎ, সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্ত শক্যকরণাৎ কারণভাবাৎ চ সং কার্যম্ ।—কারিকা, 
এই সকল যুক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া স্থত্রকার বলিতেছেন—
নাসদ্-উৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ—সাংখ্যস্ত্ত, ১।১১৪
উপাদাননিয়মাৎ—ঐ, ১।১১৫
সর্বত্ত সর্বদা সর্বাসম্ভবাৎ—ঐ, ১।১১৬

<sup>\*</sup> Matter never either comes into existence or ceases.

exist. The seeming annihilations of matter turn out on close observation to be only changes of state. It has grown into an axiom of science, that whatever metamorphoses matter under goes, its quantity is fixed. The annihilation of matter is unthink able for the same reason that creation of matter is unthinkable.

—Herbert Spencer's First Principles.

এই যুক্তিগুলির আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। কার্য কেন সং? কেন সাংখ্যেরা বলেন যে, উংপত্তির পূর্বেও কার্যের অন্তিত্ব থাকে? ইহার প্রথম যুক্তি এই যে—অসদ্-অকরণাং—বাহা অসং তাহার ভাব (সন্তা) হইতে পারে না। গীতাও বলিয়াছেন—নাসতো বিশ্বতে ভাবঃ। তাই স্ত্রকার বলিলেন—নাসদ্-উৎপাদঃ—বাহা অসং, তাহাকে উৎপন্ন করা বার না।

অসং চেং কারণ-ব্যাপারাং পূর্বং কার্যম্, নাস্য সন্থং কেনাপি কর্তুং শক্ষম্। ন হি নীলং শিল্পিসহস্রেণাপি শক্যং পীতং কর্তুম্।—বাচম্পতি

অর্থাং, 'কারণ-ব্যাপারের পূর্বে কার্য বদি না থাকিত—কার্য বদি অ-সং

হইত, তবে কিছুতেই তাহাকে সং করা যাইত না। সহস্র শিল্পীর চেষ্টাতেও

নীলকে কেহ পীত করিতে পারে কি ?' সেই জন্ম স্ফুলনার দৃষ্টান্ত দিলেন,

'নৃশ্ববং'। মেড়ার শিং উৎপন্ন হয় (কারণ, অব্যক্তভাবে মেবশাবকে ঐ

শ্বদ বিদ্যমান ছিল), কিন্তু মানব-শিশুতে কোনদিন শৃঙ্গের বীন্ধ ছিল না

বিদিয়া ব্বা মান্থবের কোন দিন শিং দেখা যায় নাই। বাচম্পতি এই

বিষয় আরও বিশদ করিয়াছেন—

কারণ-ব্যাপারাৎ উধর্ব ইব তং-প্রাগ্ অপি সদেব কার্যম্ ইতি। কারণাৎ

চ অস্য সতোহভিব্যক্তিঃ এব অবশিশ্বতে। সতশ্চ অভিব্যক্তিঃ উপপন্না। যথা

পীড়নেন তিলেষু তৈলন্ড, অবঘাতেন ধান্তেষু তণ্ডুলানাং, দোহনেন

পৌরভেন্নীযু পরসঃ। অসতঃ করণে তু ন নিদর্শনং কিঞ্চিৎ অন্তি।

জর্থাৎ, 'কারণ-ব্যাপারের পরে যেমন কার্য থাকে, তাহার পূর্বেও সেইরূপ কার্য থাকে। সেই সং কার্যের কারণ হইতে অভিব্যক্তি হয় মাত্র। জিকে পিষ্ট করিলে তৈল ব্যক্ত হয়, ধানকে কুটলে চাউল ব্যক্ত হয়, গাভীকে দোহন করিলে তৃয় ব্যক্ত হয়। ঐ সকল কার্য কারণে অব্যক্ত

ছিল বলিয়াই তাহাদের অভিব্যক্তি। নতুবা অসংকে সং হইতে কে ক্রে দেখিয়াছে ?'

ইহাকেই 'উপাদান-নিয়ম' বলে। তিল হইতেই তৈল হয়, বানি হইতে হয় না। তুলা হইতেই বস্ত্র হয়, তেঁতুল হইতে হয় না। মৃত্তিল र्टेट पे रम, जन र्टेट रम ना। धरेन्न था अर रखन रखन है जानन (material) নিয়ত আছে। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিক্ষু এইরপ লিখিয়াছেন-

মুদোৰ ঘট উংপদ্মতে তম্বধেৰ পট ইত্যেৰং কাৰ্যাণাম উপাদানকারং প্রতি নিয়নোহস্তি। সু ন সম্ভবতি। উৎপত্তে: প্রাকৃ কারণে কার্যাসরাক্ষ हि न त्काशि वित्नत्वाशिख त्यन किथन व्यव व्यवस्थ कनतार न रेज्यम रेजि

वर्षाः, 'मृत्रिकाट्टं घरे এবং स्ट्राइ रख रग्न। मृत्रिका ७ स्व नि অন্ত কোন উপাদানে ঘট ও বস্ত্র উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরপে কার্নাং পত্তির প্রতি উপাদান-কারণের নিয়ম আছে। এই নিয়ম অসম্ভব सह যদি না উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে বিদ্যমান থাকিত। তংভিন্ন কারণ এমন কি বিশিষ্টতা আছে যে, এক কারণ হইতে এক কার্যই উংগন্ন হইব অন্ত কাৰ্য উৎপন্ন হইবে না ?'

সেই জন্ম সত্রকার বলিলেন—

দর্বত্ত দর্বদা দর্বাদম্ভবাৎ —দাংখ্যস্ত্ত, ১।১১৬

অর্থাৎ, বদি কার্যোৎপত্তির প্রতি উপাদানের নিয়ম ন। থাকিত, ভা তাহা ত' দেখা যায় না। অতএব কাৰ্যোৎপত্তির প্রতি উপাদান-বার্গ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

সংকার্যবাদের আরও যুক্তি আছে। শক্তব্য শক্যকরণাং—বে বার যে কার্য করিতে সমর্থ, সে তাহাই উৎপন্ন করে; অন্ত কার্য উৎপ<sup>ন্ন ক্</sup> না। আপত্তি হইতে পারে যে, কারণের এমন এক শক্তি থাকে, <sup>মৰ্গ</sup> বিশেষ বিশেষ কার্য উৎপন্ন হয়। অতএব উৎপত্তির পূর্বে কার্বের জর্গি

কেন স্বীকার করিব ? তত্ত্তরে সাংখ্যেরা বলিতেছেন, "তোমরা যে শক্তির কথা বলিলে, তাহার সহিত কার্যের সম্বন্ধ আছে কি না ? বদি বল নাই, তবে যে-সে কারণ হইতে যে-সে কার্য উৎপন্ন হয় না কেন ? অতএব শক্তির সহিত কার্যের সম্বন্ধ মানিতেই হইবে। কিন্তু কার্য বদি অসং হয়—উপেত্তির পূর্বে যদি কার্যের অন্তিম্ব স্থীকার না কর, তবে শক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপে ঘটাইবে ?"

এই মর্মে বাচম্পতি বলিতেছেন—

শক্তিভেদ এব স তাদৃশঃ যতঃ কিঞ্চিদ এব কার্যং জনরেং ন সর্বম্ ইতি
চেং হন্ত ভোঃ শক্তি-বিশেষঃ কার্য-সম্বদ্ধা বা আদ্ অসম্বদ্ধা বা। সম্বদ্ধত্ব
নাসতা সম্বদ্ধ ইতি সংকার্যম্, অসম্বন্ধবে সৈব অব্যবস্থেতি হাষ্ট জং শক্তস্ত
শক্যকরণাদিতি।

সংকার্যবাদের শেষ যুক্তি—কারণাভাবাং চ। কার্য কারণ হইতে অভিন্ন—কারণ যখন সং, তখন তাহা হইতে অভিন্ন কার্যকেও সং বলিতে হইবে।

কার্যস্ত কারণাত্মকত্বাং, ন হি কারণাং ভিন্নং কার্যং; কারণঞ্চ সং ইতি
ক্থাং তদ্-অভিন্নং কার্যং অসদ ভবেং—বাচস্পতি

আমরা এ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না, কৌতৃহলী পাঠক নবম কারিকার বাচস্পতিমিশ্র-ক্বত 'তত্ত্বকৌমূদী' টীকা লক্ষ্য করিবেন।

প্রকৃতির সম্বন্ধে আরও ছ'টা বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে দেখা বায়—'জিগুণং ও প্রসবধর্মী'—অর্থাৎ, প্রকৃতি জিগুণাত্মক এবং পরিণামশীল। এ সম্বন্ধে আমরা আগামী অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

# দ্বিতীয় অখ্যায়

#### <u> ত্রিগুণ্য</u>

সাংখ্য পরিভাষায় প্রকৃতির একটি সার্থক নাম ত্রৈগুণা (ত্রৈগুণান্— তর্বনাস)। সাংখ্যকারিকা প্রকৃতির পরিচয় স্থলে প্রখ্যেই বলিরাছেন— ত্রিগুণান্ অবিবেকি—সাংখ্যকারিকা, ১১ সাংখ্যস্ত্র এ বিষয় আরও বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—

স্বরজন্তম্পাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ—১।৬১

'প্রকৃতি কি ? সন্ধ, রঙ্গ: ও তম:—এই গুণত্ররের বে সামাবস্থা ব State of Equilibrium, তাহার নাম প্রকৃতি।'

'সাম্যাবস্থা' বলিলে কি বুঝার, আমরা ক্রমশঃ বুঝিবার চেষ্টা করি। কিন্তু এখানে 'গুণ' বলিলে কি বুঝিব ? গুণ বলিতে ধর্ম অর্থাং, Quality বা Attribute নতে।

সন্থাদীনাম্ অতদ্ধর্মত্বং তদ্রপত্বাং—সাংখ্যস্ত্র, ৬০০

'সন্ত, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির ধর্ম নহে, যে হেতু প্রকৃতি তদ্রপা, অর্থাৎ
ঐ ঐ গুণমন্ধী।'

গুণা এব প্রকৃতিশব্দবাচ্যাঃ ন তৃ তদরিক্তা প্রকৃতিরতি
—২।১৮ স্ত্ত্রের বোগবার্তি

১৷৬৯ স্বজের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষ্ নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত <sup>করির</sup> বিষয়টী আরও বিশদ করিয়াছেন—

> সন্ধ রদ্ধ স্তম ইতি প্রাকৃতং তু গুণত্ররম্। এতন্মরী চ প্রকৃতি মারা যা বৈষ্ণবী শ্রুতা। লোহিত-শ্বেত-কৃষ্ণেতি তন্তা ন্তাদৃগ্ বহু প্রজা: ॥

'সন্ত, বৃদ্ধ:, তম: —ইহারা প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম নহে। প্রকৃতি ঐ তিন গুণমন্ত্রী\*—লোহিত শুক্ল কৃষণা—যাহাকে বিষ্ণু-মান্না বলে। উহার বহু প্রজা বা সম্ভতি—তাহারাও ঐরূপ, অর্থাৎ, গুণমন্ত্র।'

এই প্লোক পাঠে অভিজ্ঞ পাঠকের খেতাখতর উপনিষদের নিমোক্ত মন্ত্রটি স্মরণে আসিবে।

> অজাম্ একাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহুৱীঃ প্রজাঃ স্তুদানাং সরুপাঃ।—৪।৫

'প্রকৃতি অজা, একা, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা—সমানরপা বহু প্রজা বা সম্ভতির জননী।' লোহিত রজোগুণ, শুক্ল সম্বন্ধণ এবং কৃষ্ণ তমোগুণকে লক্ষ্য করিতেছে, অর্থাৎ, প্রকৃতি এ তিনগুণমন্ত্রী।

কারণের গুণ কার্যে অন্বিত হয়—প্রকৃতি বর্থন সমস্ত বিকারের জননী, সকল জড়বর্গ বর্থন প্রাকৃতিক উপাদানে গঠিত, তর্থন সমস্ত জড় বস্তু যে ঐ বিশ্বপায় হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? সেই জন্ম শ্রুতি বলিলেন—প্রকৃতির প্রন্না 'সর্নুপা', অর্থাৎ, প্রকৃতি হইতে প্রজাত পদার্থ মাত্রই প্রকৃতির ন্তায় বিশ্বপায়। এই মর্মে সীতাও বলিয়াছেন, স্বর্গে মতে, ভূ: ভূব: স্ব: এই বিলোকে এমন কোন কিছু নাই, বাহা ঐ গুণত্রয় হইতে মৃক্ত।

ন তদ্ অন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেরু বা পুন:।
সন্তং প্রকৃতিজৈ মুঁক্তং বদ্ এভি: স্থাং ত্রিভি গুঁগৈ ॥—গীতা, ১৮।৪॰
তবে উধ্ব লোক সন্থবিশাল, মধ্য লোক (পৃথিবী) রজোবিশাল এবং
অধং লোক (স্থাবরাদি) তমোবিশাল। সেই জন্ম কারিকার ঈশ্বরক্তম্ম
বিনরাছেন—

উধ্বং সত্ত্বিশালঃ তমোবিশালক মূলতঃ দর্গঃ। মধ্যে রজোবিশালো ত্রদাদিতত্বপর্যন্তঃ।—কারিকা, ৫৪

<sup>\*</sup>It is not something which underlies the Gunas but is the triad of the Gunas. It is a string of three strands.

সন্ধ, রজ:, তম:—এই তিন গুণ যদি প্রকৃতির ধর্ম বা Attribute নহে,—তবে ইহারা কি এবং ইহাদিগকে 'গুণ' বলে কেন ? ইহার উল্লের সাংখ্যাচার্যেরা বলেন যে, 'গুণ' অর্থে রজ্জ্ —এই প্রকৃতির গুণজ্রের প্রকৃত্রপূপশু আবদ্ধ হয়, সেই জন্ম ইহাদিগকে 'গুণ' বলে—বয়াতি প্রকৃষ পঙ্খ। ইহারা বস্তুতঃ প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ তিনটা বিরোধী প্রবণতা বা Tendency। সন্থের স্বভাব প্রকাশ, রজের স্বভাব প্রবৃত্তি এবং জন্ম স্বভাব আবর্গ।

সন্ত্বং প্রকাশকং বিচ্যাৎ রজো বিদ্যাৎ প্রবর্ত কম্। তমোহপ্রকাশকং বিদ্যাৎ ত্রৈগুণ্যং নাম সঞ্জিতম্।

সব লঘু, রজঃ চঞ্চল, তমঃ গুরু। এ প্রসঙ্গে সাংখ্যকারির বলিতেছেন—

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ—কারিকা, ১২

'সন্ত হইতে প্রীতি বা স্থুখ, রক্ষঃ হইতে অপ্রীতি বা দুঃখ এবং তমঃ হইতে

বিষাদ বা মোহ; সন্তের স্বভাব প্রকাশ, রক্ষের স্বভাব প্রবৃত্তি এবং তমে

স্বভাব নিয়ম (Inertia)।'

সত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টম্, উপষ্টস্তকং চলং চ রজঃ। গুরু বরণকমেব তমঃ—কারিকা, ১৩

'সত্ব লঘু ও প্রকাশক, রজঃ চল ও উপষ্টম্ভক (প্রবর্তক) এবং ভা গুরু (heavy) ও আবরক।'

এই মর্মে সাংখ্যস্তত্ত বলিয়াছেন—

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদালৈ গুণানাম্ অক্যোক্তং বৈধর্ম্যম্—১।১২৭
লঘাদি ধর্মেঃ সাধর্ম্যং বৈধর্ম্যং চ গুণানাম্—১।১২৮

ইহার ভাষ্টে বিজ্ঞানভিক্ষ্ পঞ্চশিখাচার্যের একটি বাক্য উদ্ধৃত করির বলিতেছেন—'স্ত্রকার বলিলেন, সত্ত্বের ধর্ম লঘুত্ব ইত্যাদি। 'আদি' শব্দে কি ব্বিব ? পঞ্চশিখাচার্য ইহার উত্তর দিয়াছেন। সম্বপ্তণের প্রসাদ নমূৰ, অভিষদ, প্রীতি, তিতিক্ষা, সম্ভোষ প্রভৃতি অনম্ভ ভেদ—তবে সংক্ষেপে বলা হয়, সত্তপ্তণ স্থাত্মক। এইরূপ রজোগুণেরও শোকাদি নানা ভেদ—তবে সংক্ষেপে বলা হয়, রজোগুণ হংখাত্মক। তমোগুণেরও নিজ্রাদি নানা ভেদ—তবে সংক্ষেপে বলা হয়, তমোগুণ মোহাত্মক।

অত্র আদিশব্দগ্রাহ্যাঃ পঞ্চশিখাচার্ট্য: উক্তাঃ। বথা সন্থং নাম প্রসাদনাঘবাভিবদ্পপ্রীতিতিতিক্ষাসস্তোষাদি রূপাস্তভেদং সমাসতঃ স্থথাত্মকম্।
এবং রুজোহপি শোকাদি নানাভেদং সমাসতঃ দুংথাত্মকম্। এবং তমোহপি
নিদ্রাদি নানাভেদং সমাসতো মোহাত্মকমিতি॥

এ ভাবে বলিতে পারা যায়— তম:= Resistance or Inertia বুজ:= Motion or Activity

এবং স্ত্=Harmony or Rhythm. \*

তায় is the principle of inertia, and বুল্ল: is the principle of energy, of potential motion; so that, without তায় there will be perpetual activity, which will be neverending irregular motion. Here সৰু comes in, as the principle of harmony—that which regulates and brings about adaptation, converting irregular motion into harmonious vibration or synchronous motion.

Since these 'moments' are found in all existence, they are attributed to the original existence.

-Prof. Radhakrisnan.

প্রকৃতির যে গুণতার সন্থ, রজঃ ও তমঃ—harmony, activity and

<sup>\*</sup>এ প্রদক্ষে শ্রীমতী আানি বেসেন্ট তাঁহার 'A Study in Consciousness' গ্রন্থের ১৮-৯ পৃঠায় বেশ ফুন্দর বিবৃতি করিয়াছেন।

resistance—ইহার মধ্যে বোধ হয় তমঃই প্রধান। এ সম্পর্কে প্রাদির দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার লিখিয়াছেন—

The ultimate elements of matter are being at once extended and resistent. Of these two inseparate elements, the resistance is primary and the extension secondary. \* \* The resistance-attribute of matter must be regarded as primordial.

-First Principles, pp 232-34

এ দেশেও দেখা যায়, তমঃ প্রকৃতির একটি স্থপরিচিত নাম।
ভগবান মন্থ প্রলয়ের অবস্থা বর্ণন করিতে বলিয়াছেন—আসীদ্ ইদং অমভূতম্। ইহা প্রাচীন ঋথেদের প্রতিধ্বনি—

### তম আসীৎ তমসা গৃঢ়মগ্রে।

এই যে আমরা ত্রৈগুণ্যের আলোচনা করিয়া সন্থ, রজঃ ও তমের বর্জা নিধারণের চেষ্টা করিলাম, দেখা যায় কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ইহার আভাস পাইয়াছেন—Every material substance is endowed with active power, passivity and inertia; causing receiving and concerting local action.—Elements of Molecular Mechanics by J. Baymer, p. 11

গীতার চতুর্দশ অধ্যারে গুণত্রয়বিভাগ-যোগের উপদেশে এই সন্ধ্ রঞ্চ ও তমোগুণের সবিশেষ বিবরণ করা হইয়াছে—অনুসন্ধিংক পার্মক্ষ তংপ্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

সক্তং রজ শুম ইতি গুণা: প্রক্বতি-সম্ভবা:।
নিবগ্গন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনম্ অব্যয়ম্ ॥—>৪।৫
হৈ অজুন ! সন্তু, রজ: ও তম:, প্রকৃতিজ এই তিন গুণ দারা জ্বার্গ আত্মা দেহে আবদ্ধ হন। করপে ?

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাং প্রকাশকম অনামরম। স্থুখসম্বেন বগ্নতি জ্ঞানসঙ্গেন চান্য ॥—১৪।৬

'দৰ্গুণ নিৰ্মলস হেতু প্ৰকাশক ও স্থাদায়ক—অতএব স্থাসন্ধ দারা ও জ্ঞানসফ দারা জীবের বন্ধন ঘটনা করে।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ-সমূন্তবম। ভন্নিবিগ্নাতি কৌন্তের! কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥—>৪।৭

'রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণাসঙ্গের জনক। অতএব কর্মনঙ্গের দারা

ভীবকে আবদ্ধ করে।'

তমো জ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম। প্রমাদালস্থনিক্রাভিঃ তরিবগ্গতি ভারত ॥—>৪৮ 'তমোগুণ নোহাত্মক—সর্ব শরীরীর মোহকর। প্রমাদ, আলন্ত, নিজ্রা-বন্ধনে জীবকে আবদ্ধ করে।'

সক্তং স্থথে সংজয়তি রক্তঃ কর্মণি ভারত ! জ্ঞানম্ আবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সংজ্যুত্যত ॥—১৪।ই 'সত্তপ জীবকে স্থা সংসক্ত করে; রজোগুণ কর্মে এবং তমোগুণ জানকে আবৃত করিয়া প্রমাদে জীবকে সংসক্ত করে।'

সর্বদ্বারেষু দেহেংস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে। ख्वानः यमा जमा विद्याम् विवृद्धः मदम् रेजूाज ॥ লোভ: প্রবৃত্তিরারম্ভ কর্মণাম্ অশম: স্পৃহা। রজস্মেতানি জারন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্বভ॥ অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিন্চ প্রমাদো মোহ এব চ। তমন্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুফনন্দন॥—১৪।১১-৩

অর্থাৎ, সত্তত্ত্ব প্রবল হইলে, শরীরের সমস্ত ছারে প্রকাশ বা জ্ঞান উদিত হয়। রজোগুণ প্রবল হইলে, লোভ, প্রবৃত্তি, চেষ্টা, অশান্তি ও স্পৃহা উৎপন্ন হয় এবং তমোগুণ প্রবল হইলে, অজ্ঞান, জড়তা, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলমং যাতি দেহভূং।
তদোত্তমবিদাং লোকান্ অমলান্ প্রতিপদ্ধতে।
বৃদ্ধদি প্রলমং গত্তা কর্মসন্ধির্ জারতে।
তথা গ্রলীন স্তমসি মৃঢ়যোনির্ জারতে॥—১৪।১৪-৫

অর্থাৎ, সত্তপ্রণের প্রবলতার সময় জীবের মৃত্যু ঘটিলে, সে তত্তজানীর অমল লোক প্রাপ্ত হয়। কিন্ত রজোগুণের প্রবলতার সময় মৃত্যু হইলে, দে জীব কর্মাসক্তের গৃহে এবং তমোগুণের প্রবলতার সময় মৃত্যু হইলে, দে মৃচ্যোনিতে ( অর্থাৎ, পাশব দেহে ) উৎপন্ন হয়।

কর্মণ: স্থক্কতস্থাতঃ সাত্তিকং নির্মলং ফলম্।

ব্রন্ধসন্ত ফলং তুঃথম্ অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥—>৪।১৬

অর্থাং, সাত্তিক কর্মের ফল নির্মল ( স্থ ), রাজস কর্মের ফল তুঃথ এবং
তামস কর্মের ফল অজ্ঞান।

সন্থাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রঙ্গসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহো তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥—>৪।১৭

অর্থাং, সন্বন্ধণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং অ<sup>মাঞ্চা</sup> হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সাংখ্যেরা বলেন, ষেমন জীবশরীরে কফ, বাত, পিত্ত – এই তিন বিরোধী ধাতৃ সর্বদা সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ জগতের মূল উপাদান প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির বিকারজাত সমস্ত বস্ততে এই তিন বিরোধী গুল একে অন্তকে পরাভব করিবার জন্ম সর্বক্ষণ উদ্যুক্ত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে কখন সন্থ বিজয়ী হইয়া প্রকাশ বা হুখ বা লঘুতা উৎপাদন করিতেছে; কখন বা রক্ষ: প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি বা তৃ:খ বা চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে; জাবার কখন বা তম: উৎকট হইয়া নিয়ম (জড়তা) বা মোহ বা গুরুগ

উংপন্ন করিতেছে। এই ব্যাপার অন্থদিন অন্থদণ, সর্বদা সর্বত্ত চলিতেছে —তিলার বিরাম বা বিশ্রাম নাই।

গুণত্ররের এই সংমর্দ লক্ষ্য করিরা ঈশ্বরকৃষ্ণ কারিকার নিখিরাছেন— অক্যোন্তাভিভবাশ্ররজননমিথুনবৃত্তরশ্চ গুণা—কারিকা, ১২ ইহার ভায়ে বাচম্পতিমিশ্র নিখিতেছেন—

অন্তোত্ত। তথা হি সক্ত রক্ষণ্ডমসী অভিভূর শাস্তাম্ আত্মনো বৃত্তিং প্রতিন্তাত। তথা হি সক্ত রক্ষণ্ডমসী অভিভূর শাস্তাম্ আত্মনো বৃত্তিং প্রতিনভাতে। এবং রক্ষণ্ড সন্ত্রতমসী অভিভূর ঘোরাম্। এবং তমং সন্তরক্ষমী অভিভূর মৃঢ়াম্ ইতি। অত্যোত্তা শ্ররবৃত্তরং। বছপি আধার-আধেরভাবেন অরম্ অর্থা ন ঘটতে, তথাপি বদ্-অপেক্ষরা বস্ত ক্রিরা স তম্ত আশ্রয়ং। তথা হি সক্ষ প্রবৃত্তিনিয়মৌ আশ্রিত্য রক্ষণ্ডমসোং প্রকাশেন উপকরোতি। রক্ষণ্ড প্রকাশনিয়মৌ আশ্রিত্য প্রবৃত্তাা ইতরয়োং। তমং প্রকাশপ্রকৃত্তী আশ্রিত্য নিয়মেন ইতরয়োং ইতি। অত্যোত্তজননবৃত্তরং। অক্ততমোহত্তমং জনয়তি। জননঞ্চ পরিণামং। স চ গুণানাং সদৃশরপং। অতএব ন হেত্মক্ষণ তরান্তরম্ভ হেতোং অভাবাৎ। নাপি অনিত্যক্ষং তত্তান্তরে লয়াভাবাৎ। অত্যোত্তমিপ্নবৃত্তরং অন্যোত্ত-সহচরাং। অবিনাভাববর্তিন ইতি যাবং।

অর্থাৎ, গুণত্ররের স্বভাব পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টা করা; তাহার ফলে সত্ত্ব কথনও রক্ষ: ও তমোগুণকে অভিভব করিয়া 'শান্ত' বৃত্তিদ্বারা আত্মপ্রকাশ করে; রক্ষ: কথনও সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভব করিয়া 'ঘোর' বৃত্তিদ্বারা আত্মপ্রকাশ করে; তম: কথনও সত্ত্ব ও রক্ষোগুণকে অভিভব করিয়া 'মূঢ' বৃত্তিদ্বারা আত্মপ্রকাশ করে। পুনশ্চ গুণত্ররের স্বভাব পরস্পরের আত্মন্ত্র-আত্মন্ত্র আত্মন্ত্র-আত্মন্তর আত্মন্ত্র-আত্মন্তর আত্মন্তর ভাবে নহে, উপকারী-উপকার্য ভাবে, একে অত্যের স্বপ্রকাশে সহায়তা করিয়া। পুনশ্চ গুণত্ররের স্বভাব অত্যোন্তের জননে বা পরিণামে হেতুত্বত হওয়া। পুনশ্চ

গুণত্ররের স্বভাব পরস্পরের মিথ্ন ভাব বা নিত্যসাহচর্য—একে মন্ত ছুই গুণকে ছাড়িয়া একক্ষণও থাকে না।

ফলত: এই গুণত্রর সর্বদা পরস্পরকে অভিভব করিবার জন্ম উদ্বান্ধ রহিরাছে; অথচ তাহারা পরস্পরের আশ্রার, নিত্য সহচর (মিথ্ন)। বেখানেই সন্ধ, সেখানেই রক্ষা ও তমঃ; রেখানেই রক্ষা, সেখানেই সন্ধ ও ডমঃ; বেখানেই তমঃ, সেখানেই সন্ধ ও রক্ষা। অথচ তাহাদিগের মধ্যে এই নিত্য সংমর্দ বা tension।

The en's are in a natural state of conflict, because exposesses contrary capacities. (Though they fight) no one en can extirpate the others. The incompatibles seem to stand in absolute opposition. Prakritican not in any sense be regarded as a unit or harmony.

Every part of physical and mental nature symbolises the tension between a quality and its opposite, giving rise to activity.—Radhakrisnan.

এই প্রসঙ্গে আগম বলিয়া বাচস্পতিমিশ্র এই কারিকাটী উদ্বত করিয়াছেন—

অন্তোন্তমিথ্নাঃ সর্বে সর্বে সর্বত্রগামিনঃ।
রন্ধসো মিথ্নং সন্ত্রং সন্তব্দ মিথ্নং রন্ধঃ॥
তমসশ্চাপি মিথ্নে তে সন্তরন্ধসী উতে।
উভয়োঃ সন্তরন্ধসোর্মিথ্নং তম উচ্যতে।
নৈবামাদিঃ সম্প্রয়োগো বিয়োগো বোপলভাতে॥

ব্দর্থাৎ, এই যে তিন গুণ—সন্ত্ব, রক্তঃ ও তমঃ—ইহারা সর্বব্যাপী <sup>এবং</sup> পরস্পরের নিত্য সহচর। ইহাদের সংযোগের বা বিরোগের আদি <sup>জরু</sup> নাই। রজের মিথ্ন সত্ত ও সত্তের মিথ্ন রজঃ এবং সত্ত ও রছঃ বেমন তমের মিথ্ন, সেইরূপ তমঃও সত্ত-রজের মিথ্ন, অর্থাৎ, গুণাঃ অবিনাভাবেন প্রম্পরাবিধ্নেন বর্তন্তি।

এ সম্পর্কে ২০১৮ যোগস্থত্তের ব্যাসভারে গুণত্রর সম্বন্ধে একটি প্রগাঢ় টুক্তি আছে, যাহা আমাদের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

এতে গুণাঃ পরম্পরোপরক্ত-প্রবিভাগাঃ, পরিণামিনঃ, সংযোগবিরোগধর্মাণঃ, ইতরেতর-উপাশ্রেরেণ উপাজিতমৃত্রঃ, পরম্পর-অঙ্গাজিত্বেংপি
অসংভিন্ন-শক্তি-প্রবিভাগাঃ, তুল্যজাতীয়াতুল্যজাতীরশক্তিভেদান্থপাতিনঃ,
প্রধানবেলায়াশ্ উপদর্শিতসংনিধানাঃ গুণত্বে অপি চ ব্যাপারমাত্রেণ প্রধানান্তনাতান্থমিতান্তিতাঃ, প্রক্রার্থ-কর্তব্যতয়া প্রধৃক্তসামর্থ্যাঃ, সংনিধিমাত্রোপকারিণোহরস্কান্তমণিকল্লাঃ, প্রত্যয়ন্ অন্তরেণ একতনন্ত বৃত্তিম্ অন্তর্তমানাঃ,
প্রধান-শন্ধ-বাচ্যা ভবন্তি। এতংদৃশ্যম্ ইত্যচ্যতে।

वर्षार, এই গুণত্রয়ের স্বভাবই পরিণাম। পরিণাম-দশায় তাহাদের

নিম্ন নিম্ন স্বরূপ পরম্পরের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়—অর্থাৎ, প্রত্যেক পরি
গামেই অল্লাধিক পরিমাণে ত্রিগুণেরই প্রকাশ লক্ষিত হয়। সংসার
শোয় ইহাদিগের সহিত পুরুষের সংযোগ হয় এবং মোক্ষ-দশায় পুরুষের

বিরোগ হয়। এই ত্রিগুণের সহচারিত্বের ফলেই ক্ষিত্যাদি পরিণাম

মৃতি গ্রহণ করে; পরস্ত গুণত্রয়ের অক্সান্ধিত্ব সত্তেও ইহাদিগের শক্তির

সাংকর্ষ ঘটে না; অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই গুণত্রয়ের স্ব স্ব শক্তি

বর্মপূচ্ত হয় না। পরস্ত ইহারা কি তুল্য-ছাতীয়, কি অতুল্য-ছাতীয়,

শক্য-সমূহে শক্তিতেদের অন্পাতী হয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিতে

বে গুণই প্রধান হউক না কেন, অপর গুণদ্বয় সেই প্রধান গুণদ্বয়

সহকারী ভাবে থাকে। গুণত্রয়ের মধ্যে যে গুণ বখন প্রধান বাঃ

উৎকট হয়, তখন ক্ষীণভাবে ব্যাপারিত হইলেও অপ্রধান গুণদ্বয়ের

অন্তিদ্ধ বিলুপ্ত হয় না। পুনশ্চ, পুরুষার্থ (পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ)-

माधन जन्ने के खनजरात প্রবৃত্তি হয় এবং পুরুষার্থ দিয় हरेल গুণত্তর নিবৃত্ত হর। অরস্কান্ত মণির ক্রায় সন্নিধি-মাত্রে উপনার গুণত্তর পুরুষে অন্প্রবিষ্ট না হইয়া সান্নিধ্য-বশতই পুরুষের উপকরণ স্বরুষ হইয়া উপকারী হয়। এই গুণত্রয়ের সংযুক্ত নাম প্রধান—উহাকেই নাে পরিভাষায় 'দৃশ্য' বলে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, গুণত্রয়ের এই নিত্য সংগ্রাম-সন্ত্রেও স্টেরাগান কিরূপে নিশাল্ল হইতেছে ? তিলোত্তমার জন্ম স্থল উপস্থল বিবাদ ক্রি বেরপ ধ্বংসমূখে পতিত হইয়াছিল, গুণত্রয়ের সেরপ দশা ঘটে না কেনু ইহার উত্তরে ঈশ্বরক্ষ বলিয়াছেন—

**अमी** भवर हार्थटा वृद्धिः — कांत्रिका, ১० \*

তৈল, বর্তি ও অনল—এই তিনটি বস্তুর স্বতম্ভ্র গুণ ও ক্রিয়া, ক্ষ তাহাদের সংযুক্ত ব্যাপারে প্রদীপ আলোক বিতরণ করিতেছে। গুণজন্ম ব্যাপারও সেইরপ। ইহাদের চেষ্টা পরস্পর বিরোধী হইলেও তাংলে সাহচর্ষের ফলে ঐ বিরোধিতা-সত্ত্বেও স্ষ্টিব্যাপার নিশাঃ হইতেছ। এ সম্বন্ধে বাচস্পতিমিশ্র এইরপ লিখিয়াছেন—

नष्ट পরস্পরবিরোধশীলা গুণাঃ স্থলোপস্থলবং পরস্পরং ধংসং ইত্যেব যুক্তং প্রাগেব তেষাম্ একক্রিয়াকতৃ তায়া ইত্যত আহ প্রদী<sup>পর্ম চ</sup> অর্থতো বৃত্তি:। দৃষ্টম্ এতং যথা বর্তিতৈলে অনলবিরোধিনী অথচ মিলিছে সহানলেন স্বরূপপ্রকাশলক্ষণং কার্যং কুরুতঃ। যথাচ বাতপিওল্নেমাণ এবং সত্তরজ্ঞার্থ পরস্পরবিরোধিন: শরীরধারণলক্ষণকার্যকারিণ:। মিথো বিৰুদ্ধানি অপি অনুবংশ্রন্তি চ স্বকার্যং করিয়ন্তি চ।

এ প্রদঙ্গে পতঞ্জলি স্ত্র করিয়াছেন—

পরিণামৈকখাৎ বস্তুতত্ত্বম্—যোগস্ত্র, ৪١১৪

<sup>\*</sup> The three of's are never separate but are closely related, as the flame, the wick and the oil of a lamp.

ইহার ব্যাসভায়ের টীকার বাচস্পতিমিশ্র লিখিরাছেন—

ভবতু ত্রৈগুণাস্থা ইথাং পরিণাম-বৈচিত্রাম্ একস্ত পরিণামঃ পৃথিবী ইতি বা তারম্ ইতি বা কুতঃ? ইত্যাশস্কা স্থাম্ অবতারম্বতি—'পরিণামৈকত্বাং বস্তুতন্ত্রম্'। বহুনামপি একঃ পরিণামো দৃষ্টঃ। তদ্ বথা বর্তিতৈলা-নগানাং প্রদীপ ইতি এবং বহুত্বেহপি গুণানাং পরিণামেকত্বম্।

প্রণান্তরের এই সংঘর্ষ লক্ষ্য করিয়া গীতাকার বলিয়াছেন—
রক্ষয়ন\*চাভিভূয় সন্তং ভবতি ভারত !
রক্ষঃ সন্তং তমশৈচব তমঃ সন্তং রক্ষন্তথা ॥—১৪।১০

অর্থাৎ, রক্ষ: 'ও তমোগুণকে অভিভব করিয়া কখনও সন্বস্তুণ প্রবল হইভেছে, কখন রক্ষ: ও সন্বগুণকে অভিভব করিয়া তমোগুণ প্রবল হইভেছে; আবার কখন বা তম: ও সন্বগুণকে অভিভব করিয়া রজোগুণ প্রবল হইভেছে। ইহা স্বস্টের অবস্থার কথা, যখন গুণত্ররের বৈষম্যদশা। ক্ষিত্র প্রলরে এই গুণত্রর সাম্যাবস্থায় থাকে, অর্থাৎ, ঐ তিনটি বিরোধী প্রবণতা সমান বলে বলী থাকাতে কেহ কাহাকেও অভিভব করিয়া উৎকট ইইতে পারে না।\*

এই সাম্যাবস্থাকে বিজ্ঞানের ভাষার causal condition বলা বাইতে গারে। সে অবস্থার প্রকৃতি is pure potentiality, the three ख's being in a state of equilibrium. \* \* When গুণুক্ষোভ takes place, the tension of প্রকৃতি is relieved by the overweighting of one side ( অর্থাৎ এক গুণের প্রভব, অপর ছুই গুণের অভিভব) and the process of becoming sets in. তথন আর প্রকৃতি প্রকৃতি থাকে না—প্রধান হয়। অর্থাৎ, when গুণুক্ষোভ takes place, then and not till then is the beginning of

When the three qualities are in equilibrium, there is the one, the virgin matter, unproductive.

<sup>-</sup>Dr. Besant's Esoteric Christianity, p. 231.

evolution. অভএব দেখা যাইভেছে, প্রকৃত পক্ষে গুণএন্বের কর বার নাই—উপজনন-অপারধর্মকা ইব প্রভাবভাসন্তে—২।১৯ ব্যাসভাস্ত।

এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলেই প্রকৃতির প্রলয়নিদ্রার অবসান হংন্ব স্থাষ্ট-যবনিকা উত্তোলিত হয়। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া স্তর্কার বনিডে ছেন—

#### সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কাৰ্যম্বরম্—७। ৪২

অর্থাৎ, সাম্যে প্রালয়, বৈষম্যে স্বৃষ্টি। ইহার ভারে বিজ্ঞানতিক্ বলিয়াছেন—

সন্থাদিগুণত্রয়ং প্রধানম্। তেষাং চ বৈষমাং ম্নাতিরিকভানে সংহননং; তদভাবং সামাং। তাভ্যাং হেত্ভ্যাম্ একস্মাং এব স্টি-প্রলম্ রূপং বিরুদ্ধকার্যন্ত্রমং ভবতি।

'একই প্রকৃতির কখন স্বষ্টিদশা, আবার কখন ও তাহার বিগরীত প্রন্ধা বস্থা ইহার কারণ কি ? কারণ এই যে, প্রধান বা প্রকৃতির সন্থাদিওবের যথন বৈষম্য বা দ্যুনাধিকভাবে সংহত থাকে, তথনই স্বৃষ্টি এবং গুণ্মরের সাম্যাবস্থায় প্রলন্ধ।'

স্টিকে সাংখ্যপরিভাষায় 'সঞ্চর' এবং প্রলম্মকে 'প্রতিসঞ্চর' বলে (তর্ত্তসমাস)। এই সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর, স্টি ও প্রলয়—প্রবাহরণে অনাদি এবং অনম্ভ; অর্থাং, বর্তমানে যে স্টি প্রস্তুত রহিরাছে, ইহার পূর্বে প্রক্তির অতীত সাম্যাবস্থায় প্রলয় ছিল—তাহার পূর্বে অক্ত স্টি, অফ প্রলয়, আবার স্টি আবার প্রলয়—এই ভাবে অনাদি ধারা প্রবাহিত ছিল। ভবিষ্যতেও এই স্টি প্রলম্নের ধারা অক্ষ্ম থাকিবে; অর্থাং, এই বর্তমান স্টির পর গুণজ্বের সাম্যাবস্থা ঘটিয়া প্রলয় আসিবে। কিন্তু আবার গুণক্ষোভে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিয়া স্টি হইবে—আবার প্রলয় আবার স্টি, পুনশ্চ প্রলয়, পুনশ্চ স্টি—এই ভাবে পর্যায়ের নিয়মে ( যাহাকে ছার্বার্ট স্পেন্সর এলয়, পুনশ্চ স্টি—এই ভাবে পর্যায়ের নিয়মে ( যাহাকে ছার্বার্ট স্পেন্সর Law of Rhythm বলিয়াছেন) স্টি-প্রলয়ের ধারা

জনম্ভকাল প্রস্তত থাকিবে। এই স্কৃষ্টি-প্রলয়ের পর্যায়কে পূরাণের ভাষায় বদাব দিন-রাত্রি বলে।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়: সর্বা: প্রভবস্তাহরাগমে। রাত্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্তৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥—গীতা ৮।১৮

অর্থাৎ, 'প্রলয়ের অবসানে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের নাবির্ভাব হয় এবং স্পষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিচে তিরোভাব হয়।' \*

অতএব বৃথিতে হয়, স্ষ্টির অবশ্যস্তাবী অবসান প্রলয়ে এবং প্রলয়ের অবশ্যস্তাবী পরিণতি পুনঃ-স্ষ্টিতে—অর্থাং, স্ষ্টি inevitably ends in প্রলয় to be renewed again। বিজ্ঞানভিক্ষ্ ৬৮৫ স্ত্রের ভাস্ত্রে বিলয়ছেন—

সর্গাদিষ্ প্রকৃতিক্ষোভক-কর্মাভিব্যক্তি: কালরিশেষমাত্রাং ভবতি।
ইয়াকেই বিজ্ঞানের ভাষায় 'Law of Periodicity' বলে। পৌরাদিকেরা বলেন, ঠিক এক পরাধ কাল স্বষ্টি এবং ঠিক এক পরাধ কাল প্রলম্ন।
উভরের সংযোপে এক এক মহাকল্প। যেমন প্রলম্মণায় এক পরাধ
বংসরের অবসান হইবে, অমনি জীবের অভ্ক কর্মের প্রেরণায় প্রকৃতিতে
ভণক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া স্বস্টির প্রথম গঠায় অভিনীত হইতে আরম্ভ হইবে।
আবার স্বস্টির বয়্পক্রম যেমন এক পরাধ বংসর সম্পূর্ণ হইবে, অমনি

<sup>\*</sup> According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word Ether.

<sup>\*\*\*</sup> All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes matter perceptible to our senses; the movement arrested, the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible.—Nickola Tesla.

evolution. অতএব দেখা যাইতেছে, প্রকৃত পক্ষে গুণত্তরের কর বার নাই—উপজনন-অপারধর্মকা ইব প্রত্যবভাসন্তে —২।১৯ ব্যাসভাস্ত।

এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলেই প্রকৃতির প্রলম্মনিদ্রার অবসান হংশ্ব স্থাষ্ট-যবনিকা উত্তোলিত হয়। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া স্তঞ্জার বনিডে-ছেন—

#### সাম্যবৈষ্যাভ্যাং কাৰ্যদ্বম্—৬।৪২

অর্থাৎ, সাম্যে প্রলয়, বৈষম্যে স্বষ্টি। ইহার ভাল্তে বিজ্ঞানতিক্ বলিয়াছেন—

সন্থাদিগুণত্ররং প্রধানম্। তেষাং চ বৈষমাং শ্নাতিরিজ্ঞানে সংহননং; তদভাবং সামাং। ডাভ্যাং হেতুভাম্ একস্মাং এব স্টি-প্রদ্ধ রূপং বিক্রকার্যন্তরং ভবতি।

'একই প্রকৃতির কখন স্বষ্টিদশা, আবার কখন ও তাহার বিপরীত প্রন্ধাব্দ। ইহার কারণ কি ? কারণ এই যে, প্রধান বা প্রকৃতির সন্থাদিওগঞ্জ যখন বৈষম্য বা দ্যুনাধিকভাবে সংহত থাকে, তখনই স্কৃতি এবং গুণ্মরের সাম্যাবস্থায় প্রলন্ধ।'

স্টিকে সাংখ্যপরিভাষায় 'সঞ্চর' এবং প্রলয়কে 'প্রতিসঞ্চর' বনে (তর্বসমাস)। এই সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর, স্টি ও প্রলয়—প্রবাহরণে অনানি এবং অনস্ত ; অর্থাং, বর্তমানে যে স্টি প্রস্তুত রহিরাছে, ইহার পূর্ব প্রান্তির অতীত সাম্যাবস্থায় প্রলয় ছিল—তাহার পূর্বে অন্ত স্টি, অন্ত প্রলয়, আবার স্টি আবার প্রলয়—এই ভাবে অনাদি ধারা প্রবাহিত ছিল। তবিদ্যতেও এই স্টি প্রলয়ের ধারা অক্ষ্ম থাকিবে ; অর্থাং, এই বর্তমান স্টির পর গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ঘটিয়া প্রলয় আসিবে। কিন্তু আবার গুণক্ষোভে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিয়া স্টি হইবে—আবার প্রলয় আবার স্টি, পুনশ্চ প্রলয়, পুনশ্চ স্টি—এই ভাবে পর্যায়ের নিয়মে ( যাহাকে হার্বার্ট স্পেন্সর Law of Rhythm বলিয়াছেন ) স্টি-প্রলয়ের ধারা

অনম্ভকাল প্রস্তত থাকিবে। এই স্টি-প্রলয়ের পর্যায়কে পুরাণের ভাষার বদ্ধার দিন-রাত্রি বলে।

গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন-

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্তাহরাগমে। রাত্রাগমে প্রলীয়ন্তে তত্তৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥—গীতা ৮।১৮

অর্থাং, 'প্রলয়ের অবসানে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয় এবং স্পষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিচে তিরোভাব হয়।' \*

অতএব বৃথিতে হয়, স্ষ্টির অবশ্যম্ভাবী অবসান প্রলয়ে এবং প্রলয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পুনঃ-স্কৃষ্টিতে—অর্থাং, স্কৃষ্ট inevitably ends in প্রলয় to be renewed again। বিজ্ঞানভিক্ষ্ ৬।৬৫ স্ত্রের ভাষ্ট্রে বলিয়াছেন—

সর্গাদিষ্ প্রক্ষতিক্ষোভক-কর্মাভিব্যক্তি: কালরিশেবমাত্রাং ভবতি।
ইহাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় 'Law of Periodicity' বলে। পৌরা
শিকেরা বলেন, ঠিক এক পরাধ কাল স্পষ্ট এবং ঠিক এক পরাধ কাল প্রলম্ন।
উভরের সংযোগে এক এক মহাকল্প। বেমন প্রলম্মশার এক পরাধ

বংসরের অবসান হইবে, অমনি জীবের অভ্ক কর্মের প্রেরণাম প্রকৃতিতে

গশক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া স্বান্টর প্রথম গভান্ক অভিনীত হইতে আরম্ভ হইবে।

আবার স্প্রের বয়াক্রম বেমন এক পরাধ বংসর সম্পূর্ণ হইবে, অমনি

<sup>\*</sup> According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word Ether.

<sup>\*\*\*</sup> All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes matter perceptible to our senses; the movement arrested, the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible.—Nickola Tesla.

সৃষ্টি প্রলম্বের অব্যক্তে পরিণত হইবে। বর্তমান সৃষ্টির প্রচার-কাল হয় আনেক পুরুষই মোক্ষ লাভ করিবে; কিন্তু, the play of Prakriti will never cease, though this or that individual may attain মোক্ষ। এই কথাই পতঞ্জলি যোগস্ত্রে বলিয়াছেন—

কতাথং প্রতি নষ্টমপি অনষ্টং তদ্ অন্ত-সাধারণদ্বাৎ—২া২২ ইহার প্রতিধানি আমরা সাংখ্যস্ত্ত্তে শুনিতে পাই— কর্ম নিমিন্তবোগাৎ চ—৩৬৭

স্ষ্টৌ নিমিত্তং বং কর্ম', তম্ম সম্বদ্ধাৎ অপি অন্তপুরুষার্থং স্বন্ধতি—িন্ত্ এই নিমিত্ত-সত্ত্বে স্কৃষ্টির কখন অভাব হইতে পারে না।

আমরা দেখিয়াছি যে, জগতের এই আবির্ভাব ও তিরোভাবকে কল ও প্রতিসঞ্চর বলে। অন্থলোমক্রমে সঞ্চর এবং প্রতিলোমক্রমে প্রভিসঞ্চর। সাংখ্যমতে সঞ্চর বা স্বষ্টির ক্রম এইরপ:—প্রকৃতি ইন্টেমহৎ তব, মহৎতব হইতে অহন্ধার, অহন্ধার হইতে পঞ্চতমাত্র ও একাল ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতমাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব হয়। প্রতিসঞ্চর প্রপারের ক্রম ইহার বিপরীত—প্রথম পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় গশ্বিত্যাত্র বিলীন হয়, পরে পঞ্চতমাত্র অহন্ধারতত্বে বিলীন হয়, অহন্ধারজ মহৎতবে ও মহৎতব প্রঞ্জিতিতে বিলীন হয়। ইহাই গুণত্রয়ের সামান্স।

সন্তরজ্ঞসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ—সাংখ্যস্তর, ১০৬১

প্রকৃতির ক্রম-পরিণামের বিষয় আমরা আগামী অধ্যায়ে আনেচন করিব।

# তৃতীয় অধ্যায়

#### প্রকৃতির পরিণাম

সাংখ্য পরিভাষার প্রকৃতির একটি সার্থক বিশেষণ 'প্রসব-ধর্মী'। বেখানেই প্রকৃতি বা প্রকৃতির বিকার-জাত কোন বস্তু, সেখানেই পরিণাম। ক্যুত্ত পরিণামের সহিত প্রকৃতির অবিনাভাব বা নিত্য সম্বন্ধ।

প্রকৃতিকে কেন 'প্রসবধনী' বলা হয় ?

প্রস্বধনি—প্রস্বরূপো ধর্মো যা সা অস্য অন্তি ইতি প্রস্বধর্মি ; প্রস্ব-ধর্মেতি বক্তব্যে মত্বর্ধীয়া প্রস্বস্য নিত্যযোগা আখ্যাতৃং। সরূপ-বিরূপ-পরিণামাভ্যাং ন কদাচিদ্ অপি বিযুজ্যতে—১১ কারিকার তত্তকৌমূদী

সেইজন্ম ব্যাসভাষ্য বলিয়াছেন—

চলং চ গুণবৃত্তম্—২।১৫ স্থত্তের ব্যাসভাষ্য

'প্রাকৃতিক গুণত্তর এক ক্ষণও পরিণামগ্রন্ত না হইয়া থাকিতে পারে

না—প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম।

পরিণামস্বভাবা হি গুণাঃ নাপরিণম্য ক্ষণমপি অবতিষ্ঠত্তে

— > कांत्रिकात ज्वरकोम्नी

বৈনরপ নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়াই প্রকৃতি স্বতঃই সর্বদা পরি-ণামশীল

পরি ম কি ? ব্যাসভাষ্য ইহার উত্তর দিয়াছেন। অবস্থিতস্য ব্রবাস্য প্রধর্মনির্ম ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ—৩।১৩ স্ত্ত্তের ব্যাসভাষ্য।

এই প্রামের সন্তান বা ধারাকে ধোগদর্শনে ক্রম'বলা হইয়াছে। কালের যে ব'বা স্কুস্ক্স অংশ, তাহার নাম ক্ষণ। ক্ষণে প্রকৃতির এবং প্রকৃতির ক্বতির পরিণাম ঘটিতেছে। ক্রমান্তবং পরিণামান্তবে হেতু:—বোগস্থত্র, ৩১৫ ক্রম কি ? ক্রম – Sequence.

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনিগ্রহিঃ ক্রমঃ — যোগস্ত্র ৪।৩০ সাংখ্য মতে পরিণাম ত্রিবিধ—ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম, ও অবস্থ পরিণাম।

এতেন ভূতেক্রিয়েবু ধর্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ

—বোগহত, ১/১

একটি উদাহরণ দারা এই ত্রিবিধ পরিণামের পরিচর দেওরা নাইর পারে। বেমন মৃত্তিকা-দ্রব্য বা ধর্মী যে, চূর্গ-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ঘটে পরিরে হয়—ইহা তাহার ধর্ম পরিণাম; অনাগত ঘট বখন বর্তমান ঘট হয়—ইয় তাহার লক্ষণ-পরিণাম; এবং নব ঘট যে কালান্তরে পুরাতন হয়—ইয় তাহার অবস্থা-পরিণাম। বস্ততঃ কিন্তু পরিণাম ত্রিবিধ হইলেও এক—

পরমার্থতস্ত এক এব পরিণাম: — ব্যাসভায়

—কারণ, মাত্র ভাবেরই অন্তথা হয়, দ্রব্যের অন্তথা হয় না। স্থ<sup>\*</sup> হার ভাদিয়া কুণ্ডল গড়িলে, স্থবর্ণ স্থবর্ণই থাকে—তাহার নৃতন নাম<sup>\*</sup> হয় মাত্র।

তত্র ধর্ম স্থ ধর্মিণি বর্ত মানস্থ এব অধ্বস্থ অতীতানাগতবর্ত <mark>প্রন্যুত্তি।</mark> ভাবান্তথাত্বং ভবতি, ন তু দ্রব্যান্তথাত্বম্। যথা স্থবর্ণ-ভাজনস্ভিন্ন অন্তথা ক্রিয়মানস্থ ভাবান্তথাত্বং ভবতি, ন স্থবর্ণান্তথাত্বম্ ইতি

— ৬৷১৩ যোগস্থতের ব্যা<sup>চাস্থ</sup>

আমরা দেখিয়াছি, প্রকৃতির কখনও সৃষ্টি-দশা, কখনও তাই বিপরীত প্রলম্ম-দশা—পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি, প্রলয় —প্রলয়, সৃষ্টি—এই অনাদি রাপ্রবাহিত আছে। প্রলয়ে গুণত্রয় তুলাবল হইলে তাহাদের সাম্যাব<sup>০</sup>এবং সামা বস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে সৃষ্টি। প্রলয় দশাতেও কি প্রকৃতির্নির্নাম ঘটে? সাংখ্যমতে যখন গুণত্রয়ের স্বভাবই পরিণাম, তখন কি সৃষ্টিক প্রলয়—কি সর্গ, কি প্রতিসর্গ—কোন দশাতেই প্রকৃতির পরিণাম না ঘটিয়া পারে না।
সেই জ্ঞা সাংখ্যেরা বলেন —প্রকৃতির এইভাবে দ্বিবিধ পরিণাম—সদৃশ পরিগাম ও বি-সদৃশ পরিণাম, অর্থাৎ, সরূপ পরিণাম ও বিরূপ পরিণাম। প্রলয়
দশায় (গুণত্ররের সাম্যাবস্থায়) সদৃশ পরিণাম এবং স্কৃষ্টি দশায় (সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে) প্রকৃতির বি-সদৃশ পরিণাম।

প্রতিসর্গাবস্থারাং সন্ত্বঞ্চ রক্ষণ্ট তমশ্চ সদৃশ-পরিণামানি ভবন্তি। তন্মাৎ
সক্ষ্ণ সন্ত্রপতরা রজো রজোরপতরা তম তমোরপতরা প্রতিসর্গাবস্থারামপি
প্রবর্ত তে — তবকৌমুদী

আর স্ষ্টদশায় — প্রকৃতে মহান্ মহতঃ অহমারঃ অহমারাং পঞ্চন্মা-ত্রাণি—অর্থাৎ, প্রকৃতি হইতে মহৎ তত্ত্ব প্রভৃতি অন্তান্ত তত্ত্বের আবির্ভাব হয়।

প্রতিসর্গ বা প্রলয়-অবস্থায় ঐ সদৃশ পরিণামের কথা সাংখ্যদিগের ক্লনা-প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রলয়ে গুণত্রর যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, যখন তুলাবল বিধায় কেহ কাহাকে অভিভব করিতে সমর্থ হয় না, তখন সে অবস্থায় অবিশেষ (homogeneous) প্রকৃতির পরিণামের কথা উঠিতেই পারে না। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সরের একটি বাক্য আমাদের প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

The condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium. The phrase 'unstable equilibrium' is one used in Mechanics to express a balance of forces of such kind that the interference of any further force, however minute, will destroy the arrangement previously subsisting and bring about a totally different arrangement.

অবিশেষ প্রকৃতির যে সাম্যাবস্থা বা Condition of unstable

equilibrium, বাহিরের শক্তি তন্মধ্যে আপতিত না হইলে তাহার বিচৃতি ঘটিতে পারে না। সাংখ্যমতে প্রলয় অবস্থায় ঐ সাম্যাবস্থার বিচৃতি হরই না—তবে আর পরিণাম হইবে কিরূপে? প্রতিযোগী তুই মন্ন মতক্ষণ তুল্য বলে লড়াই করে, ততক্ষণ তাহাদের নিঃম্পন্দ নিথর সাম্যাবস্থা।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সঞ্চরে বা স্বষ্ট দশার প্রকৃতি হইছে
মহংতর, মহংতর হইতে অহকার, অহকার হইতে পঞ্চ তয়াত্র ও একাদশ
ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তয়াত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের অহুলোমক্রমে আবির্ভাব
হয়; কিন্তু প্রতি-সঞ্চার বা প্রলয়ের ক্রম ইহার বিপরীত। প্রলয়ে প্রথম গঞ্চ
মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতয়াত্রে বিলীন হয়, পরে পঞ্চতয়াত্র অহয়য়
তত্ত্বে বিলীন হয়, অহকার তর মহং তরে, এবং মহং তর প্রকৃতিতে বিলীন
হয়। অর্থাৎ, অহুলোমক্রমে সঞ্চর এবং প্রতিলোম ক্রমে প্রতি-সঞ্চর।
ইহাই সাংখ্যের Evolution and Involution. পাতঞ্বল স্বত্রের ভাষ
ব্যত্তিতে এই অহুলোম ও প্রতিলোম পরিণাম লক্ষিত হইয়াছে—

অন্ধানপ্রতিলোমলক্ষণ-পরিণাম্বয়ে সহজং শক্তিবরুমন্তি; আদ পুরুষার্থ-কর্তব্যতোচ্যতে। সা চ শক্তিঃ অচেতনারা অপি প্রকুষে সহজৈব। তত্র মহদাদি-মহাভূতপর্যস্তোহস্যাঃ বহিম্পতরা অন্ধলামঃ পরি ণামঃ। পুনঃ স্বকারণাত্বপ্রবেশদারেণ অন্মিতান্তঃ পরিণামঃ প্রতিলোমঃ।

— ৪৷২২ যোগস্ত্ত্রের ভোৰবৃত্তি

আমরা দেখিলাম সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ।
প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতঃ—সাংখ্যস্তত্ত্ব, ৩/৫৮
প্রধানস্য স্বতঃ এব সৃষ্টিঃ—ভিক্ষ্
স্বভাবাৎ চেষ্টিতম অনভিসন্ধানাৎ—সাংখ্যস্তত্ত্ব, ৩/৬১

গুণস্বাভাব্যং তু প্রবৃত্তিকারণম্ উক্তং গুণানাম্ —৩১৩ যোগস্থাত্তর ব্যাসভাব

সাংখ্যদিগের এই মত যে প্রমাণ-বিরুদ্ধ, ইহার আমরা ষধাস্থানে আগে

চনা করিব। আমরা জানি, সাংখ্যদিগের যে প্রকৃতি, তাহা গুণত্ররের সাম্যাবস্থা—গুণক্ষোভ দ্বারাই এই সাম্যাবস্থার বিচ্চুতি ঘটিরা প্রকৃতির পরিণাম হয়। এই গুণক্ষোভ কথনই স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না। গুণক্ষোভ can only result from a nisus or elan

-Prof. Radhakrisnan

প্রকৃতির কেন পরিণাম হয়, সাংখ্যশাস্ত্রের ইহা একটি প্রধান সমস্যা।
সাংখ্যমতে যখন প্রকৃতি জড়, অচেতন, অবিবেকী (un-intelligent)—
তখন তাহার কোন অভিপ্রায় বা অভিসদ্ধি (purpose) থাকিতে পারে না;
অথচ সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতির যে স্বভঃসিদ্ধ পরিণাম—তাহা উদ্দেশ্যমূলক
( Purposive )। ইহাকেই বলে—প্রকৃতির 'unconscious but immanent teleology.'

প্রকৃতির প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য কি ?
প্রধানস্য আত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিঃ।
২।২৩ ব্যাসভাষ্যে ইহাকে শ্রুতি বলিন্না উদ্ধৃত করা হইরাছে।
সাংখ্যস্তত্ত্বে ইহার প্রতিধ্বনি আছে—

আত্মার্থত্বাৎ স্টে:—২।১১
প্রকৃতেরেব স্রষ্ট্রত্ম স্বমোক্ষার্থন্—ভিক্
ইহাকেই কারিকা বলিয়াছেন—

পুরুষদ্য দর্শনার্থম্ কৈবল্যার্থম্ প্রধানদ্য—২> কারিকা দাংখ্য মতে প্রকৃতির পরিণামে দ্বিবিধ প্রয়োজন—প্রথম পুরুষের ভোগ এবং দিতীর প্রকৃতি হইতে মোক্ষ। গৌড়পাদাচার্য ৫৬ কারিকার ভাষ্যে বলিয়াছেন—

শবাদিবিষয়োপলিক্ক: গুণপুরুষাস্তরোপলিক্ষ ত্রিয়ু লোকেরু শবাদি-বিষয়ে: পুরুষা যোজয়িতব্যা অন্তে চ মোক্ষেণ ইতি প্রধানস্য প্রবৃত্তি:। বদিচ ভোগ ও মোক্ষ এই উভয়ই স্মষ্টির প্রয়োজন, তথাপি

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোক্ষই মুখ্য। 'যন্তপি মোক্ষবং ভোগোহপি স্টে: প্ররোজনং, তথাপি মুখ্যত্বাং মোক্ষ এব উক্ত:।'—ভিক্

যদিও স্পষ্ট-ব্যাপারে প্রকৃতির কোনই ইটাপত্তি নাই, তব্ও প্রদের প্রয়োজন দিল্প করিবার জন্ম প্রকৃতি স্পষ্ট-কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

পুনর্থং স্কট্টঃ প্রধানস্ত—সাংখ্যস্তর, ৬।৪০

পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্থ—কারিকা, ৫৭ পুরুষস্থ বিমোক্ষার্থং প্রবর্ততে তদ্বং অব্যক্তম্—কারিকা, ৫৮

প্রকৃতি evolves a world full of woe, to raise the soul

. (পুরুষ) from its slumber.—Prof. Radhakrisnan

পতঞ্জলিও বলিয়াছেন – কেন স্ব-স্বামি-সহস্ক ?

উত্তর-স্বরূপোলিক্ক-হেতু:।

এই সকল কথার সার সঙ্কলন করিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণ ৫৬ কারিকায় বনিডেছেন—স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভ:।

সাংখ্যস্ত্র ইহার প্রতিধানি করিয়াছেন—

প্রধান-সৃষ্টিঃ পরার্থম্—৩।৫৮

পরার্থম্ অক্তপ্ত ভোগাপবর্গার্থম্—ভিক্

এখানে পর অর্থে পুরুষ, অভএব পরার্থ = পুরুষার্থ।

পতঞ্চলিও এই কথা বলিয়াছেন—

অর্থাৎ—ত্ররাণাং তু অবস্থা-বিশেষাণাম্ আদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতি (ব্যাসভাষ্যা। এ কথা সমষ্টি ও ব্যাষ্টি—উভয় সৃষ্টি সম্বন্ধেই প্রযোক্ষা

আব্রদ্বন্তত্বপর্যন্তং তংকতে সৃষ্টি:—সাংখ্যসূত্র, ৩।৪৭

ব্যষ্টি-স্ষ্টেরপি বিরাট্ স্ষ্টেবং এব পুরুষার্থা ভবতি—ভিন্থ

সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতির ঐ প্রান্তেন অবসিত হইলে, প্রকৃতি 'নির্ফু প্রস্বা' হন, অর্থাৎ, প্রকৃতির পরিণাম স্থপিত হয়।

প্রবৃত্তত্তাপি নি ইন্ডিং চারিতার্থ্যাং—সাংখ্যস্তর, ৩।৬৯
চরিতার্থত্বাং প্রধান-বিনিবৃত্তৌ - কারিকা, ৬৮
পুরুষস্ত তথাত্মানং প্রকাশ্ত নিবর্ততে প্রকৃতিঃ—কারিকা, ৪৯
কৃতার্থানাং ক্রমসমাপ্তি গুণানাম্—বোগস্তুর, ৪।৩২

এ সম্পর্কে পৌড়পাদ ৫৬ কারিকার ভাষ্টে একটা প্রাচীনতর বচন উদ্ধৃত করিরাছেন—

তথা চোক্তং কৃষ্ণবং প্রধানং পুরুষার্থং কৃষা নিবর্ততে।

চিন্তাশীল পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে—জড়, অবিবেকী (un-intelligent ) প্রকৃতি স্ব ও পর ভেদ করিবে কি রূপে ? এবং স্বার্থ ও পরার্থ নির্বাচন করিবে কেমন করিয়া ?

অথচ সাংখ্যেরা বলেন—

নৈরপেক্ষোহপি প্রক্নত্যুপকারেহবিবেকো নিমিন্তম্ —সাংখ্যস্ত্র, ৩৮৮ তথা চ যদ্মৈ প্রুষার আত্মনম্ অবিবিচ্য দর্শবিত্যু বাসনা বর্ততে তথ প্রত্যেব প্রধানং প্রবর্ততে ইত্যেব নিরামকমিতি ভাবঃ—ভিন্ধ্

দ্বর্থাং, যে পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ জানে না, তাহার সম্বন্ধই প্রকৃতির প্রবৃত্ত হইবার বাসনা হয়; আর যে পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ জানিয়াছেন, ডাহার পক্ষে প্রকৃতি নিবৃত্তা হয়।

বিশেষতঃ, অন্ধ প্রকৃতি স্থাপ্র নিগৃঢ় নিয়তি লক্ষ্য করিরা কিরূপে অভিশৃদ্ধি ( purpose )-এর চালনা করিবে ? এ বিষরের আমরা যথাস্থানে
আলোচনা করিব। এখানে এই মাত্র লক্ষ্য করিতে চাই যে, বাদরারণ জগতের মধ্যে এই ঈক্ষা বা purposiveness লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্ম হক্তে
বিলিয়াছেন—

## केकरकः नाग्यम्।

অর্থাং, বিখের মধ্যে যথন ঈক্ষার বিশিষ্ট পরিচর পাওয়া বাইতেছে

তথন অশব্দ, অর্থাৎ, অন্ধ, জড় প্রকৃতি কথনও জগতের শ্রন্থী হইতে গারে ना। \*

এ সুম্পার্ক "The Great Design (Order and Intelligence in Nature)" নাম দিয়া সম্প্রতি ইংলতে চৌদজন প্রখাত বৈজ্ঞানিকের যে প্রবন্ধপুত্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তংগ্রতি দ্বিদ্রান্ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

সে যাহা হ'ক, সাংখ্যমতে প্রকৃতির বিবর্তনের ক্রম (process of evolution) কি—যাহার ফলে প্রকৃতি হইতে মহৎতত্ত্ব প্রভৃতি তরাস্তরে আবিৰ্ভাব হয় ?

সাংখ্যাচার্যেরা প্রকৃতির পরিণামের ক্রম এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন— প্রক্রতের্মহান ততোহহংকার: তত্মাৎ গণশ্চ ষোড়শক:

— সাংখ্যকারিকা, ২২

'প্রকৃতি হইতে মহৎতব্ধ, মহৎতব্ধ হইতে অহংকারতব্ধ, অহংকারতব হুইতে ষোড়শ বিকার ( পঞ্চ তন্মাত্র বা স্ক্ষভূত এবং একাদশ ইন্দ্রির )।

আবার ঐ পঞ্চতমাত্র বা অপঞ্চীকত স্ক্ষভূত হইতে যথাক্রমে আবার বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতি—এই পঞ্চ পঞ্চীকৃত ভূত।

তশ্মাদ্ অপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভ্তানি—কারিকা, ১২ স্তুকারও ঐ মর্মে বলিয়াছেন-

প্রকৃতের্মহান্ মহতোহহংকারঃ, অহংকারাৎ পঞ্চন্মাত্রাণি উভা মিল্রিয়ং, তন্মাত্রেভ্য: স্থুল ভূতানি—-সাংখ্যস্ত্র, ১া৬১

উভয়ম্ ইক্রিয়ং বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন একাদশবিধম্—বিজ্ঞানভিক্ প্রকৃতির সান্যাবস্থা বিচ্যুত হইলে, তাহার যে প্রথম পরিণাম হয়,

<sup>\*</sup> অকৃতি, though said to be mechanical, effects results, which suggest strongly the wisest computation of sagacity. -Prof. Radhakrisnan.

তাহার নাম মহৎতব। মহৎ-তবও পরিণামগ্রন্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। মহৎ-তবের বিকারের নাম অহংকার-তব। অহংকার-তবও স্বতঃই পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তাহার বিকারের ফলে একদিকে পঞ্চতমাত্র বা নির্বি-শেষ স্কল্ম পঞ্চত্তের এবং অগুদিকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের\* আবির্ভাব হয়।

অভিমানোহহংকার স্তম্মাৎ দিবিধঃ প্রবর্ভতে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণঃ তন্মাত্রপঞ্চককৈব —কারিকা, ২৪

ক্র পঞ্চ তন্মাত্র যথাক্রমে শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র ও গব্দ তন্মাত্র । একাদশ ইন্দ্রির আমাদের পরিচিত চক্ষ্ণ, কর্ণ, নাদিকা, জিহ্বা, ও অক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়্ ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মে ক্রিয় এবং মনঃ। মনঃ—জ্ঞান ও কর্ম উভন্নাআ্বক বলিয়া ইহাকে উভয়েন্দ্রির বলে।

সাংখ্যেরা বলেন, অহংকার-তবে তেমোগুণ প্রবল হইলে ঐ পঞ্চ তন্মাত্র এবং সম্বস্তুণ প্রবল হইলে ঐ একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়।

সান্ত্রিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈক্বতাদ্ অহংকারাং।
ভূতাদে গুন্মাত্রঃ স তামসঃ, তৈদ্বসাদ্ উভয়ম্।—কারিকা, ২৫

'বৈক্বত বা সন্তপ্রধান অহংকার হইতে সান্তিক, অর্থাৎ, সন্তপ্রধান

একাদশ ইন্দ্রির উৎপন্ন হয় এবং ভূতাদি বা তমঃপ্রধান অহংকার হইতে

তামস, অর্থাৎ, তমঃ-প্রধান পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তৈক্রস বা রজ্ঞপ্রধান

অহংকার উভয়েরই উৎপত্তিতে সহায়তা করে।' প

<sup>\*</sup> এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, এই যে একাদশ ইন্সির সাংখ্যমতে ইহারা ভৌতিক নহে, আহংকারিক—অহংকারতত্ত্বের বিকার—

ন ভূত-প্রকৃতিত্বমিক্রিরাণাং আহংকারিকবঙ্গতে:—সাংগ্যস্তা, ০০৮৪ † এই কারিকার ভাব্যে বাচম্পতিমিশ্র নিধিরাছেন—

নম্ব বাদি সম্বভমোভ্যামের সর্বং কার্যং রক্সতে, তদা কৃতম্ অকিঞ্চিৎকরেণ রক্ষমা ইতাত আহ 'তৈজসাদ্ উভয়ৰ্'। তৈজ্যাদ্ রাজসাদ্ উভয়ং (গণবয়ং ) ভবতি। বস্তুপি

আমরা দেখিলাম তন্মাত্র বা অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে ক্ষিতি, অপ্, ভেঙ্গ, মকৃৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ পঞ্চীকৃত ভূতের উৎপত্তি হয়।

> তন্মাত্রাণ্যবিশেষাঃ তেভাো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভাঃ। এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শাস্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ ॥—কারিকা, ৬৮

অর্থাৎ, তন্মাত্র পঞ্চ ভৃতের অবিশেষ (homogeneous) অবস্থা। ই পঞ্চ তন্মাত্রের নাম শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র এম গন্ধতন্মাত্র। উহারা যথাক্রনে পঞ্চস্থুলভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অগ্ন ও ক্ষিতি উৎপাদন করে। এ সম্পর্কে বাচম্পতিমিশ্র ২২ কারিকার তন্ত্রীমূদীতে লিখিয়াছেন—

তত্র শব্দতন্মাত্রাং আকাশং শব্দগুণং। শব্দতন্মাত্রসহিতাং কর্দ তন্মাত্রাং বায়ুং শব্দস্পর্শগুণঃ। শব্দস্পর্শতন্মাত্রসহিতাং রপতন্মাত্রাং তেজঃ শব্দস্পর্শরপগুণম্। শব্দস্পর্শরপতন্মাত্রসহিতাং রন্দতন্মাত্রাং শব্দ শব্দস্পর্শরপরসগুণাঃ। শব্দস্পর্শরপরসতন্মাত্রসহিতাং গদ্ধতন্মাত্রাং শব্দ স্পর্শরপরসগদ্ধগুণা পৃথিবী জায়তে ইতার্থঃ।

অতএব, দেখা বাইতেছে, পর পর পঞ্চত্তে এক একটি করিরা অধিক গুণের সঞ্চার হয়। বেমন আকাশভূতের মাত্র শব্দ গুণ; পরবর্তী ভূচ বায়ুর স্পর্শ ও শব্দ গুণ; পরবর্তী তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রপগুণ; আবাদ পরবর্তী অপ্-এর শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ; এবং সর্বশেষ পৃথিবীর শ্রু স্পর্শ, রূপ, রুস ও গন্ধ—এই পঞ্চ গুণ।

রজনে। ন কার্বাস্তরমন্তি তথাপি সম্বতমদী স্বরুদ্ অক্রিরে, সমর্থে অগি ন স্ববন্ধ কুক্তঃ। রজস্ত চলতয়া তে যদা চালরতি তদা স্ববকার্যং কুরুত ইতি ততুভর্মিন্ র্যাণ কার্যে সম্বতমদোঃ ক্রিরোৎপাদন-ছারেণ অস্তি রজসঃ কারণত্বম্ ইতি ন বার্থং রজঃ।

অর্থাৎ, সন্থ ও তমোগুণ স্ব স্থ কার্যে সমর্থ হইলেও যেহেতু তাহারা অ-চন, অভব চল রজের সহকারিতা বাডীত তাহারা কার্যসাধনে অপারগ। রজোগুণ চালকরণে প্রবর্গ করিলে, তবে অহংকারভন্তগত সন্ত ও তমের প্রবণতা ক্ররণে যথাক্রমে একাদণ ইপ্লির ও পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপাদনে প্রবন্ধ হয়।

269

ইহাই প্রাচীন মত। প্রাচীনেরা বলিতেন, আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর ধুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, অপের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রুদ এবং ক্ষিতির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রুদ ও গদ্ধ। মন্থ-সংহিতার স্ঞ্চি-প্রকরণে এ কথার স্পষ্ট ইন্ধিত আছে।

> আদ্বাদ্যস্য গুণন্তেৰাম্ অবাপ্নোতি পর: পর:। যো যো বাবতিথ শ্রৈষাং স স তাবদ্ গুণ: স্মৃত: ॥—১।২০

ইহার টীকায় কল্প ভট্ট লিথিয়াছেন—

তত্র আত্মাত্মত্ত আকাশাদে গুর্ণং বার্যাদিঃ পরঃ পরঃ প্রাপ্নোতি \*\*
এতেন এতদ্ উক্তং ভবতি—আকাশস্য শব্দোগুণঃ, বারোঃ শব্দেশশৌ;
তেন্তমঃ শব্দেশর্মরপাণি, অপাং শব্দম্পর্মরসাঃ, ভূমেঃ শব্দম্পর্মরসায়ঃ।

৬।৪ প্রশ্ন-উপনিবত্ত্ত 'থং বায়ুর্জ্যোতিরাপ: পৃথিবী'—এই পঞ্চতত্ত্বর স্টে-প্রসম্পে শ্রীশন্ধরাচার্য লিখিয়াছেন – খং শব্দগুণ:। বায়ুং স্থেন স্পর্শেন কারণ-গুণেন চ বিশিষ্টং বিগুণম্। তথা জ্যোতিং স্বেন রূপেণ পূর্বাভ্যাং চ বিশিষ্টং ত্রিগুণং শব্দস্পর্শাভ্যাম্। তথা আপঃ রুসেন গুণেনাসাধারণেন পৃর্বগুণান্থপ্রবেশেন চ চতুগুণাঃ। তথা গদ্ধগুণেন পূর্বগুণান্থপ্রবেশেন স্কঞ্জা পৃথিবী।

এই পঞ্চন্ত অবিশেষ নহে, বিশেষ ( পঞ্চীকৃত )।\* অবিশেষাদ্ বিশেষারম্ভ: —সাংখ্যস্ত্র, ৩।১

ৰাহা অবিশেষ বা homogeneous, তাহা বিশেষ বা non-homogeneous হইবেই, এবং যাহা বিশেষ, তাহাও সবিশেষ হইবেই। এ নম্বন্ধে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সরের একটী কথা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

It is clear that not only the homogeneous must

<sup>\*</sup> প্রশোপনিবদেও স্থুল ভূত ও স্ক্র ভূতের প্রভেদ নির্দিষ্ট হইরাছে—পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রাচ, আপশ্চ আপোমাত্রাচ, তেজশ্চ তেজোমাত্রাচ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রাচ, আকাশশ্চ বাকাশমাত্রাচ—৪।৮

lapse into the non-homogeneous, but that the more homogeneous must tend ever to become less homogeneous.-Herbert Spencer's First Principles-the Instability of the Homogeneous, p. 358

এই নিয়ম বশেই অবিশেষ তন্মাত্র হইতে বিশেষ মহাভূতের আরিউন্ন श्य ।

এই পঞ্চনহাভূত ( ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মক্রুং, ব্যোম ) স্থুল বিশেরণ ও জীবের সৃন্দ্র ও স্থূল শরীর রূপে আমাদের উপভোগ্য হয়।

স্তন্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈঃ ত্রিধা বিশেষাঃ স্থাঃ—কারিকা, 🔉 প্রভূতানি – প্রকৃষ্টানি মহান্তি ভূতানি—বাচম্পতি

'স্ক্ম শরীর, মাতাপিতৃজ ( স্থুল ) শরীর, এবং ( পঞ্চ ) মহাভূত-বিশেষের এই ত্রিবিধ প্রভেদ।

रेशामत गाँँ कर स्थकत, कर जुःथकत, कर माहकत : वहें অবস্থার ইহাদের পারিভাষিক নাম— শান্ত, বোর ও মৃঢ়।

প্রকৃতির এই পরিণাম-ক্রম নিম্ন চিত্রে প্রদর্শিত হইল।



এ প্রদক্ষে পতঞ্জলির ২।১৯ প্রেটি স্মরণ করুন—
বিশেষ-অবিশেষ-লিসমাত্র-অলিস্থানি শুণপর্বাণি—ত্রৈগুণ্যের চারিটি
পর্ব—অলিম্ব (প্রকৃতি), লিম্বমাত্র (মহং-তত্ত্ব), অবিশেষ (অহংকার ও
পঞ্চত্যাত্র) এবং বিশেষ (স্থলভূত)।

বেহেতৃ প্রকৃতি অশব্দ, অস্পর্শ, অরপ — অতএব উহা 'অনিঙ্গ'। শব্দস্পর্শবিহীনং তং রূপাদিভিরসংযুত্ম। ত্রিগুণং তং জগদ্যোনিঃ অনাদি প্রভবাগ্যয়ম্॥

—विकृश्वान, **ऽ।२।**১৯-२०

প্রকৃতির প্রথম বিকার মহৎতত্ত্ব 'লিন্দমাত্র'—মং তং পরম্ অবিশেষেভ্যঃ নিন্দমাত্রং মহৎতত্ত্বম্ ( ব্যাসভাগ্র )।

প্রক্তেঃ অন্তর্ম আন্তঃ পরিণানো বাস্তবঃ, ন তু তন্বিবত ইতি যাবং
—বাচম্পতি

মহংতবের ছরটি 'অবিশেষ'-পরিণান—অহংতব ও পঞ্চ তরাত্ত।
একবিত্রিচতু:পঞ্চলক্ষণাঃ শব্দাদরঃ পঞ্চ অবিশেষাঃ ষষ্ঠশ্চ অবিশেষঃ
অতিতামাত্র ইতি। এতে সন্তামাত্রশু আত্মনো মহতঃ বড় অবিশেষপরিণামাঃ—ব্যাসভান্ত্র

(উপনিবদে মহৎতত্ত্বের নাম - মহান্ আত্মা—কঠ, ৩।১০, ৬।৭)\*
তথ্মাত্রে শাস্তাদি বিশেবের অসম্ভাব—সেই প্রন্ম তাহারা 'অবিশেষ'।
তথ্মিন্ তথ্মিন্ তু তথ্মাত্রাঃ তেন তথ্মাত্রতা শ্বতা।
ন শাস্তা নাপি ঘোরা স্তে ন মূঢ়া শ্চাবিশেষিণঃ।—বিষ্ণুরাণ, ১।২।৪২

<sup>\*</sup> তৃতাদি অংহকার is absolutely homogeneous, inert and devoid of all characteristics except quantum or mass. With the co-operation of ব্ৰহন, it is transformed into subtle matter, vibratory, radiant and instinct with energy—and the তন্মাত্ৰ's of sound etc. arise.

<sup>-</sup>Prof. Radhakrisnan

তন্মাত্রাদি চ বজ্জাতীরেরু শাস্তাদিবিশেবত্ররং ন তিষ্ঠতি, তজ্জাতীরানাং শব্দস্পর্শব্দবানাম্ আধার ভূতানি স্কল্পব্যাণি স্থুলানাম্ অবিশ্বো:
— ১৷৬২ সাংখ্যস্ত্রের ভিত্তান্ত্র

আর ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্—এই পঞ্চ 'প্রভৃত' বা স্থুনভূত ঐ অবিশেষ পঞ্চতন্মাত্রের বিশেষ।

তত্র আকাশ-বায়্-অগ্নি-উদক-ভূময়ো ভূতানি শব্দস্পর্মগদ্ধজ্মান্ত্র-ণাম্ অবিশেষাণাং বিশেষাঃ —ব্যাসভাষ্য

যদিও ক্ষিত্যাদি স্থল-ভূতের বিকারে ঘট, পট, বৃক্ষাদি নির্মিত, বির বেহেতু ইহারা তত্ত্বান্তর নহে, সেই জন্ম চতুর্বিংশতি তত্ত্বের গণনার বিশ্বে বা স্থল ভূতেই বিশ্রান্তি। এ সম্পর্কে বাচম্পতি ৩ কারিকার 'তত্ত্বেন্নানীতে বলিয়াছেন—'যদ্মপি পৃথিব্যাদীনামপি গোঘটবৃক্ষাদয়ো বিকারা: এক তদ্বিকার-ভেদানাং পরোবীক্ষাদীনাং দধ্যক্ষুরাদয়ঃ তথাপি গবাদয়ঃ পরেদ্বিদ্যাদ্যো বা ন পৃথিব্যাদিভ্যঃ তত্ত্বান্তরম্।'

ব্যাসভাষ্যেরও ঐ কথা—ন বিশেষভাঃ পরং তবান্তরম্ অন্তীর্থ বিশেষাণাং নান্তি তবান্তরপরিণামঃ। তেবাং তু ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণাম ব্যাখ্যামিশ্রন্তে।—২১১ যোগস্ত্তের ব্যাসভাষ্য

উপরে যে পরিণামের আলোচনা করিলাম, সাংখ্যেরা তাহাকে 'গ্রারু স্ঠাই' বলেন—কারণ, ঐ স্পষ্টর মূল উপাদান প্রকৃতি কিম্বা প্রকৃতির বিরুচি। প্রাকৃত স্ঠাই সমষ্টি ও ব্যাষ্ট ভেদে দ্বিবিধ।

প্রক্তের্মহান্ মহতঃ অহন্ধারঃ অহন্ধারাং পঞ্চতনাত্তানি ইতানি বটি সমষ্টি-স্টে:। বিজ্ঞানভিক্ষ্ ইহাকে বিরাট্ স্টে বলিয়াছেন। চতুর্ম অ্যারে আমরা ইহার আলোচনা করিব।

ব্যক্তিভেদঃ কর্মবিশেষাং (৩০১০)—এই সাংখ্যস্ত্রে দংক্ষেণে বা স্পষ্টি উক্ত হইরাছে; এবং দৈবাদিপ্রভেদাঃ (৩০৪৬)—এই স্ত্রে বা মৃষ্ট্রর অবান্তর ভেদ লক্ষিত হইয়াছে। এই স্বত্তের ভায়ে বিজ্ঞানভিক্ষ্ বলিতেছেন—

সাপ্তাতং ব্যক্তিভেদঃ কর্মবিশেষাং ইতি সংক্ষেপাং উক্তা ব্যষ্টি-স্কট্টঃ বিশুরতঃ প্রতিপাছতে। দৈবাদিঃ প্রভেদোহবান্তরভেদো মস্তাঃ সা তথা স্কটিরিতি শেষঃ।

ইহার পর ৪৭ স্ত্র — আব্রন্ধ ওম্ব-পর্যন্তং তংক্তে স্টেরা বিবেকাং—
বন্ধ হইতে তাম পর্যন্ত — এ সমন্তই ব্যাপ্ট স্প্টি। ঐ স্ত্রের ভায়ে বিজ্ঞানভিক্ বলিতেছেন — অবাস্তর স্টেরপি উক্তায়াঃ প্রুমার্থভুমাহ। চতুর্থম্
আরভা স্থাবরাস্তা ব্যষ্টিস্টিরপি বিরাট্ স্টেবং এব প্রুমার্থা ভর্বভি, তংতংপ্রুমাণাং বিবেকখ্যাতি-পর্যন্তম্ ইতার্থঃ।

ঐ দৈবাদি প্রভেদ কারিকাতে সবিস্তারে প্রদশিত হইয়াছে—
অষ্টবিকল্পো দৈবঃ তৈর্বগ্যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
নাম্বয়শ্চৈকবিধঃ সনাসতো ভৌতিকঃ দর্গঃ॥ –কারিকা, ৫৩
অর্থাৎ, 'ভৌতিক যে স্বষ্টি (যে স্বষ্টি পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত),

তাহার চতুর্দশ ভেদ—দৈব অপ্তবিধ, মান্ত্র্য একবিধ এবং তির্বক্ স্পষ্টি
পঞ্চিধ।' ইহার বিস্তার করিয়া গৌড়পাদাচার্য লিখিয়াছেন—

দৈবন্ অন্তপ্রকারং—ব্রান্ধং প্রাক্তাপতাং সৌম্যন্ প্রন্ত্রং গান্ধবং বাক্ষং বাক্ষণ পৈশাচমিতি। পশুমৃগপক্ষিদরীস্পস্থাবরাণি ভূতান্তেব পঞ্চবিধঃ তৈর দা মামুববোনিঃ একৈব ইতি চতুর্দশভূতানি।

অর্থাৎ, দৈবসৃষ্টি অন্তপ্রকার—বথা, ত্রাহ্ম, প্রাহ্মাপত্য, চান্দ্র, প্রন্দ্র, গান্ধর্ব, বাহ্ম, রাহ্মস ও পৈশাচ। মহুদ্রসৃষ্টি একপ্রকার এবং তির্বক্ সৃষ্টি পাঁচ প্রকার—বথা পশু, মুগ, পক্ষী, সরীস্থপ ও স্থাবর (বৃহ্ম, নদী, পর্বতাদি)। পশু ও মুগের বোধ হয় এই প্রভেদ যে একজন বন্ত জল্ক, অন্তজন গ্রাম্য জল্ক। নাংখ্যেরা বাহাকে দৈবসৃষ্টি বলেন, তাহা আমাদের পরচিত ভূবং, স্বং, মহং, জনং, তপং, সত্য প্রভৃতি লোক এবং সেই সেই লোকের অধিরাসিগণ।

> বান্দব্রিভূমিকো লোকঃ, প্রাজাপতান্ততো মহান্। মাহেক্রশ্চ স্বরিত্যুক্তো দিবি তারা ভূবি প্রজাঃ॥

অর্থাৎ, ব্রন্ধলোকের তিন ভূমি বা ন্তর (জন:, তপ: ও সত্য)। তাহার পর প্রজ্ঞাপতিলোক বাহাকে নহলেকি বলে। তাহার পর ইন্ধনোক (বাহার নাম স্বঃ বা স্বর্গ)। তাহার পর ভূবলেকি (তারাথচিত অন্তরিক) এবং সর্বলেকে ভূলেকি (আমাদের পৃথিবী)। ব্যাসভাষ্য ইহার বিশ্বাক করিয়া বলিতেছেন—

সপ্তলোকের বিক্তাস এইরপ—'অবীচি' নামক নিয়তম নরক ইটে আরম্ভ করিয়া স্থমেরুপৃষ্ঠ পর্যন্ত ভূলে কি, মেরুপৃষ্ঠ হইতে ধ্রুব নক্ষর পর্যন্ত অন্তরিক্ষ লোক। তাহার পর পঞ্চবিধ স্বলে কি। চতুর্থ প্রজাপতিনাম বাহাকে মহলে কি বলে। পঞ্চম লোক ব্রহ্মলোক—উহার তিনটী জ্বন্দ জনঃ, তপঃ ও সত্য।

তংপ্রতার: নপ্তলোকা:। তত্রাবীচে: প্রভৃতি নেরুপৃষ্ঠং বাবং ইজন ভূলে কি:। নেরুপৃষ্ঠাদারভ্য আঞ্চবাদ গ্রহনক্ষত্রতারাবিচিত্রাংম্বর্নিন্দ লোক:। ততঃপর: স্বলে কি: পঞ্চবিধা, মাহেন্দ্রভূ তীয়ে। লোক:। চর্চ্চ্ প্রাজাপত্যো মহলে কি:। ত্রিবিধা ব্রাহ্মঃ, তদ্ বথা—জনলোক স্বণোলোক সত্যলোক ইতি।

কৌতৃহলী পঠিক এ সম্বন্ধে পাত্ৰস্তল দৰ্শনের বিভূতি পাদের ২৬শ স্থের CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi বাসভাব্য দর্শন করিবেন। এ সকল আমাদের অপ্রভাক্ষ বিষয়, ঋবি বা ঋবিকল্প বাক্তির সাধনপৃত দৃষ্টির গম্য। তবে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভূলে কৈর উপরিতন যে সমস্ত ক্ষম ও ক্ষমাতিক্ষম লোক, দে সকলই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত। যদিচ ঐ সকল উর্ধ্বলোক ত্রতমভাবে সন্ধ্রপ্রধান, কিন্তু আমাদের মহয্যলোক এবং ভাহার অধিবাসী নর নারী রক্ষঃপ্রধান এবং পশু, পক্ষী, সরীক্প ও স্থাবরাদি ত্যাপ্রধান।

উধ্বং সন্ত্বিশাল স্তমোবিশালক মূলতঃ সর্গঃ। মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বর্গন্তঃ ॥—কারিকা, ৫৪

কিন্তু ত্রিগুণের তারতম্য থাকিলেও ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃৎ পামাণ পর্যন্ত সমস্ত বস্তুই ঐ ত্রিগুণেরই সমবায়ে গঠিত।

প্রশ্ন হইতে পারে, একই প্রকৃতি হইতে এই বিবিধ বৈচিত্রানয় বস্তুজাত উংপন্ন হইল কিন্ধপে? উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন—ত্রিগুণতঃ সমুদরাং চ।। 
অর্থাং, গুণত্ররের গুণপ্রধান ভাবের তারতম্যে এবং সমবার দারা (সমেতা 
উদন্ম: সমুদর: = সমবার: — বাচস্পতি )।

বেমন মেঘের জল একরূপ—কিন্তু আধার বশে তাহার কটু, তিক্ত, অম, মধ্র প্রভৃতি বিবিধ রসের উদয় হইমা থাকে, সেইরূপ একই প্রকৃতির <sup>৪০বৈষম্যের</sup> বিচিত্রতা অনুসারে বিবিধ ও বিচিত্র বস্তুসমূহের উৎপত্তি ইয়।

কথম্ একরূপাণাং গুণানাম্ অনেকরূপা প্রবৃত্তিঃ ইত্যত আহ পরিণামতঃ
দিনিবং। যথা হি বারিদবিম্ক্তং উদকম্ একরদমপি তং তং ভূমিকিনারান্ আসান্থ নারিকেল-তালী-বিশ্ব-চিরবিশ্ব-তিন্দ্কামলক-প্রাচীনামলককিপিথ-ফলরসতয়া পরিণামাং মধুরাম্নতিক্তকটুক-ক্যায়তয়া বিকল্পতে এবং

<sup>†</sup> কারণম্ অন্তাব্যক্তং প্রবত তৈ ত্রিগুণত: সমুদরাৎ চ। পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি প্রতিগুণাশ্ররবিশেষাৎ ।—কারিকা, ১৬

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS সাংখ্য পরিচয়

একৈকগুণসমূন্তবাং প্রধানং গুণমাশ্রিত্য অপ্রধানগুণা: পরিণানজোং প্রবর্তস্থান্তি—তত্তকৌমূদী

Manifoldness and multiplicity ( বিবিধ বৈচিত্রা) are brought about i. c. result from the collocations of the eff's, alterations from potential to actual. It is just as in a game of dice: they are ever the same dice, but as they fall in various ways, they mean to us different things. All change relates to the position, order, grouping, mixing, separation of the eternally existing essentials, which are always integrating and disintegrating.—Radhakrisnan.

প্রকৃতির এই বিচিত্রতার একটি সহকারী কারণ আছে। সাংগ্রমতে সে কারণ জীবের অনাদি কর্মধারা।

কর্মবৈচিত্ত্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্ত্যম্—সাংখ্যস্ত্ত্ত ৬।৪১

বিচিত্রস্পষ্টো নিমিত্ত-কারণমাহ 'কর্মবৈচিত্র্যাং' ইত্যাদি—ভিষ্। এখানে কর্ম অর্থে জীবের ধর্মাধর্ম।\*

কর্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধান-চেন্তা গর্ভদাসবং - সাংখ্যস্ত্র, এৎ>
কর্মান্নটে বা অনাদিতঃ—ঐ, ৩।৬২

বতঃ কর্ম অনাদি, অতঃ কর্মভিঃ আকর্ষণান্ অপি প্রধানস্থ আবেচন ব্যবস্থিতা চ প্রবৃত্তিঃ—ভিক্ষ্

ইহার সমর্থনে স্থত্রকার অন্তত্ত বলিভেছেন—

ন ধর্ম পিলাপঃ প্রকৃতিকার্য-বৈচিত্র্যাৎ—সাংখ্যস্ত্র, এং

অর্থাৎ, যদি ধর্ম ধিম ( অদৃষ্টের ) অন্তিত্ব স্থীকার না করা যায়, তবে প্রকৃতির গাঁঃ
পামের ফলে বিচিত্র স্থান্টির উপপত্তি হয় না—

প্রকৃতি-কার্যের্ বৈচিত্র্যাক্তথাতুপপত্ত্যা তদকুমানাং—ভিকু

পুরুষার্থং কারণোদ্ভবোহপ্যদৃষ্টোল্লাসাং — সাংখ্যস্ত্র ২।৩৬ বাচস্পতিমিশ্র ২৭ কারিকার টীকায় এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন—এক সান্ত্বিক অহম্বার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের কিরূপে উংপত্তি হইতে পারে ? উত্তর—

শব্দাত্যপভোগ-সংপ্রবর্ত কাদৃষ্ট-সহকারিভেদাৎ কার্যভেদঃ। অর্থাৎ, অদৃষ্টরূপ সহকারী কারণের ফলে শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় উপভোগ করিতে সমর্থ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রত্যেক বিষয়েই যখন ত্রিগুণের অধিষ্ঠান রহিয়াছে, তখন একই বিষয় অবস্থা ভেদে কাহারও প্রতি স্থখকর, কাহারও প্রতি তৃঃখকর এবং কাহারও প্রতি মোহকর হইয়া থাকে। দৃষ্টাস্তম্থলে তাহারা বলিয়া থাকেন যে, একই রমণী প্রিয় জনের স্থথের, সপত্নীর তৃঃখের এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন বে, প্রকৃতি সমন্ত বিকারের জননী বটে, কিছ সে নিজে কাহারও বিকার নহে। সেই জন্ম সাংখ্য পরিভাষার প্রকৃতিকে 'অ-বিকৃতি' বলে। প্রকৃতির বিকৃতি মহংতত্ত্ব কিছু সেই মহংতত্ত্ব আবার অহমার-তত্ত্বের প্রকৃতি। এইরূপ অহংকার তত্ত্ব মহংতত্ত্বের বিকৃতি বটে কিছু পঞ্চত্মাত্রের প্রকৃতি। এইরূপ পঞ্চত্মাত্র অহম্বারের বিকৃতি বটে কিছু পঞ্চ স্থল ভূতের প্রকৃতি। এইজন্ম সাংখ্যেরা মহং, অহম্বার ও পঞ্চত্মাত্রকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' বলেন। স্থুল ভূত ও ইন্দ্রিয় পঞ্চত্মাত্রের বিকৃতি মাত্র, কাহারও প্রকৃতি নহে। সেইজন্ম ইহাদের পারিভাষিক নাম বিকৃতি।

> মূলপ্রক্বতিরবিক্বতিঃ মহদাঘাঃ প্রকৃতিবিক্বতরঃ সপ্ত । যোড়শকস্ত বিকারঃ—কারিকা, ৩

'মূল প্রকৃতি 'অবিকৃতি'; মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি 'প্রকৃতি-বিকৃতি' এবং পঞ্চস্কুলভূত ও একাদশ ইন্দ্রির—ইহারা 'বিকৃতি'।' Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS মাংখ্য পরিচয়

এই কথার সংক্ষেপ করিয়া তত্ত্বসমাস বলিয়াছেন—

অষ্ট্রৌ প্রকৃতরঃ বোড়শ বিকারাঃ।

আগামী অধ্যারে প্রকৃতির সপ্ত বিকৃতি ঐ মহৎতত্ত্বাদির স্বিশ্বে

আলোচনা করিব।

# চতুৰ্থ অধ্যায়

### নপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি

আমরা দেখিরাছি, সাংখ্যনির্দিষ্ট স্বষ্টির ক্রম এইরূপ:—

প্রকৃতে র্যহান্, মহতঃ অহংকারঃ, অহংকারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি— 'প্রকৃতি হইতে মহৎ-তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র—অর্থাৎ, ক্ষিত্যপ্তেজঃমকংব্যোম এই পঞ্চ স্কল্প ভূত।' এই নপ্ত তত্ত্বকে সাংখ্য পরিভাষায় সপ্ত 'প্রকৃতি-বিকৃতি' বলে। কেন ?

সাংখ্যমতে প্রকৃতি সমস্ত বিকারের জননী বটে, কিন্তু প্রকৃতি শব্যং কাহারও বিকার নহে। প্রকৃতি বিশের অমূল মূল—Rootless Root। দে জন্ম সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে 'অবিকৃতি' বলেন। প্রকৃতির বিকৃতি মহং-তব্ব কিন্তু সাংখ্যেরা প্রকৃতি বটে, কিন্তু পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি। এইরূপ পঞ্চ তন্মাত্র অহংতব্বের বিকৃতি বটে, কিন্তু পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি। সেইজন্ম পঞ্চ তন্মাত্র অহংতব্বের বিকৃতি বটে, কিন্তু পঞ্চ তন্মাত্রকে সগু প্রকৃতি-বিকৃতি বানেন—

ম্ল-প্রকৃতিরবিকৃতি: মহদাভা: প্রকৃতি-বিকৃত্য: সপ্ত —কারিকা, ৩ এই সপ্ত 'প্রকৃতি-বিকৃতি'ই স্ক্ষতম হইতে স্থুলতমক্রমে তস্ত্রোক্ত দাদিতত্ব, অমুপাদকতত্ব, আকাশতত্ব, বায়ুত্ব, অগ্নিতহ, অপ্তর ও ক্ষিতি-তব। এই সপ্ত তত্ব কি ? কেন ইহাদিগকে তব্ব বলা হয় ?

ততত্বাং সংততত্বাং চ তত্বানীতি ততো বিহ:।

তত্ত্বং দেশতো ব্যাপ্তি: সংততত্ত্বং চ কালত: ।—তত্ত্ববচন

'তত ও সংতত বলিয়া তত্ত্বের নাম 'তত্ত্ব'—দেশতঃ ব্যাপ্তি ততত্ত্ব এবং কালতঃ ব্যাপ্তি সংততত্ব।'

এই খণ্ডের প্রথম অধ্যারে আমরা দেখিরাছি যে, এই বিবিধ বৈচিত্রাসর স্থূল জগতকে বিশ্লেষণ করিলে ঐ জগং স্থাবর ও জঙ্গম—এই তুই কোটিডে বিভক্ত হয়।

স্থাবর=Inorganic, জন্ম=Organic ( উদ্ভিদ্ ও প্রাণী)।

জল, স্থল, অন্তরিক্ষ, ধাতু, শিলা, ফিতি, বাষ্প, নাগর, ভ্রথর—এ সমষ্ট্র স্থাবরের অন্তর্গত। আর বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, দরীক্ষ ও মান্ত্ব—এ সমস্তই জন্ধমের অন্তর্গত।

রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানি যে, যে কিছু স্থাবর পদর্থি আছে, যদি তাহার বিশ্লেষণ করি, তবে ৯২টি মূলভূতে (elements-এ) উপনীত হইব। আর যে কোন জন্সমেরই বিশ্লেষণ করি না কেন, আমরা দেখিতে পাইব যে, তাহার শরীর কোবাণুর দ্বারা গঠিত। ঐ কোবাণুকে আবার বিশ্লেষণ করিলে আমরা ঐ ৯২টি মূল ভূতের মধ্যে করেকটি মূল ভূতের সাক্ষাৎ পাইব। অতএব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে এই বিবিধ বৈচিত্রাময় সুল জনং ঐ ৯২ মূল ভূতের (হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, পারদ, রৌপ্য, স্বর্ণ, গম্বরুক, কারবন্ প্রভৃতির) সংবোগ ও সংহননে রচিত।

আসরা আরও দেখিয়াছি যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনেকদিন পর্যন্ত ঐ দক্ষা মূল ভূতের পরমাণুকে পরস্পর স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন,—অর্থাৎ তাঁহারা বলিতেন যে, স্বর্ণের পরমাণু চিরদিনই স্বর্ণের পরমাণু আছে ও থাকিবে। পরে মনীধী স্থার্ উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ অস্তুত প্রতিভাবলে প্রতিপর করেন যে, রসায়নোক্ত ঐ ৯২টি মূল ভূত বস্ততঃ মূল ভূত নছে—তাহারা প্রোটাইল্ (Protyle)-নামক এক চরম ভূতের বিকার মাত্র। ঐ প্রোটাইলই স্থল জগতের নির্বিশেষ (homogeneous) চরম উপাদান—তাহারই সংযোগ-সংহননে এই বিচিত্র বিশ্ব। তিনি আরও প্রতিপর্য

করেন বে, বৈজ্ঞানিক যাহাকে নিতা, অখণ্ড পরমাণু মনে করিতেন, তাহা নিতা ত' নহেই—অখণ্ডও নহে। অধিকল্প তাহারা পরস্পর স্বতন্ত্র নহে; কিন্তু যেমন একরাশি ইষ্টককে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সজ্জিত করিলে, নানা জাতীয় অট্টালিকা নির্মাণ করা যায়, সেইরূপ সেই প্রোটাইলরূপ মূল পর-মাণুর সংহনন-ভেদে রাসায়নিকের ঐ ১২টি বিভিন্ন পরমাণুর উংপত্তি হইরাছে। ক্রুক্সের এই মতই এক্ষণে বৈজ্ঞানিক সমাজে স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া গুহীত হইরাছে।

এ পর্যন্ত গেল স্থুল জগতের কথা—ভূলেনিকর কথা। আর্য য়িরা বলেন, এই ভূলেনিকর পর, পর পর আরও ছয়টি লোক আছে—তাহারা বথাক্রমে স্কুল্ম হইতে স্কুল্মতর—স্কুল্মতম। এই দপ্ত লোকের নাম—ভূঃ, ভূবঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য। জনঃ, তপঃ ও সত্য জনলোকেরই তিনটি বিভিন্ন ভূমি বা level—ত্রাক্ষঃ ত্রিভূমিকো লোকঃ (ব্যাসভায়-শ্বত প্রাচীন বচন)। অভএব প্রক্কত প্রস্তাবে—লোক সাভটি নয়, পাঁচটি। তাই থিয়সফিক্যাল্ গ্রন্থে আমরা Five Planes-এর কথা শুনিতে পাই। এই পঞ্চলোকের প্রাচীন নাম—মহয়লোক (ভূঃ), অভরিক্ষলোক (ভ্বঃ), দেবলোক (স্বঃ), প্রজ্ঞাপতিলোক (মহঃ) ও ব্রন্ধলোক (জনঃ, তপঃ ও সত্য, যাহার তিন ভূমিকা বা ন্তর)।\* এই ভূলোক থিয়সফির Physical Plane, ভূবলোক থিয়সফির Astral Plane, স্বলোক থিয়সফির Devachan বা Mental Plane, মহলোক থিয়সফির Buddhic বা Intuitional Plane, এবং ব্রন্ধলোক থিয়সফির Atmic বা Nirvanic Plane.

<sup>\*</sup> পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এতদিনে ভূ: ভূব: বঃ—এই তিনটি লোকের সন্ধান পাইরাছেন। বৰা লাভ! Man lives in three environments—the physical, the etherial, and the met-etherial, which is called the heaven world.

<sup>-</sup>Frederick Myers

লোক বা Plane বলিলে কি বুঝিব? লোক—জীবের বিহারভূনি,
লীলাক্ষেত্র। প্রাচ্য প্রজ্ঞান বলেন, জীবের পাঁচটি অবস্থা দৃষ্ট হয়—জাগ্রং
অপ্ন, স্থবুপ্তি, তুরীয় ও নির্বাণ এবং এক এক অবস্থায় এক একটি নোক
তাহার বিহরণভূমি, তাহার লীলাক্ষেত্র হয় । জাগ্রং অবস্থায় ভূলেকি কেন
জীবের বিহারভূমি, তেমনি স্বপ্নাবস্থায় ভূবলেকি, স্থপ্তি অবস্থায় স্বর্লোক,
তুরীয় অবস্থায় মহলেকি এবং নির্বাণ অবস্থায় ব্রহ্মলোক ভায়ব
বিহারভূমি।

প্রত্যেক লোকই জড় উপাদানে গঠিত। ঐ উপাদানের ক্ষন্তার তারতম্য অমুসারেই ঐ ঐ লোকের ক্ষ্মন্তার তারতম্য। ভূর্লোক সর্বাপেক্ষা স্থুন, ভূবর্লোক তদপেক্ষা ক্ষ্ম; ভূবর্লোকের অপেক্ষা মহর্লোক ক্ষ্মন্তার। ব্রহ্মলোক আবার মহর্লোক অপেক্ষা আরও স্কুক্ষম উপাদানে গঠিত। কিন্তু তাহা হইলেও সে লোকঃ প্রাকৃতিক, অর্থাৎ, জড় প্রকৃতির বিকারে নির্মিত। এ প্রসঙ্গে মিন্দ্ বেসাণ্ট লিখিরাছেন—

ভূলে কির উপাদান কি? ক্ষিতিতত্ত্ব বা অপঞ্চীকৃত গন্ধত্যাত্ত্ব। ভূবলে কির উপাদান কি? অপ তত্ত্ব বা অপঞ্চীকৃত রসত্যাত্ত্ব। স্বর্লে উপাদান কি? অগ্নিতত্ত্ব বা অপঞ্চীকৃত রপত্মাত্ত্ব। মহং বা প্রজাণি লোকের উপাদান কি? বায়ুতত্ত্ব বা অপঞ্চীকৃত স্পর্শত্যাত্ত্ব। বন্ধলোকের উপাদান কি? আকাশতত্ব বা অপঞ্চীকৃত শন্ধত্যাত্ত্ব।

মিসেদ্ বেসান্ট প্রত্যেক লোকের সপ্তত্তর বা seven sub-planes-এর কথা বলিলেন। এই সপ্তত্তরের আমি অন্তত্ত্ব সবিন্তারে আলোচনা করি-রাছি।\* ঐ সপ্ত ত্তর — কঠিন, তরল, বাঙ্গীর, ইথিরীর, পর-ইথিরীর, আণবীর ও পর-আণবীর (অর্থাৎ, Solid, Liquid, Gaseous, Etheric, Superetheric, Sub-atomic and Atomic)। ভূলেকের ঐ সপ্তত্তরের বে সর্বোচ্চ স্ক্ষাত্তম ত্তর— ঐ ত্তর is 'composed of the ultimate atoms of ক্ষিতিতত্ত্ব'—পাশ্চাত্তা বিজ্ঞান ইহাকেই Protyle বলেন। অর্থাৎ, ভূলেকের আদিতত্ত্বই সেই লোকের চরম পরমাণ্, অ্বিতীয় মহামূলভূত। ঐ মুখ্য ক্ষিতিতত্ত্ব ব্যাকৃত ও ব্যহিত হইয়া বিবিধ বিচিত্র সংহনন বারা ভূলেকের আর ছয়টি ত্তর রচনা করিয়াছে—the six remaining sub-planes are formed by more and more complicated aggregations of the ultimate atoms (Annie Besant)। কিন্তু ঐ ক্ষিতি-প্রোটাইল ভূবলেকির আদিতত্ত্ব নহে। বস্তুতঃ ভূলেনিকের আদিতত্ত্ব ভূবলেকির স্ববিনিয় স্থুলতম ত্তর হুইতেও স্থূল।

The ultimate atom on the highest sub-division of the physical plane is formed by an aggregation of astral matter (from the lowest sub-division of the Astral Plane)—Annie Besant. অর্থাৎ, ভ্রলেকির উপাদান-ভূত মুখ্য অপ্তত্তের যে সপ্তম বা নিম্নতম স্তর (lowest sub-division), ঐ স্তরের ম্যাটারের সংযোগ-সংহনন দারা ভূলে কির প্রথম বা উচ্চতম স্তর —গোণ আদিতত্ব বা ক্ষিতি-protyle (ultimate atom) রচিত।

ভূলোক সম্বন্ধে বাহা বলা হইল, ভূবলোক, স্বলোক ও বন্ধলোক সম্বন্ধেও সেই কথা বক্তব্য। ভূবলোকের উপাদান যে মুখ্য

<sup>\*</sup>এ বিষয়ে বাঁহার জিজ্ঞাস। আছে, তিনি ১৩৪• ফাল্পন ও চৈত্রের ব্রহ্মবিষ্ণার প্রকাশিত আমার 'বেদাস্ত ও জড়বিজ্ঞান' প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

অপ তত্ত্ব — এ লোকের গৌণ আদিতত্ত্ব বা protyle (ultimate atom) — ব্র লোকের প্রথম বা উচ্চতম স্তর,—উহা স্বলে কের উপাদান ন মুখ্য অগ্নিতত্ত্ব, সেই অগ্নিতত্ত্বের সপ্তম বা নিম্নতম স্তব্যের ম্যাটারের ম্বোগ-সংহনন দ্বারা রচিত। এইরূপ স্বলেণিকের উপাদান বে মুখ্য অগ্নিতর— এ লোকের গৌণ আদিতত্ত্ব বা protyle (ultimate atom)— লোকের প্রথম বা উচ্চতম হুর,—উহা আবার মহর্লোকের যে বাযুত্ত, সেই বায়ুতত্ত্বের সপ্তম বা নিয়ত্য তরের ম্যাটারের সংযোগ-সংহন ছার রচিত। এবং মহলেণিকের উপাদান যে মুখ্য বায়্তত্ব – ঐ লোকের গৌণ আদিতত্ত্ব বা protyle (ultimate atom)—ঐ লোকের প্রথম বা উচ্চতম ন্তর,—উহা আবার ব্রহ্মলোকের উপাদান যে মুখ্য আকাশতন্ব, রেই আকাশতত্ত্বের সপ্তম বা নিম্নতম স্তরের ম্যাটারের সংযোগ-সংহনন ছার রচিত। এইরূপ বিশ্লেষণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের যে স্ক্ষাভিস্থ আদিতত্ত্ব উপনীত হওরা বার, তাহাই আর্যঋষির কথিত মুখ্য আকাশতত্ব। ঐ স্কুত্ম মহাভূত পর পর স্তরে স্তরে ব্যাকৃত ও ব্যহিত হইয়া সর্বনিয় স্তরে ভূলে'াকের আদিতত্ব বা protyle-এর আকার ধারণ করিয়াছে।

এই পঞ্চত্ত্ব—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতিকে লক্ষ্য করিয়া উদ নিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুং বারোরী অশ্নে: আপঃ অদ্ভাঃ পৃথিবী—তৈত্তি, ২।১।১

'দেই পরমাত্মা হইতে আকাশের আবির্ভাব, আকাশ হইতে বায়ু বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে অপের এবং অপ্হইতে ক্ষিতির।' কি আকাশ-তত্ত্বই কি.চরম ? তাহা যদি হয়, তবে অহংতত্ত্ব ও মহৎ-তর্কো স্থান কোথায় ?

এ সম্পর্কে মিসেস্ বেসেণ্ট বলিতেছেন—

Beyond the তত্ত্ব we know as আকাশ, there is that ত

which has been called অনুপাদক and beyond that, the আদিতব, the first. এই আদিতব ও অনুপাদক-তত্তই সাংখ্যের মহৎ-তত্ত্ব ও অহংতব।

এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ষ্ 'মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্'—এই ২।১০ সাংগ্যসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—

'বছপি 'এতসাদাত্মন আকাশঃ সন্তৃত' ইত্যাদি শ্রুতো আদৌ এব
পঞ্চুতানাং সৃষ্টিঃ শ্রুয়তে তথাপি মহদাদিক্রমেণের পঞ্চুতানাং সৃষ্টিরিষ্টা
ইত্যর্থ:। তেজ-আদি-সৃষ্টিশ্রুতো গগনবায়ুস্টেরাপ্রণবং উক্ত শ্রুতো অপি
আনৌ মহদাদিস্টিঃ প্রণীরেতি ভাবঃ। \*\* কিঞ্চ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণা
মনঃ সর্বেজিয়ানি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপন্চ পৃথী বিশ্বস্য ধারিণী"—ইতি
ফত্যন্তরঙ্ক-পাঠক্রমান্তরোধেন 'স প্রাণম্ অস্করুং প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুম্'
ইত্যাদিশ্রতান্তরেণ চ পঞ্চভূত-স্টেঃ প্রাক্ মহদাদি-সৃষ্টিরবধার্যত ইতি।
প্রাণশ্রান্তঃকরণশ্র বৃত্তিভেদ ইতি বক্ষ্যতি। অতোহশ্রাং শ্রুতো প্রাণ
ধর মহংতত্ত্বমিতি \* \* মনসি চাইস্কারস্থ প্রবেশ ইতি।

অর্থাৎ, বছাপি 'এতস্মাৎ আজ্মনঃ আকাশঃ সন্তৃতঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে আকাশাদি পঞ্চভূতের মাত্র স্বষ্টি বলা হইল, তথাপি ঐ স্থলে আকাশের পূর্বে মহংতত্ত্ব ও অহংতত্ত্বের স্বষ্টি পূরণ করিয়া লইতে হইবে। অক্স শ্রুতিতেও আমরা পঞ্চভূত-স্বষ্টির পূর্বে প্রাণ ও মনের স্বাষ্টির কথা ওনিতে পাই অত্যাৎ জারতে প্রাণঃ ইত্যাদি। শ্রুত্বক্ত ঐ প্রাণই মহংতত্ত্ব এবং ফাই অহংকারতত্ত্ব।

এ বিষয়ে কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর কষ্ট কল্পনার উপর নির্ভর করা অনাবশ্যক
কারণ, কোথাও কোথাও পুরাণে এই সপ্ততত্ত্বের স্পষ্ট উল্লেখ পাই—
বেষন ভাগবতে—

অওকোষে শরীরেহস্মিন্ সপ্তাবরণ-সংযুতে। বৈরাজঃ পুরুষো যোহসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥—২।১।২৫ Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ২ ৭৪ শাৰ্মার

'এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মণ্যদেবের শরীর। তাঁহার ঐ ব্রহ্মাণ্ডশরীর সপ্ত আবরণ আবৃত।' এই সপ্ত আবরণ কি কি ? আমাদের পূর্বোক্ত ক্ষিভি, ছপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, অহং ও মহংতত্ব।

পৃথিবী-অপ্-তেজো-বায়্-আকাশ-অহংকার-মহৎ-তত্ত্বানি ইতি স্থা-বরণানি—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

পৃথিব্যাবরণং ততঃ অপ্তেজো-বায়ু- থাকাশাহংকার মহংতল্পান ইতি সপ্ত —শ্রীধরস্বামী

এই সপ্ততত্তকে লক্ষ্য করিয়া মাদাম্ ব্ল্যাভাট্স্বি তাহার অপ্রঞ্ Secret Doctrine-এ লিখিয়াছেন—

Prakriti, which is root matter in differential equilibrium, is the primordial deep. When transformed into the Golden Egg (ব্ৰহ্বাণ্ড), it is surrounded by seven natural elements (being the সপ্ততত্ত্ব or প্রকৃতি-বিকৃতি spoken of above).

ভাগবত পুরাণের দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়গত 'ততাে নিশ্বে প্রতিপদ্য নির্ভয়ঃ' – এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী এই তত্ত্ব আরও নির্দ্ধ করিয়াছেন ৷\*

তত্র ইরং প্রক্রিয়া—ঈশ্বরাবিষ্টিতায়া: প্রকৃতেঃ কেনচিং অংশেন মহাত্ত্বং ভবতি। তস্থাংশেন অহংকার:। তস্থাংশেন শব্দত্মাত্রহারা নতঃ। তস্যাংশেন স্পর্শত্মাত্রহারা বায়ু:। তস্যাংশেন রপত্মাত্রহারা তের। তস্যাংশেন রসত্মাত্রহারা আগ:। তদংশেন গদ্ধত্মাত্রহারা পৃথী।

অর্থাৎ, ঈখরাধিষ্টিত প্রকৃতির আংশিক বিকারে (একাংশ হারা) <sup>মহং</sup> তত্ত্বের উদ্ভব হর। মহংতত্ত্বের একাংশ দ্বারা অহংকার, অহংকারে<sup>র একাংশ</sup>

<sup>\*</sup> ততো বিশেষং প্রতিপদ্ম নির্ভয়স্তেনাঝ্মনাপোহনল-মূর্তিরম্বরন্। জ্যোতিম ঘাে বায়ুমুপেত্য কালে বায় াশ্মনা থং বৃহদাঝ্মলিক্সম্।—ভাগবত, <sup>২।২।১</sup>

দ্বারা শব্দতন্মাত্রধারে আকাশ, আকাশের একাংশ দ্বারা স্পর্শতন্মাত্রদ্বারে বায়ু, বায়ুর একাংশ দ্বারা রপতন্মাত্রদ্বারে তেজঃ, তেজের একাংশ দ্বারা রসতন্মাত্রদ্বারে জপ এবং অপের একাংশ দ্বারা গদ্ধতন্মাত্রদ্বারে ক্ষিতির বথাক্রমে উত্তর হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুং, ব্যোম, অহং ও মহং এই সপ্ততত্ত্বের তন্মাত্রদ্বারা উৎপত্তির ইহাই প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, শ্রীধরম্বামীর মতে স্পত্তর প্রাক্ষণে সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরবন্ধ মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করতঃ মগুণ মহেশ্বর হইরা গুণত্ররের সাম্যাবস্থান্থিত মূল প্রকৃতির প্রতি ক্ষণ করেন। তথন ঐ প্রকৃতির বিকারে পর পর সপ্ততত্ত্বের উদ্ভব হয়। ইহাই স্প্রী-প্রক্রিয়া।

আমরা ভাগবত পুরাণের আর এক স্থলেও এই সপ্ততত্ত্বের বিস্পষ্ট উল্লেখ পাই। দশম স্কম্মে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা নিজের লিঘ্যা ও মহেশরের মহিমা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—

কাহং তনোমহদহংখচরাগ্নিবা ভূ-সংবেষ্টিতাণ্ডঘট সপ্তবিতন্তি কারঃ।
কেদৃক্বিধা বিগণিতাণ্ডপরাণুচ্র্যা বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্।
—১০।১৪।১১

'অহা ! আমি কত ক্ষুদ্র আর তুমি কতই বৃহং ! তম: (বা মূল প্রকৃতির ) বিকৃতি সপ্ততত্ত্ব — ক্ষিতি, অপ্, তেজ্ঞ:, মরুং, ব্যোম, অহংকার ও মহং — ছারা সংবেষ্টিত ( যাহার পরিমাণ সাত বিঘং বা বিতন্তি মাত্র ) একটি ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর—আর বিশ্বরূপ তোমার প্রতি লোমকূপে এরূপ জনস্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, বাতারনে ত্রসরেণুর (motes-এর) ন্তার নিরত সক্ষরণ করিতেছে ! তোমার মহিমার অন্ত নাই।'

এই বে 'সপ্তবিতত্তি'-প্রমাণ সপ্তাবরণ ( যাহা ব্রহ্মাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া আছে ), তংসম্বন্ধে সপ্ত তত্ত্বের উৎপত্তি বর্ণন করিয়া প্রীধরস্বানী পূর্বোক্ত ততা বিশেষং প্রতিপত্ত নির্ভয়ঃ' ইত্যাদি শ্লোকের টাকায় বলিতেছেন—

তৈশ্চ মিলিতৈঃ চতুদ শভুবনাত্মকং বিরাট্-শরীরম্। তম্ম চ পঞ্চাশং

কোটি বোদ্ধন-বিশালস্থ পৃথিবী এব \* \* কোটি বোদ্ধন-বিশালং প্রধনা-বর্নং। ততঃ অবাদীনাং বে অপরিণতা অংশাঃ তানি এব উত্তরোজ্যুং দশগুণানি আবরণানি। অষ্টমং তু প্রক্নত্যাবরণং ব্যাপক্ষের।

অর্থাৎ, ক্ষিত্যাদি সপ্ততবের সম্মিলনে রচিত চতুদ প ভ্বনাত্মক এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার বিরাট্ শরীর। ঐ ব্রহ্মাণ্ড সপ্তাবরণ-সংবৃত। উহার পরিমাণ ৫০ কোটি যোজন। প্রথম ক্ষিতিতত্ত্বের আবরণ –যাহার পরিমাণ ১ কোট যোজন।

Surrounding this (ব্ৰন্ধাণ্ড) is a covering of ক্ষিতিsuch as was not used up in the formation of the Cosmos (সেইজন্ম শ্রীধর স্বামী বলিলেন—অপ্-আদিনাং বে অ-পরিণ্ডা অংশাঃ), which extends over one crore yojanas.— Purnendu Narain Sinha's Studies in Bhagabata Purana, pp 10, 11.

ক্ষিতিতত্বের পর ব্রহ্মাণ্ডের দিতীয় আবরণ, অপ্ তত্বের আবরণ—ইহার পরিমাণ ১০ কোটি যোজন। ইহার পর, পর পর অগ্নিতন্ত্ব, বাযুতন, আকাশতন্ত্ব, অহংতত্ব ও মহংতত্বের আবরণ। এই সকল আবরণ পরিমাণ উত্তরোত্তর দশগুণ সমধিক। অতএব মহংতত্বের আবরণ দশন্দ কোটি যোজন। সর্বশেষ—সকলের পশ্চাতে, প্রকৃতি—ব্যাপক্ষেব, অর্থাৎ all-pervading.

এই প্রকৃতিই জড় জগতের চরম উপাদান —'Indiscrete Nature'
— অমূল মূল — সপ্ত 'প্রকৃতি-বিকৃতি'র অতীত অবিকৃতি — মহতঃ পর্য অব্যক্তম্ (কঠ, ১০০১১) — বিজ্ঞানের undifferentiated 'Ether

<sup>†</sup> চতুদ প ভূবন কি কি? অতল, বিতল, স্বতল, তলাতল, সহাতল, র্মাতন, ও ও পাতাল—এই সপ্ত অধালোক এবং ভূং, ভূবঃ, অঃ, জনঃ, সহং, তপঃ, সভা,—এই সর্থ উপ্ল লোক।

of Space', থিরসফির 'Koilon'\*—ইহাই গুণত্ররের সাম্যাবস্থা। এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিরা অবিকৃতি-প্রকৃতি কিরুপে সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতিতে পরিণত হয়—মাদাম্ রাভাট্সিন্ত উদাত্ত ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন—

Thrilling through the bosom of inert substance (a), Fohat impels it to activity and guides its primary differentiations on all the seven planes of cosmic consciousness. There are thus seven Protyles (it is the last of these that Sir William Crooks is seeking). \*\*

These seven protyles are the septenary manwantaric

# এই Koilon সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সি, জিনরাজদাস তাঁহার First Principles of Theosophy-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—The bubbles in koilon or ether of space are really holes in the ether. The Solar Logos next swept these bubbles into spiral formations with seven bubbles in each spiral. These are spirals of the first order, till there were created bubbles of the sixth order, which is our physical atom.

-See. pp. 135-6, 166-8 and Diagram on p. 134.

এ সম্পর্কে আমি একটু সংশোধন করিতে চাই—আমি বলিতে চাই :—

These Bubbles or holes in space are really our Pradhana, a fragment of মূল প্রকৃতি appropriated by our Solar Logos, who swept these original buobles into seven spiral formations, constituting the seven ভত্ত's—মহৎ, অহং and পঞ্চন্দাৰ's.

† এই সাত প্রোটাইলই সাংখ্যের সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি—ভদ্রের ক্ষিতি, অপ, তেজ:, বায়ু, আকাশ, অনুপাদক ও আদিতত্ব। They are the septenary bases of the evolution of প্রকৃতি—ক্ষিতিতত্ব being the ultimate atom, the protyle of the physical plane.

differentiations of Prakriti, the undifferentiated cosmic substance.

relatively homogeneous basis which in the course of evolution becomes the marvelous complexity presented by phenomena on the planes of perception \* \* But the incipient separation of primordial matter into atoms and molecules begins after the evolution of the seven protyles.—Hillard's Abridgment of the Secret Doctrine, pp. 189-90.

এই স্ষ্টে-প্রক্রিয়া শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট অতি মনোজ্ঞ ভাষায় বির্ত করিয়াছেন –

The Life Breath goes forth, (আনীং অবাতম্—কাল)।
Iswara, the centre of all, enveloped in Maya. (মারিনং তু
মহেশকং—শেতাশতর) sends forth His breath; and as that
vibrating breath falls on it, the enveloping Maya
becomes Mula-Prakriti \* \* and throws it into three
modifications—Tamas (stability), Rajas (activity)
and Sattwa (harmony)—the famous three Gunas,
without which Prakriti cannot manifest. \* \* Then
comes the sevenfold division. What is this? Here
is matter (প্রকৃতি) with its three Gunas, now ready
to receive another impulse from the Life-Breath \*\*
and it comes forth in seven great waves. Each one
modifies matter and evolves and ensouls those that

follow it. The first two (মহংতত্ত্ and অহংকার) absolutely beyond our knowing; therefore they are ordinarily left out. \*\* Iswara Himself, as Brahma, sends forth a power due to a modification of His consciousness, called in the Visnu Purana a Tanmatra (ত্যাত্ৰ) —শ্ৰতন্মাত্ৰ, স্পৰ্শতন্মাত্ৰ, রপতন্মাত্ৰ, রসতন্মাত্ৰ ও গন্ধতন্মাত্ৰ। 🔹 \* \* The first great vibration that goes forth is the vibration that gives rise to what we speak of here as sound (শ্ৰতমাত্ৰ); the form that it brings into manifestation is আকৃশি। \* \* Then into that, the next tanmatra ( শৰ্শভন্মাত্ৰ ), the next power due to a modification of consciousness is sent forth; the Akasa, with the primary vibration within it, receives the second vibration sent out by Iswara, and this, pervading the matter around it, brings about the next modification of matter, the element Vayu, (বায়ুত্ব)। Vayu, permeated, ensouled and enveloped in Akasa, receives a fresh impulse from Iswara, the third Tanmatra (ক্লপত্যাত্ৰ); this Tanmatra working on Vayu produces the modification of matter, called the element Agni (অগ্নিতত্ব), and this fire-matter is permeated, ensouled and enveloped in Vayu, as Vayu in Akasa. A similar process brings into manifestation, the elements Apas and Prithivi ( षপ্তর ও ক্ষিতিতম্ব )।

-Evolution of Life & Form, pp. 24-6

२४०

**সাংখ্যপরিচয়** 

এ বিষয়ে আর বিন্তার করা অনাবশুক। আমরা সাধারণভাবে সপ্ত প্রক্বতি-বিক্বতির আলোচনা করিলাম, কিন্তু 'মহৎতত্ত্ব' ও 'অহংতত্ত্ব' আর একটু বিশিষ্ট আলোচনা প্রয়োজন। আগামী অধ্যায়ে আমরা দেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

## পঞ্চম তাধ্যায়

#### মহৎ-তত্ত্ব ও অহংতত্ত

আমরা দেখিলাম, প্রকৃতির আঞ্চা বিকৃতি মহং-তত্ত্ —প্রকৃতে র্মহান্— 'the first emanation is Mahat'.

মহদাখ্যম্ আছাং কার্যম্— সাংখ্যস্তর, ১।৭১
গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাহর্বভূব হ—লিম্পুরাণ
সবিকারাং প্রধানাং তু মহং-তত্ত্বম্ অজায়ত—মংস্য পুরাণ
সেই জন্ম তন্ত্রের পরিভাষায় মহং-তত্ত্বের সংজ্ঞা আদিতত্ত্ব।
বলা বাহুল্য, মহং-তত্ত্ব যখন প্রকৃতির বিকার—তখন উহাও প্রাকৃতিক
(material), প্রাতিভাসিক (ideal) নহে—এবং উহা যখন 'কার্য', তখন
বিনাশী।

উভরাগ্যত্বাং কার্যত্বং মহদাদেঃ ঘটাদিবং—সাংখ্যস্ত্র, ১/১২৯
বাহারই উদয় আছে, তাহারই বিলয় আছে। ৢসাংখ্যমতে প্রকৃতি ও
প্রুষই অনাদি—তদ্ভিল্প মহদাদি কোন তত্ত্বই অনাদি বা অনন্ত নহে।
মহং-তত্ত্বকে 'মহান্' বলে কেন ? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষ্ ২/১৩
প্রের ভায়ে লিখিয়াছেন—অধ্যবসায়ো বৃদ্ধিঃ। অস্তাশ্চ বৃদ্ধেঃ 'মহন্তম্'
স্বেত্রর-সকল-কার্যব্যাপকত্বাৎ মহৈশ্বাং চ মন্তব্যম্। তিনি প্রমাণ স্বরূপ

মংস্যপুরাণ হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—
সবিকারাৎ প্রধানাৎ তু মহংতত্তম্ অজায়ত।
মহান্ ইতি যতঃ খ্যাতি লোকানাং জায়তে সদা ॥
অর্থাৎ, আদিতত্ত্বের সার্থক নাম 'মহং'—য়েহেতু ইহা ব্যাপক (allpervading), অক্তান্ত সমস্ত বিকৃতিকে ব্যাপিয়া আছে এবং মহৈশ্র্য-শালী।

সাংখ্যেরা এই মহৎ-তত্ত্বকে বৃদ্ধি, মনঃ, চিন্ত প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত্ত করেন। ইহা হইতে মনে হয়, মহৎ-তত্ত্ব দ্বিবিধ ভাবে বোদ্ধব্য—গরাক্ (Objective) ভাবে এবং প্রত্যক্ (Subjective) ভাবে। বাচম্পতি মিশ্র এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন—

গুণানাং হি দৈরপ্যং—ব্যবসেয়াত্মকত্বং ব্যবসায়াত্মকত্বং চ। ভত্ত ব্যবসেয়াত্মকতাং গ্রাহ্যতাম্ আস্থায় পঞ্চতমাত্রাণি ভূতভৌতিকানি নির্মিনীতে (ইহা objective)। ব্যবসায়াত্মকত্বং তু গ্রহণরূপম্ আস্থায় সাহংকারাণি ইন্দ্রিয়াণি (ইহা subjective)।

মহং-তত্ত্বের Subjective Aspect লক্ষ্য করিয়া স্থত্তকার বলিয়াছেন— মহদাথ্যম্ আছাং কার্যং তং মনঃ—সাংখ্যস্তত্ত্ব, ১৷৭১

লিঙ্গপুরাণে ইহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

গুণক্ষোতে জায়মানে মহান্ প্রাত্র্বভূব হ। মনো মহান্ চ বিজ্ঞেয় একং তৎ বৃদ্ধিভেদতঃ ॥

এই মন: 'is the Divine Mind in creative operation'. (The Secret Doctrine, vol 1, p 277).

শ্রীশঙ্করাচার্য ইহার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন মহান্ = হৈরণ্য গর্ভী বৃদ্ধি (১।৪।৩ ব্রহ্মস্ত্রের ভাষ্য)।

এই ভাবে কবি ব্রাউনিং বলিয়াছেন—

God! Thou art Mind.—Paracelsus

মন্ত্রসংহিতাও এই ভাবে বলিতেছেন, প্রলয়রাত্রির অবসানে ভগবান্— প্রতিবৃদ্ধত স্বঞ্জতি মনঃ সদসদাত্মকম্—১। ৭৪

ইহার ভাষ্যে মেঘাতিথি লিখিয়াছেন—

এখানে 'মহং-ভত্তম্ এব মনঃ' এবং স্বমত পোষণার্থ এই প্রাণ-বচন উদ্ধত করিয়াছেন—

. यदना यशन् यजिन् कि र्यश्- जक्षः ह की जी छ।

এ শ্লোকেও মহংতত্ত্বকে 'বৃদ্ধি' বলা হইল। পুরাণের অন্যত্ত্তও এ কথা । আছে—

যন্ এতং বিস্তৃতং বীঞ্চং স্প্রধানপুক্ষাত্মকম্।
নহং-তত্ত্বম্ ইতি প্রোক্তং বৃদ্ধিতত্ত্বং তদ্ উচ্যতে ॥
বস্তুতঃ সাংখ্য পরিভাষায় মহং-তত্ত্বের স্থপরিচিত নাম 'বৃদ্ধি'।
নহং-তত্ত্বস্থ পর্যায়ো বৃদ্ধিঃ—২।১০ স্ত্ত্রের ভিক্ষ্ভাষ্য
অধ্যবসায়ো বৃদ্ধিঃ—সাংখ্যস্ত্র, ২।১৩
এইরপ কোথাও কোথাও মহং-তত্ত্বকে চিত্ত বলা হইয়াছে—
যদ আহু বাস্তদেবাখাং চিত্তং তং মহদাত্মকম

—ভাগবত, ৩া২৬া২১

অভিজ্ঞ পাঠকের এ প্রসঙ্গে বৈশ্বব-পরিভাষিত চতুর্ চহের কথা স্বরণ হাবে—সমান্ত মনঃ-বৃদ্ধি-অহংকার-চিত্তের অধিষ্ঠাতা অনিকন্ধ-প্রহামসংকর্ষণ ও বাস্থদেবতত্ত্ব। ভাগবতকার ঐ কথাই বলিলেন—মহদাত্মক ষে
চিত্ত, তাহাই বাস্থদেবতত্ত্ব। সে বাহা হ'ক, আমাদের লক্ষ্যের বিষয় এই
বে, বখন মহৎতত্ত্বকে মনঃ, বৃদ্ধি বা চিত্ত বলা হয়, তখন মহতের ঐ প্রত্যক্
ভাব, অর্থাৎ, subjective aspect-কেই লক্ষ্য করা হয়। এই ভাব লক্ষ্য

এতৎ চিন্তক্রমস্তাস্ত বীবাং বিদ্ধি মহামতে!
এতন্মাং প্রথমোস্তিরাদ অঙ্গুরোহভিনবাকৃতিঃ।
নিশ্চরাদ্ধা নিরাকারো বৃদ্ধিরিভাডিধীরতে।
অস্ত বৃদ্ধাভিধানস্ত যাকুরস্ত প্রপীনতা।
সক্ষমন্তিপিনী ভক্তা শ্চিস্তচেতো মনোহভিধা।

<sup>\*</sup> এই 'বীজ' শব্দ অভিজ্ঞ পাঠককে নি:সন্দেহ উপনিবদের একটি বাণী স্মরণ ক্রাইবে—একং বীজং বছধা যঃ করোতি। গীতায়ও ঐভগবান্ বলিয়াছেন —বীজং মাং সূর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ। স্থাতনম্।

এই প্রদক্ষে যোগবাশিষ্ঠ লিখিয়াছেন—

সাংখ্য পরিচয়

२४४

করিয়া উপনিষং নহং-তত্তকে 'নহান্ আত্মা' বলিয়াছেন ( নহান্ আত্মা= Cosmic Ideation)—

সন্তাৎ অধি মহান্ আত্মা—কঠ, ৬) ৭
বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পর:—কঠ, ৩) ১
ব্যাসভাষ্যেও গুনিতে পাই—

এতে সন্তামাত্রস্থ আত্মনো মহতঃ বড়্ অবিশেষপরিণামাঃ

—২।১৯ স্থত্তের ব্যাসভাব

মাদাম্ রাভাট্স্বির Secret Doctrine-এও মহৎতত্ত্বে এই dual aspect-এর কথা বলা হইয়াছে—

The first emanation is need, which in its dual aspect is Spirit and Matter—(that is, subjectively Spirit and objectively Matter). These two aspects of the Absolute—i.e. Cosmic Substance and Cosmic Ideation, are mutually interdependent.\*

-Secret Doctrine, vol II, p. 61

এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডয়সন্ তাহার Philosophy of the Upanisad মার্চ (p. 246) একটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্প্রত মনে হয় না। জ্যাননা বহুবা এই—

As early as the Cosmogony of the Rigveda, there usually appears at the head of the development of the universe, a trial of principles, in so far as (1) the primal Being evolves from out of himself, (2) primitive matter, and himself takes form in the latter as (3) the first-born of creation. This series of the three first principles, which becomes more and more typical, is the ultimate basis of the three highest principles of the Sankhyu,

<sup>(1)</sup> Purusha, (2) Prakriti and (3) Mahan (buddhi). CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

আমরা দেখিয়াছি, প্রকৃতি গুণত্তরের সাম্যাবস্থা—বে অবস্থায় প্রকৃতি is in a state of differential equilibrium'। স্টের মৃথে কি হয় ? মাদাম্ ব্লাভাট্সি বলিতেছেন—

The cyclic impulse (প্রবৃত্তি: প্রাণী) begins with the re-awakening of Cosmic: Ideation (or the Universal Mind, Mahat) concurrently with the emergence of cosmic substance (its vehicle during the life cycle) from its dormant condition.—Secret Doctrine.

মহৎতবের বিকার যে অহংতব—তাহারও এইরপ dual aspect আছে। We have to admit the possibility of a cosmic অহংকার,\* out of which individual subjects and objects arise.—Prof. Radhakrisnan.

Objective ভাবে অহংতত্ত্ব তন্মাত্র-সৃষ্টির জনক—অহংকারাং পঞ্চ তন্মাত্রাণি—উহাই তন্ত্রের অন্থপাদক তত্ত্ব। ত্রিগুণের তারতম্য-অন্থসারে এই অহং-তত্ত্ব ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—ইহাদিগের গারিভাবিক নাম 'বৈকৃত', 'তৈজ্প' ও 'ভূতাদি'। ভূতাদি, অর্থাং, তামস

<sup>\*</sup>Certainly behind the individual unfoldings of *Prakriti* by mahan, ahankara, manas, etc, there must exist a corresponding general unfolding of a Cosmical mahan, ahankara, manas, etc.

\*\* The Prakriti, common to all, is undoubtedly cosmical, and the Buddhi also seems to be cosmical, as its name mahan, "the great", indicates, as the intelligence that issues from the unconscious and sustains the phenomenal universe; a psychical offshoot of it however as individual buddhi is introduced into the lingam—Dr. Deussen's Philosophy of the Upanisad, p. 243.

অহংকার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি, তৈজ্ঞস বা রাজ্ঞস অহংকার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিরের উৎপত্তি, এবং বৈকৃত বা সাদ্বিক অহংকার হইতে একাদশক ইন্দ্রির (মনের) উৎপত্তি। এই মনঃ ব্যষ্টি-মনঃ নর্ম্ব

অহংতত্ত্বাৎ বিকুর্বাণাৎ মনো বৈকারিকাৎ অভূৎ—ভাগবত, তাথাত এই কথাই ঈশ্বরকৃষ্ণ ২৫ কারিকায় বলিয়াছেন—
সান্ত্রিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদ অহংকারাৎ।

ভূতাদেশুন্নাত্রঃ সূ তামসঃ তৈজসাদ্ উভয়ম্।।

এ সম্বন্ধে সাংখ্যস্ত্ত্ৰ এই---

একাদশ-পঞ্চন্মাত্রং তংকার্যম্—২।১৭

সান্ধিকম্ একাদশকম্ প্রবর্ততে বৈক্বতাদ্ অহংকারাৎ—২।১৮
ভিক্ষ্ বলেন, ঐ ১৮ হত্তে 'একাদশক' অর্থে মনঃ—একাদশনাং
পূরণম্ একাদশকম্ মনঃ \* \* তৎ বৈক্বতাৎ সান্ধিকাহংকারাৎ জারতে।

এই objective aspect ছাড়া অহংতত্ত্বের একটা subjective aspect আছে। সে ভাবে অহংকার – Cosmic অভিমান – যাহাবে তত্ত্বে সর্বাহংতা বলা হইয়াছে।

এই মহৎ, অহংকার ও মনঃ সম্পর্কে অধ্যাপক রাধাকৃন্থন্ লিখিয়াছেন—
Mahat, Ahamkara and Manas are said in the
Mahabharata to be cosmic functions of the Supreme
Spirit.

যাহাকে স্বাষ্ট্রর তিনটি মুখ্য মুহুত বলা হয়—The three moments of creation—তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে এই বিষয় বিশদ হইতে পারে।

এ সম্পর্কে অধ্যাপক রাধাকৃঞ্বন্ কয়েকটি হৃন্দর কথা বলিয়াছেন—

There is the supreme Brahman beyond both the subject and the object. The moment, it is related to the object, it becomes

ঐ তিনটি মূহ্ত কি কি ? উপনিবদের ভাষায় ভগবানের সিম্ফা হইলে তিনি এইরূপে ঈক্ষা করেন ( স ঈক্ষাং চক্রে )—

- (১) একোংহং —ইহাই Cosmic জভিমান বা জহংকার—এ মূহুতে তিনি সর্বাহং-মানী হয়েন।
- (২) বহুদ্যাম্—ইহাই Cosmic বৃদ্ধি—এ মুহুতে তিনি 'অধ্যব-দার' করেন ( অধ্যবদায়ো বৃদ্ধি: )—He resolved.
- (৩) প্রজায়ের —ইহাই Cosmic মনঃ বা সয়য়—এই মনঃ is 'Di-vine mind in creative mood'—িসফলাবুল মনঃ—কামস্তদ্ অগ্রে সমবর্ত তাধি—ঝগ্রেদ।
  এ মৃহুর্তে মনঃ স্প্রেইং বিকুক্তে চোল্পমানং সিক্কয়া।

The universe is the creation of the cosmic imagination ( সম্বর ), as a statue hewn from marble is the externalised thought-form of the sculptor.—Douglas Fawcett.

ভগবানের এই সমষ্টি-সঙ্কল্প লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি মন্থ বলিলেন—

মনঃ স্বষ্টিং বিকুরুতে চোল্পমানং সিম্পক্ষয়া ।

আকাশং জায়তে তম্মাৎ তদ্য শব্দগুণং বিহঃ ॥—মন্থ, ১।৭৫

a subject, with an object set over against it. (c f. ইকাং চকে—বৃহ, ১)৪।২ ও তং ঐকত —ছা, ৬।২।২). While the nature of the Supreme (i.e. Absolute) is pure consciousness. that of Prakriti is unconsciousness and when the two intermingle, we have subject-object and that is Mahat. \* \* Immediately the subject contrasts itself with the object, it develops sense of selfhood. Creation is preceded by a sense of selfhood. 'I shall be many, I shall procreate' (বহুতাৰ্ জ্বারের).

এই আকাশ সাংখ্যের শব্দতন্মাত্র। শব্দতন্মাত্রের পর স্পর্শতন্মাত্র—
তাহার পর রপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। এই পঞ্চতন্মাত্রকে লক্ষ্য
করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—তত্মাদ্ বা এতত্মাদ্ আত্মন আকাশ:
সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অন্তঃ পৃথিবী।
(তৈত্তি, ২০০০) এ সমন্তই সমষ্টি-স্টি—cosmic ব্যাপার। ইহাই
গীতার অষ্টবিধ অপরা প্রকৃতি—

ভূমিরাপোহনলোবায়ু: খংমনোবৃদ্ধিরেব চ।
আহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা।।
অপরেয়ম্ \* ' \* —গীতা, ৭।৪-৫

ভগবানের এই অপরা প্রকৃতি অষ্টধা ভিন্ন—সহংকার, বৃদ্ধি, মন (স্ষ্টির মুহুর্ত ত্রয়ের আলোচনায় যাহাদের উল্লেখ করিলাম) এবং আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্র।

এই মহংতত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব সম্পর্কে তত্ত্ব-দর্শিনী অ্যানি বেসাণ্ট বিনিয়া-ছেন—

beyond (প্ৰ-পঞ্জের অতীত) and represent the sphere of divine activity, encircling and enveloping all \* \*. We are taught that they are the planes of Divine consciousness, wherein the Logos is manifested and wherefrom He shines forth as the Creator, the Preserver, the Dissolver, evolving a universe, maintaining it during its life period and withdrawing it into Himself at its ending.—Mrs. Besant's Study in Consciousness, 1925 edition, pp. 2-3.

<sup>†</sup> অতএব 'তমোকুদ'।

জতএব ব্ঝিলাম, Objective aspect-এ—পরাক্ভাবে, মহং is the Vesture of God ( ঈশা বাসাম্ )।

Thus at the roaring loom of Time I ply

And weave for God the garment thou see-est Him by.

-Goethe.

এবং Subjective aspect-এ প্রত্যক্তাবে, মহং হিরণাগর্ভের বৃদ্ধিরণ উপাধি—

না দগাদৌ উৎপন্নদ্য মহৎতত্ত্বোপাধিকদ্য মহাপুরুষদ্য জন্মজ্ঞানপরা
— ৫০০২ দাংখ্যস্ত্তের ভিক্ষৃভাষ্য

পুন-চ, 'অস্য মহতো ভৃত্স্য নিঃখসিত্ম এতং ষদ্ ঋগ্বেদঃ' ইত্যাদি 
শ্বিত্মতিষু চ হিরণাগর্ভে চেতনেহপি মহান্ ইতি শব্বঃ বৃদ্ধাভিমানিকেনৈব

– ২০১৩ সাংখ্যস্ত্রের ভিক্তাব্য

এই সমষ্টি-মৃহতে (ও অহংতত্ত্বে) সন্বগুণের প্রাধান্ত —রক্ষ: তনের লেশ নাই বলিলেই হয় —হিরণ্যগর্ভবৃদ্ধেরতৃষ্টবাৎ (৬)৫২ ভিক্ষ্ভান্য) \* \* তস্যা: বৃদ্ধেরেব নিরতিশয় সন্তকার্যবাৎ (২)১৪ ভিক্ষ্ভান্য)। অতএব ইহাকে শুদ্ধ সন্ত্ব বলা উচিত —সন্ত্বাৎ অধি মহান্ আত্মা (কঠ, ৬)৭)।

কিন্ত আপনার আমার যে ব্যষ্টি-বৃদ্ধি, তাহা রক্ষ: তম: ছারা উপরঞ্জিত —উপরাগাং (tincture) বিপরীতম্ (সাংখ্যস্ত্র, ২।১৫)।

তদেব মহং মহংতত্ত্বং ব্রজন্তমোভ্যাম্ উপরাগাং বিপরীতম্ ( ভিক্ )। প মহংতত্ত্ব ও অহংতত্ত্বের প্রসঙ্গে আমরা করেকবার 'সমষ্টি' শব্দের প্ররোগ করিলাম। সমষ্টি বলিলেই ব্যষ্টির কথা উঠে। সমষ্টি = Cosmic, ব্যষ্টি = Individual. এই সমষ্টি-ব্যষ্টির ভেদ লক্ষ্য না করাতে কেহ কেহ বিভ্রাম্ভ

<sup>†</sup> সাংখ্যের। যথন বৃদ্ধির ধর্মাধর্ম, জ্ঞানাজ্ঞান, বৈরাগ্যাবৈরাগ্য, ঐশ্বর্থানৈশ্বর্থরূপ
উষ্ট্রমণের কথা বলেন, সে অষ্ট্ররূপ ব্যক্তি-বৃদ্ধিরই রূপ বৃথিতে হইবে।

<sup>—</sup>২।১৩-৫ সাংখাহত ও ৪৪-৪৫ কারিকা।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ২৯০ সাংখ্য পরিচয়

হইরাছেন। দৃষ্টান্তম্বরূপ অধ্যাপক ম্যাক্দ্ম্লরের কথা ধরা যার। তিনি এইরূপ লিথিয়াছেন—

Buddhi is generally taken in a subjective or psychological sense; but it is impossible that this should have been its original meaning in the mind of Kapila.\*. The Buddhi or Mahat must here be a phase in the cosmic growth of the universe \*\* We can hardly help taking this great principle, the Mahat, in a cosmic sense \*\* Ahamkara is, in the Samkhya, something developed out of primordial matter, after that matter has passed through Buddhi.—Maxmuller's Six Systems of Indian Philosophy, pp. 323-7

অধ্যাপক রাধাক্ষদের ধারণাও এ সম্পর্কে বেশ স্থস্পষ্ট নহে।

In the Sankhya, stress is laid on the psychological aspect of Buddhi. \* \* But the designations Mahat (the great), Brahma etc. imply that it is used in the cosmic sense. \* \* The status of Mahat or Buddhi is left in an uncertain condition. Buddhi as the product of Prakriti and the generator of Ahamkara is different from Buddhi, which controls the process of the senses, mind and Ahamkara \* \* It is difficult to know how the self-sense (Ahamkara) is derived from the intellect (Mahat).

পুনশ্চ—বৃদ্ধি, অহংকার, মনস্ and the rest need not be taken as a series of chronologically successive stages of evolu-

tion. \*\* The different principles of the Sankhya system cannot be logically deduced from @ (5).

অথচ সাংখ্যাচার্যের। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভেদ স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। 'ব্যক্তিভেদঃ কর্মবিশেষাং' এই ৩১০ স্ত্ত্তের ভাষ্যে ভিক্ বনিয়াছেন—

ষন্ত্রপি সর্গাদৌ হিরণ্যগর্ভোপাধিরূপম্ একমেব নিদ্ধং তথাপি তন্ত্র পশ্চাদ্ ব্যক্তিভেদো ব্যক্তিরূপেণ (অর্থাৎ, ব্যষ্টিভাবেন) অংশভো নানাত্তমপি ভবতি।

পুনশ্চ - প্রক্বতাভিমানিদেবতাম্ আরভ্য সর্বেধামেব ভৃতাভিমানি-পর্বস্তানাং স্ব স্থ বৃদ্ধিরপোশ্চ প্রতিনিয়তোপাধরো মহংতত্ত্তেব অংশা ইতি।

– ২৷১৩ সাংখাস্ত্তের ভিক্ষৃভাষ্য

আপনার আমার যে মনঃ, বৃদ্ধি, অহংকার—ইহা ব্যষ্টি, আর হিরণ্য-গর্ভের মনঃ, বৃদ্ধি, অহংকার সমষ্টি (cosmic). Mahat corresponds with Manas—the former on the cosmic and the latter on the human plane.—Secret Doctrine, Vol. I, p. 489

Ahamkara arises after Buddhi. We have here also to distinguish the cosmic and the psychological aspect.

—Prof. Radhakrisnan

মহং যথন হিরণ্যগভেঁর উপাধি\*—universal Mind, the objective basis of cosmic ideation—তথন উপাধি ও উপহিতের তাদাত্ম্য করিয়া (উপাধি being regarded as তথান্)—কোথাও কোথাও মহং-তত্ত্বকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বলা হইয়াছে—

মনে। মহান্ মতির্বন্ধা পূর্দ্ধিঃ খ্যাতিরীখর:—বায়্পুরাণ, ৪।২৫।১৬

<sup>\*</sup> এ মত বেদান্তের অনুকৃল।

In the later Vedanta, Buddhi is taken collectively as the Upadhi of Hiranyagarva.—Radhakrisnan

নহং-তত্ত্বোপাধিত্বাং তু বিষ্ণু র্মহান্ পরমেশ্বরো ব্রহ্মেতি চ গীয়তে
— ৬।৬৬ স্ত্রের ভিক্তান্ত

শান্তিপর্বে এ কথার সমর্থন আছে— পরমেটা ত্বংকার: স্তন্ ভূতানি পঞ্চধা। পৃথিবীং বায়ুরাকাশম্ আপো জ্যোতিন্চ পঞ্চমম॥

—শান্তিপর্ব, ৩১১১১

'অহংকার-রূপী ব্রহ্মা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের পঞ্চধা সৃষ্টি করিলেন।' এ সম্পর্কে কৌষীতকী-উপনিষদের একটি শ্লোক আমাদের স্বর্গীর— বজুদরঃ সামশিরা অসৌ ঋক্মৃতি রব্যরঃ।

দ ব্রন্ধেতি হি বিজ্ঞের ঋষি ব্রন্ধিমরো মহান্।—১।৬ 'ব্রন্ধা-রূপী যে অব্যয় ব্রন্ধময় ঋষি\* (এথানে 'ব্রন্ধ' অর্থে বেদ)—

যকু: যাঁহার উদর, সাম থাহার মন্তক, ঋক্ থাঁহার মূর্তি—তিনিই মহান, অর্থাৎ, মহৎ-তত্ত্ব।

কিন্তু সে কথা যাক্—ব্যষ্টি-মনঃ যে সমষ্টি-মনেরই ভগ্নাংশ, এই ব্য প্রতিপন্ন করিয়া আমরা এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রবর স্যার জেমস জিনসের একটি প্রগাঢ় উক্তি স্মরণীয়—

Human minds are like atoms of the Divine Mind.

-Mysterious Universe

এ বিষয়ে আর একজন মনীষী পাশ্চাত্য লেখকের আর একটি উচি উদ্ধৃত করিতে চাই—

There is a homogeneous mental consciousness of which all human mentality is but an expression and a part. \* \* All human minds are but manifestations

শেতায়তরেও ব্রহ্মাকে 'ঝবি' বলা হইয়াছে—
 ঝবিং প্রস্তুত্ব কপিলং য স্তম্ অত্রে জ্ঞানৈবিভর্তি জায়মানং চ পঞ্জেং—<sup>৫|২</sup>

of the thought of God. \* \* All conscious beings are expressions of a unit of consciousness which is the major mind—the Logos or God.

In a phrase: there is only one major mentality—
of which all apparently separate mentalities are an
expression or part. Man is a partaker of that Divine
thought, outside of which his thoughts have no
existence.

-Hodson's Science of Seership, pp. 108-9.

## यष्ठं ज्याश

### প্রত্যয় দর্গ

তৃতীর অধ্যারে আমরা প্রাকৃত-সর্গের আলোচনা করিরাছি। আনর দেখিয়াছি—প্রকৃতিকৃত স্বষ্টি 'মহদাদি-বিশেষভূতপর্যন্ত'—মহং-তর হইতে আরম্ভ করিরা স্থুল ভূত পর্যন্ত।

ইত্যেব: প্রক্বতি-ক্বতো মহদাদি-বিশেষভূতপর্যন্ত:—কারিকা, ৫৬
মহং, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সপ্ত 'প্রকৃতি-বিক্বতি'র গাদি
ভাষিক নাম 'লিঙ্গসর্গ' এবং 'বিশেষ'-ভূত ও ভৌতিকের পারিভাষিক নাদ 'ভূতসর্গ'।

সাংখ্যেরা বলেন, প্রক্বতিকে যদি পুরুষার্থ, অর্থাং, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ নিস্পন্ন করিতে হয়, তবে একা প্রাক্তত সর্গ যথেষ্ট নয়—সঙ্গে মঙ্গ প্রত্যয়-সর্গের প্রয়োজন।

ন বিনাভাবৈলি স্থং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যঃ তম্মাং দ্বিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ ॥—কারিকা, ১২
(এ কারিকার 'লিঙ্গ' অর্থে তন্মাত্রসর্গ এবং 'ভাব' অর্থে প্রত্যর-সর্গ।)
এ কারিকার টীকার বাচম্পতি লিখিয়াছেন—

এতদ্ উক্তং ভবতি। তন্মাত্রসর্গস্ত পুরুষার্থ-সাধনত্বং স্বরুগ চন প্রত্যরসর্গাং বিনা ভবতি। এবং প্রত্যরসর্গস্ত স্বরুপং পুরুষার্থানাবন্ধ ন তন্মাত্রসর্গাং ঋতে ইতি উভর্বা সর্গ-প্রবৃত্তিঃ। ভোগঃ প্রুষার্থান ভোগ্যান্ শব্দাদীন্ ভোগায়তনঞ্চ শরীর্ব্বয়ন্ অন্তরেণ সম্ভবতি ইতি উপশঃ তন্মাত্রসর্গঃ। এবং স এব ভোগোহভোগসাধনানি ইন্দ্রিয়াণি চান্তঃকর্ণানি চান্তরেণ ন সম্ভবতি। ন চ তানি ধর্মাদীন্ ভাবান্ বিনা সম্ভবিত্তি।

ন চাপবর্গহেতু: বিবেকখাতি: উভরদর্গং বিনা ইতি উপপন্ন উভরবিধ: দর্গ:। সেইজন্ম প্রাকৃত দর্গ ছাড়া এই প্রতায় দর্গ। 'প্রতায়' মানে প্রতীতি, দংবিত্তি, চিত্তবৃত্তি।\*

প্রাকৃত-সৃষ্টি যেমন Objective, material—প্রত্যয়-সৃষ্টি তদ্-বিপরীত —Subjective, psychological.

কারিকা বলিলেন—'ন বিনা ভাবৈঃ নিঙ্গম্'। 'ভাব' কি ? সাংখ্য-পরিভাবায় ভাবের অর্থ বৃদ্ধির আটটি বিশিষ্ট 'রপ' বা পরিণাম—ধর্ম-অধর্ম, ক্সান-অজ্ঞান, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য-অনৈশ্বর্য।

ধর্মাধর্ম-জ্ঞানাজ্ঞান-বৈরাগ্যাবৈরাগ্য-ঐশ্বর্থানৈশ্বর্ধাণি ভাবাঃ তদন্বিতা বৃদ্ধিঃ

—৪০ কারিকার তত্তকৌমুদী

ধর্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যম্ ঐশ্বর্ষম্ অধর্ম: অজ্ঞানম্ অবৈরাগ্যম্ অনৈশ্বর্ষ ইতি ভাবা: –গৌড়পাদ

এ গণনার মূল ২৩ কারিকা—

অধ্যবসায়ো বৃদ্ধিধ মোঁ জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য। সাত্তিকম্ এতদ্-রূপং তামসম্ অম্মাদ্ বিপর্বত্তম্।

বৃদ্ধির স্থালক্ষণ্য অধ্যবসায় (নিশ্চয়)—বৃদ্ধিতে সন্বগুণ প্রবল হইলে, তাহার চারিটি বিশিষ্ট পরিণাম —ধর্ম, জ্ঞান (তত্ত্জ্ঞান), বৈরাগ্য (dispassion) এবং ঐশ্বর্য (অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি); আর বৃদ্ধিতে তমোগুণ প্রবল হইলে, তদ্বিপরীতে অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য (আসজ্ঞি) এবং অনৈধর্য (সর্বত্ত ইচ্ছার বিঘাত—impeded will)।

শ্বেমন পতপ্ললির যোগস্বেও অক্সত্র—
অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিঃ নিজা—যোগস্ত্র, ১০১০
প্রত্যয়শু পরচিত্তজানম্—ঐ, ৩০১৯
সানাম্বতন্ত দৃষ্টাৎ \* \* প্রতীতিঃ অমুমানাৎ—কারিকা, ৬
নাম্বনিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ—সাংখ্যস্ত্র, ৪৯৩

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাংখ্যস্তত্ত ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—
অধ্যবসায়ো বৃদ্ধিঃ। তথ কার্যং ধর্মাদি। মহথ উপরাগাৎ বিপরীজ্য

তদেব মহং মহংতত্ত্বং (বৃদ্ধি:) রজ:তনোভ্যাম্ উপরাগাং বিপরীত্ত ক্ষুদ্রধর্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানেশ্বর্ধর্মকম্ অপি ভবতি—ভিক্ষ্ভাষ্য

সাংখ্যেরা বলেন, এই অষ্টবিধ ভাব কাহারও কাহারও সাংসিদ্ধি (সহজাত, inborn), অপরের নৈমিত্তিক (কর্ম বা সাধন-সন্তৃত)। সাংসিদ্ধি (innate) ভাবকে তাঁহারা প্রাকৃতিক এবং নৈমিত্তিক (incidental) ভাবকে বৈকৃতিক বলেন।

সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাক্কতিকাঃ, বৈক্কতাশ্চ ধর্মান্তাঃ—কারিকা, ৪০ বৈক্কতা নৈমিত্তিকাঃ, প্রাক্কতিকাঃ স্বাভাবিকাঃ সাংসিদ্ধিকা ভাবাঃ।

\* \* বৈক্কতাশ্চ ভাবা অসাংসিদ্ধিকাঃ, উপায়ান্ত্রগানোংপন্নাঃ—বাচম্পতি

নাংসিদ্ধিক ভাব বেমন পরমর্ষি কপিলদেবের—বথা ভগবতঃ কণিল আদিসর্গে উৎপদ্যমানস্থ চন্তারো ভাবাঃ সহোৎপন্না ধর্মোক্তানং বৈরাগন্ ঐশ্বর্যম্ ইভি—গৌড়পাদ\*

—এবং নৈমিত্তিক ভাব, বেমন 'প্রাচেত্স প্রভৃতীনাং মহর্বীণাম'। উপরে সাত্ত্বিক 'ভাব' ধম প্রান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্ধের কথা বলা হুইন। তামসিক 'ভাব' অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্ধ ও ঐরপ—কাহারণ সাংসিদ্ধিক এবং কাহারও নৈমিত্তিক।

এবম্ অধ্য জ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্যাণি অপি—বাচস্পতি ঐ সকল 'ভাবে'র দারা অধিবাসিত লিঙ্গণরীর আশ্রয় করিয়া অবিবেশী

<sup>\*</sup> গৌড়পাদ 'ভাব'কে দ্বিবিধ না বালয়া ত্রিবিধ বলিয়াছেন—সাংসিদ্ধিক, প্রার্গর্গ ও বৈকৃতিক। সাংসিদ্ধিক—যেমন কপিলদেবের, প্রাকৃতিক—যেমন ব্রহ্মার সানস্থ্র সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমারের, এবং বৈকৃতিক—যেমন আচার্বের উপদেশামূর্ক সাবিদ্ধির। আমি এ স্থলে বাচন্পতি মিশ্রের অনুসরণ করিয়াছি।

পুরুষের কিরপে সংস্থতি ( সংসারচক্রে গতাগতি ) হর—আনরা তাহার ফ্রাস্থানে আলোচনা করিয়াছি—

সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিন্ধম্—কারিকা, ৪০

এক্ষণে বুদ্ধির ঐ সকল ভাব —কারিকা যাহাকে অষ্ট 'রূপ' বলিলেন— কিরূপে কার্যকারী হয়—সংক্ষেপে ভাহার আলোচনা করি।

এ সম্পর্কে ঈশ্বরক্ষের উক্তি এই—

রূপৈ: সপ্তভিরেবং বগ্নাতি আত্মানম্ আত্মনা প্রকৃতি:।

সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়তি একরপেণ।। —কারিকা, ৬৩

( তত্ত্ব )-জ্ঞান ভিন্ন ধর্মাদি সপ্তরূপ দারা দ্বীবের বন্ধন হয়—একর্মাত্র জ্ঞানই তাহার মোক্ষসিদ্ধি করে। তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্ব বগ্নাতি ধর্মাদিভিঃ সপ্তভিঃ রূপৈঃ ভাবৈরিভি। একরপেণ তত্ত্বজ্ঞানেন বিবেকখ্যাত্যা বিমোচর্মতি

—বাচম্পতি

অর্থাং, বৃদ্ধির ধর্মাদি সপ্ত 'ভাব' দারা ভোগ এবং জ্ঞানরূপ বে 'ভাব' ( বাহাকে বিবেকখ্যাতি বলে ) — তদ্দারা মোক্ষ।

সর্বং প্রত্যুপভোগং যম্মান্ পুরুষদ্য সাধরতি বৃদ্ধি:।

সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং স্ক্রম্।।—কারিকা, ৩৭
তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে ধর্মাদি সপ্ত ভাবের 'অকারণতা-প্রাপ্তি' ঘটে—
ধর্মাদীনাম্ অকারণ-প্রাপ্তৌ (৬৭ কারিকা)। এতানি সপ্তর্মপাণি বন্ধনভূতানি সম্যক্ জ্ঞানেন দগ্ধানি—বথা নাগ্রিনা দগ্ধানি বীজানি প্ররোহণসমর্থানি এবম্ এতানি ধর্মাদীনি বন্ধনানি ন সমর্থানি।

অতএব—সংস্কার-ক্ষরাং শরীর-পাতে মোক্ষঃ—গৌড়গাদ ৪৪ ও ৪৫ কারিকায় এই বিষয়ের বিস্তার করা হইয়াছে। সেখানে ধর্মাদিকে নিমিত্ত বলিয়া তাহাদিগের নৈমিত্তিকের নির্দেশ করা হইয়াছে।

ধর্মেণ গমনম্ উধর্বম্, গমনম্ অধস্তাৎ ভবতি অধর্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্বরাদ্ ইক্সতে বন্ধঃ।

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্ রাগাৎ। এশ্বর্যাৎ অবিঘাতো বিপর্বরাৎ তদ্-বিপর্বাসঃ।।

ধর্মের কল উধর্ম লোকে গতি - যেনন স্বলে কি, নহলে কি, ব্রন্ধনোক ইত্যাদি; কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হইলে তথা হইতে গতন অবশ্রস্থারী। গীয় বলিয়াছেন —ক্ষীণে পুণ্যে মত্যলোকং বিশন্তি (১)২১)—এমন কি ব্রন্ধনোক হইতেও আবর্তন অসম্ভব নয়।

আব্রহ্মভূবনাং লোকাঃ পুনরাবর্তিনোংজুন !—গীতা, ৮/১৬ অধর্মের ত' কথাই নাই, অধর্মের ফলে— ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি—মূণ্ডক উপনিষদ, ১/২/১০

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—উৎকট অধর্মের বিপাকে মনুস্থ পশুযোনি প্রাপ্ত হইতে পারে—

কপুয়চরণাঃ কপুয়াং যোনিম্ আপভেরন্ খযোনিম্ বা স্করবোনিম্ বা
— ৫।১ ০। ৭

শুষ্ক বৈরাগ্যের ফল 'প্রকৃতিলয়।' সাংখ্য পরিভাষায় ইহাকে 'বৈরুজি বন্ধ' বলে। এ সম্পর্কে আমরা প্রথম খণ্ডে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি এখানে তাহার পুনক্ষল্লেখ নিস্প্রােজন। অবৈরাগ্য বা আসজির ফা 'সংসার', অর্থাৎ, 'চক্রনেমিক্রমেণ' পুনঃ পুনঃ গতাগতি।

ঐশ্বর্যের ফল ইচ্ছার অবিঘাত (un-impeded volition)—'ঈশ্বরোহি বদিচ্ছতি তৎ করোতি।' ইহাকেই বোগের পরিভাষার 'অণিমাদি অষ্ট' সিদ্ধি' বলে। এ সম্পর্কে পতঞ্জলি যথার্থই বলিয়াছেন—

তে সমাধৌ উপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়:—যোগস্ত্র, ৩০৭ সাংখ্যদিগের 'তৃষ্টি-সিদ্ধি' এই ঐশ্বর্যের আমুষঙ্গিক ফল। এ বিষয়ে আমরা যণাস্থানে আলোচনা করিব।

ঐশ্বর্যের বিপরীত অনৈশ্বর্য,—তাহার ফলে সর্বত্র ইচ্ছার ব্যা<sup>ঘাত ও</sup> বিঘাত। সাংখ্যেরা ইহাকে 'অশক্তি' বলেন।

অজ্ঞানের ফল বন্ধ। এই অজ্ঞান কেবল জ্ঞানের অভাব নর—ইহা বিপর্যয় বা মিথ্যা জ্ঞান।

বিপর্যরো নিথ্যাজ্ঞানন্ অত্ব্-রূপপ্রতিষ্ঠম্—বোগস্ত্র, ১৮

এই অজ্ঞানেরই নামান্তর অবিবেক। অবিবেকাৎ বন্ধ:—ইহা আমরা

সাংখ্য শাস্ত্রে সর্বত্র শুনিয়াছি।

জ্ঞানেন চাপবর্গঃ—এখানে জ্ঞান অর্থে তত্বজ্ঞান—বিশুদ্ধ, কেবল জ্ঞান, ইহারই নাম 'বিবেকখ্যাতি'। বিবেকখ্যাতি সাংখ্য সাধনের চরম।

অথ বিবেকখ্যাতৌ সত্যাং কৃতকৃত্যতয়া বিবেকখ্যাতিনন্তং প্রুষম্
প্রতিনিবর্ত তৈ—বাচম্পতি

ইহাই জীবের ক্বতক্তাতা—Summum Bonum.

এই নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক (Cause and Effect ) হোরেদ্ উইন্দন্ তাঁহার টীকায় এই ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

Cause.

Effect.

- I. Virtue.
- 2. Elevation in the scale of being.

3. Vice.

- Degradation in the scale of being.
- 5. Knowledge.
- 6. Liberation from Existence.
- 7. Ignorance.
- 8. Bondage or transmigra-
- 9. Dispassion.
- 10. Dissolution of the Subtile bodily form.

II. Passion.

12. Migration.

13. Power.

- 14. Unimpediment.
- 15. Feebleness.
- 16. Obstruction.

বুদ্ধির অষ্ট ভাব বা রূপের বিষয়ে অনেক কথা বলিলাম। এখন প্রত্যন্দর্গের আলোচনায় ফিরিয়া যাই। সাংখ্যেরা বলেন যে, এই প্রত্যয় সর্গ সমাসতঃ চতুর্বিধ, কিন্তু ব্যাসতঃ ইহার পঞ্চাশং ভেদ।

এষো প্রত্যয়সর্গো বিপর্যয়াশক্তিতৃষ্টিসিদ্ধ্যাখ্য:।

গুণবৈষম্যবিমদ থি তস্য চ ভেদাস্ত পঞ্চাশং ।—কারিকা, ৪৬ প্রত্যয় সর্গ কি কি ? প্রত্যেয় সর্গ চতুর্বিধ—(১) বিপর্বয়, (২) অশন্তি, (৩) তুষ্টি এবং (৪) সিদ্ধি। ইহাদের প্রত্যেকের আবার অবাস্তর ভেদ আছে, বেমন—

> পঞ্চপর্বা অবিচ্চা: ( বিপর্যর )— তত্ত্বসমাস, ১২ অষ্টাবিংশতিধা অশক্তিং—ঐ, ১৩ নবধা তুষ্টি: — ঐ, ১৪ অষ্ট্রধা সিদ্ধিঃ—ঐ, ১৫

শুধনা নাজ্বঃ—এ, ১৫
সাংখ্যস্ত্র ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন —
বিপর্যয়-ভেদাঃ পঞ্চ —সাংখ্যস্ত্র, ৩৩৭
অশক্তিঃ অষ্টাবিংশতিধা তু—ঐ, ৩৩৮
তৃষ্টিন বধা—ঐ, ৩৩৯
সিদ্ধিরষ্টধা—ঐ, ৩৪০

এই কথাই ঈশ্বরক্বফ ৪৭ কারিকার বলিয়াছেন —
পঞ্চ বিপর্যয়-ভেদা ভবন্তি অশক্তিশ্চ করণ-বৈকল্যাথ।
অষ্টাবিংশতি ভেদা, তৃষ্টিঃ নবধা, অষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥—কারিকা, ৪৭

এই অবান্তর ভেদের বিষয় আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব; <sup>কিছ</sup> প্রথমতঃ প্রত্যয়-সর্গের চতুর্বিধতার প্রতি লক্ষ্য করি। সাংখ্যেরা প্রত্যয় স্ষ্টিকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন কেন ? ইহার উত্তরে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—

প্রতায় দর্গ is classed under four heads — বিপর্যয়, আশক্তি,

তৃষ্টি and সিদ্ধি--according as they obstruct, disable, satisfy and perfect the বৃদ্ধি।

বিপর্যর কি ? বাচম্পতি বলেন, এখানে বিপর্যরের অর্থ অজ্ঞান বা অবিক্যা ; মাঠর বৃত্তি ও গৌড়পাদের মতে বিপর্যর বলিতে সংশয় (doubt) বুরিতে হইবে। ( সংশয়-বৃদ্ধিঃ বিপর্যয়ঃ—মাঠর )।

অশক্তি — করণ-বৈকল্য (disability); তুষ্টি — অমূলক আত্মপ্রসাদ (complacency); এবং দিদ্ধি — সাকল্য (perfection)।

বিপর্বর ও অশক্তি যে মোক্ষের পরিপন্থি, অতএব সাংখ্য দৃষ্টিতে হের, তাহা বলাই বাহুল্য। তৃষ্টিও নোক্ষের প্রতিকূল। তৃষ্টির ফলে সাধকের লক্ষাভ্রংশ হয়, তাহার মোক্ষাভিম্থ গতি স্থগিত হইরা যায়; অতএব তৃষ্টিও হের। কিন্তু সিদ্ধি হের নর, উপাদের; কারণ, সিদ্ধি হইতে তত্ত্বজ্ঞান এবং তাহার ফলে মোক্ষ।

এ সম্পর্কে মার্চর বৃত্তিকার বলিতেছেন —

এবং বিপর্বয়াশক্তি-তৃষ্টিরূপং ত্রিবিধং প্রতার-দর্গং হিন্বা দিন্ধি দংদেব্যা, দিন্ধেং তন্তুজ্ঞানং তম্মাৎ চ মোক্ষ ইতি তাৎপর্যম্।

এ সম্পর্কে ঈশ্বরক্তফের কথা এই—

সিদ্ধে: পূর্ব: অঙ্কুশ: ত্রিবিধ:—কারিকা, ৫১

তাঃ (বিপর্বয়াশক্তিতুষ্টয়ঃ) সিদ্ধিকরিণীনাম্ অঙ্কুশো নিবারকতাং।

অতঃ সিদ্ধিপরিপশ্বিতাং অঙ্কুশ ইবেতি বিপর্বয়াশক্তিতুষ্টয়ো হেয়া ইতার্থঃ

— বাচস্পতি।

অর্থাৎ, as the goad ( অঙ্কুশ ) serves to restrain the elephant, so these three, viz, বিপর্বয়, অশক্তি and তৃষ্টি prevent শিদ্ধি from arising.

সিদ্ধে: পূর্বা যা বিপর্যয়াশক্তিতৃষ্টয়: তা এব সিদ্ধে: অঙ্কুশ: তদ্-ভেদাং এবং জিবিধো। যথা হস্তী গৃহীতাঙ্কুশেন বশো ভবতি এবং বিপর্যয়াশক্তিতৃষ্টিভিঃ

গৃহীতো লোকো২জ্ঞানম্ আপ্নোতি তম্মাদ্ এতাঃ পরিত্যজ্ঞা সিদ্ধিঃ দেব্যা, দ সিদ্ধেঃ তত্ত্বজ্ঞানম্ উৎপদ্মতে তৎ মোক্ষ ইতি।—গৌড়গাদ

'বিপর্যয়, অশক্তি ও তুটি সিদ্ধির অঙ্কুশ'—ইহার এইরূপ অর্থ করিলে কেমন হয় ? বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টির সার্থকতা এই যে, অঙ্কুশ যেন হন্তীকে লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে, সেইরূপ এই বিপর্যয়, অশক্তি ও ভূটি সাধককে সিদ্ধির অভিমুখে চালিত করে।

বিপর্যরের পঞ্চ ভেদ—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামির।
এই পঞ্চ ভেদের আবার উপভেদ আছে—যথা, তমের অষ্ট ভেদ, মোরেরও
তাহাই, মহামোহের দশ ভেদ এবং তামিস্র ও অন্ধতামিশ্র—প্রত্যেকর
অষ্টাদশ ভেদ—সর্বসমেত ৬২ উপভেদ।

ভেদন্তনদোহস্টবিধাে, নােহস্ত চ, দশবিধাে মহামােহ:। ভামিস্রোহস্টাদশধা ভথা ভবত্যস্কতামিস্র: ॥—কারিকা, ৪৮ বন্ধাে বিপর্বরাং—সাংখ্যস্তর, ৩।২৪

'বিপর্যর' properly means whatever *obstructs* the soul's object of final liberation (Wilson)—যাহাই মোক্ষের পরিপন্নী ব বিঘাতক।

বাচম্পতি বিপর্যয় অর্থে অজ্ঞান বুবিয়োছেন—সেই জন্ম তিনি তম: প্রভৃতি বিপর্যয়ের পঞ্চ ভেদকে পাতঞ্জলোক্ত অবিছা, অস্মিতা, রাগ, দেব ও অভিনিবেশাঃ, ম্বানিবেশের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন-- অবিছাস্মিতারাগছেষাভিনিবেশাঃ, ম্বান্যাংগ তমোমোহমহামোহতামিশ্রাম্বতামিশ্রসংক্রকাঃ পঞ্চ বিপর্যাবিশেষাং।

বিজ্ঞানভিক্ষ্রও ঐ মত--'অবিদ্যান্মিতারাগদ্বোভিনিবেশাঃ গ<sup>র</sup> যোগোক্তা বন্ধ-হেতু-বিপর্যয়শু অবান্তর-ভেদা ইত্যর্থঃ'।\*

<sup>\*</sup> মাঠর-বৃত্তিতে ইহার আংশিক সমর্থন পাওরা যার। বৃত্তিকার বলেন—
তেভাঃ কেনচিং বৈগুণ্যেন অপ্রাপ্ত্যা-অভিহতন্ত যং ক্রোধঃ স তার্মি ইত্যুচারে।

\* \* ঐবর্থে বিদ্যাননে ঐবর্থং পরিত্যাদ্যা মৃত্যুনা হ্রিমাণস্ত গচ্ছামীতি সঙ্কর্মতো বং এনি
সং অন্ধতামিশ্র ইত্যুচাতে।

প্রাচীন ভাষ্মকার গৌড়পাদ কিন্তু বিপর্যর অর্থে সংশন্ন (doubt)
বৃক্ষিরাছেন ; অতএব, তাঁহার মতে বিপর্যরের পঞ্চ ভেদ সংশরেরই রূপান্তর
বা ভাবান্তর।

Gaurapada accordingly uses 'Sansaya' (স্থার', 'doubt' or 'error', as the synonyme of 'Viparyaya'; and the specification of its sub-species confirms this sense of the term, as they are all hindrances to final emancipation, occasioned by ignorance of the difference between soul and nature, or by an erroneous estimate of the sources of happiness, placing it in sensual pleasure or superhuman might. — Horace Wilson.

গৌড়পাদ বলেন, তমঃ সেই বিপর্যন্ন, বে অবস্থান্ন প্রধান, বৃদ্ধি, অহমার ও পঞ্চ তন্মাত্রে লীন ব্যক্তি আপনাকে মৃক্ত মনে করে; ঐ অষ্ট লন্ধ-স্থানকে শক্ষ্য করিয়া তমঃ-কে অষ্টবিধ বলা হয়।

নঃ অষ্টাস্থ প্রকৃতিবু লীয়তে প্রধানবৃদ্ধাহংকার-পঞ্চন্মাত্রাষ্ট্রাস্থ ; তত্র নীনম্ আত্মানং মন্ততে মৃক্তোহ্হমিতি তনোভেদঃ। এবোহষ্টবিধন্য মোহন্য ভেদোহষ্টবিধ এব ইভার্থঃ,—গৌড়পাদ

প্রশ্ন, মোহ সেই বিপর্বয়—যে অবস্থায় অণিমাদি অন্ত ঐশর্ষ লাভ করিয়া, তাহাতে আসক্তি বশতঃ অণিমাদিসিদ্ধ মোক্ষ হইতে বঞ্চিত হয়; ঐ ঐশর্ষের অন্তবিধতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মোহকে অন্তবিধ বলা হয়।

বত্ত অষ্টগুণম্ অণিমাদি ঐশ্বর্ষম্ তত্ত সঙ্গাং ইন্দ্রাদরো দেবা ন মোক্ষম্ প্রাপ্তুবন্তি পুনশ্চ তৎক্ষয়ে সংসরম্ভি এবং অষ্টবিধো মোহ ইতি।

श्रन्मिंह, त्य मन्त, म्लार्म, ज्ञल, ज्ञम, शक्ष—दिन ও मासूय ट्लाम मनिव्य, विश्वज्ञिक्ष्ययुक्त के मन्तामिटक जामिक्टिंह मनविव महास्माह। श्रृन्म्ह, क्रे অষ্টবিধ ঐশ্বর্য ও দশবিধ ভোগকে সম্পদ্ জ্ঞান করিয়া তাহাতে বে জানদ ও সম্পংক্ষয়ে যে বিষাদ—তাহাই অষ্টাদশবিধ তামিশ্র।

এতেষাম্ অষ্টাদশানাম্ সম্পদং অন্নন্দন্তি বিপদং নাসুমোদন্তি এই অষ্টাদশবিধো বিকল্প: তামিশ্র:।

—এবং ঐ অষ্টানশ প্রকার ভোগের সময় যদি কাহারও বিনাশ বা চাহি ঘটে, তবে তাহার যে মহা তৃঃখ, তাহাই অষ্টাদশ প্রকার অন্ধতামিত্র।

বিষয়-সম্পত্তী সম্ভোগকালে য এব গ্রিয়তে অষ্টগুণৈথর্যাৎ বা ভ্রন্যাত্ত ততঃ তন্তু মহং-তুঃখম উৎপদ্মতে স অন্ধতামিস্র ইতি—গৌডগাদ

বাচম্পতি ঠিক এ ভাবে তম: মোহ প্রভৃতির অবাস্তর ভেদ ব্রেননা। সংক্ষেপে এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য এই—

তন: = অবিছা। অষ্টবিধ অবিছা কি কি ?

অষ্ট্ৰস্থ অব্যক্ত-মহদ্-অহঙ্কার-পঞ্চত্মাত্রেষু অনাত্মস্থ আত্মবৃদ্ধি সন্ধি তমঃ।

মোহ = অমিতা।

দেবা হি অষ্টবিধম্ ঐশ্বৰ্য আসান্ত অমৃতাভিমানিনঃ অণিমাদিন্থ আত্মীয়ম্ শাশতিকম্ অভিমন্তন্তে ইতি সোহয়ম্ অন্মিতা-মোহঃ। বেহেতু অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বৰ্য, অতএব এই মোহেরও অষ্ট ভেদ।

মহামোহ=রাগ ( আসক্তি )।

আসক্তির বিষয় দিব্য ও অদিব্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্ণ ও শব। জন্ধ মহামোহ দশবিধ।

শব্দাদিযু পঞ্চ দিব্যাদিব্যতয়া দশবিধেরু বিষয়ের রঞ্জনীয়ের রাগ
আসক্তিঃ মহামোহঃ। স চ দশবিধবিষয়ত্বাং দশবিধঃ।

তামিশ্র = দেষ। দেষের প্রকার অস্টাদশ। শবাদি দশ বিষয় এই অণিমাদি অন্ত ঐশ্বর্য,—অবস্থা-বিশেষে ইহারা দেষের কারণ হয়। তে চ শবাদিয় উপস্থিতাঃ পরস্পরেণ উপহক্তমানাঃ (স্পর্শেন শবং

শবেন চ স্পর্ণ ইত্যেবং অগ্রভনেন উপহয়নানা: ) ভতুপায়ান্চ অণিমাদয়:
স্বরূপেণেব কোপনীয়া ভবস্তি—বাচস্পতি

বেহেতু দশ শবাদি ও অষ্ট অণিমাদি উক্ত দেষের বিষয়, অভএব বলা হইন - দেব আঠার প্রকার।

, শৰাদিভিঃ দশভিঃ সহ অণিমাদি অষ্টকম্ অষ্টানশবা ইভি। তদিবয়ো দেন তামিস্রঃ অষ্টাদশবিষয়ত্বাৎ অষ্টাদশধা ইভি।

অন্ধত্যমিত্র = অভিনিবেশ বা আস। ইহাও অষ্টাদশ প্রকার।

দেবা থলু অণিমাদিকং অষ্টবিধং ঐশ্বর্যং আসাদ্য দশ শব্দাদীন্ ভূঞানা:

—শব্দাদয়ো ভোগ্যা: তত্ত্বপায়াশ্চ অণিমাদয়: অম্মাকম্ অম্ব্রাদিভি:
উপঘানিয়ান্তে (উপহতা করিয়ান্তে) ইতি বিভাতি।

—এবং বেহেত ঐ ভাষের বিষয় অধ্যাদ্য সভাবাদী

—এবং নেহেতু ঐ ভয়ের বিষয় অষ্টাদশ, অভএব ভয়ও আঠার প্রকার বনা হইন।

তদিদং ভরং অভিনিবেশ: অন্ধতামিশ্র: অন্তাদশ-বিবরত্বাৎ অন্তাদশধা ইতি—বাচস্পতি

বিপর্যয়ের পর অশক্তি। অশক্তি — করণ-বৈকল্য ( disability ), করণের স্ববিষয়-গ্রহণে অপটুতা। এই অশক্তি ২৮ ঞ্রকার।

**धकामत्मिञ्जनवाः मर न्षित्रवेशः जमान्तिः छिमिष्ठा**।

गश्चनग्वसा वृत्कः विभर्यमार ज्षितिकीनाम् ॥—काविका, ४२

আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয় – চক্ষ্, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পঞ্চ জানেন্দ্রিয় ও বাক্, হন্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এবং মনঃ, – এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের যে বধ বা বিকলতা (depravity), তদ্মারা একাদশ অশক্তি।

বাচম্পতি নিমোদ্ধত শ্লোকে ঐ একাদশ ইন্দ্রির-বধ স্থচিত করিরাছেন।
বাধির্যং কুষ্টিতান্ধরং জড়তাজিন্ত্রতা তথা।

নুকতা-কৌণা পঙ্গুড্-ক্রৈব্যোদাবর্তমন্দতাঃ।

অর্থাং, অন্ধতা, বধিরতা, অজিম্রতা, জড়তা (loss of taste) কৃষ্টিতা, মৃকতা, কুণিতা ( mutilation ), পঙ্গুতা, অপায়্তা,\* ক্লীবতা ৰ উন্মত্ততা। এই একাদশ ইক্রিয় বধের উপর সপ্তদশ বৃদ্ধিবধ। বৃদ্ধিয় कि ? Affliction or depravity of the Intellect. बुह्स সপ্তদশ প্রকার—১ প্রকার অ-তৃষ্টি ও ৮ প্রকার অ-সিদ্ধি মিলিয়া সপ্তদ প্রকার —তুষ্টি-সিদ্ধীনাং বিপর্যয়াং।

They are described as the contraries of the conditions which constitute the classes 'তুষ্টি' and 'সিদ্ধি'. Under the former head are enumerated dissatisfaction ( খ-তুঃ) as to the notions of nature (প্রকৃতি), means (উপাদান), time (কাল) and luck (ভাগ্য) and addiction to enjoyment of the five objects of sense or the pleasures of sight hearing, touch etc. The contraries of perfection ( ) are want of knowledge, whether derivable from reflection ( উহ ), from tuition ( শব্দ ) or from study ( আন) endurance of the three kinds of pain ( তু:খত্তমের অভিযাত) privation of friendly intercourse (স্কং প্রাপ্তি) and absent of purity or of liberality ( দান ). +—Horace Wilson.

क्रे अकठा मृक्षास मिल्ल विषय्छ। विश्वम स्टेट शादा। धक्न, कर्मि রূপ বৃদ্ধি-বধ। যে হতভাগ্য এ জাতীয় বৃদ্ধিবধের দ্বারা পীড়িত—<sup>ন্তর্ম</sup> জ্ঞানার্জনে স্পৃহা হয় না, পঠন পাঠন বা মননে সে উদাসীন, বিদ্যাবিষ দে ব্যয়ক্ষ্ঠ এবং সতার্থ-সংগ্রহে গরাঙ্ম্থ। অধিকল্প জগং বে 'জ্থান্ত্

<sup>\*</sup> পায়ুর (rectum-এর) বিকলতাকে 'উদাবত' বলে।

<sup>†</sup> অতঃপর যথন আমরা নবধা তুষ্টি ও অষ্টধা সিন্ধির আলোচনা করিব-ইর্গের্ড

আশাখতম্', 'সর্বং তুক্থং'— ইহা তাহার অমুভূতিতে আসে না—তাহার জীবনে 'pleasures of life'ই চূড়ান্ত—তাহার 'Philosophy of Life is Eat, Drink and be Merry'—'হস পিব লল নোদ নিতাং, বিষয়ান্ উপভূঞ্জ কুক চ মা শস্কাম্।'

এই যে অ-তৃষ্টি-রূপ বৃদ্ধি-বধ-গ্রস্ত — সে সদাই অসম্ভই — কিছুতেই কোন মতেই তাহার তৃষ্টি হয় না — সে যদি লক্ষপতি থাকে, তবে ক্রোরপতি হইতে চায়— সে 'আশাপাশশতৈঃ বদ্ধং' হইয়া কাল, ভাগা, নিমিন্ত কিছুরই তোয়াকা রাথে না এবং 'ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি' এই Golden Rule ভূলিয়া গিয়া সর্বদাই বিষয়ভোগে প্রমন্ত থাকে। এইরূপ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধদেব ব'লতেন —

মহজ্বস্ব প্রমন্ত নির্ণো তন্থা বড্চতি মালুকা বিশ্ব।
সো প্রবৃতি ছরাছরং ফলমিচ্ছং ব বনস্সিং বানরো ॥—তন্থাবগ্গো
অতৃষ্টির কথা বলিলাম —এইবার ভৃষ্টির কথা বলি।
তৃষ্টি—Complaisance. তৃষ্টি নবধা—

আধ্যাত্মিকা: চতত্র: প্রকৃত্যুগাদানকাল-ভাগ্যাখ্যা:।

বাহ্ন। বিষয়োপরমাথ পঞ্চ, নব তুইয়োহ ভিমতাঃ ॥—কারিকা, ৫০

চতুর্বিধ আধ্যাদ্মিক তৃষ্টি ও পঞ্চবিধ বাহ্নিক তৃষ্টি, উভরে মিলিরা নববিধ তৃষ্টি। এই চতুর্বিধ আধ্যাদ্মিক তৃষ্টির পারিভাষিক নাম—অন্তঃ, সনিল, মেঘ ও বৃষ্টি; এবং পঞ্চবিধ বাহ্যিক তৃষ্টির পারিভাষিক নাম—
নগাক্রমে, পার, স্থপার, পারাপার, অন্তনাম্ভঃ ও উত্তমান্তঃ ( বাচম্পতি )।
মাঠর বৃত্তিতে এই পারিভাষিক নামগুলি একটু ভিন্ন ভাবে প্রদত্ত হইরাছে—
নথা, অন্তঃ সলিলম্ ওঘং বৃষ্টিঃ তারং স্থতারং স্থনেত্রং স্থমরীচং ও উত্তমান্তসিক্ম্।

সে যাহা হ'ক—আধ্যাত্মিক তৃষ্টি কি কি ?—প্রকৃতি-উপাদান-কাল-ভাগ্যাখ্যা:। কাহার এরপ তৃষ্টি হয় ?

বাচম্পতি বলেন, বে ব্যক্তি 'অসং-উপদেশ-তুষ্ট' হইয়া, শ্রবণ-মননাদিনা বিবেকসাক্ষাৎকারায় ন প্রাযততে, তাহার ঐ চতুর্বিধ আধ্যা-জ্মিক তুষ্টি হয়। কিরপে ?

কেছ বলেন—বিবেক-সাক্ষাৎকার ত' প্রকৃতিরই পরিণাম ; প্রকৃতির তাহা করিবে। খ্যানাদির অভ্যাসে তোমার কি প্রয়োজন ?

'বিবেক-সাক্ষাংকারো হি প্রক্বতি-পরিণামভেদঃ। তং চ প্রকৃতিরে করোতি; কৃতং তে ধ্যানাভ্যাদেন। তত্মাং এবনেব আস্ম্ব'—এই উপদেশে বে তুষ্ট রহিল, তাহার তুষ্টি প্রকৃতি-তুষ্টি।

আর একজন তত্তজান অর্জনে উদ্যোগী না হইয়া ত্রিদণ্ডকমণ্ডল্ প্রভৃতি উপাদান গ্রহণ করিল—'ইহাতেই আমার মোক্ষ হইবে'—এরূপ ব্যক্তি বে ভৃষ্টি, তাহাই উপাদান-ভৃষ্টি।

যথা কশ্চিং অবিজ্ঞায় এব তত্ত্বানি উপাদানগ্রহণং করোতি—জ্ঞিং-কনগুলু-বিবিদিকাভ্যো মোক্ষ ইতি—এষা উপাদানাখ্যা—গৌড়পাদ

কেহ ভাবিল—কালেন মোক্ষো ভবিশ্বতি কিং তত্বাভাদেন—কাল নিরবধি—এক কালে আমার মোক্ষ হইবেই হইবে, অতএব জ জানের জন্ম বত্ব করিব কেন ?'—এই বে তুষ্টি, ইহার নাম কানাখা তুষ্টি।

অন্ত জন ভাবিল—ভাগাং ফলতি সর্বত্ত—ভাগো থাকে মোক্ষ হইনেপ্রক্ষকার নিস্প্রোজন—তত্র ভাগামেব হেতুং নাক্তং ইত্যুপদেশে বা তৃষ্টি: ম ভাগাাখ্যা তৃষ্টি: উচ্যতে (বাচম্পতি)—এইরপ তৃষ্টির নাম ভাগাাখা তৃষ্টি।

আর বাহ্যিক তৃষ্টি কি ? পঞ্চ বিষয়োপরমাং পঞ্চ বাহ্যা: তৃষ্টর:।
রপরসগন্ধস্পর্শশন্দ —এই পঞ্চ বিষয় হইতে বে উপরম বা বির্দি
ইহাই পঞ্চ বাহ্য তৃষ্টি। এ বিরতি প্রকৃত বৈরাগ্যন্দনিত নহে—ইহা কা
কেশের তয়ে—উদ্যোগে অলসতা ইহার হেতু।

আত্মজ্ঞানাভাবে অনাত্মজ্ঞানম্ অধিকৃত্য প্রাবৃত্তেঃ ইতি—বাচম্পতি
বাহান্ত পঞ্চ তুইয়ঃ পঞ্চানাং বিষয়াণান্ উপর্যাং ভবন্তি অন্ধনরক্ষণক্রমন্বহিংসাদোবান্ ভাবয়তঃ পঞ্চ—মাঠর-বৃত্তি

এই উপরতিকে লক্ষ্য করিয়া হোরেস্ উইল্সন্ তাহার চীকার লিখিতছেন—The five external kinds of acquiescense (পঞ্চির বাহা তৃষ্টি) are self-denial or abstinence from the five objects of sensual gratification—not from any philosophic appreciation of them, but from dread of the trouble and anxiety which attend the means of procuring and enjoying worldly pleasures; such as acquiring wealth, preserving it, spending it, incessant excitement and injury and cruelty to others.

অর্থানাম্ অর্জনে তৃঃখম্ অর্জিতানাং চ রক্ষণে।
নাশে তৃঃখং বায়ে তৃঃখং ধিগ্ অর্থং তৃঃখভাজনম্।
এইরূপ উপরত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারশ্য দেহিনঃ।
রসবর্জং \* \* !!—গীতা, ২।৫১

অর্থাৎ, নিরাহার ব্যক্তির বিষয়ের উপরম ঘটে বটে, কিন্তু 'রস' (আসক্তি ) রহিয়া যায়। সে বড় ভরত্বর অবস্থা! কোন দিন— ইন্দ্রিয়াণি প্রমাধীনি হুরস্তি প্রসভং মনঃ—গীতা, ২।৬০

সাংখ্য বলিলেন—অষ্টধা সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি অষ্টবিধ। লক্ষ্য করিতে হর,

সাংখ্যীর সিদ্ধি যোগের অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি হইতে ভিন্ন। কারণ,

বিশাদি সিদ্ধি অবিবেকসত্ত্বেও উৎপন্ন হইতে পারে—'ইতর-হানেন

বিনা'—ইতরশু বিপর্যয়স্ত হানং বিনৈব ভবতি অত: সংসার-অপিঃ-পস্থিতাং ( ৩।৪৫ সাংখ্যস্ত্তের ভিক্ষ্ভায় )—কিন্তু সাংখ্যীয় সিদ্ধি বিবেক্ত্ দ্বার-স্বরূপ। সেই জন্ম সাংখ্যেরা বলেন—অণিমাদি যে সিদ্ধি, সা সিদ্ধাভাগ এব ন তু তাত্ত্বিকী সিদ্ধিঃ।

সাংখীয় অষ্ট সিদ্ধি কি কি ?

উহং শব্দোহধ্যয়নং তুঃথবিঘাতা স্ত্রয়ঃ স্থন্থৎপ্রাপ্তি:। দানং চ সিদ্ধয়: অষ্ট্ৰো ॥--काविका, ७३

এই অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে – আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈনিক-এই ত্রিবিধ তুঃখের বিঘাত বা নিবৃত্তিই মুখ্য সিদ্ধি—বিহক্তমানস্য ত্রংগু ত্রিত্বাং তদ্বিঘাতাঃ ত্রয় ইতি ইমা মুখ্যাঃ তিশ্রঃ সিদ্ধয়ঃ—এবং উহ, শং, অধ্যয়ন, স্বৰ্প্তাপ্তি ও দান এই পাঁচটি—উপেয় তঃখ-বিঘাতের উপ্য স্বরূপ বলিয়া গৌণ সিদ্ধি -- তদ্-উপায়ত্য়া তু ইতরা গৌণ্যঃ পঞ্চ সিদ্ধঃ

—বাচৰ্ম্পাৰ

সাংখ্য পরিভাষায় ঐ তিন মুখ্য সিদ্ধির নাম -প্রমোদ, মৃদিত গ মোদমান এবং ঐ পাঁচ গৌণ সিদ্ধির নাম—বথাক্রমে, তার, স্তার, ভারতা রম্যক ও সদা-মুদিত ( বাচস্পতি )।

छेर कि ? छेर - छर्छ।

' আগমস্মাবিরোধেন উহনং তর্ক উচ্যতে—অমৃত, ১৬ আগম-অবিরোধি-ন্তায়েন আগমার্থপরীক্ষণম্ উহঃ —বাচম্পতি

শ্ৰ-Oral Instruction.

ৰথা কন্সচিৎ পঠতঃ শব্দং শ্ৰুত্বা তন্মাৰ্গ-প্ৰবৃত্তি-প্ৰবৃত্তা <sup>মোক</sup> গচ্চতি-মাঠব

শবস্ত যথা, অন্তদীয়-পাঠম্ আকণ্য [ স্বয়ং বা শাস্তম্ আকল্য (१)] যৎ জানং জায়তে তৎ—ভিক্

Digitization by eGangotffarth Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS >

অধ্যয়ন = গুরুম্থ হইতে তত্ত্বিদ্যার গ্রহণ ( Study )।
বিধিবং গুরুম্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যানাম্ অক্ষরস্বরূপগ্রহণম্ অধ্যয়নম্

—বাচস্পতি

সুষ্থাপ্তি = Intercourse of friends.

মূহংপ্রাপ্তি: যথা, স্বয়ম্ উপদেশার্থং গৃহাগতাং পরমকারুণিকাং জ্ঞান-নাভ ইতি—বিজ্ঞানভিক্ষ্

ত্রদাং গুরুশিষ্যসত্রন্ধচারিণাং সংবাদকানাং প্রাপ্তিঃ স্থত্বংপ্রাপ্তিঃ

—বাচম্পতি

मानम् = Gifts.

দানং যথা—ধনাদি দানেন পরিতোষিতাৎ জ্ঞানলাভ ইতি—ভিক্ষ্ প্রাচীন গ্রন্থেও শুনা যায়—'পুদ্দলেন ধনেন চ'—বিদ্বান্কে প্রচুর ধনদান বিদ্যাপ্রাপ্তির অন্ততম উপায়।

কশ্চিৎ আবাহন-সংবাহন-ভিক্ষাপাত্র-বস্তুচ্ছত্রকমণ্ডলু-প্রভৃতি দানেন গুরুনু আরাধ্য সাংখ্যম অধিগম্য মোক্ষং গচ্ছতি ইতি—মাঠর

দানং যথা; কশ্চিৎ ভগবতাং প্রত্যাশ্রয়-ঔর্বাধ-ত্রিদণ্ড-কৃণ্ডিকাদীনাং গ্রাসাচ্ছাদনাদীনাং চ দানেন উপকৃত্য তেভ্যো জ্ঞানম্ অবাপ্য মোক্ষং যাতি-—গৌড়পাদ

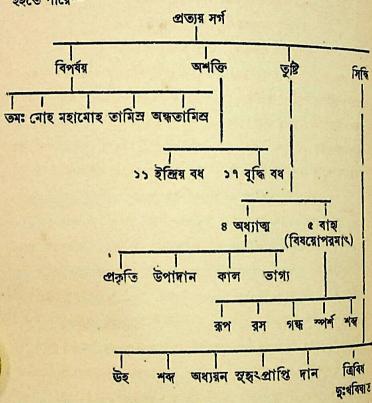
বাচম্পতি কিন্তু এ কারিকার 'দান' শব্দের অর্থ Gift—ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন —তিনি বলেন, এখানে 'দানে'র অর্থ বিবেকস্তদ্ধি— দানং চ শুদ্ধিঃ বিবেক-জ্ঞানস্ত দৈপ্শোধনে ইত্যস্মাৎ ধাতোঃ দান-পদ-যুৎপত্তে:।

সে যাহা হ'ক, আমরা দেখিলাম—মুখ্য সিদ্ধি ত্রখত্তরের বিঘাত—ইহা দারাই কুতকুতাতা, ইহাই পরম পুরুষার্থ।

षर्थ ত্রিবিধত্ব:খাত্যন্তনিবৃত্তিঃ অত্যন্তপুরুষার্থ:—সাংখ্যস্ত্র, ১।১

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ৩১২ সাংখ্য পরিচয়

প্রত্যয়-সর্গের পঞ্চাশং অবান্তর ভেদ নিয়ে অঙ্কিত চিত্র বারা নিশ্দ হুইতে পারে—



সাংখাদিগের যে 'ষষ্টি তত্ত্ব'—তাহার sixty topics-এর মধ্যে দ্টি মোলিকার্থ\* এবং বাকি পঞ্চাশটি উপরি-লিখিত চিত্রপ্রদর্শিত গঞ্চাশ প্রতায়-সর্গ । দশ মূলিকার্থ কি কি ? এ সম্বন্ধে মাঠর-বৃত্তিতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত দেখা যায়—

অতিত্বম্ একত্বম্ অথার্থবক্তং পারার্থ্যম্ অগ্যত্বম্ অথা নির্জিঃ। যোগো বিয়োগো বহুবঃ পুমাংসঃ স্থিতিঃ শরীরুস্য বিশেষবৃজিঃ।

<sup>\*</sup> नग मृनिकार्थाः-- जन्ममाम, ১৬

বাচম্পতি রাজবার্তিক হইতে ইহার অহরণ শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন— প্রধানান্তিত্ম একত্ম অর্থবন্তম অথান্ততা। পারার্থ্যক তথানৈকাং বিয়োগো বোগ এব চ॥ শেষবৃত্তিঃ অকত বং মৌলিকার্থাঃ স্থতা দশ।

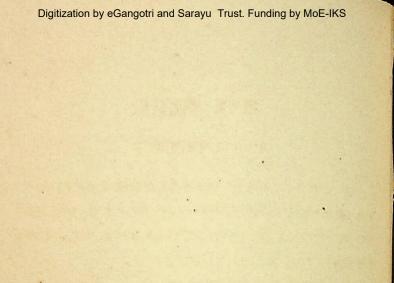
অর্থাং, প্রধানের অন্তিম, একম্ব, অর্থবন্ত (পরিণাম বারা নানার্থজনকম্ব), পুরুষ হইতে অক্তম, পরার্থম, পুরুষ হইতে ভিন্নম, পুরুষের সহিত অবিবেক ভন্ত বোগ ও বিবেক জন্ম বিয়োগ, পুরুষের অকর্তব এবং সৃত্ম ও স্থল ভাবে ভূতপঞ্চকের বৃত্তিত্ব -- এই দশ মৌলিকার্থ। ইহার সহিত পঞ্চ বিপর্যয়, অষ্টাবিংশতি অশক্তি, নব তৃষ্টি ও অষ্ট সিদ্ধি মিলাইয়া ষষ্টি-তম্ত্র।

> विপर्यसः शक्षविधः তথোকা नव कृष्टेयः। করণানাম অসামর্থাম অষ্টাবিংশতিধা নতম। ইতি বৃষ্টিঃ পদার্থানাম অষ্টাভিঃ দহ দিদ্ধিভিঃ ॥— রাজবার্তিক

কেন সাংখ্যশাস্ত্রে এই পঞ্চাশং প্রতায়-সর্গের উপর এত ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে ? তাহারা ত' বৃদ্ধির পরিণাম ভিন্ন আর কিছু নহে—যেমন স্থ-চৃ:থ, হর্ধ-শোক প্রভৃতি। যদি পঞ্চশিথের লুপ্ত 'ষষ্টিতন্ত্র' কোন দিন লোকলোচনের গোচর হর - তবেই এ প্রশ্নের সত্তর দেওরা সম্ভব হইবে। তবে আমার মনে হয়—প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্র কেবল Speculative Philosophy-মাত্র ছিল না—উহার একটা Practical Aspect ছিল—বিবেকখ্যাতির সিদ্ধি দ্বারা তৃংথত্তয়ের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি। ঐ বিবেকখ্যাতির অনুষ্ঠান পক্ষে প্রতায়-সর্গের অনুশীলনের ৰথেষ্ট সাৰ্থকতা আছে।

প্রকৃতির আলোচনা এখানেই দান্ত করিনাম। প্রকৃতি সম্পর্কে আর ৰাহা বক্তব্য আছে—উপসংহারে বলিব।

## উপসংহার



## প্রথম অধ্যায়

## নাংখ্যের স্বতঃপরিণাম

এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীর খণ্ডে আমরা পুরুষের ও প্রকৃতির যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। বিশাল বিষয়—সকল কথা বলিতে পারি নাই— তবে তত্তাদ্বেষীর পক্ষে সাংখ্যশাল্তে প্রবেশ-জন্ম বতটুকু জানা আবশ্রক, ভাহা বোধ হয় বলিয়াছি।

আমরা দেখিরাছি সাংখ্য মতে, পুরুষ বহু — পুরুষ-বহুত্বম্ ব্যবস্থাতঃ—সাংখ্যস্ত্ত্র, ৬।৪৫

নাংখ্যের পুরুষ পাশ্চাত্য দর্শনের Monad-এর সদৃশ। অগ্নি হইতে নেমন বিক্ষ্ লিঙ্গ—বথা প্রদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিক্ষ্ লিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সর্নপাঃ (মৃত্তক, ২।১।১)—সেইরূপ আদিতে ব্রন্ধ হইতে পুরুষ নির্গত হইয়া-ছিল। এ পুরুষ বেদান্তের চিন্মাত্র। ব্রন্ধ পরমাত্মা—আর এই চিন্মাত্র প্রত্যগাত্মা। এভাবে পুরুষ বহু বটেন, 'but they are all rooted in the One Self', অত্রএব পরমাত্মা হইতে অভিন্ন।

বাবান্ বা অরম্ আকাশ: তাবান্ এরোহত্তর্দর আকাশ:

—ছান্দোগ্য, ৮া১া৩

ও প্রসঙ্গের আমরা প্রথম খণ্ডের সপ্তম অধ্যারে যথোচিত আলোচনা করিয়াছি—এথানে তাহার পূনকল্লেথ করিব না।

সাংখ্য পুরুষতত্ত্বের প্রধান ক্রটি এই যে, প্রচলিত সাংখ্যনতে 'পুরুষবিশেষ' ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। অথচ ঈশ-রিক্ত দার্শনিক মত
একেবারেই উপাদের নয়। এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে

বিশ্বাধা আলোচনা করিয়াছি। জিজ্ঞান্ত পাঠক তংপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।

গ্রন্থের দিতীয় খণ্ডে প্রকৃতির সবিশেষ আলোচনা আছে, কিন্তু ঐ আলোচনায় প্রকৃতি সম্পর্কে সাংখ্য মতের অসম্পূর্ণতা যথোচিত প্রদর্শিত হয় নাই। উপসংহারে উহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—অগ্রে এই বিশ্ব পরমাত্মায় অব্যায়ত ছিল—আত্মা বা ইদম্ এক এব অগ্র আসীং—ঐতরেয়, ১৷১

—তথন দৈত অদৈতে একীভূত ছিল।

And Being is but One, the all-including number—out-breathed by That, the One Aloneness.

-Book of Dzyan, Stranza iv.

ইহা প্রলয়ের একাকার অবস্থা—কারণ, সঙ্গে সঙ্গে ঋষি বলিলেন— নাগ্রৎ কিঞ্চন মিষৎ।

মিষং = ব্যাপারবং (Patent)—শঙ্করাচার্য

তথন সমন্ত ব্যাপারই স্তম্ভিত ছিল—চিৎজড় অব্যক্ত দশায় নিনীন (latent) ছিল।

তমো বা ইদম্ অগ্র আদীদ্ একম্—তৎপরে স্থাৎ—মৈত্রা, ধাই এ পর=পরমাত্মা (the Absolute)।

পুন-৮ — অক্ষরং তমসি লীয়তে — তমঃ পরে দেবে একীভবতি।

নেই একাকার অবস্থায় — Absolute Divine Spirit is one with Absolute Divine Substance (মূল-প্রকৃতি)—one in essence.—Secret Doctrine.

বিষ্ণুরাণ এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন—

প্রকৃতি যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী।

পুরুষশ্চাপ্যভৌ এতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥—বিফুপুরাণ, ভা<sup>৪াও</sup>

এই যে মূল প্রকৃতি—যাহা বিশ্বের 'অমূলং মূলং'—সাংখ্যেরা যাহাকে গুণত্তমের সাম্যাবস্থা (differential equilibrium) বলেন—ব্যুট

हेशनियान व्यथ, श्रांतित्र कांत्रगार्वित, अश्रात्तित्र 'व्यक्षात्क्व मिनन', वाहेरवान Primeval Deep.

অপ এব সদর্জাদৌ তাস্থ বীজম্ অবাস্তজ্য — মন্ত্রসংহিতা
মম বোনি র্মহং-ব্রহ্ম তন্মিন্ গর্ভং দধামাহম্—গীতা, ১৪।৩
মহং-ব্রহ্ম = প্রকৃতি; গর্ভ= চিদাভাস।

দেশতঃ কালতঃ চ অনবচ্ছিন্নতাং মহং, বৃংহণতাং স্বকার্যাণাং বৃদ্ধিহেতৃত্বান্
বন্ধ প্রকৃতিরিতার্থঃ। \* \* তস্মিন্ অহং গর্ভং জগিছতার-হেতৃং চিদাভাসং
দ্যামি নিক্ষিপামি—শ্রীধরস্বামী

Visnu in the beginning created 'water' alone. In that He cast seed.—Secret Doctrine, vol. I, p. 355.

এই অপ ই Root matter — 'মাতর'—

তশ্মিন্ অপো মাতবিশা দধাতি – ঈশ, ৪

—'the Celestial Virgin Mary, the অদিতি of the Hindus'. (Secret Doctrine).

'And the Spirit of God moved upon the face of the waters'.—The Bible

The face of the 'waters' was incubated by the Spirit.

-Secret Doctrine, vol I, p. 352

নাংখ্যেরা বলেন, এই মূল-প্রকৃতির আছা বিকৃতি মহৎ-তত্ত—প্রকৃতে-র্মহান্। এ সম্পর্কে কোন বিবাদ নাই—

The first emanation is Mahat, which in its dual aspect is Spirit-and-Matter—that is, subjectively Spirit and objectively Matter.—Secret Doctrine, vol II, p. 61

ৃপ্পণিং, মহৎ একাধারে Cosmic Ideation cum Cosmic Substance

মহতের এই দ্বিবিধ বিভাবের বিষয়ে আমর। পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এ ভাবে মহৎকে উপনিষদে স্থানে স্থানে আকাশ বলা হইয়াছে।

স্বাণি হ বা ইমানি ভ্তানি আকাশাদেব সম্ংপগন্তে আকাশং প্রতান্ত যন্তি আকাশো হোব এভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণম্ - ছান্দোগ্য, ১৯১১

ইহা মহতের পরাক্ ভাব (objective aspect)--এভাবে আকাশ cosmic Substance। আবার আকাশের subjective aspect—প্রত্যক্ ভাবকে— যে ভাবে মহৎ is cosmic Ideation— লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—

আকাশো বৈ নাম নামরপরোঃ নির্বহিতা—ছান্দোগ্য, ৮৷১৪৷১

এই ভাবে বালরায়ণ বলিয়াছেন —

আকাশঃ তল্লিকাং - প্রক্ষস্ত্র, ১:১।২২

এই subjective aspect-কে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় মহং-তর্কে ভগবান্ মন্থ 'তমোত্দ' বলিয়াছেন —কারণ, আদিতে 'তম আদীং অসা গুচ্ম্ অগ্রে' ( ঋগ্বেদ )—In the beginning, Darkness was upon the face of the Deep, and God said, 'Let there be Light.'—The Bible

That First Light—which is the visible effulgence of supreme Eternal Darkness.

-Book of Dzyan, 4th stranza.

ভাগবতও এই ভাবে মহং-তত্ত্বকে হিরণার বলিরাছেন—
দৈবাং ক্ষুভিতধর্মিণ্যাং স্বদ্যাং বোনো পরঃ পুমান্।
আধন্ত বীর্যং দাহস্তত মহং-তত্ত্বম্ হিরণারম্ ॥ —০।২৬।১৯
যোনো অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতো বীর্যং চিংশক্তিম্ আধন্ত। সা প্রকৃতি
মহং-তত্ত্বম্ অস্তত। মহতঃ স্বরূপমাহ—হিরণারম্ প্রকাশবহুলম্—শ্রীধর

'দৈববশে ক্ষৃতিতধর্মা প্রকৃতিতে পরমেশ্বর বীর্যাধান করিলে, প্রকৃতি হিরণায় মহৎ-তত্ত প্রসব করিল।'

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম। অর্থাৎ, স্বভাই প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিচ্চাতি ঘটে। ঐ বিকারের জন্ম প্রকৃতিকে কারণাস্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না — উহা spontaneous। প্রশাস্বরাচার্য এ সম্বন্ধে সাংখ্যমত এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন —

যণা তৃণপল্লবোদকাদি নিমিন্তান্তর-নিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরান্তাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদান্তাকারেণ পরিণংশুতে ইতি \* \* তন্মাৎ স্বাভাবিকঃ তৃণাদেঃ পরিণামঃ \* \* যথা ক্ষীরম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব বংসবিবৃদ্ধার্থং প্রবর্ত তে, যথা চ জলম্ অচেতনন্ স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় ক্রলতে, এবং প্রধানম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব প্রকার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্তিষ্যতে ইতি \* \* সাংখ্যানাং ত্রয়ো গুণাঃ সাম্যেন অবভিষ্ঠমানাঃ প্রধানং, ন তু তদ্ব্যতিরেকেণ প্রধানশ্ব প্রবর্তকং নিবর্ত কং বা কিঞ্চিদ্ বাহ্যম্ অপেক্ষ্যম্ অবস্থিতম্ অপ্তি।

অর্থাৎ, 'তৃণ পল্লব, জল প্রভৃতি যেমন নিমিন্তাম্ভরের অপেক্ষা না করিরা সভাবতঃই তৃশ্বাদির আকারে পরিণত হয়, – সেইরপ প্রধানও সভাবতঃই মহৎ-তত্ত্বাদির আকারে পরিণত হয়। এ পরিণান স্বাভাবিক, নৈমিন্তিক নহে। পূন্দ্ত—অচেতন তৃশ্ব বেমন স্বভাবতঃই বংদের পালনের জন্ম প্রবৃত্ত হয়, অচেতন জল যেমন স্বভাবতঃই লোকের উপকারের জন্ম প্রচলিত হয়, এইরপই অচেতন প্রধানও স্বভাবতঃই পূক্ষার্থ-সিদ্ধির জন্ম প্রবৃত্তিত হয়।

\* \* সাম্যাবস্থায় স্থিত গুণত্রয়ই সাংখ্যের প্রধান—তদ্ব্যতিরেকে প্রধানের প্রবৃত্তিক বা নিবর্তক কোন কিছু বাহা (আগস্কুক) নিমিন্তের অপেক্ষা নাই।

এ সম্পর্কে সাংখ্যস্ত্ত্র এই—

স্বভাবাং চেষ্টিতম্ অনভিসন্ধানাং ভৃত্যবং—সাংখ্যস্ত্র, ৩৬১ এই মর্মে ৩১৩ যোগস্ত্রের ব্যাসভাস্ত বলিতেছেন— গুণস্বাভাব্যং তু প্রবৃত্তিকারণম্ উক্তং গুণানাম্। অচেতনত্ত্বেংপি ক্ষীরবং চেষ্টিতং প্রধানস্ত্র— সাংখ্যস্ত্র, ৩/৫১ এ বিষয়ে সাংখ্যকারিকা এইরূপ বলিরাছেন—
বংসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্থ বথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য॥—সাংখ্যকারিকা, ১৭
অর্থাৎ, 'বংসের পুষ্টির নিমিত্ত বেমন অচেতন হুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়
সেইরূপ পুরুষের মৃক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয়।' ইহার সহিত্ত
সাংখ্যস্তত্তের 'ধেন্তবং বংসায়' (২।৩৭) তুলনীয়।

উংস্ক্রানিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিরাস্থ প্রবর্ততে লোক:।

পুরুষদ্য বিমোক্ষার্থং প্রথত তে তদ্বদ্ অব্যক্তম্ ॥ – সাংখ্যকারিকা, ৫৮
'ঔৎস্থক্য-নিবৃত্তির জন্ম লোকে বেমন ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হর, পুরুরর
মোক্ষের জন্ম সেইরূপ প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়।' ইহাকেই বলে "Spontaneous Evolution of Nature"।

বাচম্পতি বলেন, এখানে উৎস্থক্য অর্থে ইচ্ছা ( Desire ), ক্যি
অচেতন প্রকৃতির আবার ইচ্ছা কি ? অথচ সাংখ্যেরা বলেন—'স্বার্থ ইন্দ পরার্থ আরম্ভঃ' ( ৫৬ কারিকা )। ইহার ভাষ্যে গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

তথাচোক্তং 'কুম্ভবং প্রধানং পুরুষার্থং কৃত্বা নিবর্ততে' ইতি।

অর্থাং, ত্রিগুণং প্রধানং মৃদ্বং অচেতনং চেতনস্য পুরুষস্য অর্থং সাধিজ্ স্বভাবেনৈব বিচিত্রেণ বিকারাত্মনা বিবর্ততে—২।২।১ ব্রহ্মস্থত্তের শহরভাগ

এক কথায়, প্রধানস্ঠিঃ পরার্থং স্বতঃ — সাংখ্যসূত্র, ৩/৫৮

শ্রীশঙ্করাচার্য ৬।৪ প্রশ্নোপনিবদ্-ভাব্যে ঐ সাংখ্যমতের এইরপ উপন্তার করিয়াছেন—

আত্মা অকতা, প্রধানং কর্তৃ—অতঃ পুরুষার্থং প্রয়োজনম্ উর্রীর্নজা প্রধানং প্রবর্ততে মহদাভাকারেণ।

সাংখ্যেরা বলেন, ইহার দৃষ্টান্ত উট্র কর্তৃক পরার্থে কুঙ্গুমবহন

\* প্রুষদ্য চেতন্স্য ভোগাপবর্গরূপম্ অর্থং প্রয়োজনম্ উদ্দিশু প্রবর্ত তে —শঙ্করানন্দ-কৃত গীপিকা

## অনুপভোগেহপি পুনর্থং স্টেঃ প্রধানস্য উই্তুকুষ্মবহনবং

—সাংখ্যস্ত্র, ৬।৪০

প্রধানস্থা পরার্থং স্বতোহপ্যভোকৃষাদ্ উট্টকুকুমবহনবং—এ, ৩।৫৮ প্রধানস্য স্বত এব স্থাঃ বদ্যপি তথাপি পরার্থম্ অন্তন্য ভোগাপবগর্থিম্। ব্যা উট্ট্রস্য কুকুমবহনং স্বাম্যর্থং। কুতঃ ? অভোকৃষাদ্ অচেতনত্বেন ভোগাপবর্গাসম্বাৎ ইত্যর্থঃ—বিজ্ঞানভিক্

বেমন উট্র কুঙ্কুম ভোগ করিতে পারে না, তথাপি আপন প্রভুর নিমিত্ত সেই কুঙ্কুম বহন করে, সেইরূপ অচেতনা প্রকৃতি পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্তই স্বতঃ স্থাষ্ট করে।

আমরা জানি, উট্ট প্রভূর অভিপ্রায় অন্তুসারে চালিত হইরা ভার বহন করে—তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। প্রকৃতি কাহার অভিপ্রায়ে প্রবর্তিত হয়? সাংখ্যেরা কি স্বীকার করিবেন—পরম পুরুষের অভিপ্রায়-অন্তুসারে? তাহা যদি স্বীকার করেন, তবে ত' আর বিবাদ থাকে না।

বাদরায়ণ ত্রন্ধাস্থতের দিতীয়াধ্যায়ের দিতীয় পাদে সাংখ্যের এই স্বতঃ-পরিণামবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

রচনাত্মপপত্তেশ্চ নাত্মানম্—২।২।১

ন অচেতনং লোকে চেতনানধিষ্টিতং স্বতন্ত্বং কিঞ্চিং বিশিষ্টপুরুষার্থনির্বর্তনসমর্থান্ নিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্। গেছ-প্রাসাদ-শয়নাসন-বিহারভূম্যাদয়ো হি লোকে প্রজ্ঞাবন্তিঃ শিল্পিভিঃ রচিতাঃ দৃশ্বন্তে—তথা ইদং জগং
অখিলং পৃথিব্যাদি নানাকর্মফলোপভোগয়োগাং, বাভ্চম্ আধ্যাজ্মিকঞ্চ
শরীরাদি নানাজাতাঘিতং প্রতিনিয়তাবয়ববিত্যাসম্ অনেককর্মফলামুভবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং, প্রজ্ঞাবন্তিঃ সম্ভাবিততকৈঃ শিল্পিভিঃ মনসাপি আলোচয়িতুম্ অশকাং সং, কথম্ অচেতনং প্রধানং রচয়েং \* \* অতঃ রচনামুপপত্তেশ্চ
হেতোঃ ন অচেতনং জ্বাংকারণম্ অমুমাতব্যম্ ভবতি—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, 'অচেতন কোন কিছু চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে

বিশিষ্ট-পুরুষার্থ-নিস্পাদনবোগ্য বিকারের রচনা করিল—লোকে এরপ দৃষ্ট হয় না। বরং ইহাই দেখা যায় যে, গৃহ, প্রাসাদ, শব্যা, আসন, বিহারভূনি প্রভৃতি বৃদ্ধিমান্ (Intelligent) শিল্পী কভূ কই রচিত হয়। আর এই অথিল জগং – যাহার বিচিত্র রচনা-কৌশল বিশিষ্টতম শিল্পিরাও চিত্তে ধারণা করিভে পারেন না—অচেতনা প্রকৃতি তাহা রচনা করিল ? এইরশ রচনা অন্তপপর। অতএব অচেতন (Un-intelligent) কখনও জ্বমন্ কারণ হইতে পারে না।

সাংখ্যেরা দৃষ্টান্ত দেন বটে—'মৃংবং', কিন্তু মৃত্তিকা হইতে বিশিষ্টাকার রচনা কি কুন্তকার-সাপেক্ষ নহে ?

মুদাদির অপি কুন্তকারাভাধিষ্টিতের বিশিষ্টাকারা রচনা দৃশ্যতে।
অভএব চেতনপূর্বিকা চ স্থাটঃ \* \* সমানা এব হি সর্বেষ্ বেদান্তের্
চেতনকারণাবগতিঃ।\*

**१न-६**— श्रव्राड-६--२।२।२

প্রবৃত্তি: — সাম্যাবস্থানাং প্রচ্যুতি:। সাপি ন অচেতনন্ত প্রধানত্ব বতন্ত্রস্য উপপদ্যতে। ন হি মুদাদয়ো রথাদয়ো বা স্বয়ম্ অচেতনা: মন্ধ চেতনৈ: কুলালাদিভি: অশ্বাদিভির্বা অনধিষ্টিভা বিশিষ্টকার্বাভিম্প-প্রবৃত্তর দৃশ্বতে। দৃষ্টাং চ অদৃষ্ট-সিদ্ধি: \* \* যদ্মিন্ অচেতনে প্রবৃত্তি: দৃশ্বতে ন তস্য সা ইভি; ভবতু তস্যৈব সা, সা তু চেতনাদ্ ভবতি ইতি ক্রম \* \* তত্মাং সম্ভবতি প্রবৃত্তি: সর্বজ্ঞকারণত্বে, ন তু অচেতনকারণত্বে

--

অর্থাৎ, 'অচেতন প্রকৃতির সাম্যাবস্থা হইতে স্বতঃ প্রচ্যুতি উপণর নহে।
দৃষ্ট হইতেই অদৃষ্টের সিদ্ধি করিতে হয়। আমরা দেখিতে পাই, অচেতন
মৃৎখণ্ড বা রথাদি সচেতন কুম্ভকার বা অখাদির অধিষ্ঠান ভিন্ন বিশিষ্ট কার্বে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে কোথাণ্ড কোথাণ্ড (মেন

৬া৩ প্রস্ক-উপনিবদ্-ভাত্ত ও ১।১।১ - ব্রহ্মস্থতের শক্করভাত্ত

আচেতন শরীরে ) প্রবৃত্তি বোধ হর বটে—কিন্তু সে প্রবৃত্তি বাস্তবিক তাহার নহে। বদিই বা হর, সে প্রবৃত্তি চেতন হইতে উছ্ত। এই যে অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি ইহার কারণ জড় নহে—ইহার কারণ সচেতন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি পরমেশ্বর।

সাংখ্যেরা হৃষ্ণ, জল প্রভৃতি অচেতনের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত দেন বটে—কিন্তু এ দৃষ্টান্তের কোন সার্থকতা নাই। এ সহন্দে বাদরারণের হত্ত এইরপ— পরোস্থ্বং চেৎ তত্তাপি—২।২।১

নৈতং সাধু উচ্যতে। যতঃ তত্তাপি পরোম্বনোঃ চেতনাধিষ্টিতয়োঃ

এব প্রবৃত্তিঃ। চেতনায়াশ্চ ধেয়াঃ স্নেহেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্ত ক্ষাপেপত্তেঃ।

বংসচোষণেন চ পয়সঃ আক্রয়াণাস্বাং। ন চাম্বনাহপি অত্যন্তম্ অনপেক্ষা

নিম্নুম্যাদি-অপেক্ষত্বাং সান্দনস্য। চেতনাপেক্ষত্ত্ব সর্বত্ত উপদর্শিতম্

—শহরভাষ্য

অর্থাৎ, 'গাভীর যে তৃষ-প্রবৃত্তি, তাহা সে চেতন বলিরা এবং বংসের প্রতি মেহেচ্ছা-জনিত। কারণ, ধেলু বখন বংসের শরীর লেহন করে, তথনই তাহার তৃষ্ণ প্রস্তুত হয়। জলেরও যে নিমুগতি, তাহাও নিমুভূমির অপেক্ষায়—স্বভাবতঃ নয় (শঙ্করাচার্য মাধ্যাকর্ষণেরও উল্লেখ করিতে পারি-তেন)। অতএব সর্বত্রই প্রবৃত্তির জন্ম চেতনের অপেক্ষা আছে দেখা বার।

আমরা দেখিয়াছি, সাংখামতে দাম্যাবস্থাস্থিত গুণত্রয়ই প্রকৃতি—
তদ্বাতিরেকে পরিণাম-ব্যাপারে প্রকৃতির প্রধর্তক বা নিবর্তক কোন
আগন্তক নিমিত্তের অপেক্ষা নাই — ন তু তদ্বাতিরেকেণ প্রধানস্য প্রবর্তকং
নিবর্তকং বা কিঞ্ছিং বাহুম্ অপেক্ষ্যম্ অবস্থিতম্ অন্তি—যদিচ সাংখাচাযেরা স্বীকার করেন যে, অনাদিকাল হইতে অসংখা প্রক্ষের সামিধ্যের
দলে পরোক্ষভাবে ঐ পরিণামের সহায়তা হয়।

At the beginning of the evolutionary process, we have Prakriti in a state of quiescense (সামাবিস্থা) and

innumerable Purushas equally quiescent but exerting on Prakriti a mechanical force. This upsets the equilibrium of Prakriti and initiates a movement which takes the form of evolution. \*\* So the first cause as well as the final cause of the world process is Purusha, but the causation of Purusha is purely mechanical, being due not to its volition but to its mere proximity. Purusha moves the world by a kind of action, which is not movement.—Prof. Radhakrisnan.

বাদরায়ণ এ মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন— ব্যতিরেকানবস্থিতে শ্চানপেক্ষত্মাং— ২।২।৪

পুরুবস্ত উদাসীনো ন প্রবর্তকো ন নিবর্তক ইতি অতঃ অনপেক্ষ প্রধান্ম। অনপেক্ষতাৎ চ কদাচিৎ প্রধানং মহদাছাকারেণ পরিণমতে কদাচিৎ ন পরিণমতে ইতি এতং অযুক্তম্। ঈশ্বরস্য তু সর্ব ক্রত্বাৎ সর্বশক্তিঘাৎ মহান্যায়তাৎ চ প্রবৃত্তাপ্রবৃত্তী ন বিরুধ্যেতে—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, 'পুরুষ যথন উদাসীন ( নিচ্ছিন্ন )—প্রবর্ত কণ্ড নম্ন, নিবর্ত কণ্ড নম—তথন (তাহাদের সন্নিধিসত্ত্বেও) প্রধান অনপেক্ষ। এবং বেহেতু অনপের্ক, অতএব কথনও তাহার পরিণাম ঘটিবে, কথনও ঘটিবে না। কিন্তু সর্বঞ্জ সর্ব শক্তি মহামায় ঈশ্বরের জগংকত্ ত্ব স্বীকার করিলে ঐরপ আপত্তি বার্থ হয়।

প্রকৃতির নিমিত্তান্তরের নিরপেক্ষতা সিদ্ধ করিবার জন্ত সাংখ্যের বি গাভিত্তক তৃণাদির ত্থারূপে স্বতঃ পরিণামের দৃষ্টান্ত দেন—বথা তৃণপদ্ধ বোদকাদি নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং স্বভাবাৎ এব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণ<sup>মতে</sup> এবং প্রধানম্ অপি মহদান্তাকারেণ পরিণংস্যতে—তংসম্পর্কে বাদরারণ বলেন—

<u>षण्यां चार ह न ज्लानिवर—शश</u>

ভবেং তৃণাদিবং স্বাভাবিক: প্রধানস্যাপি পরিণামো যদি তৃণাদেরপি হাভাবিক: পরিণামঃ অভ্যুপগম্যেত। ন তু অভ্যুপগম্যুতে নিমিন্তান্তরোপ-লব্ধে:। কথং নিমিন্তান্তরোপলব্ধিঃ ? অক্তর্র অভাবাং। ধেরৈব হ্যুপভূকং তৃণাদি কিরী ভবতি—ন প্রহীণম্ অনডুহাত্মপভূক্তং বা। \* \* মহুব্যা অপি শকুবন্ত্যেব উচিতেন উপারেন তৃণাদি উপাদার ক্ষীরং সম্পাদ্যিত্ম। প্রভূতং হি ক্ষীরং কাময়মানাঃ প্রভূতং ঘাসং ধেয়ং চারয়ন্তি। ততশ্চ প্রভূতং ক্ষীরং লভন্তে। তত্মাং ন তৃণাদিবং স্বাভাবিকঃ প্রধানস্ত পরিণামঃ
—শঙ্করভার্য

অর্থাৎ, যদি তৃণাদির ত্থারূপে পরিণাম স্বাভাবিক হইত, তবে না হর প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম স্বীকার করা যাইত। কিন্তু দেখা যায়, তৃণাদির ত্থারূপে পরিণামস্থলে নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা থাকে। গাভিষারা উপভুক্ত তৃণাদিই ত্থারূপে পরিণত হয় —নিরিন্দ্রির গাভী বা ব্রষ কর্তৃক উপভুক্ত তৃণার কি তৃথারূপে পরিণাম হয় ? অতএব নিমিত্তের অপেক্ষা স্পষ্টই উপলব্ধ হইল। আরও দেখা যায়, উচিত উপায় অবলম্বন করিলে মামুবেও তৃথার হাসবৃদ্ধি করিতে পারে। যেখানে প্রভৃত ঘাস, সেখানে গোচারণ কর, প্রভৃত তৃথা পাইবে। অতএব তৃণাদিবৎ প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণাম —এ মত ভিত্তিহীন।

সাংখ্যেরা বলেন, পুরুষের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্ম প্রকৃতির উৎস্থক্য এবং তজ্জনিত প্রকৃতির পরিণাম। এ কণা যদি ঠিক্ হয়, তবে ত' নিমিত্তান্ত-রের অপেক্ষা রহিল—প্রকৃতির পরিণাম নিরপেক্ষ হইল কই ? এ সম্বন্ধে বাদরায়ণের স্ত্ত্র এই—

অভ্যুপগমেহপি অর্থাভাবাৎ—২।২।৬

সাংখ্যেরা যে বলেন, 'স্থার্থ ইব পরার্থ আরম্ভ:'—পরার্থ ত' পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ। পুরুষ যথন স্থ্থ-ত্বংথের অতীত —অনাধেয়াতিশর, তথন আবার ভোগ কি ?

ভোগদ্বেং কীদৃশঃ অনাধেরাতিশয়শু\* প্রুষশু ? ভোগো ভবেং মনি-র্মোকপ্রসঙ্গশ্চ।

আর অপবর্গ ? নোক্ষ ? সদামূক্ত পুরুবের মোক্ষ জন্ম প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা কি ?

অপবর্গন্ডেং প্রাগণি প্রবৃত্তেঃ অপবর্গন্ত সিদ্ধতাংক প্রবৃত্তিঃ অনর্থিকা স্থাৎ, শঁকাতমুপলন্ধি-প্রসঙ্গক —শঙ্করভায়

পুনশ্চ—যদি তাবং স্বাভাবিকী প্রধানস্ত প্রবৃত্তি: ন কিঞ্ছিং জন্তুং ইহ অপেক্ষতে ইত্যুচ্যেত, ততো যথৈব সহকারি কিঞ্চিং নাপেক্ষত এক প্রয়োজনমপি কিঞ্চিং নাপেক্ষেত ইতি অতঃ প্রধানং পুরুষস্ত অর্থং সাধারিত্বং প্রবৃত্তিতে ইতীরং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। \* \* উৎস্কানিবৃত্তার্থা প্রবৃত্তি। ন চ পুরুষস্ত নির্বান্ত নির্বান্ত অচেতনস্ত উৎস্ক্কাং সম্ভবৃতি। ন চ পুরুষস্ত নির্বান্ত নির্বান্ত উৎস্ক্কাম।—শঙ্করভান্ত

অর্থাৎ, সাংখ্যেরা যে বলেন, ওংস্ক্কানিবৃত্তির জন্ম প্রকৃতির প্রবৃত্তিএ মতও যুক্তিসহ নহে। অচেতন প্রকৃতির আবার ওংস্কা কি? অতথ্য
পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ম প্রকৃতির প্রবৃত্তি—এ মত অবৌক্তিক। তথাং
প্রধানশ্য প্রকৃষার্থা প্রবৃত্তিঃ ইত্যেতৎ অযুক্তম্।

সাংখ্যাচার্যেরা আরও ত্ইটি দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতির স্বতঃ পরি
পাম সিদ্ধ করিতে চাহেন—একটি অয়স্কান্ত মণির দৃষ্টান্ত, অগ্রটি অন্ধণসুর মং
যোগ দৃষ্টান্ত। বাদরায়ণ বলেন, এ উভয় দৃষ্টান্তই অনুপপন্ন (inapplicable).

পুরুষাশ্মবং ইতি চেং তথাপি—২।২।৭ ( অশ্ম = অরস্কান্ত, Loadstone. )

প্রথম অরক্ষান্ত মণির দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। এ বিষয়ে সাংখ্যস্ত এই— তংসঞ্চিধানাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবং—১।৯৬

<sup>\*</sup> অনাধেরাতিশয়স্ত = স্থত্ঃথপ্রাপ্তিপরিহাররূপ-অতিশ্যুশুম্বস্ত —আনন্দিরি

<sup>†</sup> স্বরূপাবস্থানস্ত সদাতনতাৎ—আনন্দগিরি

ইহার ভিক্তায় এইরপ —

বথা অরস্কান্তমণে: সামিধ্যমাত্রেণ শল্যনিকর্ধকত্বং ন সম্বাদিনা, তথৈব আদিপুরুষস্ম সংযোগমাত্রেণ প্রকৃতেঃ মহৎতত্ত্বরূপেণ পরিণমনম্। তথা চোক্তন্ নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে বথা লোহঃ প্রবর্ততে। স্তামাত্রেণ দেবেন তথা চায়ং জগজ্জনিঃ॥

'রেমন অরস্কান্ত নণির সান্নিধ্য নাত্রেই শল্যাদি লৌহের নিকর্ষক হর,
সম্বন্ধাদি দারা হর না—সেইরূপ পুরুষের সংযোগমাত্রেই প্রকৃতি নহৎতত্ত্বক্রপে পুরিণত হইরা পাকে।'

শঙ্করাচার্য ঐ ২৷২৷৭ স্থত্তের ভাস্তে এ সম্পর্কে সাংখ্যমত এইরূপে বিবৃত্ত করিয়াছেন—

বঞা 'বা অরস্বাস্তোহশ্মা স্বরম্ অপ্রবর্তনানোহপি অরং প্রবর্তরতি এবং পুরুষং প্রধানম্ প্রবর্ত রিবাতি।

কিন্ত এই দৃষ্টান্ত প্ররোগ দারা আপত্তির নিরাকরণ হর না —বরং একট্ পরীক্ষা করিলেই দেখা বার, এ দৃষ্টান্তই অন্থপপর। সাংখ্যমতে প্রুষ সম্পূর্ণ নিক্রিয় ও নির্ব্যাপার। অরস্কান্ত মণি কি তাহাই? বিজ্ঞানের সাহায়ে আমরা জানি, অরস্কান্ত মণি ক্রিয়াশীল চৌম্বকশক্তির কেন্দ্রস্থল। সেইজন্ত শহরাচার্য বলিতেছেন—

নাপি অন্তস্কান্তবং সন্নিধিমাত্ত্রেণ প্রবর্ত রেং। সন্নিধিনিতাছেন প্রবৃত্তি-নিতাত্বপ্রসঙ্গাং। অন্তস্কান্তস্ত তু অনিত্য-সন্নিধেং অন্তি স্বব্যাপারং সন্নিধিং, পরিমার্জনান্তপেক্ষা চাস্য অন্তি ইতি অন্তপন্তাসং পুরুষাশ্মবং।

এ সম্পর্কে গৌড়পাদাচার্য ২১ কারিকার ভারে নিখিয়াছেন—

বথা স্ত্রীপুরুষসংযোগাং স্থতোৎপত্তিঃ তথা প্রধানপুরুষসংযোগাং সর্গস্য উৎপত্তিঃ।

'বেমন ত্রীপুরুষের সংযোগে পুক্রোৎপত্তি, দেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের শংশোগে স্বস্টির উৎপত্তি।' তাহাই যদি হয়, তবে পুরুষ নিচ্ছির, সন্নিধি-

সাংখ্য পরিচয়

900

মাত্রে উপকারী—এ সকল মতের স্থল কোথার ? স্থতোংপভিস্থলে কি পুরুষ নির্ব্যাপার ?

অতএব, the metaphor of magnet and soft iron is unavailing, since the नामिश of Purusha with Prakriti being permanent would involve an unceasing evolution.

-Radhakrisnan

স্ত্রকার বলিলেন—অন্ধ-পঙ্গু সংযোগের দৃষ্টান্তও অনুপপন। সাংখ্যের ঐ দৃষ্টান্তের এইরূপ প্রয়োগ করেন—

পুরুষশু দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানশু।

পৃত্ব-অন্ধবদ্ উভয়োরপি সংযোগন্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥—সাংখ্যকারিকা, ২১

ইহার ভায়ে মাঠর-রত্তিকার লিথিয়াছেন—

বথা কিল কশ্চিং অন্ধঃ সার্থেন সমং পাটলিপুত্রং প্রস্থিতঃ স চ সার্থং চৌরে অন্ধোহপি অবশেষজীবিতঃ কুচ্ছেণ মহতা নির্জগাম। স চ সর্ব-স্বজনবির্হিত ইতশ্চেতশ্চ পরিভ্রাম্যন্ পম্থানম্ অপশ্যন্ সমন্তাৎ, চংক্রমমাণ্ কেনচিদ্ বনমধ্যন্থেন পঙ্গুনা দৃষ্টঃ প্রোক্তন্ত। ভো ভো অন্ধ। মা ভৈবীরহং পঞ্চু: মার্গদর্শনে কুশলো গম্ভম্ অসমর্থঃ। অন্ধেন প্রতিবচনং প্রোক্তম্—ভো পঙ্গো! যথা ভবান্ গমনাশক্তঃ তথাহমপি ন শক্ষোমি দ্রষ্টুং, গল্ভং মম সামর্থন্ অন্তি। তব দর্শনসামর্থ্যেন অহং ভবন্তং স্কন্ধেন আদার গচ্ছামি এবম্ উভরো-ত্বংখপরিহারলক্ষণা কার্যসিদ্ধির্ম্ন । এবং তরোর্যথা স্বার্থলব্বিহেতুকঃ সংক্ষ সংযোগন্তল্যঃ। তদ্বং। পঙ্গু-অন্ধবং প্রধানপুরুষৌ দ্রন্থী। পঙ্গুবং পুরুষ ত্রষ্টব্যঃ। অন্ধবং প্রধানম্। পুরুষশু দৃক্শক্তিঃ। প্রধানশু ক্রিয়াসামর্থাম্। <sup>এবং</sup> প্রধানমপি পুরুষন্ত মোক্ষং কৃতা নিবর্ততে। পুরুষঃ প্রধানং দৃষ্ট্রা মোক্ষ গচ্চতি।

ইহার ভাবার্থ এই---

পথে দম্যাদন এক অন্ধ বৃণিকদলে মিশিয়া পাটলিপত্ত যাইতেছিল। প্রথা গ্র

সেই বণিকগণকে আক্রমণ করিলে, অন্ধ প্রাণ লইয়া কোন রক্মে রক্ষা পাইল। অন্ধ দলচ্যুত হইয়া দীনভাবে যখন সেই বনমধ্যে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, তখন এক পঙ্গু তাহাকে দেখিতে পাইল এবং বলিল, 'হে অন্ধ! ভর পাইও না, আমি পঙ্গু—চলিতে পারি না, কিন্তু দেখিতে পাই। তুমি আমাকে স্কন্ধে বহন কর, আমি তোমায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। এইয়পে উভয়েরই কার্যসিদ্ধি হইবে।' অন্ধ বলিল, 'বেশ কথা—আমি ত' চলিতে পারি—আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।' পঙ্গু তাহাই করিল। তখন উভয়ের সহযোগে উভয়েরই ইপ্তাপত্তি সাধিত হইল। প্রকৃতি প্রকৃষের সংযোগও ঐরপ। প্রকৃতি অন্ধ, প্রকৃষ পঙ্গু। প্রক্ষের দৃক্শক্তি ও প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তি—উভয়ে মিলিত হইয়া স্পিকার্য সম্পন্ন করে। প্রকৃতি প্রকৃষের মোক্ষ সাধিয়া নিবৃত্ত হয়—প্রকৃষ প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া মোক্ষ লাভ করে।

শঙ্করাচার্য এ বিষয়ে সাংখ্যমতের এইরপে সংক্ষেপ করিয়াছেন—

বথা কশ্চিং পুরুষ: দৃক্শক্তিসম্পন্ন: প্রবৃত্তিশক্তিবিহীন: পঙ্গু: অপরং পুরুষং প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং দৃক্শক্তিবিহীনম্ অন্ধম্ অধিষ্ঠান্ন প্রবর্তন্তি, এবং পুরুষং প্রধানং প্রবর্তন্তিন্তাতি।

অর্থাৎ, প্রকৃতি without পুরুষ is helpless, nor can পুরুষ gain freedom without the aid of প্রকৃতি—Prof. Radhakrisnan

কিন্ত এই দৃষ্টান্ত দারা ত' আপত্তির সমাধান হইল না—তথাপি নৈব দোবাং নিৰ্মোক্ষঃ অন্তি। কেন ?

প্রধানস্ত স্বতন্ত্রস্ত প্রবৃত্তাভ্যুপগমাং, পুরুষস্ত চ প্রবর্তকদ্বানভ্যুপগমাং।
কথং চোদাসীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্তমেং? পঙ্গুরপি হৃদ্ধং বাগাদিভিঃ
পুরুষং প্রবর্তমতি। নৈবং পুরুষস্ত কশ্চিদপি প্রবর্তন-ব্যাপারোহন্তি নিজ্ঞিমছাৎ নিগুর্ণস্থাৎ চ। \* \* তথা প্রধানস্ত অচৈত্ত্যাৎ পুরুষস্ত চ উদাসীত্তাৎ,
ছতীয়স্য তু তয়োঃ সংবদ্ধঃ অভাবাৎ সম্বদ্ধান্ত্রপপত্তিঃ।

ষ্পাৎ, সাংখ্যমতে, স্বতন্ত্র প্রকৃতিরই প্রবৃত্তি—পুরুষের প্রবর্তনা নাই। CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi পুরুষ যথন উদাসীন, তথন কিরপে প্রকৃতিকে প্রবর্তিত করিবে? গৃষ্ অন্ধকে বাক্য দারা প্রবর্তন করে, কিন্তু নিক্রিয় ও নিগুণ পুরুষের দোন প্রকার প্রবর্তন-ব্যাপারই ঘটিতে পারে না। আর ঐ অচেতন প্রকৃতি ও উদাসীন পুরুষের সম্বন্ধ-ঘটিয়িতার অভাবে উভয়ের সম্বন্ধই অসিদ্ধ হয়।

এই দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে অধ্যাপক রাধাক্ষ্ণন্ যথার্থই লিখিয়াছেন—

The analogy of পকু and অন্ধ is unsound, because they both being চেতন can take counsel together but প্রকৃতি is not চেতন।

The simili of the blind and the lame man is misleading, since both of them are intelligent and active agents, who can devise plans to realise their common purpose.

পুনশ্চ—The analogies employed by the Sankhya (e.g. trees growing fruits\*—বংসবিবৃদ্ধি, অন্ধপস্থসংযাগ) do not carry us very far. Mechanism does not explain itself. The evolution of Prakriti implies spiritual agency.

\* \* There is something more than mechanism in Prakriti—otherwise it cannot gain for us freedom.

আমরা দেখিরাছি, সাংখ্যমতে গুণত্রর বিরুদ্ধ প্রকৃতিশালী ও সংমদশীন হইলেও অঙ্গাঞ্চিভাবে অবস্থান করিয়া মিথুনভাবে কার্য করে এবং তজ্জ্জ্জ্ব ordered evolution বা বিবর্তন সম্ভাবিত হয়। বাদরামণ বলেন, সাম্যাবস্থায় ইহা অসম্ভব। আমরা জানি সাম্যাবস্থা সেই অবস্থা— যাহাতে গুণত্রর মুখ্যগৌণ ভাব পরিত্যাগ করির। স্বরূপ নাত্রে অবস্থান করে—

<sup>\*</sup> অচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ কথং প্রবৃত্তিঃ ? দৃষ্টা অচেতনানাসপি বৃক্ষাণাং ফ্লাদিয়ারেণ গ্রবৃত্তিরিতি –২।১ সাংগ্যস্তত্তের অনিকৃদ্ধ বৃত্তি

বং হি স্তরজ্ঞ্মদাম্ অক্টোন্ত-গুণ-প্রধান-ভাবম্ উৎস্জা সাম্যোন প্রপ্যাত্তেণ অবস্থানং সা প্রধানাবস্থা।

য স্ব-প্রধান ঐ গুণত্রর কেহ গৌণ, কেহ মৃথ্য না হইলে ভ' বৈষম্য খাসিতেই পারে না। তাই বাদরারণ স্ত্র করিলেন—

অধিতাত্বপদত্তে\*6-২।১৮

বাহাস্য চ কস্যচিং ক্ষোভন্নিত্: অভাবাং গুণবৈষম্যনিমিত্ত: মহদাত্যুং-পাদো ন স্থাং—শহরভাষ্য

অর্থাৎ, দাংখ্যেরা বখন আগন্তুক কোন কিছু ক্ষোভক অস্বীকার করেন, তখন গুণ-ক্ষোভই হইতে পারে না। অতএব তজ্জনিত মহৎতত্ত্বাদির উৎপত্তি হইবে কিরপে ? কারণ, দাংখ্যমতে দাম্যাবস্থার বিচ্যুতি-দিদ্ধি-কারী 'জ্ঞ-শক্তি' প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে—

অন্তথাত্মনিতৌ চ জ্ঞ-শক্তিবিয়োগাং – ২৷২৷৯

यिन वन, व्यामारमञ्ज मर्छ—'ठनः धनवृद्धम्' ইতি চান্তি बज्राभगमः। जन्मार माम्यावस्थात्राम् व्याभ देवसरमाभगमरवाना। এव धना व्यविकृत्ति।

উত্তরে বলি—বৈষম্যোপগমধোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিত্তা-ভাবাং নৈব বৈষম্যং ভজেরন্।

মধাৰ, 'Since there is no exterior principle to stir up the Gunas into an unstable state, activity is impossible.'

পুনশ্চ—এবমপি প্রধানস্য জ্ঞ-শক্তিবিয়োগাং রচনাত্রপপত্ত্যাদয়: পূর্বোক্তা দোষা: তদকস্থা এব—শঙ্করভাষ্য

আর যদি সাংখ্যেরা জ্ঞ-শক্তিরই সত্তা স্বীকার করেন, তবে ত' ব্রশ্ববাদ প্রসঙ্গই হয়—বে মতে এক চেতন অনেক-প্রগঞ্চ এই জগতের উপাদান। তাহা হইতে ত' আর বিবাদ থাকে না।

জ-শক্তিম অপি তু অন্থমিমানঃ প্রতিবাদিষাং নিবতেত। চেতনম্

<sup>একম্</sup> অনেকপ্রপঞ্চন্ত জগতঃ উপাদানম্ ইতি ব্রন্ধবাদ-প্রদঙ্গাৎ—শঙ্করভাষ্য CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi শুধু ব্রহ্মস্ত্র কেন—উপনিষদ্, গীতা, পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি দৃষ্ট করিলেও এই স্বতঃ-পরিণাম-বাদের স্বস্পষ্ট নিরাস লক্ষিত হয়।

উপনিষদে আমরা এই বচনটি প্রাপ্ত হই-

তমো বা ইদম্ অগ্র আসীং একং তংপরে স্যাৎ। তংপরেণেরিতং বিষমত্বং প্ররাতি এতদ্রপং বৈ রজঃ। তদ্ রজঃ ধলীরিতং বিষমত্বং প্রয়তি এতদ্ বৈ সন্ত্বস্য রূপং তৎ সন্তব্—মৈত্রায়ণী, ৫।২

এই 'পর'—যাঁহার প্রেরণায় স্ঠাষ্ট সিদ্ধ হয়, তিনি আর কেহ নহেন— পরমেশ্বর।

গীতায় ভগবান্ শীরুঞ্ স্পষ্ট উপদেশ দিহাছেন যে, প্ররুতির যে পরিণাম তাহা ঈশবের অধিষ্ঠান জন্ম

মরাধ্যকেণ প্রকৃতিঃ স্থাতে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তের জগদিপরিবর্ত তে ॥—গীতা, ৯০০
ভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে।
আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম সংঘটিত হয়।'\*

বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে ইহার প্রতিধ্বনি গুনিতে পাওয়া যায়—

গুণসাম্যাং ততন্তমাং ক্ষেত্ৰজ্ঞাধিষ্টিতাং মুনে !

গুণব্যঞ্জনুসংভৃতিঃ সর্গকালে দিজোক্তম ॥ বিষ্ণু, ১।২।৩২

অর্থাৎ, 'ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর কতৃ কি অধিষ্ঠিত হইলে, তবে সৃষ্টিকালে গুণত্ররে

সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া গুণের ব্যঞ্জনা হয়।'

কালাং গুণব্যতিকর: পরিণাম: স্বভাবত:।

কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্টিতাদ্ অভৃং ॥ –ভাগবত, ২।৫।২২ অর্থাং, 'পুরুষ ( ঈশ্বর )-কর্তৃ ক অধিষ্টিত হইলে, তবে হুণত্রয়ের ব্যক্তির

\*Through the control of the Supreme Lord, Prakriti is progressively pluralised, even as a single throb of Bergson's elan vilal is broken into its manifold reverberations in nature.

(ফোভ) উৎপন্ন হয়। পরস্ক মহৎ-তত্ত্বের উৎপত্তির পক্ষে জীবের পূর্ব-কল্লীয় অভুক্ত কর্মণ্ড নিমিত্ত কারণ।'

এই মর্মে মহাভারতকারও বলিরাছেন-

অচেতনা চৈব মতা প্রকৃতিশ্চাপি পার্থিব।

এতেনাধিষ্টিতা চৈব স্ঞতি সংহরতাপি ॥—শান্তিপর্ব, ১১৪।১২

'এই যে অচেতনা প্রকৃতি—পরম-পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই সে সৃষ্টি ও সংহার কার্য সম্পন্ন করে।'

পুনশ্চ—জাতক্ষোভাদ্ ভগবতো মহান্ আসীং গুণত্রয়াং

—ভাগবত, ৩া২০া১২

'ভগবান্ হইতে প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে, তবে মহানের প্রাহর্ভাব হয়।'

'তন্ত্ব-সমাস'-বৃত্তিতেও মহৎ-তত্ত্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে এরপ উপদেশই দুষ্ট হয় —

অব্যক্তাৎ প্রাগ্ উপদিষ্টাৎ সর্বগতপুরুষেণ পরেণাধিষ্টিতাং বৃদ্ধিকং-পছতে।

অর্থাৎ, 'সর্বগত পর পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত অব্যক্ত হইতে বৃদ্ধি উৎপন্ন হয়।'

অশুত্র গীতার ইহাকেই ভগবান্ প্রকৃতিতে গর্ভাধান বলিরাছেন —

মম যোনি র্মহদ্বন্ধ তন্মিন্ গর্তং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

সর্বযোনিষ্ কৌস্তের মৃত্রঃ সম্ভবন্তি যাং।

তাসাং ব্রদ্ধ মহদ্যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥—গীতা, ১৪।৩-৪

ভগবান অজুনকে বলিতেছেন:—'প্রকৃতিতে আমি যে গর্ভাধান করি, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়। জগতে যে কিছু মূর্তি উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহার যোনি ( মাতৃস্থানীয়া ), এবং আমি তাহার বীজ্ঞদ পিতা।

ভাগবতে ইহার সমর্থন আছে— কালবৃত্তা তু সায়ায়াং গুণমব্যাম্ অধোক্ষতঃ।

পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্যম্ আধত্ত বীর্যবান্।।

ততোহতবৎ মহৎতক্তম্ \* \* ৷--ভাগ, ৩।৫।২৬-৭

'কালপ্রাপ্ত হইলে অতীন্ত্রিয় শক্তিমান্ পরমাত্রা গুণময়ী মায়াতে আছু-ভূত পুরুষরূপে বীর্ষাধান করিলেন। তাহা হইতেই মহৎতত্ত্ আবিভূ ত হইন।

দৈবাং ক্তিতধর্মিণ্যাং স্বদ্যাং বোনৌ পরঃ প্যান্।

আধত্ত বীর্ষং সাহস্তত মহংতক্তং হিরণায়ম্ ॥—ভাগ, ৩।২৬।১৯

'সেই পরম পুরুষ দৈববশে ক্ষৃভিতধর্মী নিজবোনি প্রকৃতিতে বীর্ষাধান করিলে, প্রকৃতি হিরণায় মহংতত্ত্ব প্রসব করিল।

এ সম্পর্কে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ এইরূপ লিখিয়াছেন—

The Sankhya says, Prakriti is equally primordial with Purusha, being underived and independent. But if the womb of the eternal ground of Prakriti is not impregnated by the Purusha, there can be no experience It is the influence of Purusha, which not only starts the evolution of Prakriti, but continually maintains it.

ইহা প্রাচীন উপদেশেরই প্রতিধ্বনি। ছান্দোগ্য উপনিবদে আমা শুনিয়াছি যে, পর-দেবতা ( পরমেশ্বর ) জীবরূপে জগতের মধ্যে জন্পুরি হইয়া নামরূপের ব্যাকরণ করিলেন।

সেয়ং দেবতা ঐক্ষত অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরু<sup>দ</sup> ব্যাকরবাণি—ছান্দোগ্য, ভাতা২

অর্থাৎ, গীতার ভাষায়-

নয়া ততম্ ইদং দৰ্বম্ জগং অব্যক্তমূতিনা— । । । ফলতঃ সাংখ্যেরা যে প্রকৃতিকেই সর্বেসর্বা এবং জগৎস্কৃতির জন্ম পর্বার্থ

মনে করেন, এ মত সমীচীন নহে। প্রকৃতি জগতের উপাদানকারণ বটে, কিন্তু নিমিত্তকারণ ভিন্ন একৈক যথেষ্ট নহে। এই জ্ঞা বাদরায়ণ হত্তে করিয়াছেন— প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টাস্তামপরোধাৎ—১/৪/২৩

এবং প্রাপ্তে জনঃ। প্রকৃতিশ্চোপাদানকারণং চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণং চ — শহরভাষ্য

নিমিত্তমেব ব্রহ্ম স্থাদ্ উপাদানং চ বীক্ষণাং—ভারতীতীর্থ অর্থাং, 'ব্রহ্ম যে কেবল জগতের নিমিত্তকারণ, তাহা নহে—তিনি নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-করেণ উভয়ই।'

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া চৈতক্যরিতামূতকার লিখিয়াছেন— মানার মে তুই বৃত্তি—নারা আর প্রধান। মানা নিমিত্ত হেতু বিশ্বের, প্রকৃতি উপাদান।

প্রকৃতির পরিণাম বে স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না, যুক্তিদারাও তাহা প্রমাণিত করা বার। আমরা জানি, প্রকৃতি জগতের নির্বিশেষ উপাদান (homogenous root-matter)। সে উপাদান যখন নির্বিশেষ (homogeneous), তখন তাহার যে সাম্যাবস্থা (state of equilibrium), সে সাম্যাবস্থা স্থারী নয়, ভঙ্গুর (unstable equilibrium)। ভঙ্গুর সাম্যাবস্থা বলিলে সেই অবস্থা ব্ঝায়, যে অবস্থায় শক্তিসমূহের সামঞ্জন্ম থাকে বটে, কিন্তু সে সামঞ্জন্ম এতই ভঙ্গুর (unstable) যে, বদি আগন্তক কোন শক্তি (তা' সে শক্তি বতই সামান্ত হউক না কেন) তমধ্যে আপতিত হয়, তবে তখনই সেই সাম্যাবস্থার বিচ্চাতি ঘটে এবং সেই নির্বিশেষ উপাদান পরিণামোমুখ হইয়া বিকারপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার কলে ক্রমশঃ অবিশেষ ইইতে বিশেষের আরম্ভ হয় এবং সেই বিশেষ ভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে এবং বিশেষ পর পর পর স্বিশেষে পরিণত হয়।

এ সম্পর্কে দার্শনিকপ্রবর হার্বার্ট ম্পেন্সর্ বাহা বলিরাছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। সাংখ্য পরিচর

The condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium. The phrase 'unstable equilibrium' is one used in mechanics to express a balance of forces of such kind that the interference of any further force, however minute, will destroy the arrangement previously subsisting and bring about a totally different arrangement.

It is clear that not only the homogeneous must lapse into the non-homogeneous but that the more homogeneous must tend ever to become less homogeneous.—Herbert Spencer's First principles: The Instability of the Homogeneous, p. 358.

অধ্যাপক রাধাক্বফন্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিরাছেন—

In সায়াবস্থা, 'গুণকোভ' can only result from a nisus or elan. With the Sankhya, this disturbance (which sets up the process of evolution) is due to the action of the innumerable Purushas on Prakriti.

এই যে অতিরিক্ত শক্তি ('further force')—নাহার আগমন জি নির্বিশেষ সবিশেষে পরিণত হইতে পারে না—সে শক্তি আদিল কোথা হইতে ? পরমেশ্বর হইতে – যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী (গীতা)—তির্নিই পুরাণী প্রবৃত্তির প্রবর্তির প্রবর্তির পরিণাম কথনই স্বন্তর্নিই হইতে পারে না।

এ সম্পর্কে আর'ও বক্তব্য আছে—আগামী অধ্যায়ে বলিব।

<sup>\*</sup>When the three Gunas are in equilibrium, there is the one, the virgin matter, unproductive; when the power of the Highest overshadows her and the breath of the Spirit comes upon her the qualities are thrown out of equilibrium and she becomes the Divine Mother of the worlds.—Annie Besant.

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### नेकराज नांगकम्

वामत्रायन विकारात्व विकासिकामात्र श्रव्य हरेया, श्रवस्मर विकास विकास কথা তুলিয়াছেন — জন্মাদি অস্য যতঃ' ( ১৷১৷২ )—অর্থাৎ, ভগতের 'স্ঞ্জন পালন, লয়, যাঁহা হ'তে সম্দয়'—তিনিই বন্ধ। বন্ধের প্রমাণ কি ? বাদরায়ণ বলেন —'শাস্ত্রযোনিছাৎ' (১৷১৷৩)—শাস্তাৎ এব প্রমাণাৎ ন্ধ্বগতো জন্মাদি-কারণং ব্রহ্ম অধিগম্যতে (শহরভাষ্য)। অর্থাং, ব্রহ্ম এক্মাত্র শন-প্রমাণের গম্য। কিন্তু সাংখ্যেরা বলেন, জগতের জন্মাদির কারণ বন্ধ <mark>নহেন —অচেতনা প্রকৃতি – 'অচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণম্'। অত</mark>এব আলোচনার আরম্ভেই বাদরায়ণকে সাংখ্যমতের নিরাস করিতে হইয়াছে। এ সম্পর্কে তাঁহার স্থত্র এই —'ঈক্ষতে নাশন্ধর্' (১।১।৫)। সাংখ্যের প্রধান বেদ-বোধিত নহে—উহা 'অ-শব্ধ'—সাংখ্যদিগের পরিকল্পনা মাত্র। অধিকন্ত উহা যুক্তিরও বিরোধী। কি যুক্তি ? ঈক্ষতে:—ঈক্ষিতৃত্ব-শ্রবণাৎ কারণস্য— যিনি জগৎ-কারণ, তিনি ঈক্ষাময়। জগতের মধ্যে তাঁহার ঈক্ষার, অভি-র্দান্তর—তাঁহার Design-এর, Purpose-এর স্পষ্ট পরিচর পাওয়া বার। শ্রতিও পূনঃ পূনঃ এই ঈক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন—ঈক্ষা-পূর্বিকামেব স্পষ্টম্ আচষ্টে। কোথায় ? এবং হি শ্রুয়তে নিমোক্ত শ্রুতিবাক্যে—

সদেব সোমা ! ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদিতীয়ম্। তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাম্। প্রজায়ের ইতি—ছান্দোগ্য, ৬৷২৷১,৩

শ ঈক্ষত লোকান্ হু সঞ্জা ইতি—এত, ১৷১

স ঈক্ষাংচক্রে স প্রাণম্ অস্বত-প্রশ্ন, ৬١৩,৪

যদি বল, গৌণভাবে প্রধানেও ঈক্ষার উপচার হর - উত্তর, 'হইছে গারে না'—বেহেতু শ্রুতিতে 'আত্ম'-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে— গৌণশ্চেৎ ন আত্মশ্বাৎ—১১১৬

—বেমন ছান্দোগ্যের নিমোদ্ধত মন্ত্রদরে—

অনেন স্বীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি

—ছান্দোগ্য, ভাতা

ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা—ছান্দোগ্য, ৬৮।৭ ঐ উভয় মন্ত্রেই আমরা 'আত্মন্' শব্দের প্রয়োগ পাইলাম। আত্ম কথনও অচেতন হইতে পারেন না।

সেইজন্ম ঐ সকল শ্রুতি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষ্ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

যা চ 'ভদ্ ঐক্ষত বহু স্যাম্' ইত্যাদিঃ চেতন-কারণতা শ্রুতিঃ, সা সর্গাদী উৎপন্নস্য মহৎ-তত্ত্বোপাধিকস্য মহাপুরুষস্য জন্মজানপরা

— <। > ২ সাংখ্যস্ত্তের ভিক্তান

প্নশ্চ—শ্রুতৌ অপ্নি 'দ ঈক্ষাংচক্রে, তদ্ ঐক্ষত' ইত্যাদৌ দর্গাদি উৎপন্ন-বৃদ্ধিত এব তদিতরাখিলস্ঞাইঃ অবগম্যতে—১৷৬৪ স্থত্রের ভিক্কৃতায়

ঐ যে মহাপুরুষ--যিনি মহতের স্রষ্টা—আছাং তু মহতঃ স্রষ্ট্ - র্তিনি ত' অচেতন নন—তিনি প্রজ্ঞামর, ঈক্ষামর – 'তদ্য জ্ঞানময়ং তপঃ'।\*

আর বদি বৃদ্ধিতঃ সৃষ্টি হয় ( আমরা দেখিয়াছি ঐ বৃদ্ধি = Cosmic

—C. Jinarajadasa's First Principles, p. 131

<sup>\*</sup> Before the Logos began the work of the system, He created on the 'Plane of the Divine Mind', the system as it was to be from its commencement to its end. He created all the 'archetypes' of forces and form, of emotions, thoughts and intuitions, and determined how and by what stages each system should be realised in the evolutionary scheme of His system.

Wind এবং সেই জন্ম তাহার নাম মহান আলো' ৬ \ ——— (

Mind এবং সেই জন্ম তাহার নান 'মহান্ আত্মা' ক ), তবে আর 'অজ্ঞস্য প্রবৃত্তিঃ'\* কিসে? এ প্রসঙ্গে ম্যাডাম্ ব্লাডাট্স্কি বলিয়াছেন—

Manwantaric impulse commences with the re-awakening of Cosmic *ideation*, the Universal Mind, concurrently with and parallel to the primary emergence of Cosmic substance.—Secret Doctrine, vol I, p. 349

মনঃ স্ষ্টিং বিক্কতে চোজমানং সিস্ক্রা—১।৭৫ পরমাত্মনঃ স্রষ্টুম্ ইচ্ছয়া প্রের্যানং মনঃ ( মহান্ ) স্ষ্টিং করোতি

—কলু কভট্ট

তবে এ কথা ঠিক্ বে প্রকৃতির বিকার 'পরার্থ' বটে—It is for the sake of the Spirit that the world must be made flesh.

-Count Keyserling.

প্ৰথং, It is for the sake of the self that *Prakriti* is progressively pluralised.

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক সময় মনে করিতেন বে, প্রকৃতি অন্ধ—তাহার কোন ঈক্ষা বা অভিসন্ধি নাই। প্রথাত বৈজ্ঞানিক হাক্স্লি স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিয়াছিলেন—'Nature has no purpose or design.' স্থাং, It is a mighty maze without a plan. এখন এ মত কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। তুই জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অভিমত শুহুন —

There is evidence of mind at work, beneficient and

<sup>†</sup> সন্ধাৎ অধি মহান্ আল্লা—কঠ, ২।৩।৭ অব্যক্তাৎ চ মহান্ আল্লা সমুৎপদ্মতে গার্থিব। অধনং সর্গম্ ইত্যেতদ্ আহুঃ প্রাধানিকং বুধাঃ ॥—শাস্তিপর্ব, ৩১•।১৬

 <sup>\*</sup> বৎসবিবৃদ্ধিনিসিত্তং ক্ষীরন্ত যথা প্রবৃত্তিরক্তক্ত ।
 পুরুষবিনোক্ষনিসিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানত ॥—কারিকা, ৫৭

contriving mind, actuated by purpose, a purpose inspired by a far-seeing insight, a deep understanding and adaptation to conditions.

-'Making of Man', by Sir Oliver Lodge.

The universe begins to look more like a great thought than a great machine. \* \* The universe shows evidence of a designing and controlling power that has something in common with our individual mind. \* \* The universe can be best pictured as consisting of pure thought of a mathematical Thinker.—Sir James Jeans.

আর একজন বৈজ্ঞানিকের উক্তি উদ্ধৃত করিতে চাই—হেন্দের্
( Haeckel )—ইনি জড়বাদী বলিয়া খ্যাত।

Without the assumption of an atomic Soul, the commonest and the most general phenomena of chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion must be common to all atoms of an aggregate; for, the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them sensation and will. — Haeckel in the Perigenesis of the Plastidule, cited in Martineau's Types of Ethical Theory, vol II, p. 339 (Third edition)

আর একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্থার্ রে ল্যাকাষ্টারের মুখেও আমর 'Nature's predestined Plan'-এর কথা শুনিতে পাইয়াছি। তাঁহার উক্তি এই:—They justify the view that man forms a new CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi departure in the general unfolding of Nature's predes-

এই প্রদঙ্গে করাসী দার্শনিকপ্রবর বার্গসোঁর (Bergson) উক্তি
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য (বার্গসোঁ দার্শনিক হইলেও বিজ্ঞানে বেশ স্থপ্রবিষ্ট)।
তিনি বিবিধ খুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, নিসর্গের অন্তরালে
যে প্রচ্ছন্ন শক্তি ক্রিরাশীল রহিয়াছে, সেই 'Elan Vital'-এর একটা
original impulse, একটা internal push, একটা প্রেষণা আছে,
বাহার প্রেরণান্ন Creative Evolution সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ, ঐ
Elan Vital কতৃকি প্রেরিত হইয়াই, নিখিল নিসর্গ অপ্রান্ত গতিতে স্কাইর
বৈচিত্যাসন্ন বিবর্তন-পথে অগ্রসর হইতেছে। বার্গসোঁর নিজের কথা এই—

(There is) an internal push that has carried life, by more and more complex forms to higher and higher destinies. \* \* It begins to be evident that there is something of the psychological order immanent in all things, low as well as high, which feels and strives and achieves.

বস্তুত: বদি নিসর্গের পশ্চাতে অভিসন্ধি ( purpose ) না থাকিত— বদি একথা ঠিক না হইত যে.

মনে হয় কোন এক নিগৃঢ় নিয়তি।

যুগ যুগান্তর ধরি খুঁজে পরিণতি।

—Yet I doubt not through the ages

One increasing purpose runs.—Tennyson
—তাহা হইলে শঙ্করের ভাষায় 'জগদাদ্ধাং প্রসঞ্জোত'। সেই জন্ম ম্যাডাম্
য়াভাট্স্কি বলিতেন—'Universal Mind has to appear before there can be manifestation.'

महामनीयी अमाद्मन् अध्य मार्च वित्रवाट्यन—There is a Soul at the centre of Nature, অর্থাৎ, ঈক্ষা হইতেই বিশের বিবর্তন।

এ প্রসঙ্গে আর তৃই জন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতের প্রতি ক্ষা করিতে চাই—Hobhouse, in the preface to the 2nd edition of his 'Mind in Evolution', urges that, mind in some form is the driving force of all evolution. Lloyd Morgan in his 'Emergent Evolution' attributes this function to God.

অধ্যাপক হাক্সি প্রকৃতির জগদ্ব্যাপারে কোন অভিসন্ধি খুঁজিয় পান নাই—তিনি উপলব্ধি করেন নাই বে, ঐরপ অ-দর্শনে 'জগদাদ্ধাং প্রসন্ধ্যেত'। সাংখ্যাচার্বের। প্রকৃতিকে অন্ধ অচেতন বলিলেও নিজের অতটা অম্বত্ব প্রকাশ করেন নাই।

> **প্রতিপুরুববিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভ:**—কারিকা, ৫৬ विमुक-स्माकार्थः चार्थः वा क्षधानचा— माःशान्यः, २।১ পুরুষদ্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ততে তদ্বং অব্যক্তম—কারিকা, ৫৮

While the Sankhya does not admit that Prakriti consciously designs and executes any plan-it still holds that the development (evolution) of Prakriti is the execution of a plan designed to meet the ends of the Spirit-Prof. Radhakrisnan.

পুন-If we admit the Sankhya view of Prakriti and its complete independence of Purusha, then it would be impossible to account for the evolution of Prakriti. \*\* Unintelligent Prakriti cannot spontaneously produce effects which serve the purposes of Purusha. Yet the

Sankhya theory admits the presence of design in the evolution; for the final cause of the activity of Prakriti is to enable the Purushas to gain their freedom.

বস্তুতঃ সাংখ্যের। প্রকৃতির 'unconscious but immanent teleology' দৃষ্টে বিম্মিত হইয়া—অন্ধ-পঙ্গু, অয়স্বান্ত মনি, ধেমুবং বংসার, উদ্ভের কুস্কুমবহন প্রভৃতি উপমান প্ররোগ করিয়া নিক্ষান্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা কিরপ বিকল হইয়াছে—আমরা পূর্ববর্তী অধ্যান্তে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। প্রত্যুত—'Prakriti, though mechanical (in the Sankhya view effects results which strongly suggest the wisest computation of sagacity.'

-Prof. Radhakrisnan

তाই বাদরায়ণ বলিলেন—ঈক্ষতে नीमसम्।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় নথ্যযুগের সাংখ্যাচার্বের। (বগা বাচম্পতিমিশ্র, অনিকল্প, হিজ্ঞানভিক্) প্রকৃতির ব্যাপারে প্রকারান্তরে ঈশরের কতৃত্ব অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 'Later thinkers found it impossible to account for this harmony between the needs of Purusha and the acts of Prakriti and so attributed the function of guiding the development of Prakriti to God.'—Prof. Radhakrisnan

বাচম্পতি বলেন—ঈশ্বস্যাপি ধর্মাধিষ্ঠানার্থং প্রতিবন্ধাপার এব ব্যাপার:।

'Vachaspati holds that the evolution of Prakriti is directed by an omniscient Spirit (পরমেশর).'

व्यनिकक्ष अक्रस्यत्र अमस्य विवशास्त्र —

স বিবিধঃ পরশ্চ অপরশ্চেতি। অপর পুরুষ=জীব। আর পর পুরুষ ?

বিজৈশ্বর্যবিশিষ্টঃ সংসারধর্মেঃ ঈষদপি অসংস্ষ্টঃ পরঃ ভগবান্ নছেশ্রঃ সকলজননাৎ বিধাতা (২।১ স্থত্তের বৃত্তি )। অত এব পর পুরুষ পরমেশ্বরই জগৎ-যোনি—সাংখ্যোক্ত প্রস্বধর্মী প্রকৃতি নহে।

বিজ্ঞানভিক্র মতেও আদিপুরুষদ্য সংবোগমাত্রেণ প্রকৃতে: মহংতহ্ব রূপেণ পরিণমনম্ (১।৯৬ স্থত্রের ভিক্ষৃভাষ্য) \* \* অধিলভোক্তৃসংবোগাং এব প্রধানেন মহদাদিসর্জনাৎ (৫।৯ স্থত্রের ভিক্ষৃভাষ্য)। এই আদি পৃক্ষ সম্পর্কে ভিক্ষ্ অন্তর্ত্ত (৩)৫৭ স্থত্রের ভাষ্যে) লিধিরাছেন—

স হি পর: পুরুষসামান্তং দর্বজ্ঞানশক্তিমং দর্বকর্তৃতাশক্তিমং চ।

অর্থাং, ঐ পুরুব='the general universal collective Purusha'—
তিনি ব্যষ্টি নন, দমষ্টি-পুরুষ। 'বিজ্ঞানামূতে' বিজ্ঞানভিন্ধ আর এক গ্রাম
উঠিয়া নিজমত এইরূপে বিশদ করিয়াছেন—

প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যবাদিভ্যাং সাংখ্যযোগাভ্যাং প্রক্রবার্থ-প্রযুক্তা প্রবৃত্তি স্বরুষের পুরুষেণ আছা-জীবেন সংযুজ্যতে অরস্কান্তেন লোহবং। অস্বাভিঃ প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ ঈশ্বরেণ ক্রিয়তে।

অর্থাৎ, 'সাংখ্য ও যোগাচার্যেরা প্রকৃতি-স্বাতদ্র্য স্বীকার করিরা বিদ্যা থাকেন যে, অরস্কান্তের বেমন লৌহ-সংযোগ, সেইরপ আন্থ জীব পুরুষের সহিত সংযুক্তা প্রকৃতির পুরুষার্থসিদ্ধির জন্ম স্বতঃ প্রবৃত্তি। আমরা বিদ্, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ ঈশ্বরের দ্বাবাই সংঘটিত হয়।'

বার্গসোঁ নিসর্গের অন্তরালে ক্রিয়াশীল 'Elan Vital'-এর কথা বলি লেন। বুঝিয়া দেখিলে ঐ 'Elan Vital'-ই উপনিবদের 'প্রাণ'—য়হা অজর, অমর ও অক্ষর, বাহা 'বিশ্বস্য সংপতিঃ'। ঐ 'Elan Vital' ফ্লা বৈচিত্রাময় বিবর্তনের প্রেরক ও চালক, তথন উহা কথনই জড় বা জি হইতে পারে না। অতএব জগং কিছুতেই অন্ধ জড়শক্তির ব্যাপার নর-ইহা চিন্ময়ের বিলাস। 'বশ্বের চালকশক্তি প্রজ্ঞাময়ী, চিন্ময়ী, ঈক্লায়য়ী-য়া দেবী সর্বভৃতেরু প্রজ্ঞারপেণ সংস্থিতা—ঐ শক্তি ভাগবতী শক্তি। নিসর্গের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ঐ অমোঘা ভাগবতী শক্তিকে লক্ষ্য করিরা বাই-বেলের শ্ববি বলিয়াছেন—'It sweetly and mightily ordereth all things'—অকুঠ ও অমোঘভাবে নিখিল নিসর্গের উনি ব্যাপস্থাপন করিতে-ছেন। উপনিষদের শ্ববিও ঐ মর্মে বলিয়াছেন—

याथाज्यारजार्थान् वामधार भाषाजीजाः मयाजाः — क्रेन, ৮

—'চিরদিনের জন্ম নৈদর্গিক ব্যাপারের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছেন।' এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া একজন পাশ্চাভ্য দার্শনিক লিপিয়াছেন—

An all-pervading energy, operating wisely and beneficially according to fixed laws of its own.

অতএব এই ঈক্ষাময় জগৎ-ব্যাপার কখনই অচেতনা স্বতন্ত্রা প্রকৃতির চার্য হইতে পারে না।

## তৃতীয় অধ্যায়

#### বৈতে অবৈত

আমরা দেখিরাছি—এই বিবিধ বিচিত্র বিশ্বের বিশ্লেষণ করিয়া সাংখ্যের।
এক মহাবৈতে উপনীত হইরাছেন—প্রকৃতি ও পুরুষ, জড় ও চিং।
দ্রব্যং দেখাবিভক্তং জড়ম অজড়ম ইতি।

এই দ্বৈত পরস্পর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

The fundamental conception and ultimate assumption of the system is the dualism of Prakriti and Purusha. These exist together with and in one another, from eternity—two entirely distinct essences; but no attempt is made to derive them from a higher unity or to trace them back to it.—Prof. Deussen's Philosophy of the Upanisads, p. 240

ইহাই সাংখ্যশান্তের মর্মান্তিক ক্রটি—সাংখ্য লক্ষ্য করেন না যে, 'the Real is neither mere Purusha nor mere Prakriti'.

সেইজন্ম অধ্যাপক ডয়সন্ বলিয়াছেন—The more closely this system is investigated, the more unsatisfactory and incomprehensible, from a philosophic point of view, will it be found to be. কেন ? Because Monism is the natural standpoint of philosophy.—Ibid, p. 244

তাহাই যদি হয়, তবে 'the dualistic realism of Sankhya is the result of a false metaphysics.'—Prof. Radhakrisnan

শ্রীশঙ্করাচার্যও প্রকৃতি-পুরুষের এই তথাকথিত স্বাভন্তাের প্রতি কট।ক করিয়া গীতাভাষ্যে বলিয়াছেন—

অথবা ঈশরপরতম্বয়েঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্বয়েঃ জগং-কারণজ্বং, ন তু সাংখ্যা-নামিব স্বতম্বয়োঃ।

এ সম্পর্কে বেদান্তের বাণী এই—

তে খ্যানযোগান্তগতা অপশান্, দেবাত্মশক্তিং স্বপ্তলৈ নিগ্ঢ়াম্

-বেতাবতর, ১া৩

দেবস্য মহেশ্বরস্য পরমান্মনঃ আত্মভূতাম্ অ-স্বতন্ত্রাং—ন সাংখ্যপরি-কল্লিতপ্রধানাদিবং পৃথগ্ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং কারণম্ অপশান্—শহরভাষ্য

'In the Sankhya system, Nature ( প্রকৃতি ) is independent of the Spirit (পুৰুষ), but in this Upanisad (বেডায়তর), Nature is entirely dependent upon God. "Sages given to meditation," it says, "have seen an energy belonging to the very nature of God, hidden by gunas." This is in fundamental opposition to the Sankhya position.'—Dr S. C. Sen's Mystic Philosophy of Upanisads, p. 14

বৃদ্ধতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়—

जन्दीनदार वर्षवर - 21810

পরমেশ্বরাধীনা তু ইরুম্ অম্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতঃ অভ্যূপসম্যতে, ন স্বতম্বা—শঙ্করভাষা

চেতনসম্বন্ধহীনং সাংখ্যাভিনতং প্রধানং স্বর্ম্ অচেতনং কার্যোৎপাদন-কনং ন ভবতি, অতঃ অনর্থকম্ এব। ঔপনিবদং তৃ প্রধানং অর্থবং ভবতি। কৃতঃ ? তদধীনত্বাং তস্য চেতনস্য পরমকারণস্য ব্রহ্মণঃ \* \* অধীনত্বাং

—শ্রীনিবাসভাষ্য

व्यागत्रा ज्ञानि—नार्ननिक 'नृष्टि' विविध—Materialistic and Spi-

ritualistic. অর্থাৎ, জড়বাদীর দৃষ্টি ও জীববাদীর দৃষ্টি। জড়বাদীর
দৃষ্টিতে ম্যাটার্ই সর্বেদর্বা—এ মত কিন্তু সমীচীন নর। জগৎ চিং-জড়ের
গ্রন্থি—মহাজ্ঞানী গেটের ভাষায়, 'Matter cannot exist and be
operative without Spirit nor Spirit without Matter'.

অর্থাৎ — সংযুক্তম্ এতং ক্ষরম্ অক্ষরং চ—শ্বেত, ১৮

অন্তপক্ষে জীববাদী বে 'Idealism'-এর স্থরে হুর মিলাইয়াবনেন, বিশ্বে একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য-প্রতীতিমাত্রমেবৈতং ভাতি বিশ্বং চরা-চরম্ (সিদ্ধান্তমূক্তাবলী)—এ মতও সমীচীন নহে। এ সম্পর্কে সাংখানতই গ্রহণীয়—অর্থাং, প্রকৃতির সহিত প্রকৃষের—চিতের সহিত জজ্জে অবশান্তাবী। কিন্তু প্রশ্ন এই – প্রকৃতি ও পুরুষ—এই মহাদ্বৈতেই কি দার্শনিক চিন্তার বিশ্রান্তি, অথবা এই দোহাকে এক অন্বয় একত্বে সমন্তি করা বায় ? এক কথায়, তত্ব কি বৈত না অবৈত ?

প্রথমতঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দিক্ হইতে এ প্রশ্নের আলোচনা করা যাক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কি ?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন যে, এই বিবিধ, বিচিত্র, বিশাল বিশ্বের বিশ্লেষ করিলে, আমরা স্থাবর ও জঙ্গম—এই তুই কোটিতে উপনীত হই। স্থাবর= Inorganic, আর জঙ্গম = Organic (উদ্ভিদ্ ও প্রাণী)।

জল, স্থল, অন্তরিক্ষ, ধাতু, শিলা, ক্ষিতি, বাষ্পা, সাগর, ভ্<sup>ধর—এ</sup> সমস্তই স্থাবরের অন্তর্গত। আর বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, সরীস্পাধ মাহুষ—এ সমস্তই জ্বসমের অন্তর্গত।

যে কিছু স্থাবর, তাহার বিশ্লেষণ করিলে আমরা molecule বা অণুতে উপনীত হই—এবং যে কিছু জন্ম তাহার বিশ্লেষণ করিলে আমরা cell বা কোষাণুতে উপনীত হই। ঐ অণুও কোষাণুকে যদি আবার বিশ্লেষণ করি, তবে ন্যুনাধিক ৯২টি elements বা মূলভূত প্রাপ্ত হই—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, গারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, গদ্ধক, কার্বন্ প্রভৃতি।

অনেকদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা ঐ সমস্ত মূল ভূতের atom বা পর-নাণুকে নিত্য ও পরস্পার স্বতন্ত মনে করিতেন। কিন্তু এখন এ মত পরি-ত্যক্ত হইরাছে।

If appears more than possible that all the elements—oxygen, hydrogen, copper, tin and iodine for example—are but allotrophic modifications of one kind of matter, the 'Protyle' of Professor Crookes.—Sir William Ramsay.

এই कथारे गााजाम् ब्राजाऐ सि ज्ञानक पिन शृद्धं विविद्याहितन-

'There is only one fundamental element in the system. That one element undergoes numberless aggregations, dissociations and modifications, resulting in all the innumerable compound bodies.'

এই Fundamental Elementই Protyle—জগতের নির্বিশেষ (homogeneous) আছা উপাদান। সার্ অণিভার্ নজ (Lodge) উহাকে 'Uniform Ether of Space' বলিয়াছেন। এই প্রোটাইল্ই নিম্নভূমিতে আমাদের পরিচিত প্রকৃতি। সাংখ্যেরা ইহাকে জগতের অভিতীয় উপাদান, 'অমূল মূল' ব্লিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন—'প্রকৃতেঃ আছোপাদানতা। মূলে মূলাভাবাং অমূলং মূলং।'

বিজ্ঞান বলেন, এই প্রকৃতি বা Matter ছাড়া জগতে আর একটি দ্রব্য আছে —বাহার নাম শক্তি—Force, Energy। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় বটে, এই শক্তির অনম্ভ ভেদ। কিন্তু ধীরভাবে পর্বালোচনা করিলে দেখা বায় যে, ভৌতিক-শক্তি বতই বিবিধ ও বিচিত্র হউক না কেন, তাহারা ছয়টি মাত্র বিভাগের অন্তর্গত—গতি, তাপ, আলোক, তাড়িত, চৌমক-শক্তি এবং রসায়ন-শক্তি, অর্থাং, Motion, Heat, Light, Electricity, Magnetism and Chemical Affinity.

এই শক্তি-বট্কের নীলাফেত স্থাবর জগং - সেই জন্ত ইহাদের নান
Physical Force। কিন্তু জগতের মধ্যে আমরা আর একটি অভিনব
শক্তির সাক্ষাং পাই—সে শক্তি প্রাণ-শক্তি বা Vital Force। বস্তুতঃ
স্থাবর ও জন্সনের ইহাই নৌলিক প্রভেদ বে, স্থাবর প্রাণহীন এবং জন্ম
'প্রাণভূহ'—স্থাবর অপ্রাণী (Non-living) এবং জন্ম প্রাণী (Living)।

বিজ্ঞান অনেক দিন ননে করিতেন যে, প্রাণ-শক্তি জড়-শক্তিরই রূপান্তর। এ মত এখন পরিত্যক্ত হইরাছে। প্রাণি-তত্ত্বিদ্ অধ্যাপক ক্রেজার্ হ্যারিসের (Fraser Harris-এর) ভাষায়, এখন প্রতিপন্ন হইরাছে যে, "Between the living and the non-living, there is a great gulf fixed and no efforts of ours, however heroic, have as yet bridged it over."

অর্থাং,—

প্রাণী আর অপ্রাণীতে বহুত অন্তর। হুঁহু মাঝে সেতু গড়া বার্থ নিরম্ভর॥

বাহাদের প্রাণ আছে—তাহাদের মধ্যে যেমন প্রাণশক্তি—সেইরণ বে দকল জন্ধনের মন আছে, তাহাদের মধ্যে জীবশক্তি বা Psychic Force। এই শক্তি নিশ্চয়ই অন্ধ জড়-শক্তি নর—ইহা চিন্ময়, প্রজ্ঞাময়। অতএব ঐ শক্তিকে Force না বলিয়া Power বলাই দক্ষত। দার্শনিক-প্রবর হার্বার্ট স্পেন্সর্ তাহাই বলিয়াছেন—

The Power which manifests itself in consciousness is but a differently conditioned form of the Power which manifests itself beyond consciousness.—Herbert Spencer's Ecclesiastical Institutions, p. 838.

অতএব আমরা দেখিলাম যে, শক্তি অষ্ট ভেদে বিভিন্ন—গতি, তা<sup>গ</sup>, আলোক, তাড়িত, চৌম্বক ও রসায়ন শক্তি এবং প্রাণ-শক্তি ও জীব-শক্তি।

অনেক দিন অবরি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের ধারণা ছিল যে, ঐ অন্তবিধ
শক্তি পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন—উহারা যে এক মহাশক্তিরই ভাবান্তর,
এ তথ্য তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল। করেক বংসর পূর্বে সার্ উইলিয়ন্
গ্রোভ্ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত বড়্ বিধ ভৌতিক
শক্তিকে পরস্পর রূপান্তরিত করা যায়, অর্থাৎ, তাড়িত হইতে তাপ, আলোক,
চৌম্বক শক্তি উৎপন্ন করা যায়; আবার তাপ, আলোক প্রভৃতিকে তাড়িতে
রূপান্তরিত করা যায়। এই প্রক্রিনার তিনি নামকরণ করেন—শক্তির
স্নাবর্তন (Correlation of Physical Forces)। হেল্ম্হোট্ন্
(Helmholts) এবং মায়ার্ (Alyer) এই তত্ত্ব আরও বিশদ করেন।
পরিশেষে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সর্ এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া
প্রতিপন্ন করেন যে, কেবল ভৌতিক শক্তি নন্ন—প্রাণ-শক্তি ও জীব শক্তিও
ঐ সমাবর্তন-বিধির অন্তর্ভুক্ত। সকল জাতীয় শক্তিই অন্ত জাতীয়
শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। অর্থাং, ঐ অন্তবিধ শক্তি এক মহাশক্তিরই প্রকার ভেদ।

Each force is transformable directly or indirectly into others. They differ from each other chiefly in the character of the motion involved in the phenomenon.

-Dolbear

অমুধাবন করিলে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের অমূক্ল।

বেদান্ত বলেন —

যদাদিত্যগতং তেন্ধো জগদ্ ভাসরতেংখিনম্।

यচ্চক্রমসি বচ্চায়ৌ তং তেজো বিদ্ধি নামকম্।—গীতা, ১৫।১২

'আদিত্যে, চক্রে ও অগ্নিতে যে তেন্ধঃ আলোকরূপে দীপ্তি পায়, তাহা
বন্ধণ্যদেবেরই তেন্ধঃ।'

তেজ্ব-চাম্মি বিভাবদৌ—গীতা, ৭৷৯

'অগ্নিতে উত্তাপরূপে যে শক্তি প্রকাশ পায়, সে তাঁহারই।'

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারন্নাম্যহমোজসা—গীতা, ১৫।১৩ 'পৃথিবীর মাধ্যাকর্বণরূপে যে শক্তির অভিব্যক্তি হয়, তাহা তাঁহারই।' তিনিই —জীবনং সর্বভূতেরু —গীতা, ৭।১

—'সমন্ত জীবে প্রাণশক্তি।'

অহং বৈশ্বানরো ভূষা প্রাণিনাং দেহমান্তিতঃ—গীতা, ১৫।১৪ 'তিনিই বৈশ্বানররূপে প্রাণীর দেহে অবস্থিত।'

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেরু ভারত !—গীতা, ১৩৩ আবার 'সমস্ত ক্ষেত্রে তিনিই ক্ষেত্রজ্জ্যপে বিরাজিত।'

অত এব দেখা গেল যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বে Matter ও Energy—
জড় ও শক্তি-রূপ মহাবৈতে উপনীত হইয়াছেন,—উহা প্রাচ্য দর্শনের
পরিচিত প্রকৃতি ও পুরুষ। গীতার ইহাদিগকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলা
হইয়াছে। উপনিষদ্ বিবিধ সংজ্ঞায় এই দৈতকে সংজ্ঞিত করিয়াছেন।
কোথারও বলিয়াছেন — রিমি ও প্রাণ, কোথারও অয় ও অয়াদ, কোথারও
অপ্ ও মাতরিশ্বা, কোথারও স্বধা ও প্রস্তি, আবার কোথারও প্রধান ও
প্রত্যগাত্মা।

এই বে জড় ও শক্তি, Matter ও Energy—এক হিসাবে ইহারা সাংধ্যেরই প্রকৃতি ও পুরুষ। বাহা সাংখ্যের পুরুষ, তাহাই উপনিষদের ও গীতার ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞ পাশ্চাত্য দর্শনের Monad। সাংখ্যেরা বে ভাবে পুরুষের পরিচয় দেন,\* তাহাতে ক্ষেত্রজ্ঞকে শক্তিকেন্দ্র বলা যায় না। অথচ বিবর্তনের জন্ম Matter-এর সহিত Energy-র যোগ প্রয়োজন।

No matter without force, no force without matter— Matter and Force are co-existent and inseparable.

<sup>\*</sup> म जाञ्चा टकरनः शुक्तः निर्दिकारता नित्रश्चनः ।

নীতা-পাঠেও আমরা জানি-

যাবং সংজায়তে কিঞ্চিং সন্তং স্থাবরজন্পমম্।

ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগা২ তন্ বিদ্ধি ভরতর্বভ ॥—গীতা, ১৩া২ ৭

'স্থাবর জন্ধম যাহা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রক্স— প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়ের সংযোগঙ্গনিত জানিবে।'

সে যাহা হউক, আমরা বদি Matter-কে দাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বলি এবং Energy-কে সাংখ্যোক্ত পূক্ষ বলি, তবে প্রশ্ন এই, এই দোঁহাকে এক অন্ধ্যতত্ত্বে একীভূত করা যায় কি না।

এ সম্পর্কে অধ্যাপক রাবাকৃষ্ণনের করেকটি স্থচিন্তিত বাণী আমাদের প্রণিধানবোগ্য।

When the Sankhya breaks up the process of reality into its two articulations of the mechanism of matter and the freedom of spirit—it is to be noted that these reals are conceptual and not historical. \* \* If we start with an original unbridgeable chasm, the unity of the world cannot be rendered intelligible. \* \* The transparent duality rests upon some unity above itself.

তাই রাধাক্তফন্ বলেন—

They (প্রকৃতি ও পুরুষ) are aspects of a higher unity—distinctions within a whole. \* \* It is simply due to our avidya that we fail to recognise the ultimate oneness of Subject and Object. কারণ, if the two are independent, we would require a tertium quid to connect the two; but the two are really aspects of one ultimate Consciousness, (খিনি বিজ্ঞানম্ আনন্দং বন্ধ). Failure to

recognise this ultimate unity is the fundamental mistake of the Sankhya theory.

এপ্রদেশে মনস্বী বাল গন্ধাধর তিলক তাঁহার 'গীতারহস্যে' বলিরাছেন-\*
'গীতাতে প্রকৃতি ও প্রুক্ষ অনাদি স্বীকৃত হইলেও এই বিষরে দৃষ্টি
রাখা চাই ষে, সাংখ্যদের ন্থায় গীতাতে এই ছই তব স্বতন্ত্র কিয়া স্বয়ন্ত্
বলিয়া স্বীকৃত নহে। কারণ, গীতাতে ভগবান্ প্রকৃতিকে আপন মায়া
বলিয়াছেন (গীতা, ৭।১৪; ১০)৩) এবং প্রুক্ষ সম্বন্ধেও "মনৈবাংশাে জীবলােকে" (গীতা ১৫।৭)—'উহা আমারই অংশ,' এইরূপ বলিয়াছেন।

\* \* কিন্তু ভগবদ্গীতার প্রকৃতি ও প্রুক্ষে বিশিষ্ট ছৈত স্বীকৃত নহে; ভাই
মনে রাখা আবশ্যক বে, গীতাতে 'প্রকৃতি', 'প্রুক্ষ', 'ত্রিওণাতীত' ইত্যাদি
সাংখ্যদিগের পারিভাবিক শব্দের প্রয়োগ একট্ ভিন্ন অর্থে করা হইয়াছে;
কিন্তা ইহা বলিতে হয় বে, গীতাতে সাংখ্যের ছৈতের উপর অধৈত পরবন্ধের
ছাপ সর্বত্রই লাগাইয়া রাখা হইয়াছে। \* \* প্রকৃতি ও প্রুক্ষের বাহিরে
এই জগতের পরবন্ধরূপী একই মূলতন্ত্ব আছে এবং তাহা হইতে প্রকৃতি-প্রুক্ষাদি সমন্ত স্কৃতিই উৎপন্ন হইয়াছে।'

দৈরতাদের ঐ সকল সম্বট লক্ষ্য করিয়া বেদান্তের শ্ববিরা উপদেশ দিরাছেন ধে, দৈতের পশ্চাতে এক অদৈত আছেন। তিনি ব্রহ্ম – তিনি একমেবাদিতীয়ম্ (ছান্দোগ্য, ৬।২।১) — তিনি কেবল এক নন—তিনি অদিতীয়—তিনি Unit এবং Unique.

ন তু তদ্ বিতীয়ম্ অন্তি ততোহস্তদ্ বিভক্তং যং পশোং — বৃহ, ৪।৩।২৩
'তিনি ভিন্ন যখন বিতীয় নাই, তখন তাঁহা হইতে ভিন্নকে কিরুপে দেখিবে ?'

দ এব অধন্তাৎ দ উপবিষ্টাৎ দ পশ্চাৎ দ পুরস্তাৎ দ দক্ষিণতঃ দ উত্তরতঃ দ এবেদম দর্বমিতি—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

<sup>⇒</sup> জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাক্র-কৃত বঙ্গাম্বাদ, ১৬৪ ও ১৬১ পৃষ্ঠা। CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

'তিনিই অধে, তিনিই উধের', তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, — তিনি ভিন্ন আর কোন কিছু নাই।'

নতঃ পরতরং নাম্মং কিঞ্চিন্ অন্তি ধনজন !
নম্মি দর্বন্ ইনং প্রোতং ক্তে নিগিপা ইব ॥—গীতা, ৭।৭
আনা হ'তে পরতর নাহি কিছু ধনশ্বন্ধ !
আনাতে প্রথিত বিশ্ব ক্তের বধা মণিচর ॥

অতএব Matter নয়, Spirit-ও নয় —ব্ৰহ্মই দৰ্বেদৰ্বা – দৰ্বং গৰিদং ত্ৰহ্ম—ছান্দোগ্য, ৩:১৪৷১

নো এতং নান।—কৌধীতকী, ৩৮ নেহ নানান্তি কিঞ্চন—বৃহ, ৪।৪।১৯ —এ বিশ্বে নানা, বহু, দৈত নাইই নাই।

ঐ অধিতীয় পরমাত্মা ভড়ের ও চিং-এর পশ্চাতে গাকিরা তাহাদিগকে সংব্যন করেন। অর্থাৎ, ঐ মহাদৈত স্বতম্ভ নহে—তাহারা ব্রহ্ম-পরভন্ত।

ক্ষরং প্রধানং, অমৃতাক্ষরং হরঃ

क्षत्राष्ट्रात्नो केनरक त्नव धकः।—(यक, ১।১०

'এক অদ্বিতীয় দেব (পরব্রন্ধ) কর ও অক্ষর (প্রধান ও পুরুষ)— উভয়কেই শাসন করেন।'

কর ও অক্ষর, জড় ও চিং গুধু পরমাত্মার বারা শাসিত নহে—উভরে তাঁহারই বিধা বা প্রকৃতি--modes of manifestation মাত্র। নেইজভ তাঁহাকে 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ', 'প্রধানপুক্ষেধরঃ' বলা হয়—বতঃ প্রধান-প্রক্ষাে (বিষ্ণুপ্রাণ)। অর্থাৎ, ব্রদ্ধ প্রকারী—চিং ও জড় তাঁহার প্রকার (modes)।\* 'These two—consciousness and unconsci-

Finite things are modi of the Infinite Substance, mere variable states of God, are transitory forms of the unchangeable Substance,

<sup>\*</sup> এ সম্পর্কে দার্শনিকপ্রবর Spinoza-র একটি উক্তি আমাদের সর্বীয়—

366

ousness, are the two aspects of the one Becoming, i. e. correlative aspects of a Higher Synthesis'.

বাহাকে আমরা জড় বলি—উহা ব্রন্মের অপরা 'প্রকৃতি' এবং বাহাকে আমরা চিং বলি—উহা তাঁহার পরা 'প্রকৃতি'।

ভূমিরাপোহনলো বায়ু: খং মনোবৃদ্ধিরেব চ।
অহদার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা ॥
অপরেয়ম্ ইতত্বস্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো ! বয়েদং ধার্যতে জগং ॥—গীতা, ৭।৪-৫

ভগবান্ গীতায় বলিতেছেন,—'আমার ছই প্রকৃতি - অপরা ও পরা।
অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুং, ব্যোম, মনঃ, বৃদ্ধি ও অহন্ধার—
এই অষ্টধা বিভক্ত। আর পরা প্রকৃতি,—জীবভূতা, বাহা এই জগং
বারণ করিয়া রহিয়াছে।' ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীরামান্ত্জাচার্য বলিয়াছেন,—'একমেব ব্রন্ধ নানাভূতিচিদ্দিৎপ্রকারং নানাত্মেন অবস্থিতম্'—
(সর্বদর্শনসংগ্রহ)।

মৃত্তক উপনিবদে দেখা বায়, শৌনক মহর্ষি অঙ্গিরার নিকট প্রশ্ন করিলে
—'কম্মিন্ মু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি'—২৷১৷৩

'হে ভগবন্, কাহাকে জানিলে সমস্ত বিজ্ঞাত হয়'—অঙ্গিরা ব্রন্ধ তত্ত্বের বিবরণ করিয়া বলিলেন, ব্রন্ধের বিজ্ঞান হইলে এ সমস্তই বিদিত হয়।

'আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতং ভবতি—বহু, ২।৪।৫

'পর্মাত্মা বা ব্রন্ধের দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানের দ্বারা এ সমন্তই বিদিত হয়।'

এই কথা স্থবিশদ করিবার জন্ম বৃহদারণ্যকের ঋষি করেকটি উপমানের (analogy-র) সাহায্য লইরাছেন।

স বথা ত্পুভের্মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শঙ্কুরাদ্ গ্রহণার, ত্পুভেন্ত গ্রহণেন তৃন্ভ্যাঘাততা বা শব্দো গৃহীত:—বৃহ, ২।৪।৭

স যথা শন্ধ্যা থারমানস্য ন বাহ্যান্ শব্ধান্ শকুরান্ গ্রহণার, শন্ধ্য তু গ্রহণেন শন্ধ্যা বা শব্ধো গৃহীতঃ—বুহ, ২।৪।৮

म वथा वीगारित वाश्यानारित न वाशान् सन्तान् सङ्ग्राम् গ্রহণার, वीगारित जु গ্রহণেন वोगावानमा वा सर्वा शृशीजः—वृह, २।८।৯

অর্থাং, বেমন তুল্পুভি বাদিত হইলে তাহার বাফ্ শব্দ গ্রহণ করা বায় না, কিন্তু তুলুভি গৃহীত হইলেই তাহার শব্দও গৃহীত হয়; বেমন শহ্ম বাদিত হইলে তাহার বাফ্ শব্দ গ্রহণ করা বায় না, কিন্তু শহ্ম গৃহীত হইলেই তাহার শব্দও গৃহীত হয়; বেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাফ্ শব্দ গ্রহণ করা বায় না, কিন্তু বীণা গৃহীত হইলেই তাহার শব্দও গৃহীত হয়—এয় ও জগং সহক্ষেও সেইরূপ।

অর্থাৎ, যেমন নানা স্থরভেদ একই বাছ্যযন্ত্রের প্রকার বা বিধামাত্র, নেইরূপ বিশ্বের এই বিবিধ বৈচিত্র্য বন্ধেরই বিধা বা প্রকারমাত্র।

বিনি ব্রহ্ম, বিনি পরমাত্মা—তিনি ঐ অক্ষর ও ক্ষর উভরেরই অতীত—
তিনি পুরুষও নহেন, প্রক্রতিও নহেন, চিংও নহেন, জড়ও নহেন,—তিনি
পুরুষোত্তম :

যত্মাৎ ক্ষরম্ অতীতোহহম্ অক্ষরাদপি চোত্তম:।

অতোহত্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ প্রুবোত্তম: ॥—গীতা, ১৫/১৮

'পরমাত্মা ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতে উত্তম ; দেইজন্ম লোকে
ও বেদে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে।'

এ প্রসঙ্গে লর্ড ব্যাল্ফোরের (Lord Balfour) একটি উক্তি স্মরণ করুন—Spirit and Matter are only names, differentiating two mentally recognisable states of the one Substance which alone has—nay, which alone is—Life—the one

Sole Reality, eternal, infinite, which substands all things - Itself unmanifest but made manifest through them.

বেদান্ত অন্তর্মণেও এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদান্ত বলেন,— সৃষ্টি ও প্রলয় প্রবাহরণে অনাদি – সৃষ্টির পর প্রলয়, আবার প্রলয়ের পর স্ষ্ট। প্রলয়ে কি হর ? প্রলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়ই পর্যাদ্মাতে निलीन ( latent ) इत्।

প্রকৃতি ধা মায়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্থরপিণী। পুরুষ-চাপ্যভৌ এতৌ লীরেতে পরমাত্মনি । – বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৪।৬৮ उপनिषम् अवे कथारे विनिशास्त्र-

'অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পর দেবে একীভবতি।'

'অক্ষর তমদে লীন হর। তমঃ পরমাত্মায় একীভূত হর।' ( एः প্রকৃতির একটি পারিভাবিক নাম )।

অন্তত্র—তিম্মন্ অপো মাতরিশা দধাতি—ঈশ, ৪ 'তাঁহাতে ( ব্রন্ধে ) পুরুষ অপ্কে ( প্রক্রতিকে ) আহিত করে।' অতএব আমরা দেখিলাম, প্রলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ—Matter ও Energy—পরমাত্মার বিলীন হয়। সেই জন্ম পরমাত্মার একটি সার্থক নাম नावात्रव।

নারায়ণ = নারের অয়ন ( আশ্রয় )। নার অর্থে কারণার্ণব ( প্রকৃতি ) ( আপো নারা ইতি প্রোক্তা:—মন্তু ) এবং নার অর্থে নরের (কেন্ডজের) সমূহ। বন্ধ প্রকৃতি এবং পূরুষ—উভয়েরই নিধান। তিনিই সদেব সোমা! डेषम्य जामीर—ছात्माना, ७।२।১

এই প্রদক্ষে লর্ড ব্যাল্ফোরের 'Theism and Thought'-গ্রন্থ হইতে কয়েকটি স্থচিন্তিত বাণী উদ্ধৃত করিতে চাই।

If then, we think of a time which (logically) prece-

ded all volution (involution or evolution), some point in the absolute 'Now' i. e. Reality, apart from the idea of duration, when, for purposes of so-called Creation, this Supreme Individuality determined voluntarily to subject Itself to conditions (e. g. of time, space and causality)—does it not follow that the beginnings of manifested life would represent the Divine Nature (including Its consciousness) under conditions so complex as practically to neutralise all its inherent activities—a stage which may perhaps best be described as consciousness at its functional zero?

ইহাই প্রলম্বের অবস্থা। কিন্তু প্রলম্বের অবসানে যখন নারারণ যোগনিজা হইতে প্রবৃদ্ধ হন, তথন তাঁহার মধ্যে সিম্ম্পার উদর হয়—স ঐক্ষত
একোইহং বহু স্থাম্—এক আমি বহু হইব। ইহাকে ঝ্রেনের ঝি মহেশরের
'কাম' বলিরাছেন—

#### কামস্তদত্তা সমবত তাধি।

ঐ কামনার উদরে সেই functional zero-র প্রচ্যুতি হইরা অপরা ও পরা প্রকৃতির আবির্ভাব হয়। বেমন লোহে (soft iron-এ) magnetism-এর positive ও negative ভেদ বোগনিস্তায় একীভূত থাকে—কিন্তু সেই লোহ তাড়িত প্রবাহের বৃত্তের মধ্যে আদিলে. হথ চৌষক-শক্তি উদ্ দুর হইয়া প্রং ও স্ত্রী (positive ও negative)-ভেদে ভিন্ন হয়; সেই-রূপ রক্ষে স্পৃষ্টির প্রবৃত্তি প্রস্তুত হইলে, তাঁহার বোগনিস্তা ভদ হইয়া অপরা প্রকৃতি (প্রধান) ও পরা প্রকৃতি (পূক্ষ বা ক্ষেক্তক্তের) আবির্ভাব হয়।

ষা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিন্তে সিম্ফ্রা – রন্দ প্রাণ

শতথ্য এ কথা নিশ্চিত বে, পুরুষ ও প্রকৃতি বিশের চরম বৈত

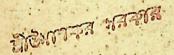
C82 .

(Ultimate Duality) নহে। নেহ নানান্তি কিঞ্চন—সর্বং গ্রিদ ব্রশ্ব – সেই সত্যস্ত সত্যং ব্রহ্মণ্যদেবই একমাত্র সং—তিনি একমেবাহিতীয়ং —তিনিই সর্বে সর্বা।

অহম্ একোংনন্তমিত-প্রকাশরপোংস্মি তেজসাং তমসাম্। অন্তঃস্থিতানি সমাস্তঃ তেজাংসি তমাংসি চৈকস্ত।।

ক্র 'তেজাংসি'ই সাংখ্যের বছ পুরুষ এবং ঐ 'তমাংসি'ই ব্যক্তাব্যক্ত। প্রকৃতি। উভয়ই সেই একসেবাদ্বিতীয়ের অন্তঃস্থিত।

সমাপ্ত





# গ্রন্থকার প্রণীত সম্যাম্য গ্রন্থ

গীতায় ঈশ্ববাদ	510
উপনিষদ্—ব্ৰহ্মতত্ত্ব	510
বেদান্ত পরিচয়	210
কর্মবাদ ও জন্মান্তর	510
ষাজ্ঞবক্ষ্যের অধৈতবাদ	510
<u>जामणीला</u>	37
অবতার-তত্ত্ব	37
বুদ্ধদেবের নান্তিকভা °	37
মেষদূত ( মূল ও পছানুবাদ )	h.
(ଝାସ୍ଟ୍ରୀ	হা।

